শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

শ্রীগৌরাঙ্গমঠ

রাইপুর * বীরভূম

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ বর্ষ-পূর্ত্তি সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

বিশ্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের মূল পুরুষ
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়মিশনের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের উপদেশামৃত

প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ তদীয় অধস্তন রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় সমিতির
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর-সঙ্কলিত
এবং তদাশ্রিত গৌড়ীয়-সমিতির বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজয় শ্রীধর মহারাজ
কর্তৃক সম্পাদিত অমূল্য বাণী-সম্পদ

গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ

করিলেন।

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবারিধি ত্রিদণ্ডী মহারাজ
গৌড়ীয়-সমিতি * শ্রীগৌরাঙ্গমঠ * রাইপুর * বীরভূম।

পঞ্চম সংস্করণ
১৪১৭ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণে
মেসার্স সিদ্ধার্থ প্রিন্টার্স
সিউড়ী * বারুইপাড়া * বীরভূম
ফোন : (০৩৪৬২) ২৫৫-১৮১

প্রাপ্তিস্থান :-

১। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ; পোঃ -রাইপুর, ভায়া বোলপুর
জেলা—বীরভূম, পিন -৭৩১২০৪
২। শ্রীভাগবত-আশ্রম; পোঃ -চিনপাই,
জেলা—বীরভূম, পিন -৭৩১১০২
৩। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ; সিন্দারপট্টি, পোঃ + জেলা – পুরুলিয়া,
পিন -৭২৩১০১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ বর্ষ -পূর্ত্তি-সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা
১৪১৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু
হেতমপুর শ্রীগৌরাঙ্গমঠে সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীল প্রভুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রী গৌড়ীয় জাতির প্রতিষ্ঠাতা
নিজগুিস্বামী শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি ময়ূখ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ
চিনপাই শ্রীভাগবত-আশ্রমে সেবিত শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তি

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজয়
শ্রীধর গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বনমালীজীর অপরিসীম করুণা ও অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ পরম দয়াল স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচ শত বর্ষপূর্ত্তি সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা বৎসরে প্রকাশিত হইলেন। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব মদীয় পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষ-পূর্ত্তিকালে—১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই অমূল্য গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া ভাগ্যবান্ সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ ও বিশেষরূপে আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই অমূল্য শিক্ষামৃত পাঠ করিয়া উচ্চশিক্ষিত অনেকেই বলিয়াছেন —"সরল ভাষায় এরূপ পারমার্থিক মীমাংসা আমাদের দৃষ্টিতে কখনও আসে নাই; এই সুমীমাংসা সত্য-সত্যই চিত্তাকর্ষক, মর্ম্মস্পর্শী ও মহামঙ্গলকর। এই হৃদয়গ্রাহী উপদেশামৃত গ্রন্থটি কণ্ঠহার ও নিত্যপাঠ ক'রতে আমাদের একান্ত অভিলাষ।"

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল অমূল্য উপদেশামৃত যে কত মঙ্গলকর, কত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ, কত চিত্তাকর্ষী ও কত কৃষ্ণসুখকর, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। আত্মমঙ্গলকারী সেবোন্মুখ নিষ্কপট সাধক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনোযোগ-সহকারে ইহা পাঠ করিলে নিজ জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা, অপূর্ব্বত্ব ও প্রত্যক্ষ সত্যতা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভগবদিচ্ছায় শ্রীপুরীধামে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুলনীয় ও অপরিসীম করুণার কথা জগদ্বাসীকে যিনি জানাইয়াছিলেন, সেই জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বক্তৃতায়, বিভিন্ন প্রবন্ধে, পত্রাবলীতে ও হরিকথা-প্রসঙ্গে প্রদান করিয়াছেন, তাহাই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে প্রশ্নোত্তর-ধারায় গ্রন্থাকারে পর পর দুইটি সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের পরেও এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও কিছুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় করুণাময় প্রভুর প্রেরণায় ও শ্রদ্ধালু জনগণের একান্ত আগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচ শত বর্ষপূর্ত্তি সন্ন্যাস-গ্রহণ ও ভারত পরিভ্রমণ লীলার স্মৃতিতে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে এই উপদেশামৃতের পঞ্চম সংস্করণ পুনরায় প্রকাশিত হইলেন। মঙ্গলমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সকল মঙ্গলালয় সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু এবং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধা-বনমালীজী নিজগুণে কৃপা করিয়া মাদৃশ নগণ্য সেবককে এই জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে কাতর প্রার্থনা ও হার্দ্দ নিবেদন।

বর্তমান সংস্করণের সেবানুকূল্যকারী সজ্জনগণের জীবমঙ্গলময় মহান প্রচেষ্টার জন্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে তাঁহাদের সবান্ধব পারমার্থিক কল্যাণ প্রার্থনা করি।

আজ এই শুভদিনে আমার নিত্যজীবনদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহ জগতে প্রকট নাই, ইহা আমার অসহনীয় দুঃখ। তবে আমাদের হৃদয়দেবতা ও নিত্যরক্ষক শ্রীগুরুদেব আমাদের হৃদয়ে ও সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া সতত আমাদিগকে রক্ষা ও কৃপা করিতেছেন এবং তাঁহার কৃপা ও শুভেচ্ছাতেই

‘শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত, গ্রন্থটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচ শত বর্ষপূর্ত্তি সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা বৎসরে পুনঃ প্রকাশিত হইলেন —ইহাই আমাদের আনন্দ ও ভরসা।

স্নেহের মূর্ত্তি ও দয়ার সাগর শ্রীশ্রীগুরুদেব, করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় গুরুবর্গ এই দীন প্রভু-কিঙ্করকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণরেণুতে নিত্য অভিষিক্ত করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে এই দাসাধমের হার্দ্দ নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।

ইতি—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০তম শতবর্ষ পূর্ত্তি সন্ন্যাসলীলা-বৎসর অক্ষয়তৃতীয়া ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ ১৬ই মে, ২০১০ খৃষ্টাব্দ	শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজয় শ্রীধর

শ্রীশ্রীগুরু -গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রশ্ন-সূচীঃ

২৪। আমরা কি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারি?
২৫। কে উদ্ধার পায়?
২৬। মঙ্গল কি করে হবে?
২৭। মঙ্গলের রাস্তাটা কি?
২৮। ভক্ত কে?
২৯। ভগবদ্দর্শনের পথ কি?
৩০। কৃষ্ণসেবা কি করে পাবো?
৩১। আমরা কি শ্রীনামের সেবক?
৩২। কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা-লাভের উপায় কি?
৩৩। কে গুরু হইতে পারেন?
৩৪। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কি জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই? সেবা কি করে পাবো?
৩৫। বৈষ্ণবদর্শনের কথা কিভাবে বুঝা যাবে?
৩৬। মহাপ্রভুর উপকার কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার?
৩৭। আমার সম্বন্ধজ্ঞান হয়েছে তা কি করে বুঝবো?
৩৮। সেবা বাদ দিয়ে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা কি ভাল?
৩৯। শ্রীভগবন্নাম কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে?
৪০। আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটিতে কি ভেদ?
৪১। আমার ত’ জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহা হইলে এ সমস্ত বিষয় কি করিয়া জানা যাইবে?
৪২। কাহারও কাহারও সংবাদ পিয়ন না আনিতেও পারে ত'?
৪৩। বৈকুণ্ঠের সংবাদ আনয়নকারী পিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে?
৪৪। জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। তাহা বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইবে?

৪৫। কি উপায়ে সেই সাহস অর্জ্জন করা যাইবে?
৪৬। শরণাগতি ও দৃঢ়তা কি বিশেষ প্রয়োজন?
৪৭। গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজন না করিলে কি কৃষ্ণভজন হয় না?
৪৮। সন্ন্যাসী সাজিলেই কি সুবিধা হইবে?
৪৯। এই জগৎ কি বদ্ধজীবের কারাগার?
৫০। কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন?
৫১। আমাদের সুবিধা বা মঙ্গল কি করিয়া হইবে?
৫২। রাধারাণী কি মূল গুরু?
৫৩। আমাদের ভগবদনুভূতি হচ্ছে না কেন?
৫৪। এ জগতে এত দুঃখ আছে কেন?
৫৫। গ্রাম্যকথা বলা ও গ্রাম্যকথা শুনা কি ভক্তিহানিকর ও অমঙ্গলজনক?
৫৬। নিত্যকল্যাণ লাভের উপায় কি?
৫৭। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাই কি ভক্তির মূল?
৫৮। সুখী হইবার উপায় কি?
৫৯। ভক্তি জিনিষটি কি?
৬০। ভগবান্ কি জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন?
৬১। মায়া জিনিষটি কি?
৬২। আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?
৬৩। জীবের চালক কে?
৬৪। আরোহবাদ কাহাকে বলে?
৬৫। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কি পার্থক্য?
৬৬। বৈষ্ণব কে?
৬৭। ভগবৎসেবা ব্যতীত কি কল্যাণ হয় না?
৬৮। গুরুনিষ্ঠ না হলে কি হরিভজন হবে না?
৬৯। ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হবে?
৭০। মঙ্গলের পথ কি?

৭১। স্বতন্ত্রতা কি পরিত্যাজ্য?
৭২। প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি?
৭৩। ভগবানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারাই কি অমঙ্গলের কারণ?
৭৪। ভগবান কি ভক্তের অধীন?
৭৫। কাহার সঙ্গ করবো?
৭৬। শ্রীগুরুদেব কি মানুষ?
৭৭। গুরুসেবা কি প্রত্যহই করা কর্তব্য?
৭৮। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম?
৭৯। কীর্ত্তন কি সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ?
৮০। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?
৮১। সেবা জিনিষটি কি?
৮২। আমাদের ভক্তি কি করে বৃদ্ধি হবে?
৮৩। হরিসেবা কি নিজে নিজে করা যায় না?
৮৪। বিশ্বকে কিভাবে দেখতে হবে?
৮৫। শ্রীগুরুদেবের Direct সঙ্গ ও সেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?
৮৬। আমরা কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস?
৮৭। সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি?
৮৮। কাহার কপাল ভাল?
৮৯। কাহাকে দান করিতে হইবে?
৯০। শুদ্ধভক্তের বিচার কিরূপ?
৯১। কে ভগবানকে লাভ করিতে পারে?
৯২। কাহার সেবা করা কর্ত্তব্য?
৯৩। এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?
৯৪। গুরুদর্শন না হইলে কি ভগবদ্দর্শন হয় না?
৯৫। গুরুকে ভুলিলেই কি অসুবিধা হবে?
৯৬। বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা দেখে?

৯৭। শ্রীগুরুদেব কি প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান?
৯৮। হৃদয়ে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি কখন হয়?
৯৯। পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করলে কি ঠকতে হবে?
১০০। জড়াভিনিবেশ হতে কে আমাকে রক্ষা করতে পারেন?
১০১। ভগবানকে কিভাবে ডাকতে হবে?
১০২। গুরুসেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?
১০৩। কাহার সঙ্গ করিব?
১০৪। সবই কি ভগবানের দয়া?
১০৫। মন্ত্রসিদ্ধি ও ভক্তিসিদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?
১০৬। যাহার অর্থের প্রতি লোভ আছে, তাহার সঙ্গ কি পরিত্যজ্য?
১০৭। সকলে মিলিয়া মিশিয়া সেবা করাই কি ভাল?
১০৮। সাংসারিক কষ্টও কি ভগবানের দয়া?
১০৯। যেখানে ভক্তগণ থাকেন, সেখানকার সকল লোক ভাল হয় না কেন?
১১০। আমাদের জীবন কি আদর্শস্থল হওয়া উচিৎ?
১১১। আমাদের ব্যাধি কি?
১১২। পার্থিব অসুবিধায় ভক্তের কি কর্ত্তব্য?
১১৩। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ?
১১৪। ভগবানের কৃপাতেই কি গুরু মিলে?
১১৫। গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি করা কি উচিত?
১১৬। পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে কি মঙ্গল হবেই? ১১৭। আমাদের কোথায় অসুবিধা ঘটিয়াছে?
১১৮। ভক্তি কি করে লাভ হয়?
১১৯। আমরা জীবিত না মৃত?
১২০। কে সিদ্ধিলাভ করবেন?

১২১। বহু ব্যক্তিকে গুরুর সমান মনে করা কি উচিত?
১২২। সাধু কি করেন?
১২৩। শ্রীবিগ্রহ কি বস্তু?
১২৪। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা কি?
১২৫। চিত্ত স্থির করবার সহজ উপায় কি?
১২৬। আমাদের কি শিষ্য করা উচিত?
১২৭। আপনি ত' বহু শিষ্য করেছেন?
১২৮। প্রকৃত সেব্য কি?
১২৯। আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্যটা কি?
১৩০। স্বাধীনতা লাভের উপায় কি?
১৩১। কি ক'রে নিজেকে জানতে পারবো?
১৩২। শ্রীচৈতন্যদেব কি করেছেন?
১৩৩। সাধুসঙ্গ কি করে হবে?
১৩৪। শ্রেয়ঃপথে কি বিঘ্ন থাকেই?
১৩৫। বিবর্ত্ত কাহাকে বলে?
১৩৬। চেতন ও অচেতন ভেদ কি?
১৩৭। মানুষ কি পরজগতের কথা বলতে পারে?
১৩৮। সকলে পরমার্থ কথা ধরতে পারেন না কেন?
১৩৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি নিত্য?
১৪০। শ্রীচৈতন্যদেব কে?
১৪১। গীতার সর্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য-এত বড় কথাকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এহো বাহ্য-একথা কেন বললেন?
১৪২। পরীক্ষা জিনিষটা কি দয়া?
১৪৩। লোক তীর্থে যায় কেন?
১৪৪। ভোগ ও ত্যাগ দুইই কি পরিত্যাজ্য?
১৪৫। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কে?
১৪৬। কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে কি পার্থক্য?
১৪৭। প্রকৃতি বা মায়া কি জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ?

১৪৮। কাহার সেবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?

১৪৯। গীতার ‘সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকের অর্থ কৃপা করে বলুন।

১৫০। অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় কি?

১৫১। আমরা কিভাবে থাকিব?

১৫২। তৃণাদপি সুনীচতা কা’কে বলে?

১৫৩। জীবে দয়া মানে কি?

১৫৪। ভগবান যা করেন তা সবই কি মঙ্গলকর?

১৫৫। মন্ত্রে যে নমঃ শব্দ আছে, তার অর্থ কি?

১৫৬। ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হবে?

১৫৭। জীবের বদ্ধ অভিমান কতকাল থাকে?

১৫৮। আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছি না কেন?

১৫৯। কখন আমাদের মঙ্গল হয়?

১৬০। শরণাগতি ব্যতীত কি মঙ্গল হয় না?

১৬১। কাহারা মঠে বাস করিবেন?

১৬২। কাহার সহিত মঠের সম্পর্ক নাই?

১৬৩। ভগবান্ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

১৬৪। তর্কপন্থী কে?

১৬৫। দূরে থাকিয়া বা গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কি করিয়া সম্ভব হইবে?

১৬৬। বৈষ্ণব-সঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

১৬৭। ভগবানের সকল ব্যবস্থাই কি সানন্দে শিরোধার্য্য?

১৬৮। বৈষ্ণবের কি অশৌচ আছে?

১৬৯। শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা কখন বুঝিতে পারিব?

১৭০। কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে?

১৭১। গুরুসেবা ব্যতীত কি মঙ্গলের কোন আশা নাই?

১৭২। নিষ্কপট গুরুসেবকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইবে?
১৭৩। হরিনাম কি বস্তু?
১৭৪। নামসংকীর্তনই কি মঙ্গললাভের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়?
১৭৫। মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য কি?
১৭৬। কাহার নিকট কথা শুনতে হবে?
১৭৭। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কি?
১৭৮। শরণাগতের মঙ্গল কি হবেই?
১৭৯। শরণাগতের লক্ষণ কি?
১৮০। দেবজন্ম অপেক্ষাও কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ?
১৮১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু কে?
১৮২। কিভাবে কৃপা বা শক্তি লাভ হয়?
১৮৩। ভক্তি ও অভক্তি কাকে বলে?
১৮৪। দুর্বলচিত্ত ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কি?
১৮৫। হরিজন কাহাকে বলে?
১৮৬। কেহ কেহ বলেন—সবই সমান, ইহা কি ঠিক?
১৮৭। শুদ্ধভক্তগণ গুরুকে কিভাবে দেখেন?
১৮৮। আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট পূরণ হচ্ছে না কেন?
১৮৯। জীবের কৃত্য কি?
১৯০। শ্রীনামগ্রহণকালে জড়চিন্তা আসে কেন?
১৯১। কি করে সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়?
১৯২। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে অর্থদান কি মঙ্গলকর?
১৯৩। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কে?
১৯৪। গৃহস্থভক্তের বিচার কিরূপ হবে?
১৯৫। কোথায় শ্রদ্ধা করিতে হয়?
১৯৬। অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?
১৯৭। ভগবন্নাম ও ভগবৎ-কথা ত' বৈকুণ্ঠ বস্তু। আমরা এ জগতে থেকে তা কি করে পাব?

১৯৮। যীশুখ্রীষ্ট ত’ জগদগুরু। তাঁহার উপদেশই ত’ আমাদের মঙ্গললাভে যথেষ্ট। তবে আবার মহান্তগুরুর আবশ্যক কি?
১৯৯। জীব ত' তটস্থাশক্তি। এজন্য সে সেবা করিতেও পারে, আবার ভোগ করিতেও পারে। ভোগবীজও তাহাতে অব্যক্তভাবে থাকে। সিদ্ধির পরেও কি জীবের সেই ভোগবীজ বা ভোগবাসনা থাকে?
২০০। অর্থের সদ্ব্যবহার কিসে হয়?
২০১। পরনিন্দা কি গর্হণীয়?
২০২। সংসারে কি সুখ আছে?
২০৩। ভজনের সহায় কি কি?
২০৪। ঠাকুরের বিষয়-রক্ষণও কি সেবা?
২০৫। বৈষ্ণবের কৃত্য কি?
২০৬। শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি কি একই বস্তু?
২০৭। ভক্তমাত্রেই কি পূজনীয়? ভক্তের রক্ষক কে?
২০৮। বৈকুণ্ঠ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য কি?
২০৯। নাস্তিকের পরিণাম কি?
২১০। কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?
২১১। সংশয়াত্মার কি মঙ্গল হয়?
২১২। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি কৃষ্ণই?
২১৩। ভক্তসেবা ও ভগবৎ-সেবা কি স্বহস্তে করণীয়?
২১৪। শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষকে কি প্রসাদ দেওয়াই উচিত?
২১৫। মায়াতীত কৃষ্ণের সঙ্গে মায়াবদ্ধ আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন কি করিয়া সম্ভব?
২১৬। শ্রীনামভজনের কি ফল?
২১৭। শ্রীচণ্ডীদাস কি শুদ্ধভক্ত?
২১৮। নিজের চিকিৎসা নিজে করা কি উচিত?
২১৯। সেবা কি অবশ্য করণীয়?

২২০। রিটার্ণ টিকিট করিয়া কি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট আসা উচিত?
২২১। কিভাবে লোককে কথা বলতে হবে?
২২২। ভগবৎ-সেবা কি নিজে নিজে বা অন্য লোকের সঙ্গে হয় না?
২২৩। হরিনাম ছাড়া কি অন্য উপায়ে আমাদের মঙ্গল হবে না?
২২৪। চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্যামীর কৃপা জিনিষটি কিরূপ?
২২৫। বেদান্ত কি পঠনীয়?
২২৬। জ্ঞানী ও ভক্তের সন্ন্যাসে পার্থক্য কি?
২২৭। মঙ্গল কি করে হবে?
২২৮। কি করে সাধুকে চিনবো?
২২৯। বিষয়ী কে?
২৩০। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কি মুখ্য ভজন?
২৩১। প্রকৃত কৃষ্ণসেবা কি করে হয়?
২৩২। সাধুর সঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?
২৩৩। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা কি করিয়া পাওয়া যাইবে?
২৩৪। যাঁহাদের অর্থ আছে, সেই সব গৃহস্থ ভক্ত ও মঠবাসী ভক্তগণ যদি অর্থের দ্বারা ভালভাবে ঠাকুরের সেবা না করেন, তবে কি তাঁহাদের অপরাধ হয়?
২৩৫। জীবের মঙ্গল কিভাবে হয়?
২৩৬। ভক্তগণ গৃহে বা মঠে কিভাবে থাকিবেন?
২৩৭। সন্ন্যাসী হইলেই কি সংসার হইতে মুক্তি হয়?
২৩৮। বাহিরের ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যা, ধন বা দারিদ্র্য দেখিয়া কি ভক্তকে চেনা যায়?
২৩৯। সদগুরুচরণাশ্রয়ে কি সবই লাভ হয়?
২৪০। নিষ্কিঞ্চন কে?
২৪১। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন জিনিষটা কি?

২৪২। আমরা কি নিঁখুত সত্যকথা বলিব?
২৪৩। গৃহব্রত কে?
২৪৪। কাহার নিকট ভাগবত শুনিব?
২৪৫। ভদবদ্দর্শনের রাস্তাটা কি?
২৪৬। শ্রীনামকীর্তনের কি ফল?
২৪৭। কৃষ্ণকার্য্যই কি ভক্তি?
২৪৮। কৃষ্ণদাস্য কি উপায়ে লাভ হইবে?
২৪৯। জীবতত্ত্ব কি?
২৫০। আপনার কথা শুনে খুব উপকৃত হচ্ছি। দয়া করে আরও কিছু হরিকথা বলুন।
২৫১। ভক্তিই প্রেয়ঃ-এই সুসিদ্ধান্ত কে আমাদিগকে বিশেষভাবে জানিয়েছেন?
২৫২। মঠে কি কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখতে হবে?
২৫৩। কিভাবে গৃহে থাকিতে হয়?
২৫৪। প্রেমিক ভক্তগণ কখন হাঁসেন, কখন কাদেন কেন?
২৫৫। কলিযুগধর্ম কি?
২৫৬। ভক্তের বিচার কিরূপ হয়?
২৫৭। ভগবানের জন্মলীলা কিরূপ?
২৫৮। শ্রীরাধারাণীকে আমরা এখন কোথায় পাব?
২৫৯। কোন ঘটনা ঘটলে সেটাকে কিভাবে দেখতে হবে?
২৬০। বর্তমান জীবের অবস্থা কিরূপ?
২৬১। আমরা নিজ স্বরূপের পরিচয় কি করে পাব?
২৬২। ভগবৎ-সেবাবিহীন মানবকে পশুতুল্য বলা হয় কেন?
২৬৩। ধর্ম্ম কি মানুষের সৃষ্ট বস্তু?
২৬৪। ভগবৎ-সেবাই কি প্রকৃত স্বাধীনতা?

২৬৫। শরণাগতের বিচার কিরূপ?
২৬৬। কোন্ বিষয়ে যত্নপর হতে হবে?
২৬৭। গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা কি এক?
২৬৮। অসুবিধা আসিলে ভক্ত কি করেন?
২৬৯। কাহাকেও বৈষ্ণব করা যায় কি?
২৭০। কখন ব্রজে যাওয়া হবে?
২৭১। কর্ম্মী লোকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ?
২৭২। মহাপ্রভুর সঙ্গী ও ভক্ত কি এক কথা?
২৭৩। সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি কি এক?
২৭৪। গুরুর সহিত আমার তফাৎ কোথায়?
২৭৫। কোন বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশের কি কোন মঙ্গল হয়?
২৭৬। ভক্তগণ নীচকুলে কেন আবির্ভূত হন? ভক্তের ত' কর্মফল নাই, তবে ভক্তগণ মূর্খ, রোগগ্রস্তরূপে প্রতিভাত হন কেন?
২৭৭। যেখানে হরিকীর্ত্তন হয়, তাহাও কি ধাম?
২৭৮। শ্রীচৈতন্যদেব কি সাক্ষাৎ ভগবান্?
২৭৯। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দয়া কি?
২৮০। কৃষ্ণনাম ও গৌরনামে কি বৈশিষ্ট্য?
২৮১। বৈষ্ণবের বিচার কিরূপ?
২৮২। অনর্থ কি?
২৮৩। ভক্তের জগদ্দর্শন কিরূপ?
২৮৪। ভগবৎ-কৃপালাভের উপায় কি?
২৮৫। ভগবান্ কাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন?
২৮৬। বৈকুণ্ঠবস্তুতে আমাদের বিশ্বাস হয় না কেন?
২৮৭। সেবা কাহাকে বলে?
২৮৮। প্রীতির ধর্ম্মটি কি?
২৮৯। জীবের চরম লক্ষ্য কি?

২৯০। মানবকল্পিত ধর্ম্ম ত’ আত্মধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না, এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?
২৯১। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত কি কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?
২৯২। কে হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন?
২৯৩। অধোক্ষজ বস্তুকে কি করে জানা যাবে?
২৯৪। প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন মানে কি?
২৯৫। সাধু কে?
২৯৬। শ্রীবিগ্রহ ত' সাক্ষাৎ ভগবান্?
২৯৭। আমাদের ভজনে উন্নতি হচ্ছে না কেন?
২৯৮। জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়টা কি?
২৯৯। বিষয়ী হওয়া কি ঠিক?
৩০০। আমি কি শিষ্য করতে পারবো?
৩০১। শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ বিচার করবো?
৩০২। গৌড়ীয় ভক্ত কাহারা?
৩০৩। ত্যাগীও কি বদ্ধ?
৩০৪। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে কি?
৩০৫। বহিরঙ্গা শক্তি ও চিচ্ছক্তির কার্য্য কি?
৩০৬। গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বে কি বৈশিষ্ট্য?
৩০৭। শারীরিক সুস্থতালাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কি অভক্তি বা ভক্তিবাধক?
৩০৮। অসুস্থ অবস্থায়ও কি ভজন করণীয়?
৩০৯। অভক্তকে ভক্ত মনে করা কি উচিত?
৩১০। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা কি ভক্তিবাধক?
৩১১। অসৎসঙ্গ কি পরিত্যাজ্য?
৩১২। কে ভগবৎসেবার জন্য ব্যস্ত হয় না?
৩১৩। বাহাদুর হওয়া কি ভাল?
৩১৪। দীক্ষিত ভক্ত পিতৃশ্রাদ্ধ কিভাবে করিবেন?

৩১৫। অসন্তুষ্টভাব কি করিয়া যায়?
৩১৬। আউল, বাউল কি বৈষ্ণব নয়?
৩১৭। ঈশ্বরবিশ্বাস কি প্রচুর দরকার?
৩১৮। শরণাগতি কি?
৩১৯। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কি পতিরূপে ভজন করা যায়?
৩২০। গৃহব্রত ব্যক্তির সঙ্গ কি গর্হণীয়?
৩২১। মঠ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি?
৩২২। ভক্তের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইবে?
৩২৩। কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত বৈষ্ণব বৈদান্তিকের পার্থক্য কি?
৩২৪। ভক্তগণ কি নীতি স্বীকার করেন?
৩২৫। কৃষ্ণলীলা ত' অশ্লীল হইতে পারে না?
৩২৬। ধর্ম্মের কি ক্রমবিকাশ আছে?
৩২৭। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে কি সকলেরই অধিকার আছে?
৩২৮। অতি ক্ষুদ্র বস্তু জীব বিভু ভগবানের সেবা কি করে করবে?
৩২৯। সেবা জিনিষটি কি?
৩৩০। আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?
৩৩১। বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ?
৩৩২। সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি?
৩৩৩। শ্রীগুরুপাদপদ্মে কিরূপ দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন?
৩৩৪। সাধক আমাদের চিত্তবৃত্তি বা বিচার কিরূপ হইবে?
৩৩৫। কে কৃষ্ণকে দিতে পারে?
৩৩৬। সদ্গুরু কি উপদেশ দেন?
৩৩৭। কাম কি করে যাবে?
৩৩৮। ভক্ত কাহাকে বিপদ মনে করেন?
৩৩৯। আপনি ত' অনেক শিষ্য করেছেন?
৩৪০। সরলতা কি বিশেষ প্রয়োজন?

৩৪১। সেবা কি নিজে করিতে হইবে?
৩৪২। গৃহসেবাকে ভগবৎসেবা মনে করা কি ভ্রান্তি?
৩৪৩। God, আল্লা ও কৃষ্ণ—ইহার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?
৩৪৪। শ্রীগুরুদেব আশ্রিতকে কি দেন?
৩৪৫। ভক্তের ক্রিয়াকলাপ কে বুঝিতে পারে?
৩৪৬। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ কি প্রত্যহই আলোচ্য?
৩৪৭। কিসে চিরস্থায়ী মঙ্গল হ'বে?
৩৪৮। শ্রীগুরুদেবকে প্রভুপাদ বা বিষ্ণুপাদ বলা হয় কেন?
৩৪৯। কর্ম্ম কি?
৩৫০। অনুক্ষণ হরিভজন কি করিয়া করা যাইবে?
৩৫১। হরিকীর্ত্তন কি অনুক্ষণ করণীয়?
৩৫২। কাহার সঙ্গ করণীয়?
৩৫৩। আনুগত্য কি বিশেষ প্রয়োজন?
৩৫৪। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার কিরূপ?
৩৫৫। সংসার-প্রবৃত্তি কি থামান দরকার?
৩৫৬। আমাদের মঙ্গল কিসে হবে?
৩৫৭। ভগবৎ-তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশিত?
৩৫৮। গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের বিচার কিরূপ হয়?
৩৫৯। আমরা কি করবো?
৩৬০। ত্যাগী হওয়া কি ভাল?
৩৬১। আমাদের প্রধান কার্য্য কি?
৩৬২। গুরু কে?
৩৬৩। ভক্তিমার্গ কি?
৩৬৪। কে আনুগত্য করিতে পারে না?
৩৬৫। গুরুবৈষ্ণব কি আমাদের সকল কার্য্যই অনুমোদন করেন?
৩৬৬। ব্রাহ্মণ কে?

৩৬৭। দেহের সার্থকতা কিসে হবে?
৩৬৮। কোন ভক্তের সেবা কিভাবে করণীয়?
৩৬৯। গুরুকে ভোক্তা ভগবান্ মনে করা কি ঠিক?
৩৭০। হরিভজন করা কি বিশেষ প্রয়োজন?
৩৭১। কৃষ্ণসেবা কি করিয়া পাইব?
৩৭২। অশুদ্ধ মন কি?
৩৭৩। শাস্ত্র কি সাক্ষাৎ ভগবান্?
৩৭৪। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কিছু উপদেশ দেন।
৩৭৫। আমাদের চিত্তবিক্ষেপ কেন আসে?
৩৭৬। ভজন বা ভক্তি জিনিষটি কি?
৩৭৭। ভক্তি কি কলিযুগধর্ম্ম?
৩৭৮। ভোগবুদ্ধি কি করে কাটবে?
৩৭৯। কে গুরুর কার্য্য করতে পারেন?
৩৮০। প্রকৃত গুরু আমরা কি করে পাব?
৩৮১। আপনাদের মিশনের উদ্দেশ্য কি? ৩৮২। আমাদের করণীয় কি বলুন?
৩৮৩। বৈষ্ণব কে?
৩৮৪। আমাদের বিচার কিরূপ থাকিবে?
৩৮৫। গৌড়ীয় মঠ কি বলেন?
৩৮৬। ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হবে?
৩৮৭। কে কৃষ্ণকে পাইবেই?
৩৮৮। কর্ত্তাভিমানী ব্যক্তির মঙ্গল হয় কি?
৩৮৯। আমাদের শ্রীনামে রুচি কি করে হবে?
৩৯০। শুদ্ধসেবা লাভ ও ভগবদ্দর্শন কখন হয়?
৩৯১। পশুরা মানুষ হয় কি জন্য?
৩৯২। ভক্তগণ কি বলেন?
৩৯৩। হৃদয়মন্দিরে কাহারা ভগবৎসেবা করেন?
৩৯৪। গুরু কে এবং গুরুসেবা কিভাবে করণীয়?

৩৯৫। দিব্যজ্ঞান কি?
৩৯৬। মনোবল কি করে হবে?
৩৯৭। মঙ্গল কি করে হবে?
৩৯৮। শরণাগত ভক্তগণ ভিক্ষা করেন কেন?
৩৯৯। সংসার-প্রবৃত্তি কি ক'রে কবে?
৪০০। আমরা কিভাবে থাকিব?
৪০১। কাহার নিকট ভগবৎ-কথা শুনলে মঙ্গল হবে?
৪০২। আমাদের শুদ্ধনাম হচ্ছে, ইহা কি করে বুঝবো?
৪০৩। আমাদের কামনা-বাসনা কি ক'রে যাবে?
৪০৪। কি ক'রে নিজেকে জানতে পারবো?
৪০৫। আমরা কৃষ্ণসেবা করতে পারছি না কেন?
৪০৬। কোন্ বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে?
৪০৭। গুরুকৃপাই কি কৃষ্ণকৃপা?
৪০৮। ভক্তের বিচার কিরূপ?
৪০৯। যারা ভগবানকে চায়, তাদের প্রথম কার্য্যটি কি?
৪১০। সর্ব্বত্রই কি শ্রীধাম?
৪১১। অনর্থ কি?
৪১২। ভগবৎ-কৃপা কি করে পাবো?
৪১৩। ভগবান্ কৃষ্ণই কি নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ?
৪১৪। ভক্তি কি?
৪১৫। ভক্তিলাভের উপায় কি?
৪১৬। ভগবদ্দর্শনের পথটি কি?
৪১৭। শ্রীরাধারাণী কে?
৪১৮। শ্রীগৌরসুন্দর কে?
৪১৯। শ্রীগৌরোপাসনা কি?
৪২০। মনুষ্যজন্ম পাইয়া হরিভজন কি অবশ্য করণীয়?
৪২১। কে গুরুর কার্য্য করিতে পারেন?

৪২২। সিদ্ধি কি করে হবে?
৪২৩। প্রকৃত শিষ্যের বিচার কিরূপ হয়?
৪২৪। ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত কি ভগবৎসেবা হয় না?
৪২৫। দীক্ষার স্বরূপ কি?
৪২৬। আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য কি?
৪২৭। ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কি?
৪২৮। জাগতিক শান্তি ও অশান্তি কিরূপ?
৪২৯। সাধকের কথা ও সিদ্ধের কথার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?
৪৩০। মহাপ্রভু কেন গোপী গোপী জপ করিতেন?
৪৩১। সেবোন্মুখ কর্ণ ব্যতীত কি শ্রবণ হয় না?
৪৩২। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতে কি বৈশিষ্ট্য?
৪৩৩। ব্যক্তিগত কথা দ্বারা কি বেশী মঙ্গল হয়?
৪৩৪। শুদ্ধ কীর্ত্তন কি?
৪৩৫। ভক্তি কি একমাত্র ভগবানেই প্রযোজ্য?
৪৩৬। আমাদের প্রভু কে?
৪৩৭। শ্রীনামকীর্ত্তন কি অবশ্য করণীয়?
৪৩৮। সন্ন্যাসী ভক্তের শ্রীচরণে হাত দেওয়া কি উচিত?
৪৩৯। শিষ্য করা কি উচিত?
৪৪০। আমরা কিভাবে বিষয় গ্রহণ করবো?
৪৪১। সধর্ম্ম কি?
৪৪২। কর্ত্তাভজা কি?
৪৪৩। কিভাবে লোককে সম্মান দিতে হয়?
৪৪৪। দীক্ষা গ্রহণের পর কি কাহারও বিষয়ে আসক্তি থাকে?
৪৪৫। কর্ম্ম ও জ্ঞান কি আত্মার ধর্ম্ম?
৪৪৬। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই কি একমাত্র সাধন?
৪৪৭। সেবা জিনিষটি কি?
৪৪৮। হরিভজনহীন জীবন কি বৃথা?

৪৪৯। শ্রীনামকীর্ত্তনই কি সাধন-শিরোমণি?
৪৫০। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?
৪৫১। আমাদের প্রয়োজন কি?
৪৫২। আনন্দ বস্তুটী কি?
৪৫৩। এই জগৎ কি জীবের ভোগ্য?
৪৫৪। আত্মা কি ভোগ করে?
৪৫৫। ভগবান্ কি বস্তু?
৪৫৬। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন?
৪৫৭। আমাদের চিন্তনীয় বিষয় কি?
৪৫৮। কিসে আমাদের মঙ্গল হবে?
৪৫৯। গুরুদেব কি বস্তু?
৪৬০। ভগবানকে কে দিতে পারেন?
৪৬১। বৈষ্ণব কি অকিঞ্চন?
৪৬২। অবৈষ্ণব কে?
৪৬৩। আমরা কি করে রক্ষা পাবো?
৪৬৪। আমাদের ভগবদনুভূতি কি করে হবে?
৪৬৫। কৃষ্ণপ্রাপ্তি মানে কি?
৪৬৬। কৃষ্ণাবির্ভাব জিনিষটী কি?
৪৬৭। ভগবান্ কি অচিন্ত্য বস্তু?
৪৬৮। হরিকথা কোথায় শুনিব?
৪৬৯। প্রকৃত সাধু কে?
৪৭০। ভক্তের দেহ কি ভগবন্মন্দির?
৪৭১। কে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন?
৪৭২। কিরূপ গুরু আশ্রয় করা উচিত?
৪৭৩। প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়পন্থীর বিচারে কি পার্থক্য?
৪৭৪। প্রকৃত পরোপকার কি?
৪৭৫। মন কি বিশ্বাসঘাতক?
৪৭৬। সত্যকথা সকলে শুনে না কেন?

৪৭৭। শ্রীচৈতন্যদেব কি কেবল বাঙ্গালীর ঠাকুর?
৪৭৮। পরমার্থজগতে কাহাদের সাফল্য হয়?
৪৭৯। আমাদের কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে না কেন?
৪৮০। গুরুদর্শন হ'লে কি আর লঘুদর্শন থাকে?
৪৮১। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?
৪৮২। মঠ করিয়া থাকাই কি আমাদের কার্য্য?
৪৮৩। গুরুকৃপাই কি ভাগবানের কৃপালাভের উপায়?
৪৮৪। প্রভো, আপনি কি গুণ্ডিচায় যাবেন?
৪৮৫। আমাদের মঙ্গল কি করে হবে?
৪৮৬। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কি?
৪৮৭। ভাগ্য কি?
৪৮৮। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার কিরূপ?
৪৮৯। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি?
৪৯০। পরিকর-বৈশিষ্ট্য কাহাকে বলে?
৪৯১। ভগবান্ শ্রীগুরুগোবিন্দ কি নিগ্রহও করেন?
৪৯২। আমরা সংসার থেকে কিরূপে নিষ্কৃতি পাব?
৪৯৩। কোন্ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে?
৪৯৪। আপনারা মঠে লীলাকীর্ত্তন করান না কেন?
৪৯৫। জড় জগতের সহিত পর জগতের পার্থক্য কি?
৪৯৬। কর্ম্মফলও কি ভগবৎকৃপা?
৪৯৭। অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উপলব্ধি কি করে হবে?
৪৯৮। আমরা কাহার অনুগত হইব?
৪৯৯। আধ্যক্ষিক কাহাকে বলে?
৫০০। ধ্যান কি কৃত্রিমভাবে হয়?
৫০১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি লীলাগ্রন্থ?
৫০২। তর্কপন্থী কারা?
৫০৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় ত' অনেকেই গুরুর কার্য্য করেছেন?

৫০৪। সব ধর্ম্মেই ত' সেই গুরু হতে পারে?
৫০৫। আমরা বাস্তব সত্য কি করে জানতে পারবো?
৫০৬। চৈত্ত্যগুরু কে?
৫০৭। ভগবানকে ত’ কেউ কেউ নির্ব্বিশেষ বলেন?
৫০৮। কাঁহারা প্রচার করতে পারেন?
৫০৯। আমরা কি করে ভগবানের জন্য প্রস্তুত হতে পারবো?
৫১০। সদ্গুরু কি করে পাব?
৫১১। হরিকীর্ত্তন কি অনুক্ষণ করণীয়?
৫১২। আমরা ত' পরোপকার করাকেই ধর্ম্ম মনে করি? এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?
৫১৩। বিষ্ণুর সেবা করিলে কি করিয়া জগতের সেবা বা পরোপকার হইবে?
৫১৪। মহামন্ত্রে যে হরেরাম উল্লিখিত আছে এ রাম কোন্ রাম?
৫১৫। বাস্তবসত্যের সন্ধান কি করিয়া পাইব?
৫১৬। সত্য কোটি না বুঝিবার পূর্ব্বে কিরূপে প্রপন্ন হওয়া যাইবে?
৫১৭। ইনিই যে সদ্গুরু তা' কি করে বুঝতে পারবো?
৫১৮। গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?
৫১৯। চৈত্ত্যগুরু কি করেন?
৫২০। মন্ত্র গ্রহণ করেও আমাদের মননধর্ম্ম দূর হচ্ছে না কেন?
৫২১। আত্মার ধর্ম্ম কি?
৫২২। বিলাস ও বিরাগ মানে কি?
৫২৩। শব্দের কি নিত্যত্ব আছে?
৫২৪। যত মত তত পথ—এই কথাটা কি ঠিক?
৫২৫। শুদ্ধভক্তসঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

৫২৬। কেহ কেহ বলেন—শ্রীমূর্তিপূজা একটা means to an end অর্থাৎ সাধ্যলাভের উপায় মাত্র। ইহা কি ঠিক?
৫২৭। আচার্য্য কে?
৫২৮। পরতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আস্ল?
৫২৯। মায়া মানে কি?
৫৩০। আমাদের প্রভুত্বাভিমান বা ভোক্তৃত্বাভিমান করে কাটবে?
৫৩১। ভগবানের প্রতি নির্ভরতা কেন আসছে না?
৫৩২। ভগবান্ কে?
৫৩৩। জীব বদ্ধ হ’লো কেন?
৫৩৪। তা' হলে ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?
৫৩৫। জীবের স্বতন্ত্রতার সদব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎ-প্রেরণায় হয়?
৫৩৬। তা' হলে সবই ভগবদিচ্ছায় হয় বা সবই ভগবৎকৃপা-এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়?
৫৩৭। আমরা যে পাপ করি, তা’ও কি ভগবানের দয়া?
৫৩৮। আমরা কেন অন্য কাজে ব্যস্ত হচ্ছি?
৫৩৯। এখন আমাদের কি করতে হবে?
৫৪০। কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি হয়?
৫৪১। বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার করছে?
৫৪২। বৈষ্ণবধর্ম কয়জন লোকেই বা জানে?
৫৪৩। বৈষ্ণবধর্মে কারো ব্যক্তিগত কল্যাণ হতে পারে, জগতের তাতে কি উপকার হয়?
৫৪৪। বৈষ্ণবধর্ম কি সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়?
৫৪৫। বিষ্ণুসেবা করলে কি কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিতে হবে?

৫৪৬। যাঁরা হরির সেবা করেন, তাঁরা জীবের সেবা করেন না?
৫৪৭। লোককে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করা কি জীবে দয়া নয়?
৫৪৮। স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন না?
৫৪৯। দেবতা-পূজা অবৈধ হলেও তাতে ত’ কৃষ্ণেরই পূজা হয়।
৫৫০। ভক্ত কি নিজের কোন কথা বলেন?
৫৫১। হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা আছে কেন?
৫৫২। শ্রীচৈতন্যদেবের মতটি কি—সংক্ষেপে বলুন?
৫৫৩। কৃষ্ণের উপাসনার কথা কিছু বলবেন?
৫৫৪। অধোক্ষজ বস্তুটি কি?
৫৫৫। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সজ্জনগণ কোন্ প্রণালী স্বীকার করেন?
৫৫৬। বৈষ্ণবধর্ম্মই কি মূল?
৫৫৭। কিরূপে সেবা করা কর্ত্তব্য?
৫৫৮। কেউ কেউ বলেন—Time is money (সময় হচ্ছে অর্থ)এ কথাটা কি ঠিক?
৫৫৯। কেহ কেহ রজোগুণ বৃদ্ধি করার কথা বলেন কেন?
৫৬০। যদি কেহ অর্থ ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া পুত্র-পৌত্রাদির জন্য সঞ্চয় করে, তবে তার কি গতি হয়?
৫৬১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য কে?
৫৬২। পরমার্থ-বিষয়ে আমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন?
৫৬৩। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু-উপাসনাটা কিরূপ?
৫৬৪। সেবা কি?
৫৬৫। সনাতন ধর্ম্ম কি?
৫৬৬। ভক্ত ও অভক্ত কে?
৫৬৭। জগৎকে কিভাবে দেখবো?

৫৬৮। কোন পথ গ্রহণ করতে হবে?
৫৬৯। ভগবান্ কাহাকে উদ্ধার করেন?
৫৭০। জীবে ও ঈশ্বরে কি ভেদ?
৫৭১। কে ভগবানের দয়া পায়?
৫৭২। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কি এক? ৫৭৩। সেবার ফল কি?
৫৭৪। শিষ্যের বিচার কিরূপ হবে?
৫৭৫। শুদ্ধভজন কি উপায়ে হয়?
৫৭৬। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?
৫৭৭। অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে কর্ণের বৈশিষ্ট্য কি?
৫৭৮। জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়টি কি?
৫৭৯। আমাদের পূর্ণ মঙ্গল কি করে হবে?
৫৮০। ভগবদবিমুখ জীব প্রথমে কি হইয়া জগতে আসিয়াছে?
৫৮১। জীব কি পুরুষ?
৫৮২। সদগুরুচরণাশ্রয়ের ফল কি?
৫৮৩। ভগবৎপ্রাপ্তি কিভাবে হয়?
৫৮৪। সংসার ভাল লাগে কেন?
৫৮৫। হরিকথা শুনেও মঙ্গল হচ্ছে না কেন?
৫৮৬। ভক্তি ও ভোগ কি পৃথক্ জিনিষ?
৫৮৭। ভক্তের দর্শন কিরূপ?
৫৮৮। পাপ ও অপরাধ কি এক?
৫৮৯। ভক্ত কি সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শন করেন?
৫৯০। ভক্তের সংসার ও বদ্ধজীবের সংসার কি এক?
৫৯১। হরিকীর্ত্তন কি মহামঙ্গলকর?
৫৯২। বৈরাগ্য কাকে বলে?
৫৯৩। ভগবদাশ্রয় কি করে হয়?
৫৯৪। বর্ত্তমানে আমাদের রুচি কোন্ দিকে?
৫৯৫। হরিকথা শুনেও সেইভাবে চলতে পারছি না কেন?

৫৯৬। কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল,কিন্তু কিছুদিন পর তার আবার অসদুদ্দেশ্য বা সংসারপ্রবৃত্তি হয় কেন?
৫৯৭। ভগবদ্ভক্তগণ এ জগতে কেন আসেন?
৫৯৮। কামিনী-কাঞ্চন কি ভক্তিবাধক?
৫৯৯। জগতে খাঁটী সাধুর আদর আছে কি?
৬০০। দুর্বলতা ও কপটতা—এই দুই এর মধ্যে তফাৎ কি?
৬০১। আমাদের দুর্গতির কারণ কি?
৬০২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি?
৬০৩। গুর্ব্ববজ্ঞা কি মহা-অপরাধ?
৬০৪। কৃষ্ণের উপাসনা কে করিতে পারেন?
৬০৫। ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ কি ভক্তি?
৬০৬। হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র বেদে বা শাস্ত্রে কোথায় আছে?
৬০৭। কোটী একান্ত কর্ত্তব্য?
৬০৮। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার কি করে হবে?
৬০৯। ভক্ত কি সেবা ছাড়া অন্য কিছু চায়?
৬১০। মাপিয়া লওয়া মানে কি?
৬১১। অতীন্দ্রিয়বস্তু ভগবানের সেবা কি এই জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়?
৬১২। অধঃপতনের ক্রমটা কি বলুন?
৬১৩। হরে-শব্দের অর্থ কি?
৬১৪। ভক্তিপথই কি আশ্রয়নীয়?
৬১৫। ওঁ-কার শব্দের অর্থ কি?
৬১৬। খবরের কাগজ পড়া কি খারাপ?
৬১৭। ত্রিদণ্ডী কাহাকে বলে?
৬১৮। স্ত্রীর সঙ্গে বাস কি উচিত?
৬১৯। কৃষ্ণভজন ব্যতীত কি জীবের কোন কাজ আছে?

৬২০। সাধুগুরুর পদধূলি কি গ্রহণীয় নয়?
৬২১। ভগবান্ কিভাবে রক্ষা করেন?
৬২২। ২৪ ঘণ্টাই কি ভগবৎসেবা করণীয়?
৬২৩। সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটা কি?
৬২৪। দুর্ব্বুদ্ধি কি?
৬২৫। ভগবান্ কা'র কাছে প্রকাশিত হন?
৬২৬। জ্ঞান ও বিজ্ঞান কি?
৬২৭। আমার ভাল লাগাটা কি ভক্তি?
৬২৮। স্ত্রীদর্শন কি নিষিদ্ধ?
৬২৯। কোল্টা মঙ্গলের পথ?
৬৩০। পূর্ণবস্তু কি?
৬৩১। কি প্রার্থনীয় হওয়া উচিত?
৬৩২। জীবন্ত সাধুর কথা কি খুব শক্তিপ্রদ?
৬৩৩। পণ্ডিত কে?
৬৩৪। কৃষ্ণ সকাম ভক্তকেও ভক্তি দেন, কিন্তু শাস্ত্র অন্যত্র বলছেন—কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন,রাখেন লুকাইয়া॥ অতএব এই উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কি?
৬৩৫। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু কাহাকে বলে? চৈত্ত্যগুরুর কার্য্য কি?
৬৩৬। কে সংসার থেকে উদ্ধার পাবে?
৬৩৭। কৃষ্ণসেবক জীবের কর্ত্তাভিমান কেন হয়?
৬৩৮। বেশীদিন বাঁচিয়া থাকা কি ভাল?
৬৩৯। কিভাবে সংসারে থাকিতে হইবে?
৬৪০। আমরা কর্ত্তা হই কেন?
৬৪১। মন্ত্র কাহাকে বলে?
৬৪২। অধঃপতন কেন হয়?
৬৪৩। আমরা আজ পর্য্যন্ত যা শিক্ষা করেছি, তা' কি

করে কাটবে?
৬৪৪। প্রতিমাদর্শনই ত' ভগবদ্দর্শন?
৬৪৫। বাজে কথা বা গ্রাম্যকথা বলা কি অমঙ্গলজনক?
৬৪৬। সকলকেই কি কীর্ত্তন করতে হ’বে?
৬৪৭। সব ভক্তই কি শ্রীমন্দিরে গিয়া ভোগ দেন?
৬৪৮। ভগবদ্দর্শন কি এই চক্ষে হয়?
৬৪৯। সেবা কি স্বহস্তে করা উচিত?
৬৫০। আসক্তি কোন্ বস্তুতে হওয়া মঙ্গল?
৬৫১। গুরুকৃপা ব্যতীত কি কিছুই হবে না?
৬৫২। স্ত্রীসঙ্গ করা কি অনুচিত?
৬৫৩। আমাদের ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না কেন?
৬৫৪। আমাদের উন্মুখতা আসে না কেন?
৬৫৫। আমাদের ভগবানকে ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? সংসারকূপের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন?
৬৫৬। আমরা কেন এখানে আসিলাম?
৬৫৭। ভক্তির কথা সকলে বুঝতে পারে না কেন?
৬৫৮। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ কাহাকে বলে?
৬৫৯। কর্ম্ম ও জ্ঞান কি আত্মধর্ম্ম?
৬৬০। পরাশান্তিলাভের উপায় কি?
৬৬১। কি করিলে মঙ্গল হইবে?
৬৬২। অর্চ্চন ও কীর্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?
৬৬৩। শুদ্ধনাম কখন হয়?
৬৬৪। ভগবান্ আমাদের কাছে কি চান?
৬৬৫। অনর্থ কি?
৬৬৬। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি ব্রহ্মবস্তু বা বৃহদ্বস্তু? ৬৬৭। ভক্তি ও অভক্তি কি?

৬৬৮। ব্রজবাসী কে?

৬৬৯। ভক্তসেবা বাদ দিয়া কি প্রকৃত মঙ্গল হয় না?

৬৭০। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ কি?

৬৭১। আমাদের কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে না কেন?

৬৭২। ভগবানের দয়া কি পাওয়া যাবেই?

৬৭৩। শ্রীগৌরাঙ্গের কথাই কি সবচেয়ে বড় কথা?

৬৭৪। ভক্তি কি?

৬৭৫। গুরুর আদেশ যথাযথ পালন না করলে কি অমঙ্গল হয়?

* উপদেশ-রত্নমালা ৩৯০-৪১১

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

প্রশ্ন—কে ভজনরহস্য জানিতে পারে?

উত্তর—শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ বিশ্রম্ভ সেবকই ভজনরহস্য জানিতে পারেন।

যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি আছে, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই বিশ্রম্ভ-সেবক। শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবানে যেরূপ অচলা ভক্তি, সেইরূপ অচলা ভক্তি যাঁহার গুরুতে আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়।

প্রঃ—আমরা কি করে ব'ল পাবো?

উঃ—শ্রীগুরুদেবের সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করলে হৃদয়ে প্রচুর বল আসবে। গুরুসেবা ও নামসেবা দ্বারাই ভক্তিবল লাভ হবে?

প্রঃ—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে যাহা করা যায়, তাহা কি ভক্তি?

উঃ—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনের বৃত্তি। তাহা আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম নহে। কর্তব্য-বুদ্ধির ক্রিয়া মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর, আর ভক্তির ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। যাহা out of pure love নতু তাহা শুদ্ধভক্তি নয়। প্রীতির সহিত যাহা করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তি Duty is but a regulation.

আত্মার বৃত্তি বা ধর্ম্ম হলো ভক্তি, আর মনের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হলো কর্ত্তব্যবুদ্ধি। আত্মধর্ম্মই একমাত্র মঙ্গলের রাস্তা।

প্রঃ—অন্যাভিলাষ কি?

উঃ—জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণই করিব—এইরূপ ইতর অভিলাষই অন্যাভিলাষ।

প্রঃ—কর্তৃাভিমান কিসে যাবে?

উঃ—তৃণাদপি সুনীচ হও অর্থাৎ নিজেকে ভগবৎসেবক ব'লে জান, তা' হ'লে কর্ত্তাভিমান আদৌ থাকবে না। তখন সানন্দে হরিনাম কর্তে পারবে।

প্রঃ—জীবের মঙ্গল কখন হয়?

উঃ—বাস্তব সত্য তখনই আমাদের করায়ত্ত হয়, যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণসেবাকে জীবন করি।

প্রঃ—কৃষ্ণ কাহার প্রার্থনা শুনেন?

উঃ—হে কৃষ্ণ, আমি আপনার নিকট থেকে আমার নিজের কোন সুখ চাই না। আপনার যা ইচ্ছা, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। তা'তে যদি আমার কষ্টও হয়, তাহাই আমার সুখ। মঙ্গলময় আপনার ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গল নাই। এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ তাঁর সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না।

প্রঃ—প্রকৃত শিষ্য কে?

উঃ—ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আমার মঙ্গলের যাবতীয় ভার যাঁর করে অর্পণ ক’রেছন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে যদি আমি পূর্ণ শরণাগত হ'তে পারি, তবেই আমি প্রকৃত শিষ্য। শ্রীগুরুদেব আমার মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত শিষ্যের বিচার; নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

যিনি-ভোগী না হ'য়ে-ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ভোগ না ক'রে গুর্ব্বানুগত্যে সতত ভগবৎ-সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য।

এ জগতে সবই গুরুসেবার উপকরণ—সবই কৃষ্ণ-সেবার বস্তু; গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে না—প্রত্যেক বস্তুতে গুরু-দর্শন না হ'লে অমঙ্গল অনিবার্য্য, প্রকৃত শিষ্য ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে সতত গুরু-কৃষ্ণ-সেবাকেই জীবন করেন।

প্রকৃত শিষ্য অন্তরে বাহিরে গুরুদর্শন করেন। শিষ্য নিজেকে লঘু জানিলেও তাঁর লঘুদর্শন বা ভোগ্যদর্শন নাই। গুরু ছাড়া এ জগতে আমার আপন বলতে আর কেউ নাই, এই সুবুদ্ধি নিষ্কপট শিষ্যের থাকেই। প্রকৃত শিষ্য গুরুদাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি-বিশিষ্ট। গুরুতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সহজ প্রীতি।

প্রকৃত শিষ্য গুরুকে পরমাত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্য প্রভু, নিত্য সেব্য এবং জীবন-সর্ব্বস্ব ব'লে জানেন। শিষ্য জানেন যে, শ্রীগুরুদেব যুগপৎ ভক্তিবিগ্রহ ও ভগবদ্-বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও তাঁহার অভিন্ন মূর্তি বা প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁরা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁরাই প্রকৃত বৈষ্ণব বা প্রকৃত শিষ্য, আর বাদবাকি সকলেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত।

প্রঃ—এক জন্মে সিদ্ধি কি ক'রে হবে ?

উঃ—স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হয়ে গুর্ব্বানুগত্যে নিষ্কপটে ভজন করলে এক জন্মেই সিদ্ধি হবে।

প্রঃ—ভগবানকে জানবার উপায় কি?

উঃ—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ভগবানের কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনতে হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত ভগবানকে জাব্বার অন্য উপায় নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হন, তিনিই ভগবানকে জানতে পারেন।

প্রঃ—ভীষণ নামাপরাধ কি?

উঃ—শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিই মারাত্মক অপরাধ, ভীষণ নামাপরাধ। গুরুতে মর্ত্তবুদ্ধি হ'লে কোটী জন্মেও আমাদের মঙ্গল হ'বে না। তখন নানা বিঘ্ন এসে আমাদিগকে অভিলাষ-সাগরে ভাসাইয়া বিপন্ন করবে। এক শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কেউ আমাদিগকে দুঃসঙ্গের হাত হ'তে রক্ষা করতে পারবে না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকার জন্যই জীব তৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে পারছে না।

প্রঃ—আচার্য্য কি করেন?

উঃ—আচার্য্য ভগবানের সংবাদ-বাহক। তিনি বৈকুণ্ঠের সংবাদ আমাদের কাছে এনে দেন। গুরুমুখবিগলিত সেই বৈকুণ্ঠ-সংবাদ কেবলমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ণ শরণাগত হ'লে আচার্য্যের কৃপায় সবই পাওয়া যাবে। বৈকুণ্ঠের লোক ছাড়া বৈকুণ্ঠের কথা ঠিক ঠিক কেহ বলতে পারে না। যিনি কলকাতা দেখেছেন, তাঁর কাছেই কলকাতার কথা শুনতে হবে, তবেই খাঁটী সংবাদটা পাওয়া যাবে।

প্রঃ—সন্ন্যাস কাহাকে বলে?

উঃ—অনুক্ষণ হরিভজনই প্রকৃত সন্ন্যাস। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। ভক্তগণ ভোগ-কামনা ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস করিয়া ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করেন।

প্রঃ—সাধুর কাজ কি?

উঃ—সাধুর কার্য্য হচ্ছে—Absolute এর touch এ (ভগবানের সংস্পর্শে) ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই থাকা। এরূপ Living source বা জীবন্ত সাধুর সঙ্গ হ'লে—তাঁর কাছে হরিকথা শুনলে ভগবানে বিশ্বাস নিশ্চয়ই হ'বে এবং সেবাপ্রবৃত্তিও জাগবে। সাধু হ’বার জন্যই সাধুসঙ্গ করতে হবে। প্রণত বা শরণাগত হয়ে সাধুসঙ্গ করলে সমস্ত অসুবিধা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। নিজের আশ্রিত বা সঙ্গীকে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী করাই সাধুর কাজ। সাধুসঙ্গ জিনিসটি Battery-র action-এর মত। Battery-action-G জগতের বহির্মুখ লোককে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করাই সাধুর কার্য এবং ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে মঙ্গল হ'বেই হ'বে। প্রণত হয়ে সাধুর কথা শুনতে হ'বে এবং সেইভাবে সেবাময় জীবন যাপন করতে হবে, তবেই প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ হবে। আমাদের মত বদ্ধ জীবগণকে মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার করাই সাধুর কার্য্য।

প্রঃ—কি বিচার গ্রহণ করলে মঙ্গল হবেই?

উঃ—বিশ্বকে ভগবৎ-সেবক দেখলে আর কোন দুঃখ থাকে না। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হয়ে নিষ্কপটে ভজন করলে এক জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি হবে।

ভগবানকে যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁর কাছেই ভগবানের সেবার কথা শুনতে হবে। তা হ'লেই মঙ্গল হ'বে।
ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভক্তিচক্ষে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে দর্শন করেন। এরূপ সাধুর সঙ্গ ও কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবানকে দেখতে পাব।

আমরা আর একটুকু সময়ও নষ্ট না ক'রে সতত ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত হ'ব। সৎসঙ্গেই সেবা করতে হবে। সব সময় সৎসঙ্গে থাকলে সেবাপ্রবৃত্তি বাড়ুতে থাকবে।

ভগবান্ শরণাগত ভক্তের সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন এবং তাহাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। 'কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।' আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে, এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও সে-শক্তি নাই—এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'লেই আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, সুখী ও সফলকাম হ'তে পারবো।

মঙ্গলময় কৃষ্ণের মঙ্গল-দাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস হ'লে আমাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে। ভগবৎপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত হলে যে কি মহা-মঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীবিগ্রহ ভগবানের অর্চ্চাবতার। নিজ হৃদয়দেবতাই বাহিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত।

প্রঃ—গুরু কোথায় পাব?

উঃ—করুণাময় কৃষ্ণ যাঁকে আপনার গুরু ব'লে প্রেরণ করবেন, তিনিই -বাহিরে মহান্তগুরুরূপে আপনার নিকট

প্রকাশিত হবেন। ভগবৎ-কৃপায় গুরু মিলবে এবং গুরু-কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যাবে।

নিজ নিজ ভাগ্য অনুসারে গুরু মিলে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি দেখে তাদের নিকট সেইরূপ গুরুই প্রেরণ করেন। যাঁরা ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চান, যাঁরা নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ভগবান্ সেই সরল নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁদিগকে কৃপা করবার জন্য তাঁদের নিকট নিজেই গুরুরূপে প্রকাশিত হন। আর যাঁরা ভগবানের কপট কৃপা চান তাঁদের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভগবানের মারা তাঁদের কাছে তদনুযায়ী গুরু প্রেরণ করে থাকেন।

নিষ্কপট ব্যক্তির কখন অসুবিধা হয় না। তিনি অচিরেই সদ্গুরুর সন্ধান পান।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি সবক্ষণ করণীয়?

উঃ—সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকতে হবে। সৎসঙ্গ ব্যতীত দুর্ব্বল আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। সৎসঙ্গ থেকে তফাৎ হ'য়ে থাকলে আমাদের প্রভু হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি আসবে। সব সময় সাধুগুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না থাকলে বিপদে পড়ে যেতে হবে। নিরাশ্রয় হলেই মায়া আমাদিগকে ধরবে। তখন আমরা মায়ার নফর হয়ে সংসারে ঘুরে বেড়াব।

প্রঃ—সংসার থেকে কি করে উদ্ধার পাব?

উঃ—ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহ কোন কালে সংসার থেকে উদ্ধার হতে পারবে না। আমরা কৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম—এই কথাটা ভুলে গেলেই মায়ার গোলাম হয়ে পড়তে হবে। ভগবৎ-সেবাই হলো ভক্তি, আর ভোগেচ্ছাই অভক্তি বা সংসার।

এই সর্ব্বনাশকর সংসার হতে বাঁচবার একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ।

প্রীতির সহিত হরিকথা শুনলে সংসার করবার প্রবৃত্তি থেমে যাবে।

প্রঃ—আমরা কি শিষ্য করবো?

উঃ—শুদ্ধভক্ত বা মুক্ত না হ'য়ে শিষ্য করতে নাই। আগে সদ্‌গুরু আশ্রয় ক'রে নিজে শিষ্য হ'তে হ'বে এবং গুরুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করতে হবে। তৎপরে সেই সব কথাগুলি নিজ জীবনে আচরণ করে দৈন্যের সহিত কীর্ত্তন করতে করতে নিজেও গুরু হতে হবে। মতলব করে চিরকাল লঘুই থাকবো, এটা আত্মবঞ্চনা। গুরু হতে হবে মানে—কৃষ্ণভক্ত হ'তে হ'বে—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে।

শিষ্য করতেই হবে এরূপ কথা নয়। তবে ভগবানের ইচ্ছা হলে কোন কোন শুদ্ধভক্ত লোকের মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। এতে তাঁদের কোন অভিসন্ধি থাকে না। লঘুকে গুরু করা, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করা, সকলকে কৃষ্ণভক্ত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

প্রঃ—গুরু কি কৃষ্ণধনে ধনী?

উঃ—ভগবানের মালিক—শ্রীগুরুদেব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি বা ধন। এজন্য গুরুই ভগবানকে দিতে পারেন। গুরুর প্রসাদেই কৃষ্ণের কৃপা ও দর্শন লাভ হবে।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন করা মানে কি?

উঃ—ভগবদ্দর্শন করার অর্থ-Cent percent engagement of the senses in the service of Godhead

অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবাই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা ও ভগবদ্দর্শন। গুরুকৃপায় ভজনপ্রভাবে অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই কৃষ্ণদর্শন।

প্রঃ—অন্তদর্শন কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভোগ্যদর্শন, আকারদর্শন বা বহিদর্শন ছেড়ে দিয়ে অন্ত দর্শন বিশেষ দরকার। অন্তদর্শন না হ'লে বহিদর্শন থাকবেই। বহিদর্শন ত' মায়াদর্শন।

খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদগ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখার আর অবসর থাকে না। বিশ্বকে ভগবৎ সেবকরূপে দর্শন হ’লে আমাদের বহিদর্শন থাকবে না। বিশ্বের সর্ব্বত্রই ভগবান্ বিরাজিত প্রত্যেক হৃদয় ভগবানের বসতিস্থল।

আমার হৃদয়মন্দিরে ভগবান সতত অবস্থান কারিতেছেন আমাকে সেবাসুযোগ প্রদান করবার জন্য, এই চিন্তা বা দর্শন প্রবল হ'লে ‘আত্মব মন্যতে জগৎ' ন্যায়ে সর্বত্র ইষ্টদর্শন হবে।

তখন আর বহিদর্শন, ইতরদর্শন, লঘুদর্শন বা বিশ্বদর্শন থাক বে না। তখনই বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে মনে হ'বে।

প্রঃ—আমরা কি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারি?

উঃ—কখনই না। আমি নিজেকে রক্ষা করিব—ইহা অভক্ত অসুরের বিচার। এরূপ কুবিচার আসিলেই বিপদ্।

কৃষ্ণই আমার রক্ষাকর্তা, সুতরাং আমার আবার ভয় কিসের? ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় এই সুবিচারই গ্রহণীয়। ভগবানের কথায়—উদাসীন হ'লে এবং ভগবানের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই নানা কুবিচার ও অহঙ্কার এসে আমাদিগকে বিপন্ন করবে।

প্রঃ—কে উদ্ধার পায়?

উঃ—যখনই আমরা ভগবানের সেবা ক'রবো না, তখনই অন্য চিন্তা বা ভোগবুদ্ধি এসে আমাদিগকে গ্রাস করবে। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এই বিপদ্ হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর বার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু আমরা তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করলে কি করে রক্ষা পাব? কৃষ্ণ জীবকে গুরুরূপে রক্ষা ক'রে থাকেন। কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তি হ'লেন—গুরু। কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে সংসার হ'তে উদ্ধার ক'রে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে যাবার জন্য এ জগতে আসেন। যে সব ভাগ্যবান সজ্জন সেই গুরুদেবের কৃপা সাদরে গ্রহণ করেন, তাঁরাই সংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে পরাশান্তির ধামে যেতে পারেন।

প্রঃ—মঙ্গল কি ক'রে হ'বে?

উঃ—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই জ্ঞান বা অনুভূতি যদি ভাগ্যক্রমে একবার এসে যায় তাহ'লে সমস্ত অমঙ্গল পুড়েছাই হয়ে যায় এবং যাবতীয় মঙ্গল করায়ত্ত হয়ে থাকে।

প্রঃ—মঙ্গলের রাস্তাটা কি?

উঃ—সম্পদে বিপদে ভগবানে শরণাপত্তিই একমাত্র মঙ্গলের রাস্তা।

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন—এই শরণাগতি ছেড়ে দিয়ে নিজে রক্ষাকর্ত্তা সাতে গেলেই সর্ব্বনাশ। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে নির্ভর করলেই মঙ্গল। নতুবা জন্ম জন্ম দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আশ্রিতবৎসল ভগবান্ আশ্রিতের সকল ভারই গ্রহণ করেন। এখন আমরা আশ্রিত হ'লেই হ'লো।

প্রঃ—ভক্ত কে?

উঃ—যিনি কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলি দেন, যিনি কৃষ্ণসুখার্থ ভোগ ত্যাগ ক'রে নিরস্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, তিনিই ভক্ত। তাঁরই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণকে সুখ দিবার প্রবৃত্তিই ভক্তি। স্বসুখকামী হ'য়ে নিজে সুখে থাকবো, এটা অভক্তি। এতে দুখঃই হবে।

কৃষ্ণ সেজে—সংসারী হ'য়ে স্ত্রীসম্ভোগ করবো এটা অভক্তের বিচার। এরূপ অভক্তের আদর্শ না নিয়ে ভক্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লেই মঙ্গল। নিজেকে সতত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না রাখলে ভোগী বা ত্যাগী হ'তে হবে—ভক্ত হওয়া যাবে না।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শনের পথ কি?

উঃ—গুর্ব্বানুগত্যে সেবোন্মুখ হ'য়ে কৃষ্ণকৃপাপেক্ষাই ভগবদ্দর্শনের রাস্তা। তত্তেহনুকম্পাং শ্লোক ইহার প্রমাণ।

Transparent গুরুর মধ্য দিয়েই ভগবদ্দর্শন হয়। শুদ্ধ ভক্তিপথই ভগবদ্দর্শনের পথ।

প্রঃ—কৃষ্ণসেবা কি ক'রে পাব?

উঃ—মুক্ত না হ'লে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। যিনি সর্ব্বস্ব ভগবানকে দেন, তিনিই মুক্ত। সর্ব্বস্ব-অর্পণে কার্পণ্যই বদ্ধতা বা কৃষ্ণবিমুখতা। মুক্তপুরুষগণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁরা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট।

গুরুকৃপা ব্যতীত সর্ব্বস্ব দেওয়া বা মুক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবেরই ধন। তিনি না দিলে কেহ কৃষ্ণকে পেতে পারে না। এজন্য শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না।

গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণসেবা করতে হবে। তবেই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে। যেখানে গুর্ব্বনুগত্য ও গুরুসেবা নাই, সেখানে কৃষ্ণসেবা অসম্ভব।

প্রঃ—আমরা কি শ্রীনামের সেবক?

উঃ—নিশ্চয়ই। আত্মস্বরূপে, কাস্বরূপে বা স্বরূপাবস্থায় কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণনামই সেই কৃষ্ণবস্তু। এজন্য শ্রীনামসেবাই কৃষ্ণসেবা।

যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীনামসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপবিস্মৃত হইয়া বিরূপাবস্থায় মায়ার কবলে কবলিত হইয়া দুঃখ পাই। গুরুকৃপায় যখন আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তখন আমরা জানিতে পারি—আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্, অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণের সেবার উপকরণ।

যাঁহারা সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া চিরসুখী হইতে চান, তাঁহারা সতত কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ। তাই ভক্তগণ নিজেকে শ্রীনামের সেবক বলিয়াই জানেন এবং জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জ্ঞান করেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিলরসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণনাম—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণনাম—শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সেবাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা। এজন্য ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই সতত কৃষ্ণসেবা করিয়া গুরুকৃষ্ণের সুখবিধান করেন।

প্রঃ—কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা লাভের উপায় কি?

উঃ—শ্রীবার্যভানবীর গণে—শ্রীরূপানুগগণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা লাভ করা যায়। শ্রীরূপানুগবর

শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি বা কিঙ্কর হইতে পারিলেই সে সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের প্রত্যকেরই তৃণাদপি সুনীচ হওয়া প্রয়োজন। যাহার যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া নিজেকে গুরুর কিঙ্কর ও শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানাই তৃণাদপি সুনীচতা।

প্রঃ—কে গুরু হইতে পারেন?

উঃ—যে নিজেকে বৈষ্ণব মনে করে, সে branded অবৈষ্ণব। আর যিনি নিজেকে গুরু বা বড় মনে করেন, তিনি গুরু হইবার অযোগ্য। যিনি শিষ্যের শিষ্য অভিমান করেন, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুতে অচলা ভক্তি আছে, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই গুরুর কাজ করিতে সমর্থ।

প্রঃ—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কি জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই? সেবা কি ক'রে পাব?

উঃ—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের অন্য কোন চেষ্টা নাই। যিনি শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুদেবে অচলাশ্রদ্ধাবিশিষ্ঠ, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়।

যেদিন আমরা সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে, সেই দিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃতসেবা লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইব। মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—বৈষ্ণবদর্শনের কথা কিভাবে বুঝা যাবে?

উঃ—মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত বা মনীষী হউন না কেন, যাঁহার চরিত্র মূর্ত্তবৈষ্ণবদর্শনস্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। গীতা বলেন—তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ অর্থাৎ Unconditional surrender, honest enquiry and serv ing temper-এই তিনটি গুণ থাকিলেই বৈষ্ণবদর্শনের কথা বুঝা যায়। যাঁহারা এই তিনপ্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হন, বৈষ্ণবদর্শনের অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে দর্শনের তথ্যসমূহ উপদেশ করেন। বৈষ্ণবদর্শনের অধ্যাপক আচার্য্যগণ কোন প্রকার জাগতিক দক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না।

প্রঃ—মহাপ্রভুর উপকার কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার?

উঃ—নিশ্চয়ই। মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই, হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব বা ছলনা উপকারের নামে মহা-অপকার, আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য সত্যই নিত্য পরম উপকার। তাহা দু-দশ দিনের উপকার নয়, তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব করবে—যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হবে, যেমন আমাদের দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য-আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব, আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুবিধা অনিবার্য্য-এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ

কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। তাঁরা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন নাই। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও কোন মন্দ প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া অমন্দোদয়া দয়া। এইজন্যই বলি—মহাপ্রভু মহাবদান্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা-মহা-বদান্য। এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

মহাপ্রভুর দয়াটা হ'চ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited—সব বঞ্চনাময়ী। মৎস্যদেব, কূর্ম্মদেব, বরাহদেব, রামচন্দ্র, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত নিজ আশ্রিতজনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ করেছেন, কিন্তু বিরোধীগণকে সংহার ক'রেছেন, আর মহাপ্রভু বিরোধীকে দয়া ক'রেছেন—যেমন কাজী, বৌদ্ধগণকে তিনি অমন্দোদয়া বিতরণ করতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক রামায়েৎগণকেও তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব ক'রেছেন।

প্রঃ—আমার সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়েছে তা কি করে বুঝবো?

উঃ—দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। গুরুকৃপায় যেদিন সম্বন্ধজ্ঞান হয়, সেদিন জানতে পারা যায়—কৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম।

কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের অতীত দ্বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্। সুতরাং তাঁর পূজায় কেউ বাধা দিতে

পারে না। তাঁর পূজা সকলেই করছে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পূজা হলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণের ছায়া-শক্তির পূজা করছেন। কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান হ'চ্ছে না।

প্রঃ—সেবা বাদ দিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা কি ভাল?

উঃ—কখনই না। নিজে সুখে থাকার চেষ্টা ত' অভক্তি। যে ব্যক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়ে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তিনি অপরের নিকট হ'তে সেবা চাহিলেও অপরে তাঁর সেবায় ব্যস্ত হন না, পরন্তু তিনি সকলের উপেক্ষা ও অপ্রশংসার পাত্র হ'য়ে থাকেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য ক'রে গুরুকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁর সেবা করবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হন।

প্রঃ—শ্রীভগবন্নাম কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে?

উঃ—শুদ্ধভক্তগণ পাপনিবারণ, পুণ্যসংগ্রহ কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অথবা জগতের দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগ-নিবারণ, ধনকামনা, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানকে ডাকেন না। ভগবন্নাম যখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তখন সেই পরমেশ্বর দ্বারা নিজের কোন ভোগের কার্য্য করাইতে চাহিলে ভগবানকে পরমপূজ্য বস্তুকে ভৃত্যরূপে পরিগণিত করা হয়। তাহা অপরাধ। এজন্য ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে না ডাকিলে উহাকে ব্যর্থ নাম বা বৃথা নাম বলা হয়। যীশু ব'লেছেন — Don't take God's Name in vain, ইহা দ্বারা যে, অনুক্ষণ ভগবানের নাম লইতে

হইবে না—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সকল সময় সর্ব্বস্থানে ভগবানের নাম লইতে হইবে না, তাহা উদ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে ডাকা বৃথা নহে, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের কোন কামনা পূরণের জন্য ভগবানকে ডাকার অভিনয়ই—বৃথা কার্য্য। ভগবানের নাম কখনও বৃথা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামনায় গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু ভগবানের সেবার জন্যই অনুক্ষণ ভগবানকে ডাকিতে হইবে।

প্রঃ—আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটিতে কি ভেদ?

উঃ—শাস্ত্র আত্মা, মন ও দেহ অর্থাৎ চিৎকণ. চিদাভাস ও জড়—এই তিনটি বিষয়ের পরস্পর ভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আত্মা দেহ ও মনোরূপ সত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী। দেহ ও মন আত্মার সম্পত্তি, আত্মা আবার পরমাত্মার সম্পত্তি। আত্মার দুইটি দেহ বা উপাধি—একটি সূক্ষ্ম উপাধিরূপ মন, আর একটি স্থূল উপাধিরূপ দেহ। বহির্দ্দেহ পঞ্চভূত বা পরমাণুর সমষ্টি, অন্তর্দেহ বা মানসিক দেহ বহির্দ্দেহের চালক। আত্মা বদ্ধাবস্থায় মনের দ্বারা বিজাতীয় সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মা সুপ্ত বলিয়া অধুনা পরমাত্মার সেবায় অনভিজ্ঞ। মালিককে সুপ্ত দেখিয়া অধীনস্থ কর্মচারীদ্বয় মালিকের স্বার্থ দেখিবার পরিবর্তে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থ দেখিতেছে।
মন পরিবর্তনশীল, আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য্য-ভোগ বা নির্ভোগ (ত্যাগ), আত্মার কার্য্য—ভগবানের সেবা। মন তৃতীয়-মানের বস্তু পর্য্যন্ত জানিতে পারে, চতুর্থ-মানের বস্তু (অধোক্ষজ বস্তু) জানিবার অধিকার মনের নাই। জগতের অভিজ্ঞতা হইতে বাস্তব সত্যকে—অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবানকে জানা যায় না।

প্রঃ—আমার ত' জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহা হইলে এ সমস্ত বিষয় কি করিয়া জানা যাইবে?

উঃ—বর্ত্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন ইহা যেমন সত্য, তদ্রূপ সে সব বিষয় জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমাদের দূর-দেশস্থ বান্ধবের সংবাদ পিয়ন আনিয়া দেয়।

প্রঃ—কাহারও কাহারও সংবাদ পিয়ন না আনিতেও পারে ত'?

উঃ—পিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দিল না, জানিতে হইবে তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ। তবে একটা কথা—যাহারা সংবাদের জন্য আর্দ্র, তাহাদের নিকট অবশ্যই পিয়ন সংবাদ আনিয়া দেয়।

প্রঃ—বৈকুণ্ঠের সংবাদ-আনয়নকারী পিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে?

উঃ—আমার প্রার্থনা অকপট হইলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় সবই জানা যাইবে। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্বানের কৃপা-সাহায্যেই বিদ্বানকে চিনিতে পারে। হৃদয়স্থ ভগবানই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করিবেন, আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলেই হইল।

কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে জগতে দুইটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। একটি জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তু জানিবার প্রয়াস, আর একটি জগতের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ

মহাপুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞানলাভ।

প্রঃ—জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। তাহা বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইবে?

উঃ—কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটা কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি সহজ ও স্বাভাবিক। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।

প্রঃ—কি উপায়ে সেই সাহস অর্জ্জন করা যাইবে?

উঃ—ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেন্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ রাখিয়া দিতে হইবে। জীবন্ত সাধুর নিকট ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় অকৈতব সত্য জানা অসম্ভব।

প্রঃ—শরণাগতি ও দৃঢ়তা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভগবানে full confidence থাকা প্রয়োজন। হরিভজনেও এইরূপ firm determination থাকা

দরকার—I must receive His Grace. I must not go astray. I must always go on chanting His name. God will undoubtedly help me, if I am bonafide.

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সম্বল হোক্। তা’ হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।

প্রঃ—গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজন না করিলে কি কৃষ্ণভজন হয় না?

উঃ—কখনই না। আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। এই কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে বা নির্দ্দেশেই হইয়া থাকে। শ্রীবার্যভানবীদেবী কৃষ্ণের অনুকূলা। শ্রীরাধারই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রিয় নিজজনগণ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আমরা অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্নমূর্ত্তি। অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুশীলন হইয়া থাকে। যেখানে অনুকূলার অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। সেখানে আছে কেবল স্বসুখবাঞ্ছার তাণ্ডব নৃত্য। এইরূপ ভক্তিবিরোধী চিত্তবৃত্তি বা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণের সেবা করিলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের সুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। হায়! কৃষ্ণকে গৃহকর্তা না করিয়া নিজেই গৃহকর্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইতেছি। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তবে জীবন থাকিতে থাকিতেই সাবধান হইব : নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে, সুবর্ণসুযোগ পাইয়াও হারাইতে হইবে।

প্রঃ—সন্ন্যাসী সাজিলেই কি সুবিধা হইবে?

উঃ—কখনই না। বাহিরে পোষাকী সন্ন্যাসী হইলে সুবিধা হইবে না।

গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুরুসেবাকে জীবন করিতে পারিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে। এইরূপ গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্ত-সন্ন্যাসী হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবা না করিয়া যাহারা অসৎসঙ্গ করিবে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তাহারা কোনদিন ভগবানকে জানিতে বা ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিবে না। এখানে সাধুবেশে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়। কিন্তু কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ত' আর তাহাদিগকে ছাড়িবেন না। যাঁহারা সাধু সাজিয়া অসৎসঙ্গে লিপ্ত আছেন,তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া অপরের উপর নির্ভর করিলে কেবল দুঃখই হইবে।

প্রঃ—এই জগৎ কি বদ্ধজীবের কারাগার?

উঃ—যাঁহারা এ জগতে কোন জিনিষ চান না সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ বিচার করেন—এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে; এজগতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। এজন্য আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট! আমরা মনরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্টও পাইতেছি। যে সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবে।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—‘আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব, আমরা

নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা সব বুঝিয়া লইব।' রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী, দেশনেতা, বিদ্বান্, কর্মী প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে চালনা করিও না। তোমরা বহিরথমানী হইও না। আমরা দেহাত্মবাদী বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি, আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দেখিতে গিয়া মনে করি, 'আমার সেবক-সকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা সকলই আমার ভোগের জন্য সাজান আছে।' আমরা ভাবি—আমি জগতের ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। হরিভজন না করিলে জগতের একটী তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই।

প্রঃ—আমাদের সুবিধা বা মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

উঃ—গৃহব্রত বা গৃহাসক্ত হইলে ভয়ানক অসুবিধা। কিন্তু যিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ও সেবা করিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন ও অনুসরণ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের সেবা অধিক মঙ্গলজনক। গুরুসেবা দ্বারাই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। গুরুসেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। যাঁরা বাস্তবিক মঙ্গল চান, তাঁরা অবশ্যই সাদরে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন। গুরুবৈষ্ণব-সেবা কি? গুরুবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। গুরুবৈষ্ণব সেবার অর্থ—তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা—সাধুগুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে সানন্দে পালন করা। এজন্য

সর্ব্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য প্রয়োজন। গুর্ব্বানুগত্য বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। গুরুকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। 'আমি হরিসেবা করি'—এটা কেবল দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতা পতনের প্রথম কারণ ও প্রধান কারণ। গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। গুরুসেবা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা বা মঙ্গল হইবে না।

নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ঐকান্তিক না হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুসেবা না করিলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পরিত্রাণ লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

প্রঃ—শ্রীরাধারাণী কি মূল গুরু?

উঃ—– হ্লাদিনীস্বরূপা পরাশক্তি শ্রীরাধিকাই সকল ভক্তের গুরু। এমন কি, শ্রীরাধা কৃষ্ণেরও গুরু—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নটের কার্য্য শিক্ষা করেন।

শুদ্ধভক্তগণ অর্থাৎ মধুররস ব্যতীত অন্যান্য রসের ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মূল গুরু বলিয়া জানেন। কিন্তু মধুররসের রসিকগণের মূল গুরু হ'লেন—শ্রীরাধিকা।

প্রঃ—আমাদের ভগবদনুভূতি হচ্ছে না কেন?

উঃ—ভগবৎসেবক জীব ভগবান্ ও ভক্তের সঙ্গ ও সেবা অনুক্ষণ না করলে কি ক'রে ভগবদনুভূতি হ'বে? আমরা সাংসারিক বা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে জগদীশ্বরের সাড়া কি ক'রে পাব? বর্তমানে দুষ্ট আশার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমাদের এমন একটা দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছে যে, এ জগতের সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ প'ড়ে গ্যাছে। Original fountain Head হ'তে দূরে স'রে প'ড়ে আমাদের এরূপ অসম্বুদ্ধি

হ'য়েছে। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা ব'সে যায়, সেইরূপ treacherous soil–রূপ phenomena-র উপর নির্ভর ক'রে আমরা ডুবে যাচ্ছি। আমরা কৃষ্ণমুখী না হ'য়ে দুষ্টাশয়বিশিষ্ট হ'য়ে বহির্মুখ চেষ্টার দ্বারা সময় কাটাচ্ছি। বিষ্ণুমায়া আমাদিগকে ভোগী বা কর্মবীর ক'রে আবদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। সুতরাং We should be cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হ'ব। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে নিয়ামক অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন।

ভগবৎসেবা অপেক্ষা ভক্তসেবা অধিক মঙ্গলপ্রদ। ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তসঙ্গ দ্বারা জীবের বেশী উপকার হয়। ভগবানের স্থান অর্থাৎ গুরুগৃহ শুদ্ধভজনের অধিকতর অনুকূল। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন—এসব কথাগুলি ভাল ক'রে বুঝা দরকার। তা’না করে আমরা যদি গুরুসেবায় উদাসীন হই' তাহ'লে সেবক হ'তে পারলাম না, অহঙ্কারী হ'য়ে গেলাম—বহির্জগতের চিন্তাস্রোতেই আবদ্ধ থাক্‌লাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা Theistic world-এ নাই.। সুতরাং অধোক্ষজ-সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে যা'তে আধক্ষিক হ'য়ে না পড়ি, তজ্জন্য সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। হরিজনের প্রতি আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ অনেক জন্ম কেটে গ্যাছে অন্যান্য কার্য্যে। এই জন্মেই যা'তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্‌বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। খুব সাবধান হ'য়ে আদর ও প্রীতির সহিত সর্ব্বক্ষণ গুরুকৃষ্ণের সেবা করলে ভগবদনুভূতি হ'বেই হ'বে।

প্রঃ—এ জগতে এতো দুঃখ আছে কেন?

উঃ—ভগবান্ বলেন—এত দুঃখ-কষ্ট, এত আপদ্-বিপদ্ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য, নিত্য প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।

প্রঃ—গ্রাম্যকথা বলা ও গ্রাম্যকথা শুনা কি ভক্তিহানিকর ও অমঙ্গলকর?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।'

যাঁহারা হরিভজনে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ও রুচি-সম্পন্ন, তাঁহাদের জন্যই এই কথাগুলি বলা হয়েছে। ভাল খাওয়াতে নিজের বেশী ক্ষতি হয়, অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা অর্থাৎ হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। কিন্তু ভাল পরাটা বেশী খারাপ। অপরের জন্যই লোক ভাল পরে। অপরের জন্য কেন? অপরের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও মনকে হরিভজন হইতে ছুটি করানই ভাল পরার উদ্দেশ্য। জিহ্বার লালসা ভাল নয়। তাহাতে ভক্তিহানি হয়।

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

ইহাও মহাপ্রভুর কথা। গ্রাম্যবার্তা শুনিলে ভাল খাওয়ার চেয়ে নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবার্তা বলিলে ভাল পরার থেকেও অপরের বেশী অসুবিধা করা হয়। অসদ্বার্ত্তা বা গ্রাম্যকথা বেশ্যা-সদৃশী। তদ্দ্বরা জীবের চিত্ত কলুষিত ও বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া হরিভজনে খুব বাধা হয়। বাজে কথায় যাদের রুচি বেশী, তা'দের হরিকথায় স্বাভাবিক রুচির অভাব জানিতে হইবে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

'অস্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ।'

পাঁচটা লোক একসঙ্গে সমবেত হইলে বাজেকথা হইবে। এজন্য ভক্তগণ সতত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা হইলে কেহই গ্রাম্যকথা বা বাজেকথা আলোচনার সুযোগ পায় না।

যাঁহারা হরিভজন করিতে চান, তাঁহারা গ্রাম্যকথা শুনিবেন না ও বলিবেন না এবং ভাল খাওয়া-পরার দিকেও দৃষ্টি দিবেন না। কারণ ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই দূরে সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছা ও তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে তফাৎ করিয়া জীবকে বিপথগামী করিবে এবং তাহার ভজন হইতে ছুটি হইয়া যাইবে। এজন্য ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এসব বিষয় হইতে সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

প্রঃ—নিত্যকল্যাণ-লাভের উপায় কি?

উঃ—ভগবদ্ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষা এই যে, জীবগণ কেবল অমঙ্গলের মধ্যেই না থাকুক, তাহারা নিত্যকল্যাণ লাভ করুক। সেই নিত্যকল্যাণলাভের উপায়—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়। যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হয়, শ্রীরূপাভিন্ন সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিভজনের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের পদধূলি সম্বল হইলে ভুবনমোহন কৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবা লাভ করিতে পারা যাইবে। এজন্য শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম নিত্যভজনীয়। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম এজগতের বস্তু নহেন, অনিত্য বস্তু নহেন, রক্তমাংসের পিণ্ড মাত্র নহেন। তিনি ভগবানের ন্যায়ই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নরব্রহ্ম, নর নহেন। ভগবদ্বস্তুকে অর্থাৎ গুরু ও গৌরাঙ্গকে যাহারা জগতের অন্যতম বস্তু ব'লে মনে করে, তাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য

সেবার অভিনয় মাত্র করে। তাহা শুদ্ধসেবা নহে। তা'কে বাণিয়া-বৃত্তি বা পদ্মানীতি বলা হয়। জীব যে-কাল পর্য্যন্ত ভজনীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণ আনুগত্য না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহার দর্শনীয় হন না। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃতত্ব,ঈশ্বরত্ব ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব অবগত নহে, তাহারা চিদ্রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হ'লেই আমরা অপ্রাকৃত-বস্তুর নিকট যাইতে পারিব—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চেতনময়—সেবা-শোভাময় দিব্যচক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিব-স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিকটে পৌঁছিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। প্রাকৃত রূপে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হইবে না। ভজনীয়-বস্তু গুরু-কৃষ্ণের ভজন নিষ্কপটে করিলেই মঙ্গল হইবে, তখন আর ভোগপর দর্শন থাকিবে না। তাই আমাদের প্রার্থনা—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমগুরুপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি যে—আমি অন্য কিছুই চাই না, আমি ধর্ম্ম,অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না, আমি কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হইতে চাই—শ্রীগুরুদেব যে প্রকারে ভগবানের সেবা সতত করেন, আমি তাঁহার আনুগত্যে সেইভাবেই ভগবানের সেবা করিতে চাই। 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে'—এইরূপ ভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাইলে তবেই আমাদের কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। শ্রীগুরুদেবের স্নেহসেবা দ্বারাই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাই কি ভক্তির মূল?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। অপ্রাকৃত গুরুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। আদৌ শ্রদ্ধা। 'বহু ধর্ম্ম আছে'—এরূপ অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তি-তর্ক ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময় উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথমে দরকার। শ্রদ্ধা মানে কি? শ্রদ্ধা শব্দে full confidence in the words of Sri Gurudeb. We have no reliance in the words of the worldly persons except my Gurudeb. Because everyone is a pretender. এজন্য এজগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা গুরুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব। নতুবা মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই আমাদের সমস্ত অনর্থ দূর হইবে, আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে, ভগবানের কৃপা ও দর্শন আমরা নিশ্চয়ই পা'ব।

সাধু-গুরুর নিকটে গেলে ও তাঁদের সঙ্গ করলে আমাদের সকল অসুবিধা দূর হ'বে, আমাদের শুদ্ধভক্তি লাভ হবে। এজন্য We should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to approach and serve the Absolute Person. Guru will give me the highest good. if perchance we meet a real Guru, then we must be saved and must be able to reach our goal. Guru will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service.

আমি গুরুকে regulate করিব—ইহা নাস্তিকের বিচার,ইহাই গুর্ব্ববজ্ঞা। ইহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। জগতের কোন লোকের কথা আমি শুনব না, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের কথাই শুনিব। অণুচৈতন্য আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপায়

বিভূচৈতন্যের নিকট যাইব, আমরা অপরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্য প্রভুর নিকট যাইব। যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজেকে ভগবানের নগণ্য সেবক বলেন, তথাপি আমি গুরুকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিব, গুরুকে ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রিয়তম জানিয়া তচ্চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব আমাদের যাবতীয় চেষ্টা নিঃস্বার্থভাবে গুরুদেবের সেবাতেই নিযুক্ত করিব তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

প্রঃ—সুখী হইবার উপায় কি?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র গুরুকৃপা হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে গুরুসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল ও একমাত্র লাভ।

প্রঃ—ভক্তি জিনিষটি কি?

উঃ—ভগবৎসুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী, ন তু স্বসুখময়ী। ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আত্মস্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতরবৃত্তিসমূহ আত্মার ধর্ম্ম নহে, জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐগুলি বিরূপের ধর্ম্ম, এজন্য তাহা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। এই ভক্তি শোক-মোহ-ভয়াপহা। দ্বিতীয়-অভিনিবেশ হ'তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কাষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভক্তি একাভিনিবেশময়ী, ভগবন্নিষ্ঠাময়ী,কৃষ্ণাভিনিবেশময়ী।

প্রঃ—ভগবান কি জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন?

উঃ—জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণুপরিমানে আছে। বিভুচৈতন্য ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। জীব সৃষ্টবস্তু নহে, জীব নিত্য বস্তু। জীব জড় বস্তু নহে, জীব চেতন বস্তু। জীবের স্বতন্ত্রতা কাহারও প্রদত্ত নহে। চেতন জীবের সত্তাতেই স্বতন্ত্রতা স্বাভাবিকভাবেই আছে। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেই কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতনধর্ম্মের হন্তারক নহেন। ভগবান্ দয়ার সাগর। তাই তিনি চেতন জীবকে চেতনবৃত্তির সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের কথাগুলি জানিয়ে দেন মাত্র। যিনি সেই সব ভগবদুপদেশ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ ক'রে ভগবদ্ভজন করেন—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়।

প্রঃ—মায়া জিনিষটি কি?

উঃ—মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া।

মা-যা=মায়া। নহে যাহা, তাহাই মায়া। নশ্বর, অনিত্য বস্তুমাত্রেই মায়া। ভগবান্ নহে যাহা, তাহাই মায়া। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁকে মাপা যায় না। খৃষ্টানদের মতে যেমন Godhead একটি আলাদা, Satan একটি আলাদা, শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মায়া সেরূপ নহে। ভাগবত School—এর মতে মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে condemned state-এ (অপাশ্রিতভাবে) আছে—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি দন্ডবিধান ক'রে সংশোধন করবার জন্যে।

প্রঃ—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

উঃ—যত দিন আমাদের নিজের শক্তির উপরনিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি,তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে সরোবরে হস্তিনীগনের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হ'য়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হ'য়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহাবলবান্ কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁকড়ে ধরলে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ হ'লো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাকলো যে, এক হাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখাতে লাগলো। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আসতে থাকলো, বল-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজশক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগল। গজেন্দ্র কুম্ভিরের গ্রাসে পড়ে আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সবচেয়ে মঙ্গল স্থির ক'রল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তা'র চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তা'র চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁরা আরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড় হউন না কেন, আরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'রলে

তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

(গীতা)

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাগণেরই কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তাঁরা অভ্যুদয়বাদী-তাঁরাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানী-যোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হবার পিপাসার নামই আরোহবাদ। যোগী দু'চার-পাঁচ হাত উঁচু হতে চান—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ করতে চান, এ সকলই আরোহচেষ্টা।

আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী ও যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা-দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা হ'লেই অজিত ভগবান আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যে যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি – যে যেখানে আছি, সেখানে থাকাকালেই সাধুদিগের শ্রীমুখ হ'তে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'রছি। আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার ক'রতে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব।

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেলতে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃষ্ণের অবতার। তিনি বলছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(গীতা)

প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুত্বমদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন।

শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(চৈঃ চৈঃ)

যে সময় তৃণাদপি সুনীচ থাকা যাবে, সেই সময় হরিকীর্তন হবে, একটুকু উঁচু হতে চাইলেই কীর্ত্তন হ'তে ছুটি পেতে হবে।

প্রঃ—জীবের চালক কে?

উঃ—বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ামক ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম ক’রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলদান করেন। পূর্ব্বকর্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণার দ্বারা কার্য করতে থাকে। জীব হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্যকর্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজককর্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফল ভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হচ্ছে, সে সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রযোজক-কর্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রয়েছে। ঈশ্বর ফলদাতা আর জীব ফল-ভোক্তা।

শরণাগত ভক্তগণকে ভগবান্ স্বয়ংই চালিত করেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াশক্তি দ্বারা চালিত হয়।

প্রঃ—আরোহবাদ কাহাকে বলে?

উঃআরোহবাদ বলতে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধার নীতি। সেরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ করতে ব'লেছেন।

একটা হ'চ্ছে লন্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য্য দেখতে যাবার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরূণোদয়ের সাধনা বা অপেক্ষা ক'রে সূর্য্য-রশ্মিতে সূর্য্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদিগকে আরোহবাদী হ'তে হ'বে—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস ক'রতে হ'বে। আরোহবাদ-চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাকবে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে; হাজার বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না। তাঁ'রা অবরোহ-পন্থী।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কি পার্থক্য?

উঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব, পূর্ণতত্ত্ব, শক্তিমান্ তত্ত্ব। মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিতে বিষ্ণু বা নারায়ণ। কৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর; আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বিষ্ণুতে ৬০টি গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে আর কৃষ্ণে ৬৪টি গুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করিতে পারেন, কিন্তু নারায়ণ কৃষ্ণকান্তা

ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য ও সখার্দ্ধ (গৌরব-সখ্য) এই ২০ প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা হয়; কিন্তু কৃষ্ণের সেবা শান্ত, দাস্য, বিশ্বস্তসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস —এই পঞ্চরসে সর্ব্বতোভাবে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত নিজ পতি, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞানে হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপস্বরূপ, তাঁহা হইতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ আর বিষ্ণু ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ। কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইয়াও নিজেকে ঈশ্বর মনে করেন না পরন্তু নিজেকে নন্দের পুত্র, রাধার নাথ প্রভৃতি বলিয়াই জানেন; কিন্তু বিষ্ণু ঈশ্বর-অভিমানী। বিধিমার্গে বিষ্ণু-সেবা আর রাগমার্গে কৃষ্ণ-সেবা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণুসেবায় সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকায় সঙ্কোচ-ভাব আছে; কিন্তু ব্রজবাসী ভক্তগণের কৃষ্ণসেবায় কোন সঙ্কোচ নাই।

প্রঃ—বৈষ্ণব কে?

উঃ—গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। সদ্গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তগণই বৈষ্ণব। গুরুভক্তির তারতম্য অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য বা বৈষ্ণবতা। গুরুত্যাগী বা গুরুদ্বেষী ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে; সে অবৈষ্ণব, পাষন্ডী ও নারকী। গুরুদ্রোহী ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্র জগতের বিদ্বেষী। গুরুনিষ্ঠ নিষ্কাম ভক্তই শুদ্ধভক্ত। তাই বলি—

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সে-ই অনাসক্ত সে-ই শুদ্ধভক্ত
সংসার তথায় পায় পরাভব॥

প্রঃ—ভগবৎসেবা ব্যতীত কি কল্যাণ হয় না?

উঃ—না। কৃষ্ণবিমুখ হ'য়ে জীব পরমাত্ম-বিচার নিয়ে যোগমার্গে, আবার কেহ বা ব্রহ্মবিচার করতে করতে নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হ'চ্ছে। এতে মঙ্গল হয় না। কিন্তু ভগবৎ-সেবা সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রদান করে। ভগবৎসেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হ'তে পারে না। ভগবান সান্নিধ্য-লাভের বস্তু মাত্র নন, পরন্তু নিত্যসেব্য বস্তু। ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচির অভাবের পরিচায়ক অন্যকথা আলোচনা। ভগবৎ-কথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে৷ মরণের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না করলে জন্মান্তর করিয়ে দেবে! এই সব অসুবিধার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছাও হয় না, অসৎসঙ্গে থাকলে—হরিকথা-বিমুখ থাকলে যদি কারো বা হয় তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎ-সেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্ম-সুখানুসন্ধান নয়: আত্ম-সুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটি অপস্বার্থপরতা মাত্র : বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই আত্মসুখান্বেষী। এজন্য ভোগী ও ত্যাগী (মুমুক্ষু) সম্প্রদায়কে ভগবান্ সাহায্য করেন না, বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করে। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে ভগবানে প্রপন্ন এবং ভগবৎ-সুখান্বেষী, মায়াধীশ ভগবান তাঁকেই স্বয়ং সাহায্য করেন গুরুদেবতাত্মা হ'য়ে নিষ্কপটে সেবা করতে করতে আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে। তবেই শুদ্ধসেবা লাভ হ'বে, কারণ মুক্ত না হ'লে সুষ্ঠু সেবা হয় না।

গুর্ব্বানুগত্যে আমাদিগকে সব সময় হরিনাম করতে হবে। নামভজনই কৃষ্ণভজন—এ কথাটা সতত মনে রাখতে হবে। শ্রীনাম-সেবাদ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে-সর্ব্বোচ্চ ভজনরাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনামসেবা-দ্বারাই লাভ হবে।

প্রঃ—গুরুনিষ্ঠ না হ'লে কি হরিভজন হবে না?

উঃ—গুরুদেবতাত্মা না হ'লে কৃষ্ণভজন হ'বে না। দেখুন. গুরু জীব নন, গুরু ঈশ্বর, তাই গুরুকে দেবতা বলা

হ'য়েছে আর গুরু হলেন আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র বা প্রিয়। যিনি গুরুকে ঈশ্বর ও প্রিয় ব'লে জানেন তিনিই গুরুদেবতাত্মা। এই গুরুদেবতাত্মা গুরুভক্তই গুরুর কৃপা পান। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব গুরুনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ব'লে গুরুর প্রাণবন্ধু কৃষ্ণও সেই গুরুদেবতাত্মা ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব—এই তিনটি কিরূপ সাজান আছে দেখুন। গুরু মাঝখানে বসে আছেন ভগবান্ ও বৈষ্ণবকে ক্রোড়ীভূত ক'রে। আপনারা গুরুকে দৃঢ়ভাবে ধরুন, তা'হলেই ভগবান্ ও ভক্ত সকলেরই কৃপা পাবেন। গুরু প্রসন্ন থাকলেই শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন থাকবেন। কিন্তু আপনারা যদি গুরুদেবতাত্মা না হ'তে পারেন, গুরুকে জীবন না করতে পারেন, তা'হলে সব গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে, আপনারা ভক্ত ও ভগবান্ কারও কৃপা লাভ করতে পারবেন না, অবশেষে ভগবৎ-সেবা হ'তে বঞ্চিতই হ'বেন। এসব কথা শুনে কোন ভক্ত দুঃখ করে বললেন, প্রভো, আপনি ত' কৃপা ক'রে গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুদেবতাত্মা হ'বার কথা প্রচুর ব'লেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তা' গ্রহণ করতে পারলাম কৈ? তদুত্তরে প্রভুপাদ দুঃখিতান্তঃকরণে বললেন-আমারই কপাল মন্দ! আমি ত' অনেক কথাই বললাম কিন্তু লোক আমার কথা শুনলো কৈ?

প্রঃ—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হবে?

উঃ—ভক্তের প্রার্থনা– হে রাধারমণ, আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন সমাবর্তন ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ না করি। যাঁরা সংসারে প্রবেশ ক'রেছেন তাঁদের প্রার্থনা হবে– হে ভগবান্! আমি যেন সংসারে অত্যাসক্ত না হ'য়ে পড়ি, আমার সংসার-বাসনা যেন ক্ষয় হয়। তোমার সেবার দিকে যেন নিরন্তর আমার দৃষ্টি থাকে। আমাকে রক্ষা কর।

প্রঃ—মঙ্গলের পথ কি?

উঃ—জড় জগতের যে সকল রাস্তা তা'র একটিও মঙ্গলের পথ নয়-ভগবৎসেবার রাস্তা নয়। আমি ভক্ত অপেক্ষা বেশী বুঝি, এরূপ বিচার কেবল নরকের রাস্তা। ঐসব পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবভক্তের অনুগমন বা আনুগত্যই মঙ্গলের পথ।

আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি আসে, তবেই আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করতে পারবো। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা, তাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হ'বে তার বিচারই প্রবল। তাকে যদি ধাপথ ব'লে বিচার করি তাহলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হ'লো না। ভক্ত-সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ।

প্রঃ—স্বতন্ত্রতা কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। স্বতন্ত্র ত' দাম্ভিক, অনুগতই দীন। ভক্তি আশ্রয় ক'রে যদি দাম্ভিক হই-শুধু ভগবানের পূজা ক'রে ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তা'হলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হবে—ভগবৎ-সেবায় বিতৃষ্ণা এসে অমঙ্গল বরণ করতে হবে।

মনুষ্যজীবন ত' অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নয় পরন্তু পরমমঙ্গলের জন্য—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম, ইহা ভুল হয় কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে ভোগী হ'বার—বড় হ'বার—কর্ত্তা হ'বার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি বড় হ'বার প্রবৃত্তি

কমাবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাঁরা বড়'র সেবক, সেই দীন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, তাঁদের বিচার গ্রহণ করতে হ'বে।

প্রঃ—প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি?

উঃ—এ জগতের প্রভু হবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা-কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা-কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এ জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্ব-কামনাতেই পূর্ণতম স্বাধীনতা লাভ হয়। জীব যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবানের অনুগ্রহ-রজ্জু ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁর নাম হয় 'সেবক'। যাঁরা মনে করেন, আমরা জড়জগতের স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁরাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই প্রকৃত স্বাধীন।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হ'লে 'আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন'—এই বিচার এসে উপস্থিত হয়। যে বস্তুর পূর্ণতা আছে তাহাই পরাবস্তু। সেই পরাৎপর বস্তু শ্রীহরির অধীনতা বা দাস্যই প্রকৃত স্বাধীনতা—সুখকরী স্বাধীনতা। এতদ্ব্যতীত কর্ত্তা-অভিমানে বা প্রভু-অভিমানে যে স্বাধীনতার অভিনয়, তাহা মহাদুখঃকর এবং মায়ার অধীনতা বা মায়ার দাস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রঃ—ভগবানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারাই কি অমঙ্গলের কারণ?

উঃ—যেখানে মঙ্গলময়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা নাই, সেখানে অমঙ্গল ত' হবেই। এইজন্যই আরোহপন্থা বা অশ্রৌতপন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথ বা শ্রৌত পন্থাই গ্রহণীয়। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তবে আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হেতু-

রহিতভাবে-নিষ্কামভাবে সমর্পণ করিতে হইবে এবং চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার দিকে। তাঁহার প্রসাদলেশ দ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুতেই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার মঙ্গলদাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে আবার আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়সমূহ নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতেও পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, আমার যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে দিবার কিছুই না থাকে তবে কি আমার একূল ওকূল দুকূল যাইবে?—এই প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রকার সন্দেহ জাগিলে জীবের সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে।

ভগবান্ কখনও শরণাগত ভক্তকে অপূর্ণমনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। আমাদের যাবতীয় অভাব পূরণের-আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে, এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও নাই—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীব নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে। ভগবানের অমন্দোদয় দয়ায় জীবের যে কি মহামঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে অনুক্ষণ সেবা করিয়াও সেবার আশা মিটে না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্র প্রীতি হুইল না—এই প্রকার একটি অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তি নামক সম্পদ লাভ হয়। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন একঘেয়ে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়, তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকে না।

কৃতজ্ঞ, সমর্থ,মহাবদান্য প্রভু আমাদিগকে কখনও নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না। আমাদের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি মহামূল্য রত্ন আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎপরতন্ত্র। যে মুহূর্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ

করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

জগতের লোকের নিকট প্রার্থী হইলে কেহই আমাদের অভাব পূরণ বা আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারিবে না। এইজন্যই গীতা আমাদিগকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবদ্বস্তুর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইবার কথা তারস্বরে বলিয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবদ্ধস্তু—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাতে প্রপত্তিই জীবের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়। তাঁহাতে সমর্পিতাত্মা হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য, সকল কর্ত্তব্যাকর্তব্য-বিচারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। অতএব নানা অনর্থ ও নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কি উপায়ে সেই আত্মসমর্পণ ব্যাপার অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রঃ—ভগবান কি ভক্তের অধীন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার শক্তি সেবার বিচারে ভগবান হইতেও বেশী। কেননা তাহা না হইলে তিনি ভগবানকে সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের সেবাশ্রীর নিকট অস্বতন্ত্রের ন্যায় হইয়া পড়েন। তিনি বলিতে থাকেন—'অহং ভক্তপরাধীনো হাস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

বস্তুতঃপক্ষে সেব্যের মর্ম্মজ্ঞ না হইতে পারিলে সেবা হয় না। উৎকৃষ্ট সেবক কখন সেব্যের আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন, কখন সেব্যের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেবা করেন। ভগবান যেমন ভক্তের অন্তরবিহারী. ভক্তও তেমন ভগবানের অন্তরবিহারী—অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী।

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করবো?

উঃ—যিনি বলেন–ভগবানের আরাধনা কর, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভক্তই সাধু, অপরে সাধু নহে। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর চিন্তাস্রোত বহির্ম্মুর্খতা হ'তেই জাত। এজন্য কর্ম্মযোগীর সঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদীর সঙ্গ ও কুযোগীর সঙ্গ পরিত্যাজ্য। একমাত্র ভক্তিযোগীরই সঙ্গ করতে হবে। তবেই মঙ্গল হ'বে।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি মানুষ?

উঃ—কখনই না। শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিধ্বংসী রক্ত-মাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—শ্রীগুরুদেব ভগবানই। তিনি অবতার।

শ্রীগুরুদেব কৃপা পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় এজগতে আগমন করেন পরজগৎ হ'তে। প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ ক'রছেন।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অতিমর্ত্য মহাপুরুষ। তাঁকে মানুষ মনে করলে নরক হ'বে—নামাপরাধ হ'বে। তিনি আত্মবিৎ-কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নন, তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। দেবতা শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ-কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

শ্রীগুরুদের অভেদ-বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। তিনি ভগবান হ'য়েও ভগবৎ-প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহলীলার প্রকটকারী, গুরু ও কৃষ্ণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব-আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—সেব্য-ভগবান্ বা

স্বয়ং-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব-মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি—অভিন্ন শ্রীবার্যভানবী-প্রকাশ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষ বা ভোক্তা, আর আমাদের শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা।

প্রঃ—গুরুসেবা কি প্রত্যহই করা কর্তব্য?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্ষপ্রারম্ভে, প্রত্যেক মাসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তপ্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের সেবা না করি, তাহলে নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পড়বো, যে মুহূর্ত্তে গুরুসেবা ভুলবো, সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে ভুলে যাবো।

জাগতিক শিক্ষক বা গুরুগণ-প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক গুরু সেরূপ ক্ষুদ্র-ফল-প্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যাবে, সেই মূহূর্তে জীবের নানা অভিলাষ এসে উপস্থিত হ'বে। বাপ্রদর্শক গুরু যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে—কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়। নামভজনই একমাত্র ভজন, শ্রীগুরুদেব এই ভজনপ্রণালী শিক্ষা দেন। সুতরাং গুরুদেব প্রসন্ন না হ'লে ভজনবল আমরা কি ক'রে পাব? এইজন্যই বলি—যাঁরা ভগবানকে পেতে চান, প্রকৃত শান্তি চান, সংসার হতে নিষ্কৃতি চান, তাঁরা গুরুসেবাকেই জীবন করবেন, অনুক্ষণ গুরুসেবা করবেন—গুরুর প্রসন্নতার জন্য প্রাণপণে যত্ন করবেন, তা'হলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না,

সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হ'য়ে যাবে—অমঙ্গলের মুখে ছাই পড়ে যাবে।

বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—শ্রীকৃষ্ণ,আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমগ্র জীবন ভগবানের সেবা করতে হবে, নিজে আচরণ ক'রে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুদেব প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান। অনুক্ষণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্যই নাই।

প্রঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম?

উঃ—ঋষিগণ আমাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হ'বার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা আছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা কতক্ষণের জন্য? বর্ণাশ্রম আমাদের নিত্যধর্ম্ম নহে। তাহা আত্মার স্বরূপবৃত্তি নহে অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। তাহা বিরূপে থাকাকালে কথঞ্চিৎ স্বরূপের দিকে অভিযানের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অবস্থানে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্ম্মলা কৃষ্ণসেবা নহে। বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা হয় না, কথঞ্চিৎ বিষ্ণুর পূজা-চেষ্টা হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—'তুমি কে'? আগে নির্ণয় কর। তুমি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? তুমি কি সন্ন্যাসী,গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী? এ সকলই তোমার বদ্ধদশার সাময়িক পরিচয়, ঐ সকল তোমার স্বরূপের নিত্য পরিচয় নহে। জীবের স্বরূপের পরিচয় হচ্ছে-জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, আত্মা পরমাত্মার সেবক: পরমাত্মার সেবাই তা'র ধর্ম্ম।

প্রঃ—কীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ?

উঃ—ভগবদ্ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে পরমার্থ–জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্ব্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা–সকলই নিয়মিত হ'য়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হ'লে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পারিত্যাগ করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথের সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তু ও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্ব-প্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবা দ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হ’বে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করাতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু জগতের সকলেরই শেষ উপাস্যবস্তু জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুর ও পরমোপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ ক'রে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহা-যজ্ঞ ও মহাচন। কৃষ্ণের ধ্যান,

যজ্ঞ, অর্চ্চন-সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহাচনে তত্তবিষয়ের পরিপূর্ণতা।

প্রঃ—গৃহস্থের কর্তব্য কি?

উঃ—নিজের সুখের জন্য যত্ন করলে ভোগী গৃহব্রত হ'য়ে পড়তে হ'বে। কৃষ্ণ-সেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করলে মঙ্গল হবে। যাঁরা স্ত্রী,পুত্র,গৃহ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁদিকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করবার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাকবেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হ'বে। সংসারাসক্তি শিথিল হ'বে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা করে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করছে জানলে তা'দের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হ'য়ে যান। আমি যখন প্রভু সাজতে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে পড়ি। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে-এই যে সংসার—এই যে বোকামীর হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সংসার হ'তে উদ্ধার লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না। যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, নির্ভেদজ্ঞানী বা যোগী হ'তে পারেন? পরমপুরুষ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হলে কি কেহ প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন?

গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরুসেবাই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে

পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্মাল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই-সংসার করতে দৌড়াই—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য। সুতরাং মনের কথা ও মনোধর্ম্মী লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁদের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্তব্য।

প্রঃ—সেবা জিনিষটি কি?

উঃ—সেবা দেহ-মনের ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। সেবা আত্মার ধর্ম্ম। সেবায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত বাণিয়াগিরি নাই। কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা, তাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্তবোধই হ'তে পারে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহই গুরু হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব সত্য কথা। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—আমাকে যে যেভাবে সেবা করে, আমিও তাঁকে সেইভাবে সেবা (কৃপা) করি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্ব্বাঙ্গকে বিলিয়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। কান্তরসেই প্রগত্তির পরিপূর্ণতা ও সেবার পরাকাষ্ঠা।

প্রঃ—আমাদের ভক্তি কি ক'রে বৃদ্ধি হ'বে?

উঃ—সেবা করতে করতেই সেবা-প্রবৃত্তি জাগবে—সেবা প্রবৃত্তি বাড়বে। যেখানে গুরুকৃষ্ণের সেবা করবার ইচ্ছাই নাই, সেখানে আবার বাড়ার কি কথা আছে? যদি চিত্তবৃত্তি গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন,

আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। নতুবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা সংসার-প্রবৃত্তিই বাড়ুবে। নিরন্তর সাধুগুরুর সেবা করলে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তা না ক'রে যদি আমরা সংসারের সেবা, মায়ার সেবা বা নিজের সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তা' হ'লে নানাবিধ অমঙ্গল বা অশান্তি এসে আমাদিগকে বিপন্ন করবে। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তসেবা ছাড়া ভক্তি বাড়ে না।

আমি গুরুকৃষ্ণকে আশ্রয় করলাম কিন্তু তাঁদের সেবার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই। ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রে যদি ভক্তিই না করি, নানাভাবে সেব্যের সেবা করবার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে মঙ্গলের আশা কোথায়?

আগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে, নিজে লঘু হ'তে হ'বে, ইহার নাম আশ্রয়। আশ্রিতের কাজ হচ্ছে—ভৃত্য হ'য়ে সেবা করা। কিন্তু আমরা তা' করছি কি? সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করতে হ'বে, তবে ত' পূর্ণবস্তু পাওয়া যাবে গুরুকে সর্ব্বস্ব দেওয়া ত' দূরের কথা, আমরা কিছুই দিতে চাই না। অথচ মুখে কৃপা চাই। অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি কি ক'রে বাড়ুবে? গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরও যদি আবার যোষিৎ-দর্শন হয়, সংসার করার প্রবৃত্তি বাড়ে, তবে পতন হয়ে গেল—উর্দ্ধগতি হ'লো না—নীচেই থাকলাম। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি প্রীতির সহিত গুরুসেবা করেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ হ'বে—সেবা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হ'য়ে সেবানন্দে মগ্ন হ'বে।

যে কাজ করলে বিষয় বাড়াবার প্রবৃত্তি কমে, সংসার-বাসনা কমে, এরূপ কাজ করতে হ'বে। তখন আর কর্ত্তাভিমান বা ভোক্তাভিমান থাকে না, তখন কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে বা

কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরুজ্ঞান করতে পারা যায়। আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা—এই জড় অভিমান কমে গেলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সংসার-বাসনা প্রবল থাকলে, সংসারের জন্য বেশী ব্যস্ত হ'লে সেবা-প্রবৃত্তি জাগবে না। ভগবৎ-সেবার জন্য উৎকণ্ঠা হ'লে মানুষ নিজেকে গুরুর পুত্র-জ্ঞান করে বলিয়া এসকল পিতা-পুত্রাদির সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকে না, তখনই প্রকৃত মঙ্গল হয় মঠবাস হয়—প্রকৃত আশ্রয় হয়।

প্রঃ—হরিসেবা কি নিজে নিজে করা যায় না?

উঃ—কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা করতে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

জন্ম-নামক একটি যোষিৎ, ঐশ্বর্য্য-নামক আর একটি যোষিৎ, পাণ্ডিত্য-নামক তৃতীয় প্রকার যোষিৎ ও সৌন্দর্য্য-নামক চতুর্থ প্রকার যোষিৎ। এই সকল যোষিৎকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না করলে এদের কবলে প'ড়ে যেতে হবে।

ভগবৎ-সম্পর্ক দর্শনের পরিবর্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে জগদ্দর্শন ও যোষিদ্দর্শনে নানা অসুবিধা হচ্ছে—ভগবৎ-সেবক হ'বার পরিবর্তে জগতের প্রভু হবার বা জগতের উপর প্রভুত্ব করবার ইচ্ছা জাগছে। এখানে সকলেই সেব্য বা প্রভু হতে চাচ্ছে, ইহাই অবৈষ্ণবতা। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই হলো ভক্তি বা সেবা, আমি অপরের সেব্য, এই অভিমান হ'লে সেবা আর কি ক'রে হবে? সেবকই ত' সেবা করবে?

আমি কর্তা হয়ে শ্রবণ করবো, দর্শন করবো, কীর্ত্তন করবো, স্মরণ করবো—এটা কর্মীর বিচার—অভক্তের বিচার।

যখন নিজ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হবে, তখনই সুবিধা হবে।

ভগবৎ-সেবক আমরা সাধুসঙ্গে থেকে ২৪ ঘন্টাই ভগবানের সেবা করবো। আমরা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভর করবো। সকল বিপদ্ বা সমস্যার মীমাংসা-ভগবানের বিধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

এজগতে আমরা পতি-পত্নী সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, বন্ধু-বন্ধু সম্বন্ধ ও প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ—এই চারিটা সম্বন্ধ নিয়ে সেবা করি। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই ইহ জগতে এই অনিত্য সম্বন্ধ হয়েছে। এজগতে যত কিছু তা' প্রথমমুখে দেখতে ভাল হতে পারে, কিন্তু শেষটা নৈরাশ্য। 'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা'। এই ৪টা সম্বন্ধের মধ্যে যে কোন একটা সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে হলেই মঙ্গল, তাতেই হরিসেবা হবে।

এই জড় জগৎ থেকে বৈকুণ্ঠ-লোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করলে। আর অপরের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করবার ইচ্ছা হ'লে এখানে আসক্ত হয়ে ত্রিতাপ ভোগ করতে হবে।

আমরা কৃষ্ণ নহি—প্রভু নহি, আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণই আমাদের নিত্য সেব্য, নিত্য প্রভু। আমরা কৃষ্ণের eternal slaves—কৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম—এই কথাটা ভুলে কৃষ্ণের সেবার বিরূদ্ধে অভিযান করতে গেলেই সংসার হবে, তখন ত্রিতাপগ্রস্ত হ'য়ে আমাদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না। সংসারটা হ'লো নরকের দ্বার সেখানে আছে কেবল ভোগ বা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ। কৃষ্ণকে ভুললেই সংসার হবে। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

প্রঃ—বিশ্বকে কিভাবে দেখতে হবে?

উঃ—আপনারা এই বিশ্বকে—বিশ্বের যাতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে দর্শন করুন। এ জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা গুরুকৃষ্ণকৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কৃষ্ণময় জগৎদর্শন করতে পারবেন, সেই দিনই আপনাদের এই বিশ্ব-স্বরূপেই গোলোকদর্শন হবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণভোগ্যরূপে-কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করবেন না। তাঁরা কৃষ্ণ-ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে অন্যরূপে দর্শন না করে কৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃরূপে দর্শন করুন। আপনারা পুত্রকে নিজ সেবক মনে না ক'রে বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করুন। তা'হলে আপনাদের বিশ্বদর্শন থাকবে না, গোলোকদর্শন হবে।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবের Direct সঙ্গ ও সেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুদেবের সহিত Direct communion থাকা দরকার। যাঁহারা গুরুর সেবা ও সঙ্গ সাক্ষাভাবে করিতে চায় না তাহারা বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with Guru is the first step on the path of Divine service Guru is to be served in every entity. If Guru is not served no one can be really served. I must not hear anything till I am authorised to hear by my Divine Master Sri Gurudeb.

প্রঃ—আমরা কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস?

উঃ—হাঁ। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুরসাশ্রিত ভক্তগণ নিজদিগকে শ্রীরূপানুদাস বা শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস বলিয়া অভিমান করেন।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি?

উঃ—কৃষ্ণে মতি হউক—এইরূপ শুভাকাঙ্ক্ষা বা আশীর্ব্বাদই জগতের মঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার। সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বা সর্ব্বাপেক্ষা বড় Altruism, ভক্তগণের চিত্ত সর্ব্বদাই এইরূপ পরোপকারের জন্যই ব্যস্ত।

ভগবানকে জানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শাস্ত্র বলেন,

'বিদ্যা ভাগবতাবধি প্রভু কহে,
কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা
বিদ্যা নাহি আর॥

(চৈঃ চঃ)।

বর্ত্তমানে যে Godless education (নিরীশ্বর শিক্ষা) প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তদ্বারা জগদ্বাসীর কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিতরণের দ্বারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে।

প্রঃ—কাহার কপাল ভাল?

উঃ—মনুষ্যজাতির ভাগ্য বা কপাল—দুই প্রকারের। এক প্রকার লোকের কপাল পোড়া, আর একপ্রকার লোকের কপাল – জোড়া। যাঁহার কপাল ভাল ও বড়, তিনিই হরিভজনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই জন্মেই হরিভক্তি লাভ করেন—তাঁহার

আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই জন্মেই সকল মঙ্গল লাভ করিব। মঙ্গলের রাস্তায় আসিয়াও অসৎসঙ্গফলে জীবের পুনরায় পতন হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ শুনিলে সকল প্রকার অসৎচিন্তা দূর হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এত সত্য, এত বড় ও এত সুন্দর যে, তাহার নিকট অন্য কথা কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং পারিবেও না। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষধিক্কারকারী শ্রীচৈতন্য-কথার সেবকই প্রকৃতপক্ষে মহা-উদার। গৌরভক্তগণ কত বড় বুদ্ধিমান্, কত চিন্তাশীল ও কত বড় পরোপকারী তাহা একবার নিরপেক্ষ চিত্তে অনুধাবন করা দরকার। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিব, অপরে আমার সেবা করুক—এই প্রকার ভীষণ দুর্ব্বদ্ধি হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

প্রঃ—কাহাকে দান করিতে হইবে?

উঃ—যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান করিতে হয়, তবে গুরুবৈষ্ণবকেই দান করা কর্তব্য। All credit is due to the Godloving people only. যিনি ২৪ ঘন্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে না, সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে হইবে না এবং তাহাকে কিছু দেওয়াও উচিত নয়।

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার কিরূপ?

উঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার এই যে, বস্তুগুলি আমার ভোগের জন্য নয়, কিন্তু যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সেবার জন্য।

সকল চেতন ও অচেতন বস্তু সবই কৃষ্ণেরই সেবার জন্য। সুতরাং All our activities should tend to His unalloyed service. হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি-রুচ্যতে। All our services must target to Him only. আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করাই দরকার। All are servitors of Krishna. Therefore we shall not deprive them of their service. Let all of them offer their services to Krishna. তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হউক। যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্য ব্যবহার করি, তবেই অসুবিধা হইল। কিন্তু ইটগুলি ভগবানের মন্দিরের কাজে লাগাইলেই আমাদের সুবিধা হইল। অচেতন পদার্থ যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই তদদ্বারা উহাদের সদ্ব্যবহার হইল; আর জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইলেই উহার অসদ্ব্যবহার হইল। Our senses should be directed to His service. All objects are really and essentially properties of Godhead. These are never meant for the enjoyment of conditioned people. It is wrong & misguided to think that the things are created for us. Nothing is for our sensuous enjoyment: Everything should be properly adjusted for the service of Godhead:

ইহ জগতে যত রকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে। এই যে কতকগুলি বাঁশ দেখছেন, ইহার দ্বারা যদি হরিকথা-শ্রবণের স্থান করা যায়, তবেই এগুলির সদ্ব্যবহার হ'বে। শ্রীহরিমন্দির ও হরিভক্তের সেবার জন্যই আমরা এসব দ্রব্য ব্যবহার করি। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্য-হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য। A true devotee does not do anything for his sensuous

enjoyment. শুদ্ধভক্ত নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোন কাজ করেন না, কিন্তু Absolute এর জন্যই সকল করেন। He is always true to the service of the Supreme Lord.

প্রঃ—কে ভগবানকে লাভ করিতে পারে?

উঃ—যাঁহারা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অকপট আনুগত্য করিবেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা পাইবেন—তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবেন।

প্রঃ—কাহার সেবা করা কর্ত্তব্য?

উঃ—গুরু ও ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। Absolute Person এর সঙ্গে যাঁহার adjustment হয়েছে, তিনি গুরুকে ঈশ্বররূপে, দেবতারূপে দেখছেন। গুরু সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ। এজন্য গুরু—ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। গুরু ভগবান হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম। 'গুরু পূণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ'। যিনি ২৪ ঘন্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুরই সেবা করা দরকার। গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করাও আবশ্যক ও মঙ্গলকর। তবে ভগবদভক্ত ব'লে ভূয়ো লোকের সেবা করলে কোন লাভ হ'বে না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই বলছি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই করতে হ'বে, শুদ্ধ-ভক্তের সেবা করলেই মঙ্গল হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হয়ে যায়, তবে তার জন্য শ্রম স্বীকার করতে হ'বে না, তা'র সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কারণ অভক্তের সেবা করলেই অমঙ্গল হবে। ভগবদ্ভক্তেরই আনুগত্য ও সেবা করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে দৃঢ় বিশ্বাসের

সহিত গুরুসেবা করতে হবে। বিশ্রণে গুরোঃ সেবা—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। বিশ্রণে অর্থে—দৃঢ় বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করলে মঙ্গল হ'বেই হ'বে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেনই। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নাই। গুরু নির্দোষ সুতরাং তাঁহার দোষ দেখতে নাই।

সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। এজন্য সময় (আয়ুঃ) থাকতে থাকতে সাধুসঙ্গে হরিভজনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা দরকার।

প্রঃ—এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?

উঃ—কপটতা-পূর্ণ জগতে কপটেরই আদর। যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী করেন না, সেই সকল খাঁটি সাধুর আদর এজগতে নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যারা লোককে বিপথগামী করছেন তাঁদের দ্বারা বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমান কালে একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ-কপটগণ—চোরগণ তাঁ' দিগকে উল্টো 'ঐ চোর'—'ঐ অসাধু'—'ঐ ভণ্ড' ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই জীবকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না, তাই কতরকম ক'রে খাঁটী সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল করছে।

প্রঃ—গুরুদর্শন না হইলে কি ভগবদর্শন হয় না?

উঃ—না। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত ভগবান্দির। সেই মন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। প্রেমবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধু-গুরুর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন।

শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে

ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

অনেকে আপনাদিগকে ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু গুরুদর্শন হইতেই যে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। গুরুদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে।

গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে অপার করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই হ'লেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। যেমন শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর অস্ত রঙ্গসেবা করিয়াছেন।

প্রঃ—গুরুকে ভুলিলেই কি অসুবিধা হ'বে?

উঃ—নিশ্চয়ই যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্তে ভ্রষ্ট হই, সেই গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সেই মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করতে দৌড়াই, শীতনিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাসপ্রবৃত্তি দিনপ্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত প্রবৃত্তির

প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চাব—অপরে আমাকে গুরু ব'লে পূজা করুক্, আমার এই দুর্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য গুরুপূজা করতে এসেছি, তা নয়, প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের গুরু-সেবা করা কর্তব্য।

প্রঃ—বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা দেখে?

উঃ—যারা হরিভজন-বিমুখ, যাদের বাহ্য বিচারে প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল, তা'রাই বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ভগবদ্ভক্তের কখনও অমঙ্গল হয় না, তাঁদের কখনও বিনাশ নাই : ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। যাঁরা অনন্য ভজন করেন, তাঁরা কি কখনও অধঃপতিত হ'তে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন : আমাদের দৃষ্টিটা খারাপ এজন্য আমি অপরের দোষ দেখি, তাই নিজে মঙ্গল লাভ করতে পারি না।

আমি আধ্যক্ষিক হয়ে পড়লে অধোক্ষজ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্ম-সেবা-হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই! আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের ছিদ্র দেখার সময় হয় না।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান?

উঃ—হাঁ। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া করবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ!

বিভিন্ন আদর্শে জগদগুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর স্বাশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব প'ড়েছে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপাদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন, আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

প্রঃ—হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি কখন হয়?

উঃ—যদি ভাগ্যক্রমে চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ, পর্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্তি হ'য়ে থাকে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা করবার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর সেবা বা প্রসন্নতা ব্যতীত ভগবৎ-সেবা লাভের আর উপায় নাই।

প্রঃ—পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রলে কি ঠকতে হবে?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমরা মনে করি-আমরা গুরুর নিকট মন্ত্র পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য প্রস্তুত না হই তা'হলে যে পরিমাণ কপটতা করলাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি।

প্রঃ—জড়াভিনিবেশ হ'তে কে আমাকে রক্ষা করতে পারেন?

উঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেবই সংসার-রূপ মৃত্যুর হাত হ'তে আমাদিগকে রক্ষা করেন। কে গুরু. কে লঘু, আমরা তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণবস্তুর সেবা যিনি অনুক্ষণ করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখান গুরু বা কসরৎ শেখান গুরুর কথা বলছি না, তা'রা মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই-সে গুরু গুরু নয়, সে পিতা পিতা নয়, সে মাতা মাতা নয়, সে দেবতা দেবতা নয়, সে স্বজন স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে নিত্য-জীবন দিতে না পারেন-এ জড়জগতে অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যু-মুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হয়ে গেলে, পক্ষাঘাত গ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি তা হ'লে আমরা অচেতন হয়ে যাই। যিনি মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি কয়েকদিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা করাই কর্তব্য।

প্রঃ—ভগবানকে কিভাবে ডাকতে হবে?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবানকে ডাকতে হ'লে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা

উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটী করতে হ'বে, তা কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানকে ডাকতে বলেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। 'ভগবানকে ডাকতে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে ব'লেছেন, কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি, তখন যদি তাঁকে ভৃত্যত্বে পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তা' হ'লে তা'তে ‘তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনচীতা' নয়, সেটা কপটতা। যে-ভাবে ডাকলে তাঁবেদার-সকল উত্তর দেয়, সে-ভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম-স্বতন্ত্র পূর্ণ-চেতনবস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণস্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে—তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণ-সম্পন্ন না হই, তা' হ'লে ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে তৃণাদপি সুনীচ ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করা হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই—ভগবান্ পূর্ণবস্তু, তাঁ'কে ডাকলে কিছু অভাব হবে না, তা' হ'লে সে সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব—সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্যোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা' হ'লে ভগবানকে ডাকা হয় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে বাদি করি—ভগবানকে না ডেকে অন্য কার্য্যেও নিযুক্ত

হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা করবার জন্য এবং আমরা তৃণাদপি সুনীচ ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা করবার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন—আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।

প্রঃ—গুরুসেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ লাভ করতে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়, কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র-ফলপ্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হয়ে যা’বে সেই মুহূর্তে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ এসে উপস্থিত হ'বে। গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হবে।

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করিব?

উঃ—কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণভক্তগণই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণছাড়া অন্যবস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা যাহা কৃষ্ণভক্তি নহে—এরূপ বিষয়ের আদর করিবে না।

এত হরিকথা শুনিয়াও সংসার বা সংসারাসক্তিকে আপনি এখনও বহুমানন করেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত। ইহা দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ-লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে, একথা মনে রাখিবেন।

বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া দেখিলে তাহা জীবের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জগৎ জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। কিন্তু হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুকে নিজ ভোগ্য বিষয়-জ্ঞান করিলে জড়াসক্তি প্রবল হইয়া জীবের সংসার হইবে।

প্রঃ—সবই কি ভগবানের দয়া?

উঃ—দয়াময়ের সবই দয়া। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

শ্রীগৌরহরি দয়া করিয়া অন্তর্যামীরূপে নিত্যসভা নিষ্কপট ব্যক্তিকে জানাইয়া দেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরি-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন... তাঁহাদের কোনদিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপটবাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়। ভরসা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল।

সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবেন এবং প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট তাহার ব্যাখ্যা শুনিবেন। আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রার্থনা, শরণাগতি পড়িতে থাকুন, ইহাতেই

আপনার মঙ্গল হইবে। সাধুসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

প্রঃ—মন্ত্রসিদ্ধি ও ভক্তিসিদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। তখন শুদ্ধভক্তি, সাধনভক্তি বা নিষ্ঠাভক্তি হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়া। আগে হয় মুক্ত তবে কর্ম্মবন্ধ নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক মুক্ত হয়। তখন আর প্রাকৃত অহঙ্কার থাকে না। তখন হইতেই নিষ্কাম হইয়া ভগবৎ-সুখার্থ ভগবৎ-সেবা করিবার সৌভাগ্য হয়। ইহাই শুদ্ধ দাস্য বা শুদ্ধভক্তি।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় আর ভক্তিসিদ্ধিতে প্রেম হইয়া থাকে।

প্রেমিক ভক্তই সিদ্ধভক্ত বা মহাভাগবত।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় কিন্তু নামাভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তকুলের উপাস্য।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পারে কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—যাহার অর্থের প্রতি লোভ আছে, তাহার সঙ্গ কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—অর্থ অনর্থের মূল। অর্থ ভগবৎ সেবায় লাগাইতে পারিলেই মঙ্গল; নতুবা অর্থ দ্বারা অমঙ্গল বা সংসারই হইবে। এজন্য হরিভজনকারী সজ্জনগণ নশ্বর অর্থে লুব্ধ হইবেন না। নিত্য-অর্থ বা পরমার্থের প্রতি লোভই দরকার। কোন

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর যেন অর্থের প্রতি আসক্তি না হয়। কারণ অর্থাসক্তি থাকিলে পরমার্থে আসক্তি হইবে না। তৎফলে জীবন বৃথা যাইবে। যে সকল ব্যক্তির অর্থলোভ আছে. সেই সকল ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মুখদর্শন যেন জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রঃ– সকলে মিলিয়া মিশিয়া সেবা করাই কি ভাল?

উঃ—হাঁ। আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে হরিসেবা করিব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণের সঙ্গে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা সকলে ভগবৎ-সুখার্থ সতত হরিসেবায় ও গুরু-সেবায় নিযুক্ত থাকিব। নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে গিয়াই জীব কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয় এবং তদ্ধেতু দুঃখ পায়। এজন্য সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকাই মঙ্গল।

প্রঃ—সাংসারিক কষ্টও কি ভগবানের দয়া?

উঃ—দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for the best. ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। করুণাময় ভগবান যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্য বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কার জিনিষটাকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ আদর করেন, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎ-কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন।

যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

প্রঃ—যেখানে ভক্তগণ থাকেন, সেখানকার সকল লোক ভাল হয় না কেন?

উঃ—যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার থাকে না সত্য, কিন্তু আলোর নীচেই অন্ধকার দৃষ্ট হয়। যেখানে আলোক সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার; যেখানে পুণ্য সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। অন্ধকার না থাকিলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না। মূর্খতা আছে বলিয়াই পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা বোধ হয়। দুঃখ না থাকিলে সুখের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না।

প্রঃ—আমাদের জীবন কি আদর্শস্থল হওয়া উচিত?

উঃ—আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাতে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। কোমলশ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁরা অন্তদর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

প্রঃ—আমাদের ব্যধি কি?

উঃ—নিজসুখার্থ কৃষ্ণেতর বিষয়সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে কৃষ্ণ—তাঁর নামে, তাঁর সেবায় আমরা আনন্দ পাই না, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! পিত্তরোগীর যেমন মিছরী ভাল লাগে না, হরিবিমুখ বিষয়াসক্ত আমাদেরও তদ্রূপ পরমমধুর কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসেবা রুচিকর হয় না। শরীরে বিষক্রিয়া হইলে মধুও তিক্ত লাগে।

মিছরীই পিত্তরোগের ঔষধ। মিছরী খাইতে খাইতে পিত্তরোগ সারিলে যেমন মিছরী মিষ্টবোধ হয়, তদ্রূপ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণসেবা করিতে করিতেই বহির্ম্মুখতা কমিবে, বিষয়াসক্তি কাটিবে। তখন ভগবৎ-সেবার মাধুর্য্য অনুভব হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা চিন্ময় বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

প্রঃ—পার্থিব অসুবিধায় ভক্তের কি কর্তব্য?

উঃ—সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানা প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন; সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ চিন্তা থাকে না। ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপাপ্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের উপদেশ দেওয়াকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণযজ্ঞে বার্তাস দেওয়াকে তিনি কৃপা জাব্বার পরিবর্তে ভীষণ হিংসা জ্ঞান করেন।

প্রঃ—ভগবানের কৃপাতেই কি গুরু মিলে?

উঃ—হাঁ। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেবার

একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার নিকট তদুপযোগী গুরু উপস্থিত হন।

প্রঃ—গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি করা কি উচিত?

উঃ—কখনই না। ইহা অপরাধ। কাণ থাকলে যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তুকে মেপে নেওয়ার জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধ ভোগ করবার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি-আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বককে নিযুক্ত করি-স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হ'লো, সেব্যবস্তুতে গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

প্রঃ—পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে কি মঙ্গল হবেই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্ বিচারপ্রণালী, অস্থিরসিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ।

কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হলে অন্য কারো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কারো কাছে যেতে হয় না,তিনিই সদগুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান আমার সকল মঙ্গল যাঁর করে অর্পণ করেছেন, আমি যদি সেই গুরুদেবের নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি

কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোকদেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা' হ'লে তিনি বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন—'তুমি শিষ্য হও নাই. তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপটলোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্তমানে আমার কথা শুনবার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং ভুমি বঞ্চিত হ'লে। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

প্রঃ—আমাদের কোথায় অসুবিধা ঘটিয়াছে?

উঃ—আমি মঙ্গল চাচ্ছি কিন্তু অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে ঠিক ক'রেছি। আমি আমার রোগ উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে বল্লেন—'তুমি এই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ কর'। আমি বললাম, আমার মনের মত—আমার রুচির মত ব্যবস্থা করুন, দেখুন তা' হলে ডাক্তারীটা করলাম আমি। এতে কি রোগ সাড়বে? সেইরূপ গুরুর কাছে এসে যদি তাঁর কথা না শুনে নিজের খেয়ালেই চলি, তা হ'লে মঙ্গল কি ক'রে হবে? এজন্য খোসামুদে লোককে বৈদ্য বললে সুবিধা হ'বে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্যে সত্য সত্য মঙ্গল হ'বে তা' আমাকে প্রদান না ক'রে যদি বৈদ্য আমায় খোসামোদ ক'রে আমার মনের মত কথা ব'লে বা ব্যবস্থা দিয়ে কেবল দর্শনীটা নিয়ে যান, তা'হলে তাতে আমার আপাত ক্ষণিক সুখ হ'বে বটে, কিন্তু ব্যাধি সারবে না।

প্রঃ—ভক্তি কি ক'রে লাভ হয়?

উঃ—ভক্ত-সঙ্গে ভক্তি লাভ হয়. অন্য উপায়ে ভক্তি হয় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল। মহাভাগ্যফলে তাহা

লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান হন।

গুরুর অনুগ্রহবলে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে জীবের ভক্তি-বীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা ও কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। প্রসাদ—যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত্তে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করাই হ'লো ভক্তি। ভক্তি জিনিষটি প্রভুর সুখবিধান। নিজ-সুখার্থ প্রভুসেবা ভক্তি-পদবাচ্য নহে।

গুরুর নিকট থেকেই এই ভক্তিবীজ লাভ হয়। মালী হ'য়ে এই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ ক'রে তা'তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করতে হবে।

আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া। ভক্তিলতার বীজ-যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম -যা অহৈতুকী কৃপাবশতঃ কৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে প্রদান করলেন, সেই বীজ পেয়ে আমি কৃষ্ণ-সেবাই করবো। তা না ক'রে যদি সেবায় উদাসীন হই. তবে অসুবিধায় পড়ে যাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা অবশ্যই অপসারিত হবে। ভজনের বাধা অপসারিত হ'লে সুবিধা হবে।

গুরুমুখ হ'তে ও সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। সাধুগুরুর নির্দ্দেশমত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন হলো জল; সেচনকারী—গুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি-লতাকে সযত্নে পালন করা দরকার। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা করতে হবে—এই বিচার হ'তে বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা এসে যাবে।

প্রঃ—আমরা জীবিত, না মৃত?

উঃ—জীব ভগবৎ-সেবক। ভগবৎ-সেবাই তার ধর্ম্ম। সেবাই চেতনের উদ্বুদ্ধ অবস্থা বা জীবিতাবস্থা। ভগবৎ-সেবাকারীই জীবিত: সেবা-বিমুখ ব্যক্তিই মৃত।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব গুরু-কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবস্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। বাস্তববস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত-অবস্থা। যে কৃষ্ণাধীন না হইয়া মায়ার অধীন হ'য়ে আছে, সে জীবস্মৃত। শারীরিক ও মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সেটা প্রাণহীনের বা অচেতনের কার্য্য-অজ্ঞানের কার্য্য। ভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই মৃত—উভয়েই দুঃখী—উভয়েই অশান্ত। নিষ্কাম ভক্তই জীবিত, সুখী ও শান্ত।

প্রঃ—কে সিদ্ধি লাভ করবেন?

উঃ—শ্রৌত-পন্থীই সিদ্ধিলাভ করবেন। তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

প্রঃ—বহু ব্যক্তিকে গুরুর সমান মনে করা কি উচিত?

উঃ—না। গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা করতে নাই—বহু ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় পূজ্যজ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর। তাঁর দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দসাগরে মগ্ন করতে পারে।

শ্রীগুরুদেব কতই না দয়া ক'রে আমাকে বলতেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, তোমার আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হবে না, তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রসাদ,সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। ঘর হউক,দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক-এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়ো না—সাধারণ লোক যাকে প্রয়োজন মনে করছে, তা'কে প্রয়োজন মনে ক'রো না।

প্রঃ—সাধু কি করেন?

উঃ—সাধুগণের কর্ত্তব্য হচ্ছে—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্ট বুদ্ধি আছে. তা' ছেদন করে দেওয়া। সাধু মানেই হচ্ছে—তিনি একটা খড় হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান রয়েছেন, মানুষের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য বাক্যাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ খড়ের দ্বারা। সাধু কা'রও তোষামোদ করেন না। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু।

বৈষ্ণবগণের অসৎসঙ্গ করবার প্রবৃত্তি নাই, তবে অসৎসঙ্গিগণের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ বাক্যাস্ত্র-দ্বারা অসৎসঙ্গীদিগের অসৎ-প্রবৃত্তি পরিহার করাইয়া তা'দিগকে সৎসঙ্গে আনয়ন করেন।

আমরা যদি নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তা' হ'লে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার একজন্মেই হ'বে।

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ কি বস্তু?

উঃ—শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চাবতার। প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখবেন, পুতুল দেখবেন না। বদ্ধ-জীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ-সচ্চিদানন্দাকার পরমকৃপাময় ভগবদবতার।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা কি?

উঃ—মধুররসে নন্দনন্দনের সেবাই সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ ও সাধ্য-শ্রেষ্ঠ। নন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কান্তরূপে বরণ করেন নাই, কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য ব্রজরামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য, সেই অহৈতুকী মহতী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ করিয়াছে।

প্রঃ—চিত্ত স্থির করবার সহজ উপায় কি?

উঃ—একমাত্র কৃষ্ণ-নামকীর্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে—অধিকতর চাঞ্চল্যসাগরে পাতিত করে।

প্রঃ—আমাদের কি শিষ্য করা উচিত?

উঃ—শিষ্য করতে হ'বে না, শিষ্য হতে হবে অর্থাৎ নিরন্তর গুরু-কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ, সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। বৈষ্ণব-অভিমান

এসে গেলে আর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হ'লো না। আমি নিজে কিছু করি না বা করবো না, ভগবান্ যা করাবেন তাই করবো—এরূপ কর্ত্তত্বাভিমানরহিত, অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত ব্যক্তিই জীবের মঙ্গল করতে পারেন—জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করতে পারেন। মুখে কপটতা ক'রে বললে হ'বে না যে আমি কিছু করি না। বাস্তবিক আমি ভগবৎকর্তৃক চালিত এই অনুভূতি থাকা চাই।

প্রঃ—আপনি ত' বহু শিষ্য ক'রেছেন?

উঃ—আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই। অপরে যাঁহাদিগকে আমার শিষ্য ব'লে মনে করেন, তাঁহারা আমার গুরুবর্গ।

অপরের সঙ্গ করা মানে তাহা হ'তে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ ব্যতীত অপর কাহারও কথা অনুসারে আমি কোন কার্য্য করি না।

নিজের জন্য কাহারও নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ করতে নাই। গুরুকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত কেহ কিছু দিলে তাহা সাদরে গ্রহণ ক'রে তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবা করলেই মঙ্গল হয়।

কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করবার রহস্য অবগত হ'লেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়।

প্রঃ—প্রকৃত সেব্য কে?

উঃ—কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য – সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু। কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সখা, সকল মাতা-

পিতার একমাত্র পুত্র, সকল যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। যোষয়তি মোহয়তি ইতি ঘোষা। কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

সকল কারণের কারণ—কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ।

প্রঃ—আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্যটা কি?

উঃ—এই মনুষ্য-জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্লভ। কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত।

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্য-জন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। ইহা অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। বুদ্ধিমান্ যিনি, চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা থাকতে থাকতে অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণলাভের চেষ্টা করবেন।

চরম কল্যাণ লাভ করতে হ'লে সদ্গুরুপদাশ্রয় করতে হ'বে। সদ্গুরু আমার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে কথা বলেন না, আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য—একমাত্র কর্ত্তব্য-নিত্য কর্ত্তব্য যে কৃষ্ণভজন সেই ভগবদ্ভজনের কথাই বলেন। জগতের লোক আমার রুচির অনুকূলে কথা ব'লে আমাকে আকৃষ্ট করছে—আমার প্রিয় হ'তে চাচ্ছে। কিন্তু যিনি আমাকে ঐভাবে হিংসা করতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথিত যিনি, সেই দরদী পরম-বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত হ'তে উপদেশ দিয়েছেন—আমার যা' কিছু আছে সব ছেড়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আশ্রয় নিতে ব'লেছেন।

প্রঃ—স্বাধীনতা লাভের উপায় কি?

উঃ—ভগবানের চরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভের—শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা,প্রকৃত স্বাধীনতা—জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম

প্রঃ—কি ক'রে নিজেকে জানতে পারবো?

উঃ—আমি কৃষ্ণদাস কিন্তু কৃষ্ণদাস্যে আমার বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার হচ্ছে না। বর্তমানে আমি কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে অসমর্থ, ভগবজ্ঞানের কথা জানতে অক্ষম। সুতরাং আমার আবশ্যক হচ্ছে—আমি যে কৃষ্ণদাস, এটা জানবার জন্য ষোল আনা যত্ন করা। সাধুসঙ্গ না হ'লে—কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হ'লে কেহ নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জানতে পারে না।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কি ক'রেছেন?

উঃ—মানুষের সর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকের সর্ব্বস্ব যা'তে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেই উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণ হ'য়েও ভক্তের ভাব নিয়ে কৃষ্ণকে জানিয়েছেন—নিজে আচরণ ক'রে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত শ্রীরূপ প্রভু মহাপ্রভুকে এইভাবে স্তব করেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি মহাবদান্য। তুমি তথাকথিত শিক্ষামন্দির স্থাপন করছ না, তথাকথিত অনাথ-আশ্রম স্থাপন করছ না, তুমি পূর্ত্তকার্য কূপ-খননাদি করছ না, হাঁসপাতাল করছ না, কিন্তু তুমিই জগতে প্রকৃত পারমার্থিক শিক্ষামন্দির

স্থাপন ক'রেছ, তুমিই প্রকৃত অনাথগণের আশ্রয়স্থল, তুমিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কার ক'রেছ, তুমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল অর্থাৎ ভবরোগ-চিকিৎসাগার স্থাপন ক'রেছ, তোমায় দয়া অমন্দোদয়া দয়া। জগতের দয়া মন্দ উদয় করায় কিন্তু তোমার দয়া জীবের সমস্ত শুভ এনে দেয়, তাই তুমি মহাবদান্য। তুমি কৃষ্ণপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রদানকারী, আত্মায় যে সহজ সেবা-বৃত্তি আছে, তা'র সেব্য তুমি। আকর্ষক তুমি চেতনের উন্মেষের জন্য মহাবদান্য-লীলা প্রকাশ করতে এসেছ!

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সবিশেষ পূর্ণ চিদানন্দ-বিগ্রহ। তোমার নিত্য নাম, রূপ,গুণ,লীলা রয়েছে। তুমি শক্তিমদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণ। তোমার যে শক্তিদ্বারা জগদ্বাসী সকলে মোহিত হচ্ছে, সেই শক্তির নাম ভুবনমোহিনী মহামায়া, সেই শক্তির শক্তিমদ্বস্তু কৃষ্ণ—ভুবনমোহন। সেই ভুবনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, তিনি ভুবন-মোহনমোহিনী শ্রীরাধিকাসুন্দরী। তুমি শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত। তোমার এই ঔদার্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিতে যে রাধারমণভাব সেই ভাব নাই। কৃষ্ণের পূর্ণ-সেবাময়ী মূর্ত্তি যে রাধা, তার চিত্তবৃত্তিতে, তাঁর ভাবেই তোমার চিত্ত বিভাবিত।

তুমি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী ব'লে মহাবদান্য। তুমি প্রেমময়বিগ্রহ, প্রকৃষ্ট প্রেম প্রদান করতে এসেছ। তুমি কৃষ্ণই।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি ক'রে হ'বে?

উঃ—মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝতে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা করতে করতে কৃষ্ণ-সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ করতে পারি। কৃষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণে প্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন।

প্রঃ—শ্রেয়ঃপথে কি বিঘ্ন থাকেই?

উঃ—প্রেয়ঃকামী বর্তমানে সদ্য সদ্য কোন অসুবিধায় পড়েন না বলে মনে হয়। কিন্তু শ্রেয়ঃকামীর বর্তমানে কিছু অসুবিধা দেখা যায়, সেই অসুবিধাটুকু স্বীকার করতে হবে। ঐরূপ অসুবিধা স্বীকার করাকে সহ্যগুণ বলা হয়।

প্রঃ—বিবর্ত্ত কাহাকে বলে?

উঃ—যে বস্তু যাহা নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে ধারণা করার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম।

শরীরটাই আমি—একথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন না। তিনি বলেন-দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান।

দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহী proprietor (মালিক) আর দেহ হ'লো property (সম্পত্তি)। দেহ দুই প্রকার Subtle and gross (সূক্ষ্ম ও স্থূল)। এই দুই দেহের Ownership (মালিকানা-স্বত্ব) আত্মার। মন চেতনাভাস, দেহ চেতনবিহীন। এই দুই প্রকার দেহে আমরা ‘আমি’-বুদ্ধি করি—ইহাই বিবর্ত্ত বা misconception.

প্রঃ—চেতন ও অচেতনে ভেদ কি?

উঃ—অচিদ্ বস্তু-অচেতন বস্তু—জড় বস্তু initiative নিতে পারে না। তা'র knowing (জ্ঞানশক্তি), willing (ইচ্ছাশক্তি) এবং feeling (অনুভবশক্তি) নাই। জড় বস্তু respond করতে পারে না, কিন্তু চেতন তা' পারে। আমাদের ভিতর, পশুর ভিতর চেতন আছে, বৃক্ষের ভিতর অল্পমাত্রায়।

প্রঃ—মানুষ কি পর-জগতের কথা বলতে পারে?

উঃ—পরজগৎ হ'তে আগত ব্যক্তিই পরজগতের কথা বলতে পারেন। এ জগতের কোন লোক পরজগতের কথা বলতে পারে না। পরজগৎ হ'তে আগত মহাপুরুষের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শুনবার সৌভাগ্য হ'লেই জীব বৈকুণ্ঠের সন্ধান পায়। ইহজগতের বিচার-প্রণালী দ্বারা পরজগতের বস্তু গ্রহণ করা যায় না। Transcendental—এর (অধোক্ষজের) সহিত Phe-nomenal (অক্ষজ) এক করা উচিত নহে। কপাল ভাল হ'লে বৈকুণ্ঠ হতে আগত মহাপুরুষের সন্ধান মিলে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অর্ন্তযামীরূপে শিখায় আপনে॥

প্রঃ—সকলে পরমার্থ-কথা ধরতে পারেন না কেন?

উঃ—ভাগ্য না থাকলে কি ক'রে ধরবে? সংস্কার থাকা চাই ত'? যাঁরা ভাগ্যবান্ তাঁরা প্রণত হ'য়ে এ সব কথা শুনেন, তাই তাঁরা ভগবৎ-কৃপায় বুঝতে পারেন। আর যারা Hasty conclusion -এ (দ্রুত সিদ্ধান্তে) উপনীত হয়, তা'রা সত্যবস্তু-গ্রহণে অসমর্থ। পূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তারা অল্প সময়ও দিতে পারে না। আমরা বাল্যকাল হ'তে যে সমাজে লালিত-পালিত, তা'তে materialism (জড় ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও দিতে পারি না, ব্যবহারিক কার্য্যেই আমাদের ২৪ ঘন্টা ব্যয় হয়ে যায়। নিজে যে কি বস্তু . তা জানবার জন্য আমরা চেষ্টা করি না। কিন্তু মানবজীবনের ২৪ ঘন্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্তব্য। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে—তিনি তাঁর অমূল্য জীবন নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন।

প্রত্যেকে নিজ নিজ মঙ্গল অনুসন্ধান করবেন—স্বার্থপর হবেন। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোক অপস্বার্থে—ইতর কার্য্যে

নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহরক্ষার জন্য যে অনুক্ষণ যত্ন করে, তা'তে নিজের স্বার্থে উদাসীনতা দেখা যায়। জগতের লোক জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহের জন্য নিত্য স্বার্থে উদাসীন, কি দুঃখ!

কেহ কেহ বলেন–বর্তমান স্বার্থের জন্য-আত্মার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা আবশ্যক নহে। ভবিষ্যতের কথা—'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে'; পরন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা না করলে যৌবনে অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত (মঙ্গলের সহিত) অপরের বাস্তব স্বার্থ বা মঙ্গল চিন্তা করবেন। চেতনের ধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা যাহাতে ভোগাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। অনেকে বলতে পারেন, পাপ কার্য্য ত্যাগ ক'রে পুণ্য করা উচিত; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ হ'লে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে বিচার করা কর্তব্য। ইহাতে পরাঙ্মুখ হ'লে আমরা অসুবিধায় পড়বো। কালে কার্য্য করলে ভবিষ্যতে লাভ হয়।

সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করলে অসুবিধা হয়। বৃদ্ধকালে পরলোকের আলোচনা করবার অভিলাষী ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকায় কোন উপকার পায় না।

প্রঃ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি নিত্য?

উঃ—প্রত্যেক জীব-মাত্রে বাহিরের খোলসকে (খামকে) আত্মা ব'লে মনে করেন। আমি নিত্য ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। আমি বর্ণী বা আশ্রমী নহি; সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আমার নিত্য ধর্ম্ম কি ক'রে হবে? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হ'লে ইহ ও পরলোকে সুবিধা হয়। দেহ থাকা

পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী, চতুর্দ্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতিতে ইহার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু নিত্য জগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই,সন্ন্যাসীও নই। ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধ, ভগবানকে না ভুললে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়।

ভগবান্ চেতন, জীবও চেতন। জীব ভগবানের অংশ, জীব ভগবানের ন্যায় বিভু-চেতন নহে, জীব অণুচেতন; জীব ভগবানের অধীন বর্তমানে জীব চেতনের বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে দুর্গতি লাভ করেছে। ভগবৎ-সেবা হ'তে বিচ্যুত হয়েই আমাদের দুর্গতি এবং তাঁহার সেবা হ'তেই সুবিধা।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কে?

উঃ—শ্রীচৈতন্যদেব দুহাজার দশ হাজার বৎসরের নহেন। তিনি সনাতন বস্তু। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি অনাদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণকারণ। তিনি কালে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কাল তাঁহা হ'তেই উদ্ভূত। তিনি নিত্য বস্তু—বিভু বস্তু। তিনি হাড়-মাংসের থলে নহেন। তিনি পুরাণ পুরুষ। তিনি পুরুষ-কর্তা, তিনি সমগ্র আত্মজগতের পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তু, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। তিনি অবতারী, তিনি মহা-ভগবান, পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং-ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাম্বুধি-দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত প্রভূত দয়া বিতরিত হয় নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য, ইহা অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজেকে নিজে দিয়ে দেওয়া। এরূপ দানের কথা কখনও শুনা যায় নাই।

তিনি যে প্রেম দান ক'রেছেন, তার সৌন্দর্য্য দর্শন করতে কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী অসমর্থ: কিন্তু ভাগ্যবান যে কেহ তা' লাভ করতে সমর্থ এইজন্য আমি বলি—আপনাদের যত রকম ধরণের বিচার আছে, সব ছেড়ে চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করবার জন্য সময় দিন। সাধারণ মনুষ্য হতে যাঁর বিশেষত্ব, তাঁর কথা শ্রবণে সময় দিলে প্রকৃত শান্তির পথ ভগবদ্-উপাসনা উপস্থিত হবে। তখন ভগবাকে পুত্র-ভাবে পালন করবার প্রবৃত্তি হবে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বিবাহাদি দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণতা বা শান্তি লাভ করবার যে বিচার উপস্থিত হয়, সেই-স্থানে ভগবান্ উপস্থিত হ'লে অনিত্য জ্ঞানে মাতার পুত্রের প্রতি পুত্রজ্ঞান প্রভৃতি দূর হবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎ-পাদপদ্মে নিযুক্ত করতে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটা রস ভগবানে পূর্ণ মাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারছি না।

ভগবদ্বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়, তাঁকে জানবার জন্য কত স্থানেই না ছুটছি৷ কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে গৌরাঙ্গরূপে আমাদের নিকট যে কথা বলতে এসেছিলেন, তা' না শুনে অন্য চেষ্টা করলে আমরা কি ক'রে লাভবান হতে পারবো?

প্রঃ—গীতায় সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য—এত বড় কথাকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদের এহো বাহ্য—একথা কেন বললেন?

উঃ—মহাপ্রভুর গীতার এত বড় বাক্যকেও “এহো বাহ্য আগে কহ আর এ কথা রায় রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেননা, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা'তে ভগবানকে বলে

ক'য়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়ে ভক্ত করবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। ভক্ত প্রীতিরশতঃ স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত করতে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা করবে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবানকে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে—নিজের নিত্য স্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এইজন্যই মহাপ্রভু এত বড় কথাকে 'এহো বাহ্য' ব'লে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্ব্বোর্ত্তম ব্রজভজনের কথা জানাবার জন্য যত্ন ক'রেছেন'।

প্রঃ—পরীক্ষা জিনিষটা কি দয়া?

উঃ—ছাত্রগণকে উন্নত শ্রেণীতে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষকগণ কৃপা ক'রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মনোযোগী, বুদ্ধিমান ছাত্রের পক্ষে পরীক্ষা আনন্দপ্রদ। পাঠে অমনোযোগী ছাত্রই পরীক্ষা দেখে ভীত ও দুঃখিত হয়।

যারা ভোগের কথা প্রচার করেন, লোকের রুচির অনুকূলে কথা বলেন, তাঁদের কোন বিপদ্, অসুবিধা বা বাধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্য বৃত্তির কথা —জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা বলতে গেলে প্রতি পদে পদে বিপদ্ লাভ হয়—পদে পদে অসুবিধা এসে নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁরা ভক্তি-পথাশ্রিত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখবেন—সে বিপদ্, সে অসুবিধা বা সে বাধা আমাদের প্রভুভক্তি বা প্রভুসেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা করতে এসেছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবা-পথে অগ্রসর হ'বার সহায়তা

করতে এসেছে। এই সময় নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদের সেবা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ ক'রে দৃঢ়চিত্ত থাকতে হ'বে। মানুষ অনিত্য বস্তু লাভের জন্য ব্যস্ত হ'তে গিয়ে শত শত জন্ম বঞ্চিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখেও মানুষ যদি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বাধাবিপত্তিতে বিহ্বল না হয়ে জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারে, তা' হ'লে বুদ্ধিমান্ জনগণ—মহাভাগবান্ ভক্তগণ কি ত্রিকাল -সত্যবস্তুর জন্য—ভগবানের জন্য এই নশ্বর জীবন নিযুক্ত করতে পারবেন না?

প্রঃ—লোক তীর্থে যায় কেন?

উঃ—ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই তীর্থ। সুকৃতিমন্ত জনগণ ভক্তসঙ্গ ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবালাভের জন্য তীর্থযাত্রা করেন।

পাপী লোকগণ পাপ-প্রবৃত্তি প্রবলা রেখে সাময়িক পাপ-প্রক্ষালন ও জড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থে গমন ক'রে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপমলিন তীর্থকে তীর্থীভূত করবার জন্য তীর্থভ্রমণের লীলা করেন—স্বানুভাবানন্দে প্রভুসেবা-প্রমত্ত হ'য়ে বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান করে থাকেন।

প্রঃ—ভোগ ও ত্যাগ দুইই কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—মহাপ্রভু ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ই বর্জ্জন করতে ব'লেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারা জড় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর। ত্যাগ বা বিরাগ খুব ভাল; কিন্তু যে বিরাগ বা ত্যাগে 'নেতি' 'নেতি' ক'রে ত্যাগ করতে করতে পরমেশ্বর পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছেন, সে ত্যাগ ত'

ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁরা মিথ্যা বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁদের বিচার ভ্রান্তিপূর্ণ; কেন না, তা'তে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব সত্য কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নশ্বর-ধর্ম্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্ত বিদ্‌গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের সম্পর্ক বা অন্তরাবস্থিতি দেখতে দেয় না, পরন্তু ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তা' বুঝতে অবসর দেয় না এবং ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে।

বিষয়সমূহ বিশ্বের বৈভব। সেই রূপরসাদি বিষয় আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হবে না–বিরতি লাভ করবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য-ইন্দ্রিয়সংযম ক'রে বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সেজে থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন তাহার মানস ইন্দ্রিয়দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়-ভোগেই বিভোর হ'য়ে থাকে। আর যদি কেহ বৈরাগ্যলাভের জন্য বিষয় গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সমূহের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হন, তা' হ'লে বৈরাগ্য-লাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় বিয়োগদুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে।

ভক্ত বিষয়কে ভোগ্য বা ত্যাজ্য না জেনে ভগবৎ-সেবোপকরণজ্ঞানে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত বিষয়ে অনাসক্ত থেকে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক সেবকাভিমানে সতত ভগবৎ-সেবাই করেন। ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নহে। সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবায় বিভোর। আর ভাগ্যবান্ বদ্ধ আত্মা বদ্ধাবস্থা হ'তে শুদ্ধ বা যুক্ত হবার জন্য ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে বা স্বসুখার্থ ব্যবহার করেন

না, ত্যাগানুকূলেও ত্যাগ করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন।

প্রঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কে?

উঃ—স্ত্রীরূপপভু ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তিনি জগদ্‌গুরু—ভক্তসম্রাট্। তিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী গোপী। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গভক্ত। তিনি জীবতত্ত্ব ন'ন—জীবের প্রভু—স্বরূপশক্তিতত্ত্ব। তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়জন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরূপপ্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতিপ্রিয়। শ্রীরূপপ্রভু গৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত-ভাব যেরূপ জানতেন, গৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যানুষ্ঠানরত অনুগতজনে সেরূপ সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত নিগূঢ়-ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে পর্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকট থাকবে, সে-পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্ব দানের কথা কেহ অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেহ শোধ করতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে, বক্ষে, মস্তকে থাকার বস্তু, শ্রীকৃষ্ণ যাঁ'কে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন—তিনিই আমাদের নিত্য উপাস্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু। শ্রীরূপের শ্রীচরণ-ধূলিই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। শ্রীরূপের শ্রীচরণকমলই আমাদের আশা-ভরসা।

কৃষ্ণদাস্য কিরূপে লাভ হ'তে পারে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বমী প্রভু বলছেন—শ্রীরূপরঘুনাথের দাস্য দ্বারাই কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়।

আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হ'তে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। শ্রীরূপের অনুগতজনই সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শ। তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁর দাদা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভুও শ্রীরূপের কৃপা যাচঞা করেন। শ্রীসনাতন প্রভু বলেন— যাঁরা শ্রীরূপের কৃপার আশা করেন না, তাঁরা কখনও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-শোভা দর্শন করতে পারেন না।

কর্ম্মকাণ্ডী ও নির্ভেদ-জ্ঞানী সম্প্রদায় যখন ভক্তির বিলোপ-সাধন করবার জন্য বল সংগ্রহ ক'রেছিলেন, সেই বলকে হ্রাস ও দমন করবার জন্য নৈষ্কর্ম্মবাদ-প্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হ'য়েছিল। শ্রীরূপ-সনাতনই মহাপ্রভুর সেই সেনাপতিদ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি আর রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁর নিকট হ'তে recruit ক'রে সব সেনা হবে-বিরুদ্ধদলকে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী,জ্ঞানী, যোগী-সম্প্রদায়কে পরাজয় করবার জন্য।

রূপানুগ সৈন্যের হস্তে অন্য কোন অস্ত্র নাই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র—কীর্ত্তন। কি ক'রে ভক্তিবিদ্বেষী সম্প্রদায়-সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে, সেই সকল দুঃসঙ্গ হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা করতে হবে, তার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগে সেনাপতি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শক্তি সঞ্চার ক'রে। সেনাপতি তাঁর সৈন্যগণের দ্বারা যেভাবে যুদ্ধ করিয়েছিলেন, তা' আলোচনা ক'রে আমরাও ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের প্রতি গুলী করতে পারবো – অসদ্বুদ্ধি, ফলকামনা, কর্ম্মাগ্রহ অন্যাভিলাষিতা, পাষণ্ডতা, নাস্তিকতা, বিদ্ধভাব, এ সকলের প্রতি গুলী ক'রে ধ্বংস করবো।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী হ'লেন শ্রীরূপানুগ-সৈন্যসিংহ। তিনি অমোঘ বিচার-বাণে সমস্ত অসৎ-মতকে সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন ক'রেছেন। শ্রীরূপসেনাপতির অনুগত—শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ। শ্রীরূপ তাঁর দাসগণের নিকট যে দুর্লভ সম্পদ রেখে গিয়েছেন, তা' আমরা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট পেতে পারি।

আমরা যদি সত্যি সত্যি হৃদয় থেকে নিষ্কপটে সেই অমূল্য সম্পদ্ চাই, তা' হলেই শ্রীরূপের সম্পদ আমরা পেতে পারবো।

শ্রীরূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অলৌকিকী অসামান্যা অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া-কৃপা-পরাকাষ্ঠা; তা' পেলে কুরূপ, বিরূপানুগত্য আর থাকে না, সব সুরূপ হয়—সুদর্শন হয়। তখন বিশ্বভরা লোক যে রূপের জন্য পাগল, সেই কুরূপের প্রতি অতি সহজেই থুৎকার করতে পারা যায়।

যে-রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা বর্তমানে ঢাকা পড়েছে—উপাধি দ্বারা। একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেউ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী সাজছি, কেউ জ্ঞানী সাছি, কেউ যোগী সাজছি। আবার কখন মনে করছি—আমি মানুষ, আমি দেবতা, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি। অর্থের রূপ, রমণীর রূপ, প্রতিষ্ঠার রূপ আমাদের নিকট বরণীয় ও লোভনীয় হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ যে রূপের কথা জানিয়েছেন, সেইরূপ পাবার জন্য কি আমাদের একবারও লৌল্য হ'বে না?

সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় প্রীতিচক্ষে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। ভজন পূজন, সর্ব্বস্ব, ইহ-পর-কাল যখন শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম হবে, তখনই শ্রীচৈতন্যদেবকে

পূর্ণভাবে দেখতে পাব। শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, তাঁর কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা–

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥

প্রঃ—কর্ম ও লীলার মধ্যে কি পার্থক্য?

উঃ—কর্ম্ম ও লীলাতে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্মুখ জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা – সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার–স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা-নিত্যা। কর্ম্ম—মায়াবদ্ধ জীবের ত্রিতাপ-ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রসূত আনন্দময়-ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলা-শক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'য়েও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাববশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়দর্শনের কথা।

প্রঃ—প্রকৃতি বা মায়া কি জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ?

উঃ—গুণময়ী মায়া কখনই মুখ্য জগৎ-কারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবৎ-শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ ক'রে লৌহকে যেরূপ দাহণ-শক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে মায়াকে নিমিত্তকারণ বলা হয়, তা'তেও কৃষ্ণই মূল নিমিত্তকারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া—চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ নিমিত্ত-কারণ। যেরূপ

কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তাতে দুই প্রকার কার্য্য হয় অর্থাৎ পুরুষের কিরণকণা-রূপে অনন্ত জীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস—অঙ্গমিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা মায়া মিশে এস ভগবান্ প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন, অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

(চৈঃ চঃ)

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তার বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময়ধাম—কারণশূন্য, মায়া—কারণময়ী। এই দুই এর মধ্যবর্তী স্থলকে চিন্ময় জলনিধি কারণসমুদ্র বলা হয়। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তি অবস্থিত। মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না, ভগবদীক্ষণ মায়া মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী ক'রে থাকে।

প্রঃ—কাহার সেবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?

উঃ—পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ব'লেছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

জগতে যত প্রকার পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্য শ্রীহরির যিনি সেবা-পূজা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের পূজা আরও অধিক বড় বা শ্রেষ্ঠ। সেই ভগবদ্ভক্তকে ভগবানও পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্। আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র–প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা ক'রে থাকেন, তার সেবা-পূজা যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়, তাহা বলাই বাহুল্য।

মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু; আমার গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তি জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী—এই বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত ভৃত্য হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ হ'য়ে হরিকীর্তন করতে পারি না।

গুরু-সেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুদেবের আশ্রয় ঠিকমত হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, পালক ও রক্ষক, এ বিচার আসে না। সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করলে–প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, মন, বিদ্যা, কায় প্রভৃতি সব দিয়ে প্রীতির সহিত গুরুসেবা না করলে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে—বিষয়াসক্তি বা সংসার হ'তে নিষ্কৃতি হ'বে না—নিষ্কাম হওয়া যাবে না—স্বসুখকামনারূপ ভব রোগ সারবে না—ভয়,

চিন্তা, দুঃখ, মোহ কাটবে না। সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন—তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য। সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই।

আমরা বশ্যতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর-বস্তু—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ আর শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়বিগ্রহ, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আমরা ভগবানকে পেতে পারি। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ হয়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর বা ভগবান্ হ'য়েও আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা শিক্ষা দেন নিজে আচরণ ক'রে—ভগবানের সেবা ক'রে।

বর্তমানে আমাদের সংসারাসক্তি বা কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হ'য়েছে, তাই এত দুঃখ ও উদ্বেগ পাচ্ছি। সেই মারাত্মক কর্তৃত্বাভিমান হ'তে শ্রীগুরুদেবই আমাকে রক্ষা করেন। কিন্তু আমি রক্ষা চাই কৈ? আমি ত' সংসারেই আটকে থাকতে চাই। সংসার হতে উদ্ধার পাবার ইচ্ছা থাকলে ত' আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের—ভগবদবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের—ভগবানের প্রতিনিধি, প্রেষ্ঠজন বা প্রাণবন্ধু শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাবিধানের জন্য তাঁর সেবা করতাম্, সব দিয়ে তাঁর সেবা ক'রেও আশা মিটতো না। কিন্তু এরূপ চিত্তবৃত্তি হচ্ছে কি? গুরুকে ষোল আনা দেওয়া দূরের কথা, এক আনা দিবার প্রবৃত্তিও জাগ্ছে কি? সারবস্তু সার না করলে সারবস্তু কি ক'রে পাওয়া যাবে? শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়ার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা—এত সংসার-প্রবৃত্তি বা মায়ার প্রতি

আসক্তি। এইজন্যই বলছি—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্যজ্ঞান বা মানুষ-বুদ্ধি ক'রো না। তিনি তোমার অনন্ত-জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার রক্ষক, পালক, উপকারক ও নিঃস্বার্থ বান্ধব।

আমরা যদি পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য প্রস্তুত না হই, তা হ'লে যে পরিমাণ কপটতা বা অবহেলা করলাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি। এ সব কথা আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। নতুবা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ক'রেও বিশেষ কিছু লাভ বা মঙ্গল হ'বে না।

সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা ক'রে আমার সকল মঙ্গল যাঁর হাতে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁর নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ না করি, আমার সর্ব্বস্ব তাঁকে না দিয়ে যদি কপটতা করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে কি ক'রে দিবেন?

আমি অন্তরে সংসারের জন্য ব্যস্ত থেকে বাহিরে লোকদেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী করলে সর্ব্বজ্ঞ তিনিও আমাকে বাধ্য হয়ে বঞ্চনা ক'রে থাকেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। আমি সর্ব্বতোভাবে গুরুকৃষ্ণের সেবা না ক'রে মায়ার সেবায় অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের সেবায় ব্যস্ত থেকে যখন গুরু-কৃষ্ণকে বঞ্চনা করি, তখন অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে বলেন–'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না-আমার কথা তুমি শুনবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে। বিশ্বাসঘাতক মনের কথা এবং জগতের লোকের আদর্শ ও বিচারের কথা শুনার দরুণ বর্তমানে আমার কথা শুনবার মত তোমার কাণ প্রস্তুত হয় নাই : সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।' তাই আবার বলছি—শ্রীগুরুদেব আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—ইহাই আশিত বা শিষ্যের লক্ষণ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

হে আমার বন্ধুবর্গ, তোমরা ভোগী হ'য়ো না, কারণ এ জগতের সবই গুরুসেবার উপকরণ—সবই কৃষ্ণসেবার বস্তু; গুরুসেবার উপকরণে ভোগদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে না—প্রত্যেক বস্তুতে গুরুসম্বন্ধ দর্শন না হালে সমঙ্গল অনিবার্য্য।

প্র.—গীতা সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ শ্লোকের অর্থ কৃপা ক'রে ব'ন?

উঃ—গীতায় শ্রী ‘গবান সকল প্রকার ধর্ম ছেড়ে তাঁর চরণে শরণগ্রহণের করা বলেছেন। যে ভগবান গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, *বর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে কোনও শুভদয় হয় না-স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম যাজন করা উচিত নহে, সেই ভগবান আবার ব'লেছেন-তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারে না, ভগবানের কৃপাতেই লোক ভগবানকে জানতে পারে, আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করি—যিনি কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণের কথা বলার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শ্রবণ করি, তবেই এ প্রশ্নের সদুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি!

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করছেন বাঙ্গলার বাদশাহ হোসেনশাহের প্রধান মন্ত্রী সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাদন প্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন করলেন—

কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয় ।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥

(চৈঃ চঃ)

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু কি বললেন, শুনুন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ)

জীব ভগান কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা মুখ্য কৃত্য—একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা দেহ নহি—দেহী-অণুচৈতন্য আত্মা, ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। কিন্তু এসব কথা ভু'লে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' ব'লে মনে করি, তখনই যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে, সেই দেশ ও কুলকে 'আমরা' বলি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্তন বা অবস্থা-ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবক বলিয়া মনে করি। সেই দেহকে 'আমি' ভারতবাসী, আমি বাঙ্গালী, আমি ইংলণ্ডবাসী, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি মাড়োয়ারী, আমি পাঞ্জাবী, আমি বিহারী অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে নিজেকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী ব'লে মনে করি। দেখুন,এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ এবং বহু ধর্ম্মের অবতরণ, কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা—ভগবান্। তিনি ব'লেছেন-আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়; দেহ—অনিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনহীন আত্মার পরিবর্তন বা জন্ম-মৃত্যু

স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ; সুতরাং "সর্ব্বধর্ম্ম” শব্দে জীবের দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি ক'রে যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণধর্ম্মসমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী-আশ্রমধর্ম্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম, লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বলিতে গেলে কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণসেবা-ধর্ম্ম ব্যতীত চতুদ্দশ ভুবনের যাবতীয় ধর্ম্ম বুঝায়।

দেহ-মনের ধর্ম্ম-অনিত্যধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, শুধু ত্যাগ ক'রে নয়—পরিত্যাগ ক’রে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—প্রাকৃত অভিমান ছেড়ে নিত্য আত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা কর—“আমার ভজনা কর" এই কথা কৃপা ক'রে করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে ব'লেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্য কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ করতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন পরবর্ত্তী বাক্যে ভগবান ব'লেছেন—“অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি"। অনিত্য, জড় দেহ-মনোধর্ম্ম ছেড়ে যাবে, চ'লে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে, পূর্ব্বাসক্তিবশে বা মোহবশে সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগ পাপ হ'বে ব'লে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্ম্মের অপালনই মহাপাপ বা মহাপরাধ, সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য-ধর্ম্মের অপালনকে পাপ ব'লে বুঝছে৷ আবার বিষয়-ভোগেই বিভোর হ'য়ে থাকে। আর যদি কেহ বৈরাগ্যলাভের জন্য বিষয় গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সমূহের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হন, তা' হ'লে বৈরাগ্য-লাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় বিয়োগদুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে।

ভক্ত বিষয়কে ভোগ্য বা ত্যাজ্য না জেনে ভগবৎ-সেবোপকরণজ্ঞানে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত বিষয়ে অনাসক্ত থেকে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক সেবকাভিমানে সতত ভগবৎ-সেবাই করেন। ত্যাগ বা ভোগ

আত্মার বৃত্তি নহে। সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবায় বিভোর। আর ভাগ্যবান্ বদ্ধ আত্মা বদ্ধাবস্থা হতে শুদ্ধ বা মুক্ত হবার জন্য ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে বা স্বসুখার্থ ব্যবহার করেন না, ত্যাগানুকূলেও ত্যাগ করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন।

প্রঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কে?

উঃ—স্ত্রীরূপপভু ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তিনি জগদ্গুরু—ভক্তসম্রাট। তিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী গোপী। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গভক্ত। তিনি জীবতত্ত্ব ন'ন—জীবের প্রভু—স্বরূপশক্তিতত্ত্ব। তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়জন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরূপপ্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতিপ্রিয়। শ্রীরূপপ্রভু গৌরসুন্দরের হৃদ্গত-ভাব যেরূপ জানতেন, গৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যানুষ্ঠানরত অনুগতজনে সেরূপ সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত নিগূঢ়-ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে পর্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকট থাকবে, সে-পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্ব দানের কথা কেহ অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেহ শোধ করতে পারে না।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি—আমি গুরু-কৃষ্ণের দাস, এই অপ্রাকৃত অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটি মহাপ্রভুর শিক্ষা। তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—কপটতা নহে, মুখে

বা বাহ্য অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে, কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ-সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি—শ্রীনামের সেবক অভিমান। গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তৃণাদপি সুনীচতা, অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা, দৈন্য-প্রকাশ বা কৃপাভিক্ষা। যার তার নিকট দৈন্য করতে নাই—ইহাই মহাজনোপদেশ। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিংবা ঢঙ্গবিপ্রের নিকট নীচতা প্রদর্শন বৈষ্ণব-সেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহা দ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহার দ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। রামভক্ত হনুমানজীর লঙ্কা-দহনই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা।

প্রঃ—জীবে দয়া মানে কি?

উঃ—জীবে দয়া অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অধিক চমৎকারিতা।

প্রঃ—ভগবান যা' করেন, তা' সকই কি মঙ্গলকর?

উঃ—নিশ্চয়ই। দয়াময়ের সবই দয়া। মঙ্গলময়ের বিধানে অমঙ্গল থাকতে পারে না। ভগবান যখন যা' করেন, সবই মঙ্গলের জন্য করেন। যাঁরা আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকে অমঙ্গল বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা বিচার করেন, সেই সকল বদ্ধজীব সম্প্রদায় দাবার একচাল মাত্র বুঝেন; চার, পাঁচ চালের পর কি হ'বে তা বুঝতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের দয়া অমন্দোদয়-দয়া, তাঁদের দয়ায় অমঙ্গল বা মন্দ ব'লে কিছু নাই। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করে, তখন রোগী বৈদ্যকে

দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগনির্মুক্ত হ'লে বুঝতে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ দিয়ে কত দয়ার কার্য্য ক'রেছেন।

প্রঃ—মন্ত্রে যে নমঃ শব্দ আছে, তার অর্থ কি?

উঃ—অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ ক'রে প্রণত বা শরণাগত হওয়াই নমঃ শব্দের অর্থ। হে গুরুদেব, হে কৃষ্ণ, আজ হ'তে আমি তোমার আশ্রিত সেবক, তুমি কৃপা ক'রে আমাকে চালিত কর, সেবায় নিযুক্ত কর; আজ হ'তে আমি আমার কর্তৃত্ব বা অহঙ্কার পরিত্যাগ করলাম। এখন তোমার আদেশ, উপদেশ, নির্দেশই আমার জীবনের ধ্রুবতারা বা নিয়ামক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি পালক—এই সব জড় অভিমান পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। আমি কর্তা—এই দুর্ব্বদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অপসারিত হ'লে তখনই প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদের প্রকট থাকতে থাকতে তাঁর বিশ্রম্ভ-সেবা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করাই বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সেই অতিমর্ত্য শ্রীগুরুদেবে প্রীতিবিশিষ্ট না হওয়ার জন্য যদি সিদ্ধি লাভ করিতে না পারি, তাঁকে হৃদয়-দেবতা জেনে হৃদয় দিয়ে যদি সম্যগ্ররূপে নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা করতে না পারি, তা' হ'লে আমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত-নিশ্চয়ই বঞ্চিত আমার একমাত্র রক্ষক —একমাত্র উদ্ধারকর্তা—একমাত্র নিরুপাধিক বান্ধবকে নিকটে পেয়েও কপালের দোষে হারালাম। এমনই আমার দুর্দ্দৈব! সুরধুনীর তীরে এসে পানীয়-সংগ্রহের জন্য আবার মরুভূমির দিকে ছুলাম—রত্নখনির সন্ধান পেয়েও বতু সংগ্রহের জন্য পুনরায় মনোহারী দোকানের কাচখণ্ডের চাকচিক্যের অনুসন্ধানে প্রলুব্ধ হলাম, কি সর্ব্বনাশ! যাঁরা সুবুদ্ধি হ'বেন, তাঁরা নিষ্কপট ও অন্যাভিলাষ-শূন্য হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ

আনুগত্যময় জীবনযাপনে দৃঢ়সংকল্প হউন, নতুবা বঞ্চিতই হ'বেন।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হ'বে?

উঃ—শ্রীহরি স্বপ্রকাশ-বস্তু। তিনি দয়ার সাগর। আমরা সেবোন্মুখ হ'লে শ্রীহরি কৃপা ক'রে—তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রং-এর হরি—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

ভোক্তা কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে দর্শনের প্রচেষ্টা, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রবণানুগ্রহে শুদ্ধচিত্তেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব। জড়ের কোন অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করতে পারে না। চেতনের বৃত্তি দ্বারা, চেতনের চক্ষু দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। সেবকই সেব্যের দর্শন পায়। সেব্য সেবককেই কৃপা ক'রে দর্শন দেন। আগে অন্তদর্শন, পরে বহির্দর্শন।

প্রঃ—জীবের বদ্ধ-অভিমান কতকাল থাকে?

উঃ—যে কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, যে কাল পর্য্যন্ত জীব নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে জানতে না পারে, ততদিনই তার বদ্ধজীব-অভিমান বা কর্ত্তা-অভিমান থাকে। অপ্রাকৃত অভিমান না হ'লে জড়াভিমান কি ক'রে যাবে?

প্রঃ—আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছি না কেন?

উঃ—অণুচেতন আমাদের একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহৎ চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল করায় আমরা ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'তে পারছি না।

যিনি বহির্জগতের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের দৃশ্য বস্তু যাঁর অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারেন—ভগবানে নির্ভর করতে পারেন। জীবন্ত-শাস্ত্র সাধুর শ্রীমুখে বীর্য্যবর্তী হরিকথা শ্রবণ করতে করতে আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

প্রঃ—কখন আমাদের মঙ্গল হয়?

উঃ—সাধু মহাজনের নিকট ভগবৎকথা শুনে যখন আমরা তাঁর আনুগত্য করি, তখনই আমাদের মঙ্গল বা সুবিধা হয়। Pottery work করতে হ'লে অভিজ্ঞ কুম্ভকারের নিকট শুনে নিয়ে কার্য্যারম্ভ করতে হয়। সন্দেশ তৈরী করতে হ'লে মোদকের নিকট নির্মাণ-প্রণালী জেনে নিতে হয়। সেরূপ শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞের আনুগত্য না ক'রে স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল লাভ করবার বিচার গ্রহণ করলে আমাদের সাফল্যভাবে অনেক অসুবিধা হ'য়ে থাকে। তখন আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে না পেরে মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে পড়ি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্তব্য। আন্নায়পন্থা গ্রহণ ব্যতীত সত্য উপলব্ধির অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনের শ্রীচরণ-রজে অভিষেক ব্যতীত আমাদের 'দর্শন' ব'লে কোন কথাই হতে পারে না। মহাজনগণই আমাদিগকে ভোগ্য-দর্শন বা কুদর্শনের হাত হ'তে রক্ষা করতে পারেন। বাস্তব সত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণ-সেবাকে জীবন করি।

প্রঃ—শরণাগতি ব্যতীত কি মঙ্গল হয় না?

উঃ—না। কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ভ্রমনে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হব।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আমি-আমার ভাব প্রবল থাকলে সুবিধা হবে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ আমাদের ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চ'লে যাব। আমরা চিবস্তু, জড়জগৎ অচিৎ বস্তু : যাকে ভোগ করতে পারি, তাকে বলে 'জড়'। আমারা নিজ-স্বরূপ ভুলে গিয়ে 'অচিৎ বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হই। অহঙ্কার প্রবল হ'তে হ'তে 'অহং ব্রহ্ম', 'আমি এরূপ খোদা' এরূপ দুর্ব্বিচার এসে জীবের সর্ব্বনাশ করে। 'আমি বড় হ'ব এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হ'লে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়।

প্রঃ—কাহারা মঠে বাস করিবেন?

উঃ—আমাদের মঠে কসরত-ওয়ালাদের বাসের প্রয়োজন নাই, বাবু-ভায়াদের বাসের প্রয়োজন নাই, হরিভক্তেরাই মঠে বাস করিবেন।

যে-সব শিশ্নোদর-পরায়ণ অর্থাৎ লম্পট ও পেটুক ব্যক্তি মঠে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলে মঠের খরচা কমিয়া যাইবে, জগজ্জঞ্জাল কমিবে।

যে সকল ব্যক্তি মঠের আচার-বিচার পালন করে না, যাহাদের গুর্ব্বানুগত্য ও দৈন্য নাই, সেই স্বতন্ত্র দাম্ভিকগণকে ঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায়, সেও ভাল। যাহারা হরিভজন করিবে না, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং কনক-কামিনীই যাহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাদিগকে মঠে রাখা হইবে না; যেহেতু তাহারা অন্তরে মঠ-

বিরোধী। আমি মঠে অনেকদিন আছি, মঠের অনেক কাজ করিয়াছি, তজ্জন্য ভাল খাবো, ভাল পরবো, মোড়লি করবো, প্রচুর সম্মান চাই এবং মঠে প্রভুত্ব-পরিচালনারূপ প্রচুর share পাওয়া আবশ্যক, এরূপ ভক্তিবিরোধী বিচারকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সংশয়, পরনিন্দা ও পরচর্চা করিতে করিতে জীবের ঐ সব অসুবিধা আসে।

আমি বড় ওস্তাদ, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি ভাল বক্তা, আমি ভাল গায়ক—এসব ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারে প্রমত্ত হইতে হইবে না। আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে বা আমার নিন্দা করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ কৃপা করে আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ করতে থাকবে তখন আমি জানবো যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বে ভগবান্ তা'দের দ্বারা আমার মঙ্গল ক'রে দিতেছেন।

প্রঃ—কাহার সহিত মঠের সম্পর্ক নাই?

উঃ—যিনি দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ বা আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

ইকা নদী পার হ'বার জন্য যেমন একটা নৌকা, একটা মাঝি রাখতে হয়, সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার- এরূপভাবেই এ-সকল লোক আমাকে গুরু ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তাদের সঙ্গ করি নাই। জীবনের শেষ ক'টা দিনও এদের আর সঙ্গ করবো না। এই সব কপট লোক পূর্ব্ব হ'তে কপটতা বিস্তার না

করলেও গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ-ফলে হরিভক্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করে।

যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে মাতে যাই, শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ না ক'রে অনুকরণ করি, তখনই আমাদের অমঙ্গল বা সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে। এসব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি, তখনই আমাদের মঙ্গল হয়।

অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও বাহাদুরির গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কারণ তদ্বারা গুরু-বৈষ্ণব-লঙ্ঘনজনিত অপরাধই হয়। তৎফলে জীব গুরুকৃষ্ণ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকে।

প্রঃ—ভগবান্ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উঃ—নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। সেই কৃষ্ণবস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। বাস্তববস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য ভগবান সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের স্নেহ, কৃপা ও মাধুর্য্যে সেবোন্মুখ ও সেবক আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তু অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান, মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবান্তর বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হ'লে মূল আকর্ষণ হতে বিচ্যুত হয়।

এক দিকে বন্ধন বা বঞ্চনা-মূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্য দিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। এজগতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেজন্যই Living

source বা বলবান সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। আমরা যদি সাধু-গুরুর নিকট হরিকথা শুনিতে থাকি, তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা পাইতে পারি। কৃষ্ণাকর্ষণে না পড়িতে পারিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে।

প্রঃ—তর্কপন্থী কে?

উঃ—মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এই বাস্তব সত্যের নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাই তর্কপথ। যাঁরা তর্কপন্থী,তাঁরা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে বা বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের প্রদাতাকে আমরা গুরুপাদপদ্ম ব'লে থাকি। গুরুবিদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা ও শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে।

প্রঃ—দূরে থাকিয়া বা গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কি করিয়া সম্ভব হইবে?

উঃ—আমাদের মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরি-সেবারত। সেই সেবাপ্রাণ ভক্তগণের সঙ্গ আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বতোভাবে করণীয়।

যেখানে হরিকথা নাই, সেই স্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সব স্থান বা তাদৃশ সঙ্গ আমার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় মঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা ও হরিসেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথাই চিন্তা করি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবেন। আমাদের যদি হরিকথায় রুচি ও হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হ'লে তাহাই আমাদিগকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিবে। সর্ব্বদা পারমার্থিক পত্রিকা ও মহাজনগণের গ্রন্থাদি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাভিক্ষা করিয়া নিজে নিজে আলোচনা করিলে তদ্দ্বারাই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ হইবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই। আমরা যদি ভগবৎ-কথার মধ্যে এখানে বাস করি,তাহা হ'লে আমাদের মঙ্গল অবশ্যই হ'বে এবং কোন অসুবিধাই আমাদের কিছু করিতে পারিবে না।

ভগবদিচ্ছায় আমরা যেখানেই থাকি, সেখানে যদি আমরা ভগবৎ-কথা আলোচনা করি, তাহা হইলে সাংসারিক সকল কথা ও সকল কার্য্যের মধ্যেই আমরা ভগবানের কৃপা, ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা অনুভব করিতে পারিব। ভগবান্ ভক্তগণকে যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থাতেই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

সাধুসঙ্গ ও হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়ে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে ভগবানের কৃপা লক্ষ্য করিলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল—এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে শুদ্ধভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। বর্তমানে সব সময় সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ না হ'লেও আমরা যদি গ্রন্থালোচনা-মুখে হরিকথা শ্রবণ করি, তা' হলে আমরা আর সৎসঙ্গের এত অভাব অনুভব করিব না। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন আর ভগববিদ্বেষী অভক্তগণ ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না।

আমরা মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রমত্ত হইবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখ বর্ত্তমান, কিন্তু হরিসেবা ভগবানের আনন্দ বিধান করে। এজন্য আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিব।

প্রঃ—বৈষ্ণবসঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুরুর সঙ্গ ও গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিলে অযোগ্য আমরা সদাচার, গুরুসেবা প্রভৃতি শিখিব কি করিয়া? সম্মুখে আদর্শ সবসময় দরকার। গুরুনিষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করলে আমাদের গুরুনিষ্ঠা, গুরুতে আপন-জ্ঞান, গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, গুরুসেবা করার প্রবৃত্তি হইবে না। কিভাবে গুরুসেবা করিতে হয়, কিভাবে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হয়-এসব কথা যদি নিষ্কপট গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব আমাদিগকে জানাইয়া না দেন, তাহা হইলে সদ্গুরু পাইয়াও প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ফেলিতে হয়, গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

প্রঃ—ভগবানের সকল ব্যবস্থাই কি সানন্দে শিরোধার্য্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। মঙ্গলময়ের সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলময়ী। মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গল নাই বা থাকিতে পারে না। দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for the best. ভগবান্ যাহা করেন তাহা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। এখন ভগবানের দয়া দেখিতে শিখিলেই মঙ্গল।

ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন বা যেভাবে রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি; আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎ-কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় সংসারের উন্নতি, সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিস্ফলতা লাভ করেন।

সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণ কে নানা প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ চিন্তা থাকে না। ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।

প্রাক্তন-কর্ম্মফলে আমরা কখন সুস্থ, কখন অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমরা তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎকালে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট

মনে করি। এইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানা প্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন ভক্তগণ 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমাদের তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়। 'কৃষ্ণের সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ'—এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের, তাহা অনুসরণ করার জন্য যত্ন করা প্রয়োজন।

প্রঃ—বৈষ্ণবের কি অশৌচ আছে?

উঃ—না। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্তগৃহই হউন, তাঁহার কোন অশৌচ নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণাদি সমাধা হয় এজন্য ভক্তগণকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ হরিনাম গ্রহণে নিত্য শুচি হইয়া একাদশাহে বা যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন-ইহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ।

প্রঃ—শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা কখন বুঝিতে পারিব?

উঃ—নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনারা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি করতলগত হয়।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজের অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম-

শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হইয়া 'নাম' উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান।

নামসেবা বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি ও তন্মধ্যে অন্তর্নির্বিষ্ট।

শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাতেই সব হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামে রুচি হয়।

প্রঃ—কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে?

উঃ—ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবানকে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়, আমি ইহাই জানি। আপনারা তাহাই করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন।

সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবানই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা তাহাই নতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—গুরুসেবা ব্যতীত কি মঙ্গলের কোন আশা নাই?

উঃ—না। যিনি মঙ্গল দান করতে এলেন, যিনি মঙ্গলমূর্ত্তি, মঙ্গলদাতা ও জীবের একমাত্র আশ্রয়, সেই মঙ্গলকে বাদ দিয়া মঙ্গল কি ক'রে হবে? শ্রীগুরুদেব ত' বৈকুণ্ঠগত মহাজন—ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ, তাঁর আশ্রয় ও সেবা ছেড়ে-তাঁর সঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা কি ক'রে বৈকুণ্ঠে যাব? গুরুকৃপাই ত' সকল মঙ্গলের মূল। সেই কৃপালাভের জন্য কি

যত্ন করলাম যে কৃপা পাব? আমি তাই আমার অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার বিধান করছি। 'আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা'—এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। এইজন্যই মন্ত্রে নমঃ শব্দ আছে।

আমি কর্ত্তা—এই দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই দূর হয়। আমি ভগবৎ-সেবক—এই অভিমান শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই জাগে। জাগতিক অভিমান, অহঙ্কার, অবিচার, কুবিচার প্রভৃতি তাঁর কৃপাতেই—তাঁর সেবাপ্রভাবেই অপসারিত হয়। আমি বর্ষে বর্ষে গুরুপাদপদ্ম পূজা করবার বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম না, গুরুপাদপদ্ম-সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য—ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা দ্বারাই জানতে পারলাম। অন্ধের অনুগমন না ক'রে চক্ষুষ্মান গুরুপাদপদ্মের অনুগমন-গুরুপাদপদ্মের পূজা করাই কর্তব্য। গুরুই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয় ও একমাত্র রক্ষক, ইহা আমি তাঁর কৃপাতেই জাব্বার সৌভাগ্য পেলাম। গুরুপাদপদ্ম দর্শন করার পর আমার গুরুপাদপদ্মসেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য আছে—এ বুদ্ধি আর নাই। ভগবানের প্রিয়তম সেবক, প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অহঙ্কারের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ করবার জন্য দয়াপরবশ হ'য়ে যখন নন্দনন্দনের সেবা জানালেন, তখনই জানতে পারলাম যে, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই—জীবের অন্য কোন মঙ্গল নাই। নন্দনন্দনই জীবের একমাত্র উপাস্য, জীবন, ভূষণ ও সর্ব্বস্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই নন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রিয়তম। সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা আমার ন্যায় অনিপুণ ব্যক্তি কায়, মন বা বাক্য কোন প্রকার উপকরণ দ্বারাই করতে পারে না। কিন্তু তথাপি দয়ার সাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজগুণে আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, আমাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। এত তাঁর দয়া! আমি যদি তাঁর প্রসাদ লাভ করতে

পারি, তিনি ছাড়া এ-জগতে আমার আপন বলতে কেহ নাই, এ সুবুদ্ধি যদি আমার হয় তাহলে তাঁর অহৈতুকী হার্দী দয়ার দ্বারাই তাঁর সেবা করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবো। স্নেহ-সেবার দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন। যেদিন তাঁর হার্দী কৃপা হ'বে—যেদিন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'বেন, সেই দিনই আমি পরমমঙ্গলের কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবো। তখন আর গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আর কিছুই আমার কাছে বড় মনে হ'বে না-আর কিছু ভাল লাগবে না। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর যে শক্তি পরিচালনা করেন, সেই শক্তি গ্রহণ করার সামর্থ্য যাতে হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটে আমরা সেই মঙ্গল অভিলাষই করবো।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার তুলনা নাই। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান ্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁর প্রেমে বশীভূত, সেই গুরুপাদপদ্মকে দুর্ভাগা আমি অত বড় মনে করতে পারি না। তথাপি তিনি যে দয়া ক'রেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার সামর্থ্য আমার নাই। তাঁর দয়ার প্রতপণ করা আমাতে সম্ভবপর হয় না।

প্রঃ—নিষ্কপট গুরুসেবকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হবে?

উঃ—নিষ্কপট শিষ্য গুরুদেবতাত্মা হবেন। তিনি গুরুকে দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ একমাত্র প্রীতির পাত্র বলিয়াই জানিবেন। শ্রীগুরুদেব আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁর নিত্য সেবক — ইহাই শিষ্যের অভিমান বা বিচার। গুরুসেবাই তাঁর জীবন, ভূষণ ও সত্তা। গুরু ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না : শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভজনে সর্ব্বাবস্থায় তাঁর গুরুচিন্তা-গুর্ব্বানুগত্য। তাই তিনি জানেন-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঈশ্বরবস্তু—স্বতন্ত্রবস্তু। শ্রীগুরুদেব অযোগ্য আমার সেবা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি কিন্তু নিষ্কপটে

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁর ঐকান্তিক সেবা করবার জন্য প্রস্তুত থাকবো। তিনি যদি পদাঘাত করেন, তবে জানবো—আমার অযোগ্যতা; কিন্তু গুরুপাদপদ্ম সত্য। ক্ষণভঙ্গুর বিষয় যেন আমাকে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে—বাস্ত ব সত্য গুরুপাদপদ্ম হ'তে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ করতে না পারে। গুরুপাদপদ্ম কৃপা ক'রে আমার সেবা গ্রহণ করুন, আমার যেন কোন দুঃসঙ্গ না হয়—আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা আমি অযোগ্য হ'লেও অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন, এই আমার ভরসা। আমি তাঁর অহৈতুকী দয়ার আশাবন্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর লৌল্যযুক্ত হব।

প্রঃ—হরিনাম কি বস্তু?

উঃ—হরিনাম অচেতন পদার্থ ন'ন কিংবা কল্পিত বস্তু ন'ন—দৃশ্য-পদার্থবিশেষ ন’ন, দৃশ্য জগতের কোন বস্তু ন'ন। হরিনাম ভগবদবতার—সাক্ষাৎ ভগবান্। নামই হরি, হরিই নাম। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু—পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ স্বয়ং। অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং-বস্তু—নামী। শ্রীনাম স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। শ্রীনাম can take initiative. অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী; অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়। অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত নাম শব্দব্রহ্ম। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ। বিভু-চেতন হরিনাম কথা বলতে পারেন যিনি হরিনাম করেন, তিনিও চেতনবস্তু। তিনি বলছেন—হে হরিনাম! আমি তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার করলাম।

যিনি হরিনাম করতে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি হরিনাম প্রভুর ভৃত্য। সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে এখানে এসেছেন। এজন্য আমরা হরিনামকেই সম্যগ্রূপে আশ্রয় করবো; আর কারো কাছে যাব না।

প্রঃ—নাম-সংকীর্ত্তনই কি মঙ্গললাভের সর্ব্বপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়?

উঃ—নাম ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ'তে পারে না। ইহ জগতে যাঁদের কোন কৃত্য নাই, তাঁরাই হরিনাম করেন। নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়-একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নাই।

নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। আর নামসংকীর্তনে যে প্রেমা লাভ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এজন্য শাস্ত্র ব'লেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরেরামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেৰ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। তিনবার নিষেধ করা হয়েছে।

'কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ'।

প্রঃ—মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য কি?

উঃ—বিচার দুই প্রকার—প্রেয়ঃপর ও শ্রেয়ঃপর। শ্রেয়ের অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ; কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। শ্রেয়ে আত্মার প্রেয়ঃ আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখ মানসিক প্রেয়ে আত্মার শ্রেয়ঃ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য কিন্তু পরমার্থপ্রদ। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন করলে একজন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'তে পারে। অতএব ধীর ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরমকল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করবেন। আহার-বিহারাদি বিষয় সকল-জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হোক্ না কেন, বিষয়-লাভ প্রত্যেক জন্মেই হ’বে। মনুষ্য না হ'লেও বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যাবে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে।মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কাণ দিয়ে শুনতে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা করতে পারি কিন্তু পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষম তা নাই। যা’তে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তাহা লাভ করতে পারি মনুষ্যজন্মে যা’তে আত্মমঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করলে সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় বিচার হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবজন্ম হ'লেও ভোগে উন্মত্ত হ'য়ে পড়ব—সদসদ বিচার চাপা পড়বে—এখানে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু দেবজন্মে প্রাকৃত সুখ বেশী প্রাকৃত ব'লে সেই সুখও নিত্যস্থায়ী নহে—‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।'

মনুষ্যজীবনে অনেক কাজ প'ড়ে গে’ছে। প্রভু সেজেছি —কার্য্যের কর্ত্তা ব’লে নিজেকে অভিমান করছি—ভগবানের সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে অপরের সেবা গ্রহণ করছি। বিভিন্ন বস্তুর প্রার্থী হ'য়ে বিভিন্ন দেবদেবীর সেবা করছি। ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করছি। ইহা বস্তুতঃ পূজা নহে—পূজ্যকে আমার বস্তু সরবরাহ করবার সেবকই ক'রে ফেল্‌ছি।

সেবা বলে কাকে, তা' জানা দরকার। শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের নামই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল (Fountainhead), আমরা সকলে সেই শ্রীহরিরই সেবক, তাঁর সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কার্য্য বা কর্তব্য। তাঁর সেবা করলে সকলেরই সেবা হ'য়ে থাকে। যথা তরোমূলনিষেচনেন' শ্লোকই তা'র প্রমাণ।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানার দরুণ যত অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্যজন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যদি সাধুর নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তা' হ'লে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হ'ব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাক্।

দুনিয়াদারীতে যাঁরা ব্যস্ত আছেন, তাঁরা অধোক্ষজের সেবা বুঝতে পারেন না। কিন্তু অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি ক'রে আলোচনা হ'বে?—সাধুসঙ্গ প্রভাবে। ভার সাধুগণের সঙ্গ করা দরকার। বদ্ধ-জীবের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হচ্ছে। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হবেই। সাধুসঙ্গের অভাব হ'লে জগতের শক্তিদ্বারা অর্থাৎ মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হ'ব। আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে পারবো যদি হরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ভগবানই পূর্ণবস্তু জীবের একমাত্র উপাস্যবস্তু বা আশ্রয়। তাঁর সেবা লাভ করতে হ'লে তাঁর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বৈকুণ্ঠ-নাম পাওয়া যায়। সেই নামের আভাসেই সংসার হ'তে মুক্তি হয়। ভগবানের নাম করলে আর মাতৃকুক্ষিতে আসতে হয় না—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এসব কথা একবার শুনে যদি বুঝতে না পারা যায় তবে পুনঃ পুনঃ শুনতে হবে। শব্দব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের যিনি আশ্রয় গ্রহণ করবেন না, তাঁকে আবার সংসারে আসতে হ'বে।

ভগবানকে যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁর নিকটেই ভগবানের কথা শুনতে হ'বে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও শিক্ষাগারই মঠমন্দির ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভক্তিচক্ষে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন। সাধুর কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবানকে দেখতে পাব। ভক্তি-চক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। এই চোখ দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হ'বে। এ জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে আর ভগবানকে জানতে পারলাম না।

আমরা আর একটুও সময় নষ্ট করব না, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুখের আধার যে ভগবান, তাঁর বিষয় চিন্তা করবো—তাঁর অনুশীলন করবো। তৎফলে ভগবদ্দর্শনের বাধাগুলি কেটে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই আমাদের পরমমঙ্গল লাভ হ'বে। যে মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারবো—ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্তেই আমার সুবিধা হবে। এ জগতে আরাধনা করবার আর কোন বস্তু নাই।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হ'বে। ভগবানকে ভুলে কর্ত্তাভিমানে যে কর্ম করা যায়, তাতে শুধু অমঙ্গলের কথা।

আমরা বর্তমানে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছি—জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েছি। এখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে নিত্যস্বভাবকে প্রকট করতে হবে। আমরা চিরদিন এই পৃথিবীতে থাকতে পারবো না। যাঁরা ভগবানের সেবা চান, তাঁরা জগতের কিছু চান না। তাঁরা—অকিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের

জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে ভগবানের ভজন করাই কর্তব্য।

প্রঃ—কাহার নিকট কথা শুনতে হ'বে?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে ভগবৎ-কথা শুনতে হবে এবং সেই শ্রুতবাণী ইষ্টদেবের সুখার্থ অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করতে হবে—অশ্রদ্ধধানের নিকট নহে।

গুরুর নিকট শ্রবণ করতে হ'বে-পাষণ্ডের নিকট নহে। ভুলবশতঃ অভক্তকে গুরু করলে তাঁকে বর্জন ক'রে পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা গ্রহণ করতে হ'বে।

প্রঃ—ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কি?

উঃ—ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জীব যে সকল বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে সত্যবুদ্ধি বা অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি ক'রে সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান হয়, দেখে শুনে চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীনামাশ্রয় দ্বারা সেই কৃপা লাভ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—শরণাগতের মঙ্গল কি হ'বেই?

উঃ—নিশ্চয়ই হ'বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত। মূল মালিকের উপর নির্ভর

করলেই মঙ্গল। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি।

কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আনেন নাই। আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে নিজের কর্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁর মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্তা-অভিমান চিরতরে বিদূরিত হয়; তখন আমরা কর্ম্মবীর সাজতে ধাবিত হই না, তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হই।

প্রঃ—শরণাগতের লক্ষণ কি?

উঃ—কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। কর্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণকে গোস্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। আশ্রিত ব্যক্তির কর্তৃত্বের দরকার থাকে না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাল্য হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে না। আমি কৃষ্ণের আশ্রিত—এই অভিমান না হলে শরণাগতি বা আশ্রয় হ'লো না। তৎফলে 'পিতা' অভিমান, 'কর্ত্তা' অভিমান স্বাভাবিক।

প্রঃ—দেবজন্ম অপেক্ষাও কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিশ্চয়ই। দেবজন্ম থেকে মনুষ্যজন্ম ভাল। এজন্য দেবতাগণও মনুষ্যজন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। দেবতারা এত বিষয়ভোগে মত্ত থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাদের জন্য দুঃখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা' তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশাতেই তাঁরা মগুল থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাস করেন,

তাঁরা অধিক দিন ভোগ ক'রতে পারেন; কিন্তু সেই দেবতাগণের শেষে অসুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীদ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির যত্ন করেন। তাঁরা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁদিগকে বড় মনে করি। কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁরা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ার দরুণ তারতম্যগত মঙ্গল চিন্তা করবার অধিকার লাভ করেছেন। মানুষ ও দেবতার অনুকরণে জন্ম-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকলে নিজের মঙ্গল চিন্তা ক'রতে পারেন না। দেবজন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ভজনের ও সাধুসঙ্গের সুযোগ বেশী। এইজন্য দেবজন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

মনুষ্যজীবনে নানা প্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের বা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্য-জীবন লাভ ক'রে আমাদের অবকাশ হ'য়েছে, যাতে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান করতে পারি —কোনটি মঙ্গল কোনটি অমঙ্গল, তা' জানতে পারি।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু কে?

উঃ—যাঁরা হরিনামে জীবকে আকর্ষণ করেন, তাঁদের ন্যায় প্রকৃত বান্ধব ও উপকারী জগতে আর কেহ নাই। কোটি কোটি দাতা কর্ণের দান হরিনাম প্রচারকারিগণের মহাবদান্যতার নিকট অতি সামান্য ও তিরস্কৃত।

প্রঃ—কিভাবে কৃপা বা শক্তি লাভ হয়?

উঃ—একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে গুরু কর্তৃক জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই কৃপা-শক্তি

সেবা-দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে ক্রমশঃ অনর্থরাশি ধ্বংস করিতে থাকে। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে আবার অনর্থরাশি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণশক্তি ক্রমশঃ অপসৃত হয়। কোন বীজ উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল-সেচনাদি দ্বারা উহাতে অঙ্কুর বাহির হয় এবং সেই অঙ্কুর সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার গুরু-দত্ত কৃষ্ণ-শক্তি ভজন-দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন।

প্রঃ—ভক্তি ও অভক্তি কাহাকে বলে?

উঃ—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করার নাম অভক্তি তাহা তিনটি খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। নিজের সুবিধা ও অপরের সুবিধা (ইন্দ্রিয়তর্পণ) করার নাম কর্ম্ম। সুবিধাও করবো না অসুবিধাও করবো না, নিরপেক্ষ থাকবো, ইহার নাম জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান উভয়কে পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজ বস্তু শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণই ভক্তি। ভোগ ও মুক্তির হাত হ'তে মুক্তিলাভ না হ'লে ভক্তির ভূমিকা আরম্ভ হয় না।

প্রঃ—দুর্ব্বলচিত্ত ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—দুর্ব্বলচিত্ত ও অপরাধী ঠিক এক শ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনারূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী ব্যক্তি কখনও ঐ সকলকে অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল, বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন।

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণ-কৃপা হইতেছে জানা যাইবে; নতুবা কৃষ্ণ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

প্রঃ—হরিজন কাহাকে বলে?

উঃ—বর্তমানে হরিজন শব্দের অপব্যবহার হচ্ছে। বস্তুতঃ হরিজন ব'লতে অপ্রাকৃত ভগদ্ভক্তগণ, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাঁরা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁদের যে কোনরূপ বাহ্য পরিচয় থাকুক না কেন, যাঁরা সদ্গুরু পদাশ্রয়ে একান্ত হরিসেবক, তাঁরাই হরিজন। তাঁদের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষময় কৃত্য নাই। যাঁরা অবৈষ্ণব, যাঁদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁ দিগকে হরিজন বলা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। যদিও স্বরূপে সকলেই নিত্য হরিজন, কিন্তু বিরূপগ্রস্ত অবস্থায় তাঁদের হরিজনত্বের পরিচয় নাই। তাঁদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁরা হরি-সেবা করুন, তখন তাঁ'দিগকে হরিজন বলতে আমাদের আপত্তি নাই। ধান্যমাত্রেই চাউল সত্য, কিন্তু ধান্যটা চাউল নহে। ধান্যের আবরণটা চলিয়া গেলেই তা'কে চাউল বলে।

জীবমাত্রেই হরিদাস বা হরিজন সত্য, কিন্তু যখন হরিদাস্যে নিযুক্ত, তখনই সে হরিজন-পদবাচ্য, তৎপূর্ব্বে নহে।

প্রঃ—কেহ কেহ বলেন—সবই সমান, ইহা কি ঠিক?

উঃ—সৎ ও অসৎ, ভক্ত ও অভক্ত, পাপী ও পুণ্যবান, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, দেবতা ও ভগবান, সতী ও অসতী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আলো ও অন্ধকার, আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম, ভক্তি ও অভক্তি—এসব সমান কি ক'রে হবে?

যারা আভ্যন্তরীণ বস্তুর খবর রাখে না, বস্তু-তত্ত্বের সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ বিচারে যারা প্রবেশ করে নাই, তাদের নিকট সবই ভাল। অজ্ঞ বালক বলতে পারে—তা'দের হিজিবিজি লেখার অর্থ হ'বে না কেন? অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখার যদি অর্থ হয়, তাহলে হিজিবিজিরও অর্থ হওয়া আবশ্যক। হিজিবিজি লেখা ও অর্থ-সূচক লেখা উভয়কে সমান না বলে মূর্খ ব্যক্তি তা'তে সাম্প্রদায়িকতা বা পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করে। যাঁরা হরিবিষয়, হরিকথা বা সত্য-সিদ্ধান্তের আন্তরিক খবর রাখেন না, সেইরূপ জনমতের নিকট appeal ক'রলে তাঁরা বলবেন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়াই সাম্প্রদায়িকতা, অসৎ সিদ্ধান্ত নিরাস করাটাই নিন্দা। তাঁহাদের মত এই যে আমরা যখন কিছু জানি না, তখন সবই সমান বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াটাই ভাল। তাতে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবে, কাহারো সঙ্গে অসদ্ভাব হ'বে না। কিন্তু সত্য ও অসত্য, ভক্তি ও অভক্তি কখনও এক হ'তে পারে না। ভক্তি যাঁদের নাই, যাঁরা ভগবৎ-সেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, প্রকৃত মঙ্গল যাঁরা চান না, ভোগ ও প্রতিষ্ঠাই যাঁদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাঁদের নিকট বিদ্ধা ও শুদ্ধা ত’ একই মনে হ'বে।

প্রঃ—শুদ্ধভক্তগণ গুরুকে কিভাবে দেখেন?

উঃ—গুরু সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত,অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট অন্যরূপে। শুদ্ধভক্তের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের পরম-আত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, একমাত্র প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্যসেব্য, জীবন ও সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুভূত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন।

শ্রীগুরুদেবের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁরা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁরাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব।

পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। মনুষ্যদর্শন —গুরুদর্শন নহে, তা'তে নরক হয়। গুরু লঘু নহেন, মনুষ্য নহেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ভগবানের নিজজন, তিনি মহাপুরুষ, মহাজন, নামাচার্য্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভিষ্ট-পূরণ হ'চ্ছে না কেন?

উঃ—ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে আমাদের মন্তবুদ্ধি ও তজ্জন্য দোষদৃষ্টি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমরা তাঁর চরণে নিষ্কপটে মাত্মসমর্পণ করতে পারি নাই। বেদবাক্য, ভগবদ্বাক্য, গীতাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানে শিলা-পাথর-কাঠ-মাটি-বুদ্ধি করার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা।

প্রঃ—জীবের কৃত্য কি?

উঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই কামদেব—সকলের একমাত্র নিত্য সেব্য। তাঁ'র সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা কৃত্য। ভগবৎ-সেবার কথা ভুলিয়া গিয়াই জীব কখনও 'হাম খোদাই' বুদ্ধি লইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্বিশেষ-জ্ঞানী হয়, কখনও বা ভোগী সাজিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তার প্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়ে। এইজন্যই বলি-হে জীবগণ! আপনারা দম্ভ, স্ত্রীপূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিয়োগ করুন। ব্রজগোপীর আনুগত্যে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হউন।

প্রঃ—শ্রীনামগ্রহণকালে জড়চিন্তা আসে কেন?

উঃ—গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-গ্রহণ-কালে জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে৷ তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না৷ অগ্রেই ফলের সম্ভবনা নাই৷ কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে৷ কৃষ্ণনামে সত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরমঙ্গলময়-স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

প্রঃ—কি ক'রে সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়?

উঃ—যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁরা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বদা সেই সব আলোচনা করেন। যাঁরা ভগবানের সুখের জন্য সেবা করেন, তাঁদের সঙ্গ ক'রলেই মঙ্গল হ'বে। ভক্তগণ নিজের সুখের জন্য ভগবৎ-সেবার ভাণ করেন না! তাঁ’রা ইহকালের সুখ, পরকালের সুখ, দেহ-গেহাদির সুখ, এমন কি মুক্তিও চান না। তাঁরা 'ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে' সতত ভগবানের সেবা করেন৷ সেই সেবাপ্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না! ভক্তগন সতত ভগবান্ ও তদ্ভক্তের প্রতি প্রীতিযুক্ত৷ নিজ দেহে, স্ত্রীপুত্র-কন্যাদিতে, গৃহে, গৃহস্থিত আত্মীয়-স্বজনে বা নিজ বন্ধুবান্ধবে তাঁদের প্রীতি নাই। ভক্তগণ ভগবানেই প্রপন্ন! ভক্তগণ ভগবানকেই সার ক'রেছেন এবং ভগবানও ভক্তের প্রীতিতে আবদ্ধ হ'য়ে নিজে সারাৎসার বস্তু হয়েও সেই ভক্তগণকেই সার ক'রেছেন।

গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সেবা দ্বারাই সহজে ভগবানকে পাওয়া যাবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নষ্ট-প্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া৷

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তিভবতি নৈষ্ঠিকী॥

প্রঃ—শ্রীমন্দিরনির্মাণে অর্থদান কি মঙ্গলকর?

উঃ—বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের ভোগবিলাস-গৃহ নির্মাণের বিচার অপেক্ষা সেই অর্থদ্বারা ভগবৎ-সেবা করা, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা বা ভগবানের সেবামন্দির নির্ম্মাণ করার সুবিচার ও সুবুদ্ধি যে কত অধিক শ্লাঘ্য, কত মহামঙ্গলকর, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা যমদ্বারে যান না; পরন্তু বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।

প্রঃ—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কে?

উঃ—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-দাস ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর প্রবল অভিমান-তিনি শ্রীরূপানুগ, তিনি স্বরূপ-রূপের কিঙ্কর, স্বরূপের রঘু তিনি, মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠের প্রেষ্ঠ তিনি, স্বরূপ-রূপের পরমপ্রেষ্ঠ তিনি। শ্রীরঘুনাথ শ্রীরাধাগোবিন্দের বড় প্রিয় সেবক। শ্রীরূপ মঞ্জরীর সাহচর্য্যে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন।

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান থাকিলেও শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরূপের কিঙ্করাভিমান অধিকতর প্রবল। শ্রীবার্ষভানবীর সেবার কথা এরূপ প্রগাঢ়-ভাবে আর কি কেহ বলিয়াছেন?

প্রঃ—গৃহস্থ-ভক্তের বিচার কিরূপ হ'বে?

উঃ—গৃহস্থভক্ত মনে রাখিবেন—গৃহটি শ্রীকৃষ্ণের এবং তিনি তাঁহার পাল্য কুক্কুররূপে গৃহে আছেন। ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি। তোমার সংসারে আমি বিষয়প্রহরী।

শ্রীকৃষ্ণকে গৃহের প্রভু জানিয়া সর্ব্বস্ব দিয়াই তাঁহার সেবা করিতে হইবে। গৃহব্রতগণ শ্রীহরি ও শ্রীগুরুকে পূজ্যবুদ্ধি করে না। তাহারা শ্রীগুরু ও শ্রীবিগ্রহকে অন্য বস্তুসামান্যে দর্শন করে। যাঁহারা গৃহব্রতবুদ্ধি ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণনাম করিতে পারেন। গৃহাসক্তি না ছাড়িলে, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ না করিলে, গুরু-কৃষ্ণের না হইলে কৃষ্ণনাম হয় না।

প্রঃ—কোথায় শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

উঃ—জগতের সকল কথা ছাড়িয়া আমাদিগকে গুরুর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ শুরু-কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না—মঙ্গললাভ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও একমাত্র নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধা শব্দে Full confidence in the words of Sri Gurudeb. We have got no reliance in the words of the so-called gurus or religious reformers or pretenders.

সাধুগুরুর সঙ্গ করিলেই অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে—শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে এজন্য We should have implicit reliance in Sri Gurudeb in order to approach and serve the Absolute Person.

A sadhu is he who will relieve me from all puzzling doubts. A sadhu will give me the highest good. I should make friends with such a real Guru who is really wish-ing my highest good. if perchance we meet a real Guru then we must be saved and must

be able to reach our goal. he will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service.

প্রঃ—অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—যেমন আনুগত্য ও তোষামোদ এক নহে, তদ্রূপ অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। অনেকে অনুকরণ কার্য্যকে অনুসরণ ব'লে ভ্রম করেন। দু'টা কথা—অনুকরণ ও অনুসরণ। যাত্রার দলের নারদ সাজা অনুকরণ, আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ও আচরিত ভক্তিপথে গমন—অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ।

আমরা মনে করি-আমরা অনুসরণ করছি, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক'রে বছি। অনুসরণ—নিজের আচরণ। কেবল অনুকরণ কার্য্যের দ্বারা অনুসরণ কার্য্যটা হবে না। অনুকরণ (imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যপার। অনুকরণ ও অনুসরণ কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখতে একই প্রকার। মেকি সোণা (Chemical Gold) ও খাঁটি সোনা (Pure Gold) বাহিরের দিকে দেখতে অনেকটা এক প্রকার অনুকরণকে অপর ভাষায় ঢং বলে : আমাদের হৃদয়ে বিপ্রলিপ্সা নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তার দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা অনুকরণ ক'রে থাকি। শ্রৌতপথের অনুকরণ মাত্র হ'লে অনুসরণ হয় না। অনুকরণ কার্য্য দ্বারা অনুসরণ হয় না বলিয়া সে-কার্য্যের কোন মূল্যই নাই

প্রঃ—ভগবন্নাম ও ভগবৎ-কথা ত' বৈকুণ্ঠবস্তু। আমরা এ-জগতে থেকে তা' কি ক'রে পাব?

উঃ—ভগবন্নাম ভগবরাজ্য হইতে কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীঅর্চাবতার, শ্রীনামাবতার ও শ্রীগুরুদেবাবতার ভগবানের কথা বহন ক'রে এ জগতে আনেন। ইঁহারা তিনজনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার বিষয়জাতীয় ভগবান আর শ্রীগুরুদেবাবতার আশ্রয়জাতীয় ভগবান অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সন্ধান পাই। তবে এখানে একটি কথা এই যে—শ্রীরাধা আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীরাধানাম ও শ্রীরাধাবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বস্তু। ভগবনাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জড়ের নামে ও জড়-বস্তুতে ভেদ আছে।

প্রঃ—যীশুখ্রীষ্ট জগদগুরু। তাঁহার উপদেশই ত' আমাদের মঙ্গলাভে যথেষ্ট। তবে আবার মহান্তগুরুর আবশ্যক কি?

উঃ—আমরা জগদগুরু ও মহান্তগুরু—উভয়ই স্বীকার করি কেবল-জগদ্‌গুরু-বাদ স্বীকার করিলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয় : মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্‌গুরু স্বীকার করিয়া বর্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্তগুরুর অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্‌বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে; মহান্ত-গুরু-পারম্পর্য্যই ভগবান্ বা জগদ্গুরু আচার্য্যগণের বার্তা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে যে মূল জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা যেমন বহুদূরে এই নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকট গঙ্গার খাত আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্তগুরু ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারা আমার নিকট পর্য্যন্ত আনয়নপূর্ব্বক

আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি ঐরূপ গঙ্গার খাত না থাকিত তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক-বলহীন : অর্থহীন লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না, আর হিমালয়ের সেই স্রোত-সম্মেলন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকে হিমালয়ের পবিত্র জলধারা বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইতে হইত। মহাত্মা যীশু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা যদি গুরুপারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট প্রবাহিত না হইয়া আসে, কেবল তাহা পুস্তক ও উপদেশের মধ্য হইতে খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হয়ত মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যের বিকৃতিকেই, এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধবাদকেই তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে!

মহান্তগুরুও জগদ্গুরু। তিনি পূর্ব্ব জগদ্গুরুরই প্রকাশ-বিগ্রহ তিনি জগদ্গুরুরই কথা গুরু-পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি কোনপ্রকার বঞ্চক নহেন—আমার তোষামোদকারী নহেন – আমার নিকট হইতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রার্থী নহেন। তিনি নিরপেক্ষ সত্যের বার্তা-বহনকারী।

প্রঃ—জীব ত' তটস্থশক্তি। এজন্য সে সেবা করিতেও পারে, আবার ভোগ করিতেও পারে। ভোগবীজও তাহাতে অব্যক্তভাবে থাকে! সিদ্ধির পরেও কি জীবের সেই ভোগবীজ বা ভোগবাসনা থাকে?

উঃ—না। শাস্ত্র বলেন—

জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ ।

(*চৈঃ চঃ আঃ ৭২৭****)***

ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্য-রূপ ভোগবাসনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কাল-প্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানা প্রকার ভোগবন্ধন দ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গামের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতল-বারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগ-বাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভাবনা রহিল না।

প্রঃ—অর্থের সদ্ব্যবহার কিসে হয়?

উঃ—আমরা সৎকর্মী বা কুকর্মী নহি, আমরা অকৈতব হরিভক্তের পাত্রাণবাহী, **'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'** মন্ত্রে দীক্ষিত!

গ্রন্থ প্রকাশে, হরিকথা প্রচারে ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অর্থের নিয়োগই অর্থের সদ্ব্যবহার: ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ

প্রঃ—পরনিন্দা কি গর্হণীয়?

উঃ—পরের স্বভাব বা কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যভাগবত ও বলিয়াছেন—**'পরচর্চ্চাকের গতি নাহি কোন কালে।'** পরনিন্দকের গতি নরকপ্রাপক। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও সমালোচনা লোকের মঙ্গলের জন্য। আমাদের ঐরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে না যাওয়াই ভাল।

প্রঃ—সংসারে কি সুখ আছে?

উঃ—সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। সংসার নানা প্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তি উদয় করায়। তাহাতে ভাল-মন্দ ও

আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্য তত্তেহনুকম্পাং শ্লোকের প্রাকট্য শ্রীগোলোকধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। স্থান-বিশেষে বা কালবিশেষে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়. তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—ভজনের সহায় কি কি?

উঃ—ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

প্রঃ—ঠাকুরের বিষয়-রক্ষণও কি সেবা?

উঃ—আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক।

প্রঃ—বৈষ্ণবের কৃত্য কি?

উঃ—বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য সম্পাদনপূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন ভগবদনুগ্রহসাপেক্ষ। এজন্য ভগবনির্ভরতা সকলেরই অবশ্য কৃত্য।

শরীর-সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-সংরক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে

শরীর ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে।

প্রঃ—শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি কি একই বস্তু?

উঃ—শ্রীহরিনাম ও ভগবান শ্রীহরি—দুইটি পৃথক্ বস্তু নহেন, একটিমাত্র বস্তু। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বর্হিজগতের অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধ জীবের অন্য চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়,সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিমবিচারে অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ করিতে নাই

প্রঃ—ভক্তমাত্রেই কি পূজনীয়? ভক্তের রক্ষক কে?

উঃ—কাঙ্গালভক্তগণের প্রতি কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

সামাজিক উচ্চাবচ-জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপরাধ।

প্রঃ—বৈকুণ্ঠ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্বসদৃশ; অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই যে, চিন্ময়রাজ্যে

যে সব ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ-পিণ্ডের বাধা নাই, চিন্ময় সদ্‌গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। অচিজ্জগতে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দবোধ, নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজরিত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময়জগৎ-নিত্য, অচিদ্-বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময়-বিচিত্রতাপূর্ণ, সর্ব্বসগুণ-মণ্ডিত ও অনুক্ষণ নিত্য আনন্দপ্রদ। আর অচিজ্জগতে নানা প্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

প্রঃ—নাস্তিকের পরিণাম কি?

উঃ—শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্যই বিধান করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠান্ডা হইয়া যায়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষফলে নাস্তিকের ঐহিক ও 'পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে।

প্রঃ—কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

উঃ—স্বসুখবাঞ্ছার অপর নাম কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা-বিমুখতাই আমাদিগকে ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ, জানিতে হইবে। ইহ জগতে কৃষ্ণসেবকই কৃষ্ণ-প্রেম-বিরোধী কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কামপ্রবৃত্তি। কামের আংশিক

ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্নতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত আমার ইন্দ্রিয়তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধি-বিমুক্ত আত্মার একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও তাহার একমাত্র প্রতিষেধক।

প্রঃ—সংশয়াত্মার কি মঙ্গল হয়?

উঃ—না। সংশয়াত্মার বিনাশ অর্থাৎ সংসার অবশ্যম্ভাবী। সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করার পরিবর্তে অনুকরণ-আদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের নিকট Return Journey-র Ticket-holder-এর কোন দ্রব্য নাই। কেন না কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচার-পরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব।

প্রঃ—শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি কৃষ্ণই?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশরস পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ-বিচারময় আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত : শ্রীকৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়-জাতীয়-শক্তি। যেকালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেইকালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity-রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি।

প্রঃ—ভক্তসেবা ও ভগবৎ-সেবা কি স্বহস্তে করণীয়?

উঃ—পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই। মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি' বিচার অসমর্থপক্ষে আমরা গ্রহণ করি, সমর্থপক্ষে গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক। নতুবা ব্যবহারিক জীবন Godless বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। Godloving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোনদিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না।

প্রঃ—শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষকে কি প্রসাদ দেওয়াই উচিত?

উঃ—শ্রাদ্ধবাসরে মহাপ্রসাদ পরলোকগত হরিনাম-পরায়ণ জনগণকে দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন,তাঁহাদের কর্ম্মফল-ভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-বিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদ দ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনাম-সংকীর্তন করা কর্তব্য।

প্রঃ—মায়াতীত কৃষ্ণের সঙ্গে মায়াবদ্ধ আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন কি করিয়া সম্ভব?

উঃ—কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব মনে হইলেও করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ-নামক একটি পদার্থের দ্বারা সম্ভব হইতেছে। সেইরূপ জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।

সূর্য্য বৃহৎ ও সুদূরবর্ত্তী হইলেও সূর্য্যের কৃপালোকের সাহায্যেই সূর্য্যদর্শন যেমন সম্ভব হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালোকেই—কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে বা আশ্রয়েই আমরা কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের সুযোগ পাই৷ ভগবৎ-কৃপায় সবই সম্ভব হয়।

প্রঃ—শ্রীনাম-ভজনের কি ফল?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফল-ভোগ ও মুক্তি-পিপাসা দূর হইতে থাকে। শ্রীনাম-প্রভাবে জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ—কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ং-রূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দই আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্য রূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্য রূপে মুগ্ধ হই।

প্রঃ—শ্রীচণ্ডীদাস কি শুদ্ধভক্ত?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীচণ্ডীদাস শুদ্ধভক্ত বলিয়াই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন। সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor-এর চিত্তবৃত্তি। Servitor আপনাকে

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে কদর্য্য ব্যাপার কিছু নাই শ্রীচণ্ডীদাস প্রেমিক ভক্ত। স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। জড়ভোগবাদিগণ তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া নরকগামী হইতেছে। আধাক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য অপ্রাকৃত দেহে মধুররসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ—পাতাল ভেদ আছে : উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভু অভিমান বা প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসা-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিবোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপনপূর্ব্বক নিজেদের ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না।

প্রঃ—নিজের চিকিৎসা নিজে করা কি উচিৎ?

উঃ—সংসারী লোকের এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে ঐরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল-জন্মে মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিয়া সদ্বৈদ্যের আশ্রয়গ্রহণেই মঙ্গল হয়।

প্রঃ—সেবা কি অবশ্য করণীয়?

উঃ—আমাদের কর্ত্তব্য গুরু-কৃষ্ণ-সেবা আমরা করিয়া যাইব। এখন কৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কৃষ্ণ যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।

প্রঃ—রিটার্ণ টিকিট করিয়া কি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট আসা উচিত?

উঃ—কখনই না। যাঁহারা রিটার্ন টিকিট করিয়া মঠে আসেন, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে চান না। যে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে চায়,সে কি ভগবানের নিকট আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে চায়? ভগবৎ-সেবক-অভিমান জাগিলে কি কেহ সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিবার জন্য পুনরায় ব্যস্ত হয়? দিব্যজ্ঞান যাহাদের হইয়াছে, তাহারা কোনদিন রিটার্ণ টিকিট করিয়া ইষ্টদেবের নিকট আসে না বা আসিতে পারে না। যাহাদের প্রভু অভিমান বা কর্তৃত্বাভিমান আছে, যাহাদের লালা-পাল্য আছে, ভগবান্ ব্যতীত যাহাদের অন্য কেহ আছে বা অন্য কিছু আছে, যাহাদের গুরুদাস-অভিমান-হওয়ার পরিবর্তে পতি, পিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মায়িক অভিমান আছে, তাহারাই সেব্যকে ছাড়িয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সেবক-অভিমানে প্রমত্ত হইয়া উদ্বেগ ও দুঃখ পায়। এজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে গুরুকৃষ্ণের নিকট গমন করার পরিবর্তে অভিগমন করিতে বলিয়াছেন। অভিগমনে No question of return. শ্রুতি বলেন—**তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।** অভিগমন অর্থে আশ্রয়।

প্রঃ—কিভাবে লোককে কথা বলতে হবে?

উঃ—মানুষের রোগ রকম রকম। এদের পৃথক্ পৃথক্ ক'রে চিকিৎসা করা দরকার। রোগ নির্ণয় না হ'লে ঠিক

চিকিৎসা হ'বে না, ভাতে রোগও সারবে না। Platform speaker এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বেশী উপকার করতে পারে না, তা'তে কিছুটা উপকার হ'তে পারে। আমি ৪০ বৎসর যাবৎ কোন লোকই পাই নাই। তারপরে যে সব লোক পাচ্ছি, তা'রা খনিকটা কথা শুনছে, আর খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল ছাড়তে চাচ্ছে না।

জগতের জনগণ লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু : বাস্তব সত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই ব'ল্লেই হয়। যাঁরা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে জাহির কচ্ছেন, তাঁরা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। সত্যকথা বললে ও সত্যকথা শুনলে Popularity-র (জনপ্রিয়তার) পরিচর্য্যা করা যায় না। এজন্য আমরা বহির্ম্মুখ গণমতের Support (সহানুভূতি) চাই না।

প্রঃ—ভগবৎ-সেবা কি নিজে নিজে বা অন্য লোকের সঙ্গে হয় না?

উঃ—যাঁরা সেবা করেন, পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁদের সঙ্গ ছাড়া অন্যের সঙ্গে বা নিজের খেয়ালে কি ক'রে সেবা হ'বে? যাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চান, তাঁরা ত' সেবক ন'ন বা যারা সেবার অভিনয় মাত্র ক'রে সেব্যবস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নফর করবার জন্য প্রস্তুত, তাঁরাও সেবক ন'ন, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে কিরূপে সেবা হবে?

সাধারণ বদ্ধজীবের নিজে নিজে বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশ বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। যেহেতু তা'রা গৃব্রত—গৃহাসক্ত। গৃহব্রত তারাই, যা'রা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। এইজন্য শাস্ত্র বহির্ম্মুর্খ লোকের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করতে ব'লেছেন।

সাধুর কার্য্য হচ্ছে—Absolute-এর touch-এ (বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। এরূপ সাধুর সঙ্গ হ'লেই সেবাপ্রবৃত্তি জাগবে। সাধু তা'কেই বলে—যাঁর সংস্পর্শে আসলে তিনি তাঁর বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব অসুবিধা ছাড়িয়ে দিতে পারেন-সংসারের প্রতি আসক্তি, মনোধর্ম সব ছিন্ন করে দিতে পারেন।

সঙ্গ কিসে হয়? কাণ দিয়ে। অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে। কাণ দিয়েও সৎসঙ্গ না হ'তে পারে, যদি প্রণতি বাদ দিয়ে অহমিকা প্রবল করি।

প্রঃ—হরিনাম ছাড়া কি অন্য উপায়ে আমাদের মঙ্গল হবে না?

উঃ—কি ক'রে হ'বে? হরিনামকীর্ত্তন ত' যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম বাদ দিয়ে ত' যুগবাসীর মঙ্গল হ'তেই পারে না। মঙ্গলময় ভগবান আমাদের মঙ্গলের যে ব্যবস্থা দিলেন, সেই হরিনামকীর্ত্তন ছেড়ে অন্যপথে কি ক'রে মঙ্গল হ'বে?

হরিনামকীর্ত্তন ছাড়া অন্য Alternative আছে. ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন Alternative কল্পনা করাটাই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। যাঁরা হরিনাম-গ্রহণকারিগণকে একটা party মনে ক'রছেন, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যাঁরা মনে করছেন, তাঁরা অপ্রাকৃতকে মাপতে যাচ্ছেন, ভগবানের আদেশ বা নির্দ্দেশ তাঁরা লঙ্ঘন করছেন। এজন্য তাঁরা মাপার দল বা মায়ার দল, অভক্তসম্প্রদায়। খোদার উপর খোদগিরি করতে যাওয়া ভাল নয়, তা'তে সর্ব্বনাশ হয়—অমঙ্গলই হয়। শাস্ত্র কি বলছেন শুনুন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রঃ—চৈত্ত্যগুরু বা অর্ন্তযামীর কৃপা জিনিষটি কিরূপ?

উঃ—চৈত্ত্যগুরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর উপদেশ গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত (অন্তর্যামীর কৃপা ভিন্ন) মহান্তগুরুর (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর) কথা বুঝা যায় না, তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না, চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। শীচৈতন্যদেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরু-রূপে দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরু—সকলকে জগতে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্তগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তি দেন।

প্রঃ—বেদান্ত কি পঠনীয়?

উঃ—বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্তব্য। তবে শাঙ্কর-ভাষ্য পড়া উচিত নয়। শ্রীভাষ্য বা গোবিন্দ-ভাষ্যের সাহায্য নিয়ে বেদান্ত পড়লে মঙ্গল হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই বেদান্ত পড়তে হবে। বেদান্ত-শাস্ত্রে শ্রীহরিনাম-প্রভুর কথা আছে। ‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' শ্রীহরিনাম-প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত বেদান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—জ্ঞানী ও ভক্তের সন্ন্যাসে পার্থক্য কি?

উঃ—ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। জ্ঞানমার্গীয়গণের ‘অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচারে সন্ন্যাস—পরব্রহ্মের সেবা পরিত্যাগ। তাঁরা সন্ন্যাস করতে গিয়ে ভগবানের সেবা ত্যাগ ক'রেছেন। অনুক্ষণ ভগবদভজনই যে প্রকৃত সন্ন্যাস-

একথাটা দুর্ভাগা তাঁহাদের মাথায় ঢুকলো না। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলের সহিতই সন্ন্যাস করেছেন। কিন্তু ভক্তের সন্ন্যাস -ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়াবাদী ভুক্তির সন্ন্যাস করতে গিয়ে ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস ক'রেছেন। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস ক'রে শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় ক'রেছেন। শ্রুতিদেবী যা'র শ্রীচরণ-নখের অর্জন করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, শ্রীনামকে অনিত্য জ্ঞান করেন নাই৷ কারণ তাঁরা শ্রীনামাশ্রিত—শ্রীনামের সেবক। তাই তাঁরা সতত শ্রীনামভজনে তৎপর।

প্রঃ—মঙ্গল কি ক'রে হবে?

উঃ—কৃষ্ণ ও কারে আশ্রয় গ্রহণ করলেই সুবিধা হ'বে। যে ব্যক্তি নিজেকে কর্তা মনে করে তা'র মঙ্গল হয় না। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত করতে হ'লে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করা দরকার। ভক্তব্রুবের সঙ্গদ্বারা মঙ্গল হ'বে না।

কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত সবই অসুবিধা, সবই অমঙ্গল। ধর্ম্মকামনা, অর্থকামনা, কামিনীকামনা, প্রতিষ্ঠাকামনা ও মোক্ষকামনা-এগুলি ভক্তি নয়। প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে—প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণের সেবা হয়, তবেই তা ঠিক হ'লো, তাতেই মঙ্গল হ'বে।

সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের চিত্তে যদি আলস্য, কপটতা ও অন্য অভিলাষ থাকে, তা' হ'লে সেরূপ সাধু বা গুরুই মিলবে। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়েই বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হ'বে। ভাগ্য ভাল হ'লে কৃষ্ণকৃপায় নিশ্চয়ই এরূপ সদ্গুরু মিলবে।

দুশ্চরিত্র লোক হরিকীর্ত্তন বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে পারে না। ভক্ত-ভাগবতই শাস্ত্র পাঠ করতে হরিকীর্ত্তন করতে পারেন। চরিত্রহীন, অন্যাভিলাষী, দাম্ভিক ব্যক্তির মুখে হরিকীর্ত্তনামৃত বে'র হয় না। তা'রা যে-সকল কথা বলে, সেগুলি মায়ার কুহক বা বিষ। এজন্য যা'র তা'র কাছে পাঠ বা হরিকথা শুনতে নাই। তা'তে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই হয়।

গুরুত্যাগী ও গুরুসেবাবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। তা'রা অসৎ। তা'দের সঙ্গ করলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। গুরুনিষ্ঠ ভক্তের কাছেই হরিকথা শুনতে হবে। তা' হ'লে আমাদেরও গুরুনিষ্ঠা, নামনিষ্ঠা ও হরিগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি হবে, হৃদয়ে দৃঢ়তা, বল ও সাহস আসবে। এরূপ নিষ্কিঞ্চন গুরুনিষ্ঠ ভক্তের কাছে হরিকথা শ্রবণ করলে তাঁর সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, এই সুবিচার আসবে। তখন নির্ব্বিশেষবাদ,কর্ম্ম,জ্ঞান, যোগ সব তুচ্ছ বোধ হবে।

কৃষ্ণাশ্রয়ই একমাত্র মঙ্গল। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই।

ভগবানের ভক্তগণ মানবের উপকারের জন্য এ জগতে আসেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নাই—এজগতে আবার কোন আবশ্যকতা নাই। জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত ক'রে কৃষ্ণোন্মুখ করাই তাঁদের একমাত্র কার্য্য ও কর্তব্য। এরূপ শুদ্ধভক্তের সঙ্গই মঙ্গলপ্রদ।

প্রঃ—কি করে সাধুকে চিনবো?

উঃ—আমরা অনেক সময় সাধুকে মেপে নিতে চাই। সাধুর সেবাময় ক্রিয়াকলাপ বুঝতে না পেরে তাঁকে Reject (নাকচ) ক'রে দিই, যেন আমি তাঁর Examiner (পরীক্ষক)। আমি কোন্ যন্ত্র দিয়ে সাধুকে দেখছি? অহঙ্কার পরিত্যাগ

পূর্ব্বক দৈন্য ও আর্ত্তি নিয়ে সাধুর কাছে যেতে হয় এবং শরণাগত হয়ে তাঁর সঙ্গ করলে তাঁর কৃপায় তাঁকে জানা যায়। অন্যভাবে সাধুকে চেনা যায় না। নিষ্কপট হ'য়ে সাধুর নিকট হরিকথা শুনলে আমাদের সমস্ত অসুবিধা কেটে যায় এবং হৃদয়ে প্রচুর বল আসে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি নিয়ে ভগবত্তত্ত্ববিৎ সাধুর নিকট গেলে সাধু ভগবদ্ভজনেচ্ছু প্রণত সজ্জনকে উপদেশ প্রদান করেন।

প্রণিপাত মানে—Unconditional surrender, পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ Honest enquiry, সেবা-প্রবৃত্তি অর্থাৎ Serving temper নিয়ে সাধুর কাছে যেতে হবে, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—আমরা ভগবজ্র-জ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারব।

প্রঃ—বিষয়ী কে?

উঃ—যিনি নিজের সুখের জন্য বিষয় সংগ্রহ করেন, বিষয় যাঁহার ভোগের যন্ত্র বা উপকরণ, তিনিই বিষয়ী। কিন্তু যিনি ভগবানের সেবার জন্য বিষয় সংগ্রহ করেন, তিনি বিষয়ী নহেন, তিনি ভগবৎ-সেবক ভক্ত। ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ভোগী বা ভক্ত চেনা যায় না. উদ্দেশ্য দেখিয়া তাহা বুঝা যায়।

যিনি নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভোজন করেন তিনি ভোগী, কিন্তু যিনি ভগবৎ-সেবার্থ শরীর রক্ষা করেন এবং তজ্জন্য ভোজন করেন তিনি ভক্ত। ভক্ত ভোগীও ন'ন ত্যাগীও ন'ন। ভক্ত হলেন ভগবৎসেবক। ভক্ত অর্থ, বিষয়, জাগতিক সকল দ্রব্যকেই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন।

প্রঃ—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কি মুখ্য ভজন?

উঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; শ্রবণ-স্মরণাদি শ্রীনামসংকীর্তনের অধীন। শ্রীনামের কৃপা না হইলে লীলাস্ফূর্ত্তি হয় না। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা মাত্র।

মানুষের কল্পিত বা রচিত ছড়াকীর্ত্তন শ্রীনামকীর্ত্তন নহে, উহা নামাপরাধ কীর্ত্তন; উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা ভজন নহে; উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনই ভজন, তাহাই প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সাধুজননির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবও এই সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

প্রঃ—প্রকৃত কৃষ্ণসেবা কি ক'রে হয়?

উঃ—কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা হয়। সহজিয়াগণ এটা বুঝতে পারে না। তা’রা মনে করে—যে কৃষ্ণের সেবাপূজা করে, সে-ই খুব বড়; তাই তা'রা নিজে বৈষ্ণব অভিমান করে, অপরের সেবা নেয়, নিজে গুরুবৈষ্ণবের সেবা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও গোস্বামীগণের কথা শুনেছেন যাঁরা, তাঁরা জানেন—কৃষ্ণের

ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই সত্যি সত্যি কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণভক্তের সেবা ছেড়ে কৃষ্ণসেবার ছলনার কোন মূল্য নাই।

যাঁরা সাধু-গুরুর সেবা ও আনুগত্য ছেড়ে কৃষ্ণসেবা ও নামভজনের অভিনয় করে, তা'দের প্রতি পদে পদে অপরাধ হয়। অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসেবা হ'ল না। কিন্তু যে সব শরণাগত ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও সেবা করে, গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় তা'দেরই কৃষ্ণসেবা ও নাম হয়। কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা যারা আদর ও প্রীতির সহিত করে, তাদের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামীগণের কৃপা হয়।

যখন আমার ধারণা ছিল—আমি গণিত-শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শন-শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত, তখন ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের দর্শন পেলাম। আমার মহা-সত্যবাদিতা, নির্ম্মল-নৈতিকজীবন, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জেনে ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝলাম – যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল! তিনি যে ধাক্কা দিলেন তা'তে বুঝতে পারলাম –আমার ন্যায় হীনব্যক্তি, ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই, এইটাই আমার স্বরূপ। আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক-চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে করছি, এই মহাত্মা সে-সকল বস্তুর কোন মূল্যই দিচ্ছেন না। তখন বুঝলাম—এই মহান ব্যক্তিতে কি অমূল্য জিনিষই না আছে! তখন বিচার করলাম—হয় ইনি অত্যন্ত দয়ালু, না হয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। তখন আমি দীনভাবে ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হলাম। তৎপরে ভগবৎকৃপায় জানতে পারলাম যে—এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা ও সেবা ছাড়া আমার মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই। যখন আমার এরূপ সুবুদ্ধি হ'লো, তখন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ও অজস্র কৃপা পেয়ে আমি কৃতার্থ হ'লাম।

শ্রীগুরুদেবের কাছে আমি যে ধাক্কা পেয়েছি. তা'তে বুঝেছি পৃথিবীর লোককে সেরূপ ধাক্কা না দিলে তাদের চৈতন্য হ'বে না—চেতনা আসবে না। তাই সকলকে বলছি—আমি সকলের চেয়ে পৃথিবীতে যত লোক আছে সবচেয়ে মূর্খ—তোমরা আমার মত মূর্খ হ'য়ে যেও না, মেপে নেওয়ার কথার মধ্যে তোমরা থেকো না—বৈকুণ্ঠের-কথার মধ্যে ঢোক, খুব বড় লোক হ'য়ে যাবে। আমি ভগবৎ-কৃপায় যা'কে পরমমঙ্গল বুঝেছি, তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথাই বলছি।

প্রঃ—সাধুর সঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। সাধুর সঙ্গ অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধিকার অনুসারে সঙ্গ হয়। নিকটে থাকিলেই যে সঙ্গ হয় তাহা নহে; অতিদূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয়। আবার একঘরে বাস করিয়াও সঙ্গ হয় না। আবার নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, দূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয় না। সাধু-সঙ্গের সুযোগ প্রদানের জন্যই মঠে উৎসবাদির ব্যবস্থা। গৃহব্রত-ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া কৃষ্ণব্রত করিবার জন্য—জীবে দয়া, নামে রুচি ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ-প্রদানার্থ উৎসবের অনুষ্ঠান।

মঠে যে উৎসবাদি করা হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা হয়, হরিকথা আলোচনা করা হয়, তাহার মূল উদ্দেশ্য—চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করা। সৎসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা চেতনের উন্মেষ হয়—জীবের মঙ্গল লাভ হয়ে থাকে।

ভক্তই সাধু। ভোগী বা ত্যাগী সাধু নহে। ভক্ত-সাধুর সঙ্গ করলে জানা যায় যে—ভোগের পথ যেরূপ কুপথ, ত্যাগের পথও সেরূপ বিপথ। ফল্গু-বৈরাগী মধ্যপথে দিশেহারা হইয়া ত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে। জড় জড়তের প্রতি প্রীতি বা প্রীতিরাহিত্য উভয়ই ঈশবিমুখতা। ভোগ ও ত্যাগ—এই দুইপ্রকার ঈশবিমুখতা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির পূর্ণ আশ্রয়

লাভ হয় না। শুদ্ধভক্তির বিচার বুঝিতে না পারিলে হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইতে হইবে।

প্রঃ—গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা কি করিয়া পাওয়া যাইবে?

উঃ—আমি বাহাদুর—এই বিচার পরমার্থের বিচার নহে। আমার ন্যায় দীনহীন, অযোগ্য পৃথিবীতে আর কেহ নাই—এই অনুভব থাকিলে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা হয়।

যদি শ্রীগুরুদেবের নিকট থাকবার অভিনয় করি, তা' হলেও অসুবিধা হ'য়ে যাবে; আবার যদি দূরে থাকি, তা হলেও অসুবিধা হ'য়ে যাবে। কিন্তু যদি গুরু-বৈষ্ণবে আপনজ্ঞান, শ্রদ্ধা বা প্রীতি থাকে, তা' হ'লে দূরে বা নিকটে থাকলেও সুবিধা হবে।

একদিন একটা ভদ্রলোকের ছেলে এন্ট্রান্স পাশ, কঠোর বৈরাগ্য, হাঁটুর উপর কাপড়, মলিন বসন, সে হঠাৎ আমার কাছে এলো। সে দু'চার দিন ভাসা ভাসা থাকে ও চলে যায়। আমি তখন শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া জমিদারীর কার্য্য দেখা-শুনা করি, বিষয়কার্য্য করি। এসব দেখে আমার প্রতি তা'র অশ্রদ্ধা এসে গেল এবং অন্যত্র গিয়ে অসৎসঙ্গফলে সে অধঃপতিত হ'লো। সদুদ্দেশ্য না বুঝে সাধুর বাহ্য ক্রিয়াকলাপ দেখে তা'কে মাপতে গেলে এইরূপ সর্ব্বনাশই হয়।

প্রঃ—যাঁহাদের অর্থ আছে, সেই সব গৃহস্থ ভক্ত ও মঠবাসী ভক্তগণ যদি অর্থের দ্বারা ভালভাবে ঠাকুরের সেবা না করেন, তবে কি তাঁহাদের অপরাধ হয়?

উঃ—জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং তু অর্চনমার্গ এর মুখ্যঃ।

ভাঃ ১০।৮৪। ৩৭ বলেন—

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতেগৃহমেধিনঃ।
যজ্জুদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥

গৃহস্থ-ভক্তগণ অর্থদ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীহরির সেবাপূজা করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন-ভক্তবৎ কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-নিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য অপরাধ হইবে। সুতরাং গৃহস্থ-ভক্ত ও মঠবাসী ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিয়াও কৃপণতা ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাদি দ্বারা যথাসাধ্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবেন। কারণ শঠতা ও কৃপণতা দেখিলে ভগবান্ শ্রীহরি অপ্রসন্ন হন। তাতে সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত হয়।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—জীবের মঙ্গল কিভাবে হয়?

উঃ—ভগবজ্-জ্ঞানের অভাববশতঃ স্বতন্ত্রতাই জীবকে বিপন্ন করে। বহিরঙ্গা মায়া বিমুখ জীবকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তোলে–ভোক্তা-অভিমানে প্রমত্ত করে। তখন সে নিজ-স্বরূপের কথা ভুলিয়া বিরূপগ্রস্ত হয় এবং মায়িক অভিমানে কষ্ট পায়। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় ভক্তের সঙ্গ পাইয়া যখন ভগবৎ-সেবায় রুচিবিশিষ্ট হন, তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন।

সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গফলে জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্নবিগ্রহ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন তখনই তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল হয়। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীবের বিপদ্ হয়।

ভাগ্যক্রমে যে সব জীব ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়ের সৌভাগ্য পায়, তাহারাই শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে জড়াভিনিবেশ আসিয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে চ্যুত করিয়া আপাতমধুর ভোগপথে বা ত্যাগপথে বিচরণ করায়। তজ্জন্যই ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন প্রেয়োবিচার তাঁহাদের আর রুচিকর হয় না বা ভাল লাগে না।

প্রঃ—ভক্তগণ গৃহে বা মঠে কিভাবে থাকিবেন?

উঃ—কি মঠবাসী ভক্ত, কি গৃহস্থ-ভক্ত সকলেই বাহিরে বিষয়ী-প্রায় থাকিয়া অন্তরে ভক্তিনিষ্ঠা রাখিবেন। বাহিরে ভক্ত সাজিয়া অন্তরে বিষয়াসক্ত, গৃহাসক্ত, অর্থাসক্ত, প্রতিষ্ঠাকামী বা বিষয়ী হইবেন না। ইহা কপটতা এবং ভীষণ ভক্তিবাধক। মর্কট-বৈরাগ্য খুব ঘৃণিত ব্যাপার। ইহা জীবকে ভক্তিপথ হইতে ছুটি করাইয়া অধঃপতিত করে। মহাপ্রভুর আদর্শ ও শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে কি বলিয়াছেন—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

প্রঃ—সন্ন্যাসী হইলেই কি সংসার হইতে মুক্তি হয়?

উঃ—না। সন্ন্যাসী সাজা ও প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া এক নয়।

ভুক্তি ও মুক্তির সহিতই সন্ন্যাস করিতে হইবে৷ যিনি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাকে জীবন ও সার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া ব্যাপারটি মহাজনের অনুসরণ ও পরাত্মনিষ্ঠা: আর সন্ন্যাসী সাজা জিনিষটা অনুকরন বা ঢং ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কায়, মন, বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয় প্রভৃতি দিয়া প্রীতির সহিত কৃষ্ণের সেবা করিলেই সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং ভক্ত হওয়া যায়। সেবা ব্যতীত মঙ্গল লাভ অসম্ভব। কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী সকলকেই প্রাণ দিয়া সেবা করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে—ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। কার্পণ্য ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবা”ণ হইতে পারিলেই মঙ্গল হইবে—এই জন্মেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবে।

প্রঃ—বাহিরের ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যা, ধন বা দারিদ্র্য দেখিয়া কি ভক্তকে চেনা যায়?

উঃ—কখনই না। ভোগী হ'লো জড়বিলাসী বা বিষয়ী আর ত্যাগী হ'লো বিষয় দুঃখকর জানিয়া বিষয়বিরক্ত। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই সকাম এবং অভক্ত। তাই তাহারা ভক্তের সেবাবিলাসী ও সহজ বিরাগের কথা বুঝিতে পারে না। ভক্ত বহির্দর্শনে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য আদি জাগতিক

ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যরহিত যে কোন লীলাই করুন না কেন, তাঁহাকে তদনুপাতে দর্শন করিতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হইবে। যেহেতু বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী-ভোগী ও ত্যাগী তাহাদের স্থল দর্শনে ভক্তকে যাহাই দর্শন করুক না কেন, তাহা কিন্তু ভক্তের স্বরূপ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবানের ভক্তগণের কোন ঐশ্বর্য্যেরই অভাব নাই। তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্যকে ভগবৎসেবায় সমর্পণ ব্যতীত ভোগী বা ত্যাগীর ন্যায় প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের কোন ঐশ্বর্য্য দর্শনে বা অদর্শনে তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিতে হইবে না। জগতের সমুদয় বিষয়ের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার একমাত্র তিনিই জানেন।

ভক্ত ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও নন, তিনি তদুভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী। ভক্তকৃপাক্রমেই তাদৃশ বিচার বা বুদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন ও হরিসেবা করিবার বিচারবিশিষ্ট হইলেই মাপিয়া লইবার বিচার বা ইতর পিপাসা থামিয়া যাইবে—নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

প্রঃ—সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে কি সবই লাভ হয়?

উঃ—শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়ে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র প্রভৃতি সবই লাভ হয়। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার বিচার না আসিলে এই সব অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। বিশ্রম্ভভাবে অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুকে আশ্রয় না করিলে, গুরুর নির্দেশমত ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে না পারিলে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয় না। কারণ আধ্যাক্ষিকগণ তর্কপন্থী। তর্কপন্থায় শ্রৌতপথ বা ভক্তিপথের কথা হৃদয়ঙ্গম হয় না ভক্ত-গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তদানুগত্যে

ভক্তিপথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা, সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।

প্রঃ—নিষ্কিঞ্চন কে?

উঃ—যিনি ইহ-জগতের কোন বস্তুই চান না, তিনিই নিষ্কিঞ্চন। তিনি বিচার করেন—আমাকে চিরকাল সুখ দিতে পারে এমন কোন বস্তু এ জগতে নাই। এই পৃথিবীতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার, আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, এইজন্যই এত কষ্ট পাইতেছি।

প্রহ্লাদ মহারাজ ভারতসম্রাট হইয়াও নিষ্কিঞ্চন ভক্ত। আবার সুদামা বিপ্র অতি গরীব হইয়াও নিষ্কিঞ্চন। কারণ ইঁহারা উভয়েই নিষ্কাম ভক্ত।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ জানেন যে—-এই জগৎটা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার উপকরণ। এইজন্য তাঁহারা জগতের কোন বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি করেন না এবং তাহা ত্যাগও করেন না, উপরন্তু সকল দ্রব্যকে ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত করেন। হরিভজন না করিলে জগতে একটি তৃণও গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই, ইহা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন।

ভক্তগণ জানেন—কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করিলে সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণনামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে। সাধুগুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলেই কৃষ্ণানুশীলন হইবে। কৃষ্ণের অনুশীলন না হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন হইয়া যাইবে।

প্রঃ—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন জিনিষটা কি?

উঃ—আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। কৃষ্ণানুকূলা হ'লেন শ্রীবার্ষভানবী দেবী। শ্রীবার্ষভানবীরই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীরাধার প্রিয়জনগণ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয়গণ অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীবার্ষভানবীরই পক্ষপাতী বেশী। অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইয়া থাকে। অনুশীলন-কার্য্যটী কৃষ্ণের সম্বন্ধে হইলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু হায়! আমরা কৃষ্ণকে গৃহপতি না করিয়া নিজে গৃহকর্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িতেছি।

প্রঃ—আমরা কি নিখুঁত সত্য কথা বলিব?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমরা কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া সকলের নিকট নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিব। জীবের প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে হয়, সেইরূপ সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে, ইহাতে ভূতোদ্বেগ হয় না। বাস্ত ব সত্যেরই অনুসন্ধান করা দরকার। পৃথিবীর সকল লোকের মঙ্গল কিরূপে হইবে, সেই চিন্তা করা প্রয়োজন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে হইবে। কেবল বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যের জন্য নয়—সকল যুগের সকল মানুষের অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে স্থান হইতে আর কোন দিন ফিরিয়া আসিতে হইবে না, সেই সুখময় বৈকুণ্ঠরাজ্যের কথাই সকলকে বলিতে হইবে। সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা অপরকে জানাইতে হইলে আমাদের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা সব সময়েই সেই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে Serve করিব। যদি আমরা গৃহে থাকি, তাহা হইলেও বাড়ীর সকল লোক মিলিয়া তাঁহার সেবা করিব।

আমরা ভাল ভাল ঘরবাড়ীতে ভগবানকে ও ভক্তগণকে রাখিব —নিজেরা কুটীরে থাকিব। আমরা যদি না খাইয়া ভগবানকে খাওয়াই তবে তাঁহার করুণা পাইব। প্রত্যেক জিনিসটা ভগবানের—এই বিচারটি আমাদের সব সময় থাকিবে। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের সেবায় লাগাইতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। এ সব কথা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিতে না পারিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রসন্ন হইবেন না। যাঁহার ভক্তিশক্তি ও দৃঢ়তা যত বেশী, তিনি তত নির্ভীক প্রচারক।

লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়, এই ভয়ে যদি সত্যকথা না বলি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি নাস্তিক ও বঞ্চক হইলাম।

প্রঃ—গৃহব্রত কে?

উঃ—তিনিই গৃহব্রত—যিনি পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান করেন। গৃহব্রতগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠ-লোলুপ। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই গৃহব্রত।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহের কর্তা হইয়া যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব, ইহাই আমাদের ব্রত বা লক্ষ্য।

আমরা দেহাত্মবাদী বা গৃহব্রত হইয়া প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া অসুবিধায় পড়িতেছি। সমগ্র জগৎ ভগবৎ-সেবার বস্তু—এই সুবুদ্ধি না আসা পর্যন্ত আমাদের গৃহব্রতবুদ্ধি কাটিবে না, আমরা মঙ্গলের সন্ধান পাইব না। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ করবো বিচার করে, তাহাদের সর্ব্বনাশই হয়। তাহারা কোনদিন ভগবানকে জানিতে পারে না।

অনিত্য জগতের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ ও মৃত্যুই লাভ হইবে। কৃষ্ণবহির্মুখ সংসার করার ফলই প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপে জ্বলন।

সংসারের চিন্তা-ভাবনা সমস্তই মরণের জন্য। তাহা যে আমাকে দিন দিন নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে, উত্তরোত্তর দুঃখে নিক্ষেপ করিতেছে ও করিবে, এ চিন্তা গৃহব্রতের নাই।

প্রঃ—কাহার নিকট ভাগবত শুনিব?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেব ও গুরুনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তের নিকট শুনিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজে ভাগবত নয়, তাহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শুনিলে মঙ্গল হইবে না।

যাহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাহার প্রবল, যাহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, সে কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পারে না, তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন না। সে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের ছলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকে বঞ্চিত করে।

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন এরূপ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে অথবা তাঁহার নির্দ্দেশে অন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে হইবে। তাহা হইলেই মঙ্গল ও ভক্তি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদের জীবন ও সেব্য, তাঁহারাই সত্য সত্য ভাগবত পাঠ করেন, ঠাকুর-সেবা করেন, হরিনাম করেন, তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে। কারণ তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না অথবা ঠাকুর-সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না, কিংবা ভগবৎ-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় জড় প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

আমি যাঁহার সঙ্গ করিব বা যাঁহার কথা শুনিব, তিনি শ্রৌতপন্থী হইবেন। সাধু-গুরু কখনও প্রেয়ঃপথী স্বীকার করেন না। তাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী। শ্রৌতপন্থী সাধুগণ নিজ গুরুর নিকট হইতে সত্যপথে বা ভক্তিপথে চলিবার যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অপরকে বলেন। তাঁহারা নিজের মনঃকল্পিত কোন কথা কাহাকেও বলেন না।

আমরা অনেকসময় গুরু করি বা সাধুসঙ্গ করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য—নিজ অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য। আজকাল গুরু করা কার্য্যটা একশ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কোলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধুসঙ্গ বা পাঠশুনা ব্যাপারটাও সেইরূপ ধরণের একটি কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের মঙ্গল আর কি করিয়া হইবে? উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কথা না শুনিলে কি কাহারও সুবিধা হয়? এইজন্য যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা সঙ্গবিষয়ে সাবধান হইবেন, সাধুনামধারী লোকের নিকট হরিকথা শুনিতে গিয়া বিপন্ন হইবেন না।

ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় যদি কেহ প্রকৃত সাধুর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য পান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সত্যের সন্ধান পাইবামাত্র তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের যাহার যতটুকু সময় আছে, তাহার একমুহূর্তও বিষয়কার্য্যে বা অন্যকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা আবশ্যক – সৎসঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য কর্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে বা সৎসঙ্গে কৃষ্ণভজন, মনুষ্যজন্ম ছাড়া অন্য জন্মে সম্ভব হইবে না।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শনের রাস্তাটা কি**?**

উঃ—ভগবান শ্রীহরি নির্গুণ বস্তু—মায়াতীত বস্তু। সেই নির্গুণ বস্তু ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকারের অন্য রাস্তা নাই একমাত্র কাণ ছাড়া। সাধুর শ্রীমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠকথার অলৌকিক শক্তি আছে। সেই বৈকুণ্ঠশব্দ কাণে গেলে আমাদের চেতনতা প্রকাশিত হবে—কৃষ্ণোন্মুখতা জাগবে। যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে এ জগতে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়; আর এ জগতের শব্দ বা কথা আমাদিগকে নরকের যাত্রী করায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বৈকুণ্ঠের কথা বলবার জন্য এজগতে এসেছিলেন কিন্তু সেই পরম-কৃপাময়ের কথা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কাণে যাচ্ছে না। যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারাই মহাপ্রভুর কথা বুঝতে পারেন। ভাগ্যক্রমে আমরা যদি ভগবানের সেবা করবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হ'লেই আমাদের কাণে এসব কথা যাবে-আমরা এসব কথা শুনতে পারব।

যাঁর যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকেই উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হ'বে। জীবন্ত সাধুর কাছেই চেতনময়ী বাণী শুনতে হবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শু—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না করব,সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে। অতএব আমাদের কর্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—-সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেই দিকে মনোযোগ রাখা। Living source থেকে সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়ে হরিকথা শ্রবণ করলে চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'বে। তখন নির্মল চিত্তে আমরা ভগবদ্-অনুভূতি বা ভগবদ্দর্শন লাভ করতে পারব। শ্রৌতপথে বা শ্রবণপথেই গবদ্দর্শন হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্দর্শনের অন্য কোন রাস্তা নাই।

প্রঃ—শ্রীনামকীর্তনের কি ফল**?**

উঃ—শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন বা সেবা। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভুক্তিবাঞ্ছা ও মুক্তিপিপাসারূপ অনর্থ দূর হয়। শ্রীনামের কৃপায় সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শক্তিমান্ কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিশালী। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। শ্রীনামকীর্তনের ফলে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমার্থ-প্রাপ্তি সবই অনায়াসে হয়। 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।

কৃষ্ণনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়। কলিকালে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর সাধনভজন কিছু নাই। শ্রীনামভজন ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের ও অমঙ্গল দূরীকরণের অন্য কোন উপায় নাই।

প্রঃ—কৃষ্ণকার্য্যই কি ভক্তি**?**

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণের কার্য্য ছাড়া ভক্তের অন্য কার্য্য নাই। শুদ্ধভক্তগণ ভগবৎ-সেবনোদ্দেশ্যে যাহা করেন, সেই কৃষ্ণকার্য্যই ভক্তি। কর্ত্তা কর্তৃত্বাভিমানে যাহা কিছু করেন, তাহার ফল তিনি ভোগ করেন। এইজন্যই কর্ম ও ভক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য।

প্রঃ—কৃষ্ণদাস্য কি উপায়ে লাভ হইবে**?**

উঃ—আমরা ভগবানের শরণাগত—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত। ভগবানকে এই চক্ষে দেখতে পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিচক্ষে ভগবানকে দর্শন ক'রে থাকেন। আমরা বদ্ধজীব। শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পারলেই আমাদের ভগবদ্দাস-অভিমান জাগবে এবং ভক্তকৃপায় আমাদের ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হ'বে, তখন আমরা গুরুকৃপায় কৃষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণদর্শন লাভ করতে পারবো।

প্রঃ—জীবতত্ত্ব কি?

উঃ—জীব শব্দে—যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, ও তটস্থা। জীব তটস্থা-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব -বস্তু, অবাস্তব আকাশকুসুম নয়। জীব—অজবস্তু, জীব সৃষ্টবস্তু নহে, জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীব চেতন হইলেও অণুচেতন। কিন্তু ভগবান্ বিভুচেতন। এজন্য জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্য ভেদ। মহাপ্রভু ব'লেছেন—মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

ঈশ্বর ব্রহ্মবস্তু, বৃহদ্বস্তু কিন্তু জীব ক্ষুদ্রবস্তু, অণুচিদ্বস্তু। ঈশ্বর মায়াধীশ কিন্তু জীব মায়াবশ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস আর কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। জীব—কৃষ্ণ-সেবক, কৃষ্ণ জীবের সেব্য,প্রভু, নিয়ামক ও রক্ষক। কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্য কৃত্য। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ)

জীব—-আত্মা। জীব মন ও দেহ নয়, 'জীব দেহী। দেহী জীব দেহ পরিত্যাগ করে, তখন দেহটা পড়ে থাকে। জীব—চেতন, মন—চেতনাভাস, দেহ—অচেতন বা জড়। মন সূক্ষ্ম শরীর বা Subtle body, মন Dim reflection of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস meddling with the world.মন আত্মার সহিত এক নয়। মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল। মন বহির্জগতের স্থূল-বস্তু গ্রহণ

করিতে পারে, নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সন্ধান রাখতে বা দিতে পারে না। আমি জীব, আমি মন বা দেহ নহি। শরীর ও আমি—দেহ ও দেহী এক নয়। গৃহ ও গৃহী এক হ'তে পারে না। আত্মা, দেহী বা জীব—সূক্ষ্ম-শরীর মনের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক। একজন Property, আর একজন (জীব)—Proprietor. অজ্ঞানতা-বশতঃই জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি হয়—দেহকে আমি বলিয়া ভ্রান্তি হয়। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই মিথ্যা হয়॥

(25: 58)

জীব নিত্য-বস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় অনিত্য নহে। কৃষ্ণ-সেবক জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই তাহার এত কষ্ট, এত দুর্গতি।

কৃষ্ণোন্মুখতাই জীবের স্বাস্থ্য। নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানাই জীবের সুস্থাবস্থা। বর্তমানে জীব দাস-অভিমান ভুলিয়া ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা—ব্যারাম, জীব তখন রোগী।

তার মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই জীবের প্রতি দয়া এবং ইহাই প্রকৃত উপকার বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণকে ভুলে কষ্ট পাচ্ছে। এখন সাধুসঙ্গপ্রভাবে সেবোন্মুখ হ'য়ে কৃষ্ণের সহিত completely dovetailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'তে পারলেই সমস্ত অসুবিধা কেটে যাবে এবং জীব চিরসুখী হ'তে পারবে।

প্রঃ—আপনার কথা শুনে খুব উপকৃত হচ্ছি। দয়া ক'রে আরও কিছু হরিকথা বলুন।

উঃ—গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন সেই সেবাই সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌরবিহিত কীর্তনের মধ্যে সেই ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্তব্য। তা' হলেই আমরা শান্ত হ'তে পারবো। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সেই অমোঘ ঔষধ। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্যবিহিত হরিকীর্ত্তনই চিরশান্তি লাভের একমাত্র পথ ও পাথেয়। হরিকীর্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে—সর্ব্বপ্রয়োজন-শিরোমণি অনুস্যূত আছে। শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত-পথে শ্রীমদ্ভাগবত-অনুশীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের কৃত্য।

কৃষ্ণসেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। প্রভু হবার ইচ্ছা হ'য়েছিল, এ-জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেজন্য সাজান র'য়েছে। কিন্তু প্রভু হওয়াটা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়, ইহা বিরূপের ধর্ম্ম। এতে শান্তি হয় না। সেবাময় অবস্থাই শান্তি। কৃষ্ণসেবক-অভিমানই শান্তি লাভের উপায়। ভোগ ও ত্যাগ আত্মধর্ম্ম নহে। ভগবৎ-সেবাই আত্মধর্ম্ম।

আমি কে—এই কথাটা ভুলে যাওয়ার জন্যই আমাদের সর্ব্বনাশ হ’য়েছে। আমি ভগবৎ-সেবক—ইহাই দিব্যজ্ঞান। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান ক'রে ইহা জানিয়ে দেন। গুরু-সেবাফলেই আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণের ভক্তগণের কাছে গিয়ে যদি নিষ্কপটে তাঁদের কথা শুনতে পারি, তা' হ'লে এ জন্মে বা পরজন্মে মঙ্গল বা সুবিধা অবশ্যই হবে। আমাদের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হ'লেই জীবন সার্থক হয়। আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনাদিগকে আমি অসাধু মনে করছি না। আপনারা সাধু, আপনাদের সকলের দু'টো পায়ে ধ'রে বলছি—আপনারা

কৃপা ক'রে আমাকে এই ভিক্ষা দেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, এ কথা ভুলে যান। সব ছেড়ে দিয়ে আপনাদের আকর্ষণ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক—একটুকু হোক্। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে—চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁর কাণে সত্যি সত্যি যাবে, তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দিবেন। আমার ভাই সকল! আপনারা এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময় কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করা বিশেষ আবশ্যক।

বর্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ঘুম একটুকু ভাঙ্গা দরকার। কারণ মন আমার পরম শত্রু এবং ভীষণ বিশ্বাসঘাতক। সে আমাকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ ক'রে দিবে। সুতরাং মনকে অধীন রাখা দরকার। আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, ভগবানকে ভুলে থাকলেই সব অমঙ্গল। কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সকল সুবিধা হয়। যদি হরিকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তা' হলে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। মহাভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে। মনুষ্যজন্ম পেয়েছি—বোকামী করবার জন্য নয়—শয়তানী করবার জন্যও নয়। মনুষ্য জন্মের Normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা) -ভগবানের সেবা করা।

কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥ **(**চৈঃ চঃ**)**

প্রঃ—ভক্তিই প্রেয়ঃ—এই সুসিদ্ধান্ত কে আমাদিগকে বিশেষভাবে জানিয়েছেন**?**

উঃ—জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাঁ'দিগকে মহান্ত গুরুরূপে এজগতে প্রেরণ ক'রেছেন, তাঁদেরই

অন্যতম হ'লেন জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। যে মহাপুরুষ বর্ত্তমান জগৎকে শুদ্ধভক্তির কথা এবং গুরুধারা প্রচুররূপে জানবার সুযোগ দিয়েছেন, সেই গৌরপ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই প্রেয়োবুদ্ধি। ভক্তিই শ্রেয়ঃ এই কথাটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন। ভক্তিই প্রেয়ঃ—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষভাবে জানিয়েছেন। যাঁদের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নাই, তাঁরাই শ্রেয়োহীন হরিবিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে, প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁর প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁর একমাত্র বিনোদ, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেষ্ঠ নিজজন ও অভিন্ন-বিগ্রহ।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ প্রেয়ঃ জেনে একমাত্র ভক্তিপথরূপ শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করবার জন্য জগদ্বাসীকে উপদেশ দিয়েছেন। তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা—এরূপ অভক্তিবিনোদ-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা ক'রেছেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। তোমার বিনোদন কার্য্য ভক্তি থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু-অভক্তি এরূপ বিচারে যাঁরা ধাবিত, সেই সকল চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনও এক নহে, কৃষ্ণের বিনোদ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

জগজ্জঞ্জাল দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোতঃ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। ভক্তিতে একমাত্র প্রেয়োবুদ্ধি যাঁর, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনারায় জগতে

প্রবাহিত ক'রেছেন। সেই ভক্তি-বিনোদ প্রভুর কথায় যাঁর একমাত্র আদর, তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব আর যাঁরা আদর করেন, তাঁরাও আমার গুরুবর্গ।

যিনি ভক্তিকেই একমাত্র প্রেয়ঃজ্ঞান করেন, আমরা একমাত্র সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আশ্রিত। সেই গৌরজন শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুকে যাঁরা এজগতের লোক মনে করেন, তাঁদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই ভক্তিবিনোদ-বিরোধী দুর্ভাগার দুর্মুখ যেন কোন দিন আমাদের দর্শন না হয়।

প্রঃ—মঠে কি কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখতে হবে**?**

উঃ—নিশ্চয়ই। প্রত্যেক মঠে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনাগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকবে; তাহা যেন কখনও নির্ব্বাপিত না হয়, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে। মঠে কাম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন গন্ধ থাকবে না, শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করবে। সংকীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণ-মার্জ্জনময়ী শিখা মঠে প্রজ্বলিত না থাকলে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, কপটতা, মৎসরতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থ এসে আমাদের চিত্তকে কলুষিত ক'রে ফেলবে, তৎফলে ভব-মহাদাবাগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'তে থাকবে!

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি মঠে ও হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রজ্বলিত না থাকলে ভবের মূলোৎপাটন ও তাহার চরম ফল প্রেমালাভ হ'বে না। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি সকলকে ভস্মসাৎ ক'রে সর্ব্বোপরি বিজয়লাভ করবে। কুমেধাগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন কিন্তু সুমেধাগণ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে মহাপ্রভুর আরাধনা ক'রে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন হ'লেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহাচন শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু

শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হয় না, এজন্য মহার্চ্চন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। তাই মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্’– এই কথা ব'লেছেন।

প্রঃ—কিভাবে গৃহে থাকিতে হয়**?**

উঃ—পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হইবার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের সঙ্গ-ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা অভিন্নবিচারে ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ ও আলোচনা না করেন, তাঁহারা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না।

ভগবৎসেবা করিবার জন্য গৃহে বাস করা ভাল, কারণ তাহাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয়, গৃহব্রতধর্ম্মে তাহা হয় না। কৃষ্ণসেবা করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গুবৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃসাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহাশ্রমই গ্রহণীয় আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের কস্রৎ দেখাইবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেরূপ গৃহপরিত্যাগ শ্রেয়ঃ নহে। এরূপ অপক্ক বৈরাগী দুই দিন পরে পতিত হইয়া যায়।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গফলেই গৃহব্রত-ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। যাহারা কেবল বহির্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহারা গৃহব্রতধর্ম্মেই অধিকতর নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ ভগবভক্তের গৃহস্থাশ্রম-গ্রহণও প্রয়োজন। ভগবভক্তের গৃহ-প্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্‌ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে জানিতে হইবে—তিনি মঠপ্রবেশই করিয়াছেন। কারণ পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ ও মঠপ্রবেশে কোন ভেদ নাই। কিন্তু

গৃহব্রতের গৃহপ্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহপ্রবেশের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্যই গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে! অসৎসঙ্গ, প্রজল্প হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ গৃহস্থ-ভক্ত সাদরে পালন করিবেন৷ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, শ্রীনামকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ গৃহস্থ-ভক্তের অবশ্য কর্তব্য। কৃষ্ণসেবার জন্য অখিল প্রয়াস করিলেই মঙ্গল হইবে

প্রঃ—প্রেমিক ভক্তগণ কখন হাঁসেন**,** কখন কাঁদেন কেন**?**

উঃ—প্রেমিক ভক্তের ক্রিয়াকলাপ বুঝা বড় কঠিন। প্রেমই ভক্তকে উন্মত্ত করে, ভক্ত নিজে কিছু করেন না। কৃষ্ণানুরাগ হ'লে ভক্ত কখন হাঁসেন,কখন কাঁদেন। ভক্ত হাঁসছেন—দেখছেন জগৎ কি করছে অথবা তখন বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে। তাই তিনি আনন্দে হাঁসছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময়দর্শন। আবার কখন কাঁছেন—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে৷ অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তা' তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হচ্ছে না।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০) বলেছেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবনৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিবা মন্ত্র দিলা**,** গোসাঞি**,** কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়**,** নাচায়**,** মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি**'** গুরু মোরে বলিলা বচন॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব। যেই জপে,
তা'র কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ কৃষ্ণনামের ফল—প্রেমা,
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়।
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাঁসে, কাঁদে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—কলিযুগধর্ম্ম কি?

উঃ—

হরিনামসংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

বৃহদ্‌নারদীয়পুরাণের এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শাস্ত্র
আরও
বলেন—

কলিযুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত (১২।৩।৫২) বলেছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীহরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। কলিকালে বিক্ষিপ্তমনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না। এজন্য কলিতে মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিনামকীর্ত্তনই সেই মহাধ্যান। কৃতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে স্বল্পধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না। এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতায় যজ্ঞ

প্রবর্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিকালে মহাযজ্ঞ সংকীর্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চন-বিধি প্রবর্তিত হলো। কলিতে মহার্চ্চন বিধি। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সেই মহার্চ্চন।

সমস্ত চিকিৎসায় হতাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইতে দেয় তাতে খুব শক্তি আছে ব'লে, সেরূপ কলিকালে জীবের চরম দুর্দশা দেখে শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—শ্রীনামে সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে।

হরিনাম-কীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহাচনে তত্তদ্ বিষয়ের পরিপূর্ণতা। শ্রীনামভজনই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। এই মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। সুমেধাগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চনরূপ হরিনামসংকীর্ত্তন করেন, আর কুমেধাগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন; তা'তে তাঁদের মঙ্গল হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন-

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—ভক্তের বিচার কিরূপ হয়?

উঃ—মুক্ত ব্যক্তি মুক্তি কামনা করেন না। ভক্তগণ মুক্ত। তাই তাঁদের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা থাকে না।

ভক্তিই সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। এজন্য ভক্তই সুখী, আর বাদবাকী সকলেই দুঃখী বা অশান্ত। ভক্তি না থাকায় কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভোগী, কি ত্যাগী কাহারও

শান্তি নাই। 'আমার সুখ হোক, বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্'—এরই নাম অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির পথ। আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি—এরূপ বিচার কেবলা-ভক্তি-পথের পথিকের। কেবলাভক্তির পথে অন্য কোন অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না, কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র।

প্রথমে কাণ দিয়ে শুনতে হয়, পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূলক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, লীলা দর্শন হয়। ভক্তগণ এই বিচার গ্রহণ করিয়াই ক্রমপন্থায় উন্নত হন।

প্রঃ—ভগবানের জন্মলীলা কিরূপ**?**

উঃ—শ্রীশচী-জগন্নাথের নিত্যসিদ্ধত্ব-হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব, বসুদেবেই চিবিলাসী বাসুদেব প্রকটিত হন।

জড়েন্দ্রিয়তর্পণময় প্রাকৃত-রক্তমাংসময়-দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীয়া ও গর্ভের নায় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবীর মিলন এবং শ্রীশচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং মনে মনে এরূপ চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—মন আবিবেশ মনসি আবির্বভূব, জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।

এ সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু লঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩ পরিচ্ছেদে আমরা পাই—

জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্নে যে দেখিল।
জোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥

প্রঃ—শ্রীরাধারাণীকে আমরা এখন কোথায় পাব**?**

উঃ—শ্রীরাধারাণী এখন যে নাই, তা নয়। এখনই আমরা তাঁকে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ করতে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধারাণীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে শ্রীরাধারাণীকে কোথায় পাব, এরূপ বিচার আর থাকে না। ভাগ্য ভাল হ'লে শ্রীরাধার নিজজন, শ্রীরাধার অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধারাণীর পদনখশোভা দর্শন ও তাঁ'র সেবালাভের সৌভাগ্য হয়।
মধুররসে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধারাণীর প্রিয় সখী বা অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী। মধুররসাশ্রিত গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধাপদনখশোভা দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে শ্রীরাধার প্রকাশমূর্ত্তি বা অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী তাহা একমাত্র গুরুর স্নিগ্ধশিষ্যগণই অনুভব করতে পারেন।

প্রঃ—কোন ঘটনা ঘটলে সেটাকে কিভাবে দেখতে হ'বে**?**

উঃ—সেদিক্ থেকে—কৃষ্ণের দিক্ থেকে দেখ, সব ঠিক আছে। আর এদিক্ থেকে দেখলে—নিজের বা অপরের কর্ত্তৃত্বের দিক্ থেকে দেখলে দেখবে—সব উল্টো-পাল্টা।

সেদিক্ থেকে দেখা জিনিষটা অবরোহপন্থায়—শ্রৌতপন্থায় বা Deductive process-এ দেখা। ইহাই সুষ্ঠু দর্শন বা ঠিক দেখা। আর এদিক্ থেকে দেখা মানে আরোহপন্থায় বা Inductive process-এ দেখা—মেপে নেওয়ার বুদ্ধিতে দেখা—ভগবানের কর্তৃত্ব না দেখে নিজের কর্তৃত্বের অহঙ্কারে দেখা। ইহার ফল—দুঃখ।

প্রঃ—বর্ত্তমান জীবের অবস্থা কিরূপ?

উঃ—আমরা কেবল এই জন্মের মাত্র ক-একটি দিনের জন্য দেহ লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু জীবনটার পরে কি আছে, আমাদের জীবনের কি কৃত্য, তবিষয়ে আমরা একটুও চিন্তা করি না। সাধারণ মনুষ্যজাতির জড় চিন্ত স্রোত যত প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা করে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সবই ছলধর্ম্ম।

শাস্ত্র বলেন—

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে'।
ভাগবত কহে, সব পরিপূর্ণ হলে॥

আমরা অগ্রসর হইতেছি কিংবা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি, তা'র একটা তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। মনোধর্মী সকলেরই গতি সত্যের বিপরীত দিকে। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সত্যের পথে অগ্রসর হইবার কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দম্ভভরে বলিতেছেন—তাঁহারা নিজেরাই ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই ভ্রান্তির পথ হইতে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ মরিবার পূর্ব্বে দু'টো ভাল কথা জানিয়া রাখুক। ভারতের সহস্র সহস্র মতবাদের মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে—যদি শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য মানুষের
হয়।

অদূরদর্শী লোক আরসুলার নাদিযুক্ত খাদ্য খাইয়াই দিন কাটাইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে—উহা ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। কেহ কেহ বলিতেছে—জগতে থাকার প্রয়োজন নাই, সত্তাটা লোপ করিয়া দিলেই শান্তি। যেমন শাক্যসিংহের বিচার (অচিৎ-মাত্রবাদ)। চিন্মাত্রের কথা শঙ্করাচার্য্য বলয়াছেন—কেবল চেতন ছাড়া আর যা কিছু সব মিথ্যা। আবার কেবল-অচেতন-বাদীর দল Altruistic idea লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা জাগতিক জ্ঞানসংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু চিন্তাস্রোতটা চেতনেরই হওয়া প্রয়োজন।

একটা বিরুদ্ধ শক্তি মানুষকে delude (বঞ্চনা) করিতেছে। ভগবানের কথা আলোচনা করিলে আর উহার ভোগায় পড়িতে হইবে না। বিশ্বকে ভগবৎ-সেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবেই অসুবিধা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, মহাপ্রভু এককথায় সেই বিষয়টী বলিয়া দিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ

ভগবান্ বলিতেছেন—হে জীব, তুমি অনাদি-বহির্ম্মুখ। অন্তর্ম্মুখ ধর্ম্মও তোমাতে ছিল, তুমি আমাকে সেবা করিতে পারিতে, কিন্তু তাহা না করিয়া আমার নিকট থেকে সেবা চাহিতেছ। Absolute ভগবান্ হইতে উদ্ভূত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে গিয়া 'মাপিয়া লওয়া' ধর্ম্ম পাইয়াছ। তুমি নিজে নিজে প্রভু সাজিতে চাহিতেছ, কিন্তু জানিও তুমি সেবক।

ভগবৎ-সেবক আমরা যদি ভগবানের সেবা না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেবা চাই, তাহাতে আমাদের কোনদিনই মঙ্গল হইবে না।

হরি সকলের প্রভু, আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক।হরিকথা শ্রবণ করা তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম হরিকথা নহে। হরিকীর্ত্তনকারী হইলেন গুরু, আর শ্রবণকারী হলেন শিষ্য। শ্রবণকারী Submissive হইবেন। যাহারা শুনিতে দ্বিধা বোধ করে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে আগ্রহ থাকা দরকার। শ্রবণকারী inquisitive হওয়া প্রয়োজন। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে। আমরা যদি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথা অনুসন্ধান করিব। তাহা হইলেই আমরা better way pass করিব।

যেদিন ভগবৎ-কথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন,মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে শাস্ত্র বলেন—

তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে, মেঘাচ্ছনং ন দুর্দ্দিনম্। যদিনং
কৃষ্ণসংলাপ-কথা-পীযূষবর্জ্জিতম্॥

প্রঃ—আমরা নিজ স্বরূপের পরিচয় কি ক'রে পাব?

উঃ—আমার বাস্তব-দেহ আছে-এই স্মৃতি যদি না জাগে, তবে অপস্মৃতিই থাকিয়া গেল—জড়দেহে আত্মবুদ্ধি আর গেল না। অধোক্ষজ বস্তু জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। তিনি হৃষীকেশ। ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁরই সেবা করতে হবে। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় বা চিদ্-ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁর সেবা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই চিদানন্দস্বরূপ পাওয়া যায়। আত্মার দ্বারাই পরমাত্মার সেবা হয়, বাস্তবদেহের দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের সেবা—চিদিন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হ'য়ে থাকে।

অধোক্ষজ-সেবাহীন মানব পশুতুল্য। সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত সাধু সতত ভগবৎসেবায় ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গ হ'লে আমাদেরও ভগবানকে সুখ দিবার প্রবৃত্তি জাগবে। সাধুসঙ্গফলেই বাস্তব দেহের সন্ধান পাওয়া যাবে। তখন আর দেহাত্মবুদ্ধি বা প্রাকৃত অভিমান থাকবে না—সর্ব্বনাশকর স্বসুখবাঞ্ছা চিরতরে বিদূরিত হ'বে।

ভক্ত ভোগীও (বুভুক্ষু) ন'ন, ত্যাগীও (মুমুক্ষু) ন'ন। ভক্ত সতত ভগবৎ-সেবারত—ভগবানের সুখবিধানে তৎপর। ভোগীর দুশ্চেষ্টা—ভগবানকে বঞ্চিত ক'রে আমি ভোগ করবো। আর আমি ভগবান্ হ'য়ে ভগবানকে ঠকাব—ইহাই ত্যাগী মায়াবাদীর চেষ্টা। ভক্তের এসব দুষ্প্রবৃত্তি নাই। তাঁরা সেবা-প্রভাবে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত—সেবক-অভিমানে প্রমত্ত।

আমি ভগবৎসেবক—ইহাই জীবের স্বরূপ। ভগবৎ-সেবকের সঙ্গে ভগবৎসেবা করতে করতেই এই স্বরূপ জাগরিত হয়। তখন আর বিরূপের চেষ্টা দৃষ্ট হয় না।

প্রঃ—ভগবৎ**-**সেবাবিহীন মানবকে পশুতুল্য বলা হয় কেন**?**

উঃ—ভগবৎ-সেবাই জীবের কর্ত্তব্য—এ-জ্ঞান পশুর নাই। পশুরা কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটি ও স্বজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণটি বুঝে। নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত তা'রা আর কিছু জানে না। মানুষও যদি কেবল নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা স্বসুখ নিয়েই থাকে, ভগবৎ-সেবার বিচার—ভগবানকে সুখ দিবার প্রবৃত্তি যদি তা'দের না থাকে, তারা যদি পশুর ন্যায় কেবল আহার-বিহার নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে তা'দিগকে পশুতুল্য বা নরপশু ছাড়া আর কি বলা যাবে?

কৃষ্ণসুখকামনা বা কৃষ্ণভক্তিই ধর্ম্ম। এই ভক্তি যার আছে, তিনিই প্রকৃত মানবপদবাচ্য। ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ

সমানাঃ। স্বসুখকামনাই পশুত্ব বা কামুকত্ব। আর কৃষ্ণসুখকামনাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

প্রঃ—ধর্ম্ম কি মানুষের সৃষ্ট বস্তু**?**

উঃ—কখনই না। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

ধর্ম্মন্ত সাক্ষাদ্ভগবৎ**-**প্রণীতং ন বৈ বিদুর্যয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধর**-**চারণাদয়ঃ।
(ভাঃ ৬।৩।১৯)

ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষিগণও ইহা জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মানুষগণ কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণদিগের কথা আর কি বলিব?

ভাগবতধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম মানুষের সৃষ্ট নহে বা মানুষসৃষ্টির পরে তাহা সৃষ্ট হয় নাই। তাহা নিত্যকাল আছে ও থাকিবে। তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ডনীয়। অধোক্ষজ শ্রীহরিতে ভক্তিই সেই ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মনঃকল্পিত যে-সকল ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেগুলি মানুষেরই কল্পিত অনিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মের বিরোধী ধর্ম্ম। এজন্য ভাগবদধর্ম্ম, পরমধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের সহিত দেহধর্ম্মের ও মনোধর্ম্মের একাকার হইতে পারে না। তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্-আশ্রয়রূপ নিত্যধর্ম্ম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন—

সর্ব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভাগবতধর্ম্ম আত্মার নিত্যা বৃত্তি। আত্মা মানবসৃষ্টির পূর্ব্বেও বিরাজিত। সেই নিত্য আত্মার বৃত্তি ভক্তিধর্ম্মও নিত্য। এই আত্মধর্ম্ম প্রকট করার জন্য যে যত্ন, তাহাই সাধন।

পশুস্বভাব মানুষকে মানুষ নামে যোগ্য করা সাধারণ নৈতিক ধর্ম্মের কার্য্য, কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম ইহার অনেক উর্দ্ধে; জীবকে পরাৎপর ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণ যোগ্যতা দানের জন্যই ভাগবতধর্ম্মের নিত্য প্রয়োজন। এককথায় ভাগবতধর্ম্মে মানুষ বা প্রাণীর সুবিধাবাদ নাই, তাহাতে আছে অধোক্ষজ ভগবানের ষোলআনা নিত্য সুখান্বেষণ। তাহাই প্রকৃত সুখ বা অফুরন্ত সুখ-লাভের একমাত্র উপায়।

Vox populi is not vox.Dei but vox Dei should be vox populi. অর্থাৎ গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনমত হওয়া উচিত, ইহাই মহাজনোপদেশ। কিন্তু চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন—'যত মত তত পথ'। গণমত হইবে কি না ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত! কি আশ্চর্য্য! যেখানে গণমত-প্রিয়তাই ধর্ম্ম, সেখানে পরমেশ্বরে প্রীতি নির্ব্বাসিত, আর যেখানে জগতের লোকের সমর্থন বাস্তবসত্য-নিদ্ধারণের কষ্টিপাথর, সেখানেও অকৃত্রিম সত্য অস্তমিত।

প্রঃ—ভগবৎসেবাই কি প্রকৃত স্বাধীনতা**?**

উঃ—হাঁ। আমরা এত মায়াধীন ও পরাধীন যে, নিজেকেই নিজে রক্ষা করিতে পারি না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত পার্থিব ক্ষমতাকে বিশ্বাসঘাতিনী জানিয়া একমাত্র অনুক্ষণ ভগবদনুশীলনের জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং মায়ার রাজ্যে আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? একমাত্র হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই আমরা আত্মার স্বাস্থ্য ও নিত্য স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব।

প্রঃ—শরণাগতের বিচার কিরূপ**?**

উঃ—ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। ভগবৎকৃপা আপাতদৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হউক কিংবা সম্পদযুক্তই হউক, ভক্ত তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তি কভাবে ভগবানেই শরণাপন্ন থাকেন। জাগতিক কোন প্রকার অসুবিধা তাঁহাকে শরণাগতি হইতে—কৃষ্ণকে গোস্তৃত্বে বরণ হইতে বিন্দুমাত্রও চ্যুত করিতে পারে না।

ভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা; কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শন নানা প্রকার বাধাযুক্ত। কাজেই ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই।

প্রঃ—কোন্ বিষয়ে যত্নপর হ'তে হ'বে**?**

উঃ—আত্মার নিত্যা বৃত্তি জাগ্রত করিয়া ভগবানের সেবালাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-লাভের জন্যই সতত যতুপর হইতে হইবে। কৃষ্ণ যাঁকে কৃপা করেন, সেই ব্যক্তির ভগবান্ ব্যতীত আর কোনও সম্পত্তি বা আশ্রয় থাকে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত (পাণ্ডিত্য) ও শ্রীর গর্ব্বে গর্বিত হইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে না, তখন সংসারেই অবস্থান হইবে।

শ্রেয়ঃপন্থায় চালিত হইলে প্রেয়ঃপন্থা ভাল লাগে না। এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

জগতের সকল জিনিষই ভগবানের। তাহাতে লোভ করিলেই অসুবিধায় পড়িতে হইবে। যাহারা ভগবানের কথা

শ্রবণে বিমুখ, তাহারাই সংসারে আসক্ত বা আবদ্ধ থাকে। তাহারা মনোরথে বিচরণ করিয়া দুদৈবের মধ্যে পড়িয়া থাকে।

আমি বৈষ্ণব হ'য়ে গেছি—এরূপ দুর্ব্বদ্ধি ছেড়ে দিয়ে দীন হ'য়ে কৃপা প্রার্থনা করতে করতে সেবালাভের জন্য যত্ন করতে হ'বে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা হ'লেই ভগবানের সেবা পাব। তখন আর অহঙ্কার থাকবে না।

মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হ'লে গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম-আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় না। তা'তে বদ্ধদশার ফাঁসি আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকতে হবে। সৎসঙ্গ ব্যতীত আমরা বাঁচতে পারবো না। সৎসঙ্গ থেকে তফাৎ হ'য়ে নির্জনে মানসিক চিন্তাস্রোত নিয়ে থাকলে প্রভু হ'বার দুর্বুদ্ধি প্রবল হ'রে। তখন সাবধান না হ'লে—সাধু-গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না থাকলে বিপদে পড়ে যেতে হ'বে। নিরাশ্রয় হ'লেই মায়া তা'কে ধরবে—নিজের নফর ক'রে সংসারে ঘুরাবে।

প্রঃ—গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা কি এক**?**

উঃ—গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। আর কৃষ্ণও তার প্রেষ্টজনের সেবা ব্যতীত আর কারো সেবা অঙ্গীকার করেন না। গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর প্রেমাসক্ত, উভয়েই এক-আত্মা, উভয়েই পরস্পর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণভক্তিমান্ আর কৃষ্ণ ভক্তভক্তিমান্।

সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্যকাল সেবা করিতে হইবে, সেই গুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ ন'ন, তিনি পতিত জীবের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্

জীবকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়।

প্রঃ—অসুবিধা আসিলে ভক্ত কি করেন**?**

উঃ—ভগবান্ অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যিনি প্রকৃত ভগবৎসেবক, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন। প্রাকৃত ভোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সতত সেবাতেই অবস্থিত থাকেন। তিনি জানেন —সেবাই আমার জীবন, সেবাই আমার সত্তা, সেবাই আমার কার্য্য, এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই মৃত্যু বা সংসার।

প্রঃ—কাহাকেও বৈষ্ণব করা যায় কি**?**

উঃ—বৈষ্ণব হওয়া বা করা যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর সেবক—এই স্বরূপটি সাধুসঙ্গে উপলব্ধি করতে হয়।

প্রঃ—কখন ব্রজে যাওয়া হ'বে**?**

উঃ—যখন গুরুপাদপদ্মকে গদাধর পণ্ডিতের অভিন্ন ব'লে জ্ঞান হবে, তখনই ব্রজে যাওয়ার রাস্তা হ'লো। আর যখন মনে হ'লো তিনি তা' ন'ন, তখনই মুস্কিল।

বুদ্ধিমানের কার্য্য হচ্ছে—মহাজনের অনুগমন ও অনুসরণ। আর নিজেরা মেপে নেবো এ বিচারটা হচ্ছে বিশ্বদর্শনের বিচার—ভোগের বিচার। এতে সংসার লাভ হ'বে, ব্রজে যাওয়া হবে না। ভোগবুদ্ধিতে বিশ্ব-দর্শনটা অসুবিধার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করবো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহা আমাদের বন্ধনের কারণ।

বিশ্বআমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করুক—এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি।

প্রঃ—কর্ম্মী লোকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ?

উঃ—একটা লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, Altruistic (পরার্থী) কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত হচ্ছে—সেই drowning man-এর (জলমগ্ন ব্যক্তির) জুতা ও জামাকে বাঁচান। পশ্চাত্ত্যদেশীয় ধর্ম্মেও মানুষের খোসার উপকার করাটাই বড় কথা। মানুষের উপকার করা মানে অনেকেই বুঝেন মানুষের খোসার উপকার করা। জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই দুটো আবরণ বা খোসার ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকেন। এজন্য আমাদের একজন জার্ম্মাণ ভক্ত ব'লেছেন— মানুষটা ডুবে যায় যাক্, মানুষের আত্মবৃত্তি অধঃপতিত হয় হোক্, মানুষের দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী ক'রে তা'র জুতো ও জামাটা বাঁচানকেই জগতের তথাকথিত পরার্থী কর্ম্মিসম্প্রদায় মানুষের উপকার ব'লে মনে করছেন।
কি দুঃখ!

প্রঃ—মহাপ্রভুর সঙ্গী ও ভক্ত কি এক কথা?

উঃ—না। সঙ্গী অর্থাৎ সম্যগ্ররূপে গমন করেন যিনি, তাঁকেই সঙ্গী বলে। যাঁরা অনুক্ষণ সঙ্গ করেন না, তাঁহাদিগকে সঙ্গী বলা যায় না, তাঁরা মহাপ্রভুর ভক্ত হতে পারেন। সঙ্গী অর্থে পার্ষদ। আবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হলেও তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী। কারণ তিনি মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পূর্ণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তিনি নিত্যকাল মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত—মহাপ্রভুর হৃদ্গতভাবে

বিভাবিত। তিনি বিশ্রম্ভ-ভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় নিত্যসিদ্ধ।

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি কি এক**?**

উঃ— না। সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না সাধনক্রিয়া চিদাভাস মনের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্য-নাশীনি সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধনভক্তিতে (শুদ্ধভক্তিতে) প্রকারভেদ আছে। যে সকল ভক্ত্যঙ্গ যাজনদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। অনর্থোপগমে সেবাবৃত্তি, শুদ্ধভক্তি বা সাধনভক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। চিদাভাস মনের উপরই সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। আত্মার উপর সাধনাক্রিয়া কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। আত্মধর্ম্ম—আত্মার বৃত্তি বা স্বভাব হ'লো ভক্তি। সাধনাদি যাহা কিছু সবই মনোনিগ্রহ করবার জন্য। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাতেই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটা আম্রফলের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা। কিন্তু সাধনক্রিয়া সে-জাতীয় বস্তু নহে। সাধনভক্তি ও সাধনক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় জগতে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

প্রঃ—গুরুর সহিত আমার তফাৎ কোথায়**?**

উঃ—আমি লঘু হইতেও লঘু তদপেক্ষাও লঘু; আর যিনি অনুক্ষণ বৃহতের সেবা করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ তদপেক্ষাও বৃহৎ। -চাকা

প্রঃ—কোন বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশের কি কোন মঙ্গল হয়**? |** দাবী ি
চায়

উঃ—যে কুলে মহাভাগবত আবির্ভূত হন, সেই কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন শত পুরুষ উন্নত হইয়া থাকেন। মধ্যম ভাগবত আবির্ভূত হইলে উর্দ্ধ ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ উন্নত হন। আর কনিষ্ঠ ভাগবত আবির্ভূত হইলে উর্দ্ধও অধস্তন তিন পুরুষ উন্নত হইয়া থাকেন।

প্রঃ—ভক্তগণ নীচকুলে কেন আবির্ভূত হন**?** ভক্তের ত' কর্ম্মফল নাই**,** তবে ভক্তগণ মূর্খ**,** রোগগ্রস্তরূপে প্রতিভাত হন কেন**?**

উঃ—ভক্ত কখনও কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁহাদের জন্মগ্রহণ আদি যাবতীয় লীলা। তবে যে দেখা যায়—ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হন, ব্যবহারিক চক্ষে মূর্খ, রোগগ্রস্ত প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল উচ্চকুলেই আবির্ভূত হন, বলিষ্ঠ ও জাগতিক পণ্ডিতরূপেই বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। তাই করুণাময় ভগবান্ সকল লোকের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া অন্য জীবের প্রতি দয়া করেন। ইহা খেদার পালিত শিক্ষিত হস্তিনী প্রেরণ করিয়া বন্য হস্তী ধরিবার ন্যায় জানিতে হইবে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

শোচ্য-দেশে শোচ্য-কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সে-ই পরানন্দসুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে, ভক্ত পাপযোনি লাভ করিয়াছেন, কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নীচ শূদ্রকুলে উদ্ভূত হইয়াছেন। পরন্তু জানিতে হইবে—তিনি নীচকুল পবিত্র করিয়াছেন। কোন সজ্জন কলিযুগের একমাত্র সাধন-প্রণালীতে যদি সিদ্ধিলাভ করেন, তবে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—যেখানে হরিকীর্ত্তন হয়, তাহাও কি ধাম?

উঃ—ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করেন ও আলোচনা করেন, সেই সকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেসব স্থান নিত্যধামেরই চিবিলাসক্ষেত্র। শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠানক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু। সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। যেদিন শ্রীগুরুদেবের কৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, সেইদিনই এইরূপ দর্শন হয়।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পরমপরিপূর্ণ চেতনবস্তু—বিভূচৈতন্য বস্তু।

তিনি স্বয়ং-ভগবান্। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তাই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই,
শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।

শাস্ত্র আরও বলেন-

পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম-মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই৷
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

(চৈঃ চঃ)

আমরা ভগবৎসেবক; ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্য কৃত্য কলিকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই কলিযুগবাসী আমাদের সকলেরই নিত্য উপাস্য, নিত্য আরাধ্য বস্তু। যিনি এই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীচৈতন্যকে ভজন না করেন, তিনি নিশ্চয়ই অচেতন। পরমদয়াল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উপাসনা যাঁহারা করিলেন না, তাঁহাদের চৈতন্যলাভ সম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু। সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র,

কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকালসত্য বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ -মিলিততনু। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া জগন্মঙ্গলার্থ কৃষ্ণসেবকের লীলা করিয়াছেন। এজন্য অজ্ঞতা বশতঃ কেহ কেহ তাঁহাকে মহাপুরুষ বা প্রচারক মাত্র মনে করেন কিন্তু তিনি সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন হৈলা শচীর নন্দন।' শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক!

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অসমোর্দ্ধবস্তু, অবতারী। অন্যান্য অবতারগণ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তিনি পরতত্ত্ব-পরাকাষ্ঠা, স্বয়ং-ভগবান্ স্বয়ংরূপ ভগবান, মূল ভগবান বা অংশী ভগবান্। কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভ-অবতার। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বিগ্রহ আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ঔদার্য্যবিগ্রহ।

প্রঃ—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দয়া কি**?**

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনই মানব-জাতির একমাত্র কৃত্য। এইটি তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, এমন কি ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য, নারদাদির অগম্য ব্যাপার পর্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন হইতে জীব পাইতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব লোক-প্রতারক সমন্বয়বাদী নহেন। জীবের সর্ব্বপেক্ষা অধিক মঙ্গল যাহাতে হয়, সেই কথাই তিনি

বলিয়াছেন। জগতের লোক যে-সকল কথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিলে সে-সকল অপূর্ণ ও দুর্ব্বল বোধ হইবে। জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনপ্রণালীকে মনোধর্ম্মী সম্প্রদায় বড় বলিয়া ফাঁপাইয়া দিয়া যে বঞ্চনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ বঞ্চনা করিবার জন্য গৌরসুন্দর আসেন নাই! জগতে তথাকথিত সম্প্রদায়ে যে সাধন কল্পিত হইয়াছে ও হইবে, তাহা যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়, ইহা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সমগ্র জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। কিন্তু কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হওয়া চাই। নিজের সুখসুবিধার জন্য যে কীর্ত্তন, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণাক্ষর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু।

কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে নির্ব্বিশেষবাদীর দুর্বুদ্ধি, নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইয়া যথার্থ মুক্তি লাভ হইতে পারে। মায়াবাদী প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষী। বিষয়ে অত্যাসক্ত ব্যক্তিরও কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকৃত মুক্তি ও মঙ্গল হইতে পারে। উৎকল-সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, ব্যাঘ্রের মুক্তি, স্ত্রী, পুরুষ সকল জীবের মুক্তি হইতে পারে। ঝারিখণ্ড-বনপথের বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। শ্রীগৌরসুন্দর সকলের মঙ্গলের জন্য—পশু,পক্ষী, মানব, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন।

একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। কৃষ্ণ-সংকীর্তনেই একমাত্র চরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন।

ভগবানের সুখের জন্য যে কীর্ত্তন, তাহাই প্রকৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন। আর নিজের বা অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যে কীর্তনের অভিনয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে—মায়ার কীর্তন। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, কেহ হরিনাম করিতেছেন কি না, তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারাসক্তি বৃদ্ধিপাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় হরিনাম নহে, নিশ্চয়ই জানতে হইবে। শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা সংসারের প্রতি আসক্তি কাটিবে, সংসারের অসারত্ব বা তুচ্ছত্ব অনুভব হইবে, সংসার ভাল লাগিবেনা, অনর্থ দূর হইবে, চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হইবে, অশান্তি বা দুঃখ দূর হইবে, প্রেম লাভ হইবে এবং চিরশান্তি হইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে আমি কি করিতেছি তাহা বিচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সে-ই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস।
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদগম॥

কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি,সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

প্রঃ—কৃষ্ণনাম ও গৌরনামে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম হয় না। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে; কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দনামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপটে ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তৎকৃপায় তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়।

শাস্ত্র বলেন-

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—বৈষ্ণবের বিচার কিরূপ?

উঃ—বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত গুরুকে বা শিষ্যকে তাঁহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করেন না। তিনি সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত; সুতরাং অন্যান্য বস্তুকেও তিনি তাঁহার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেই সুখ অনুভব করেন। গুরুনিষ্ঠ শিষ্যের একমাত্র গুরুসেবা ব্যতীত কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে প্রকৃত গুরুভক্তি নাই জানিতে হইবে। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুরুসেবার আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৪।২৮।৩৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

গুরোঃ সোয়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুখান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষত। শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।

গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তদুখ প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জন ভজনানন্দ, এমন কি, তদুচিত নির্জ্জনবাসাদিকেও কখন অপেক্ষা করেন না। কারণ গুরুসেবা দ্বারাই অনায়াসে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রঃ—অনর্থ কি**?**

উঃ—অর্থ (পরমার্থ) নহে যাহা, তাহাই অনর্থ। অন্য অভিলাষ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা, কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, স্বসুখবাসনা প্রভৃতি সবই অনর্থ। হরিনাম কীর্ত্তিত হইলে অনর্থ অপগত হয়। এখানে অনর্থ বলিতে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণস্পৃহাকেই লক্ষ্য করে। নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহাই ভগবৎসেবার প্রধান অন্তরায়। সুতরাং তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণকার্য্য প্রতিহত হইয়া কৃষ্ণেতর ভোগ্য মায়িক বস্তুরই পশ্চাদনুধাবন প্রবৃত্তি ঘটায়।

প্রঃ—ভক্তের জগদ্দর্শন কিরূপ**?**

উঃ—মহাভাগবত সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদরূপে —কৃপারূপে দর্শন করেন। কৃপা ত' সেব্য বস্তু। কৃপার প্রতি ত' আর প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব করা চলে না। ভগবদ্ভোগ্য বা ভগবৎ-কৃপা-মূর্ত্তি জগতের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিতে গেলে দণ্ড বা দুঃখ হইবেই।

প্রঃ—ভগবৎ**-**কৃপালাভের উপায় কি**?**

উঃ—যাঁরা সত্য সত্য হরিসেবক, যাঁরা অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁ'দিগকে লঙ্ঘন না ক'রে তাঁদের আনুগত্য করলেই আমরা ভগবানের প্রসাদ লাভ করতে পারি। হরিভক্তের প্রসাদেই হরির প্রসাদ লাভ হয়। হরিভক্তের অপ্রসাদে জীবের কোনও প্রকারেই মঙ্গল হ'তে পারে না।

প্রঃ—ভগবান্ কাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন**?**

উঃ—যিনি ভগবানকে ডাকিয়া খাওয়াইতে পারেন, তাঁর দ্রব্যই ভগবান্ খান। তাঁকে ডাকতেই যে সকলে পারে না। সুতরাং খাওয়াইবে কি ক'রে?

কোন অভক্ত পণ্ডিত ভগবানকে ভোগ দিলেও ভগবান্ তাঁর মন্ত্রপূত-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর প্রদত্ত আতপতণ্ডুলের পাচিত ঘৃতসংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু ভগবৎসেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে-কোনরূপ অন্ন যে কোন প্রকারেই প্রদত্ত হোক্ না কেন, শ্রীভগবান্ তাহা প্রীতিভরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠবস্তুতে আমাদের বিশ্বাস হয় না কেন**?**

উঃ—মহাপাপী লোকের বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হয় না। পাপমলিন চিত্ত নির্ম্মল বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। তাই মহাভারত ও স্কন্দপুরাণ বলেন-

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে৷

অনুব্রহ্ম মহাপ্রসাদ, শিলাব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম ভগবদ্-বিগ্রহ, শব্দব্রহ্ম হরিনাম ও নরব্রহ্ম বৈষ্ণব-গুরু-এই চারিটি ব্রহ্মবস্তুতে স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ মহাপাপী লোকের বিশ্বাস হয় না।

বর্ত্তমানকালে আমরা এই চতুর্ব্বিধ বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়া নানাবিধ অনর্থ আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও গুরু—এ চারিটাই বিষ্ণুবস্তু। কিন্তু মায়ার জগতে আসিয়া আমরা এই বিশ্বাস হারাইয়াছি। মীয়তে অনয়া ইতি মায়া—যাহা দ্বারা মাপা যায় তাহাই মায়া। কিন্তু এই চারিটী বস্তু মাপিয়া লইবার বস্তু নহে।

শ্রীগোবিন্দ স্বতঃপ্রকাশ বাস্তব বস্তু, অন্য আলো জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় না। গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ। অধোক্ষজ গোবিন্দ is not a concoction of human mind. শ্রীগোবিন্দ কাহারও মনঃকল্পিত বা মনগড়া বস্তু নহেন। শ্রীগোবিন্দই একমাত্র অধোক্ষজ পরাৎপরবস্তু। পরমহিতকারী দিব্যজ্ঞানদাতা বৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে এই বাস্তব-সত্য গোবিন্দের কথা জানাইয়া দেন।

বস্তু-

শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দবিগ্রহ। কিছুকালের জন্য যেটী আমাদের অক্ষজজ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা Apparent truth. Local truth Positive Absolute truth 30 পারে না। অনাদিকালের বিচারে গোবিন্দের আদিতে কোনও বস্তু ছিল না। গোবিন্দসেবাবিমুখ জনগণের জন্য জড়-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রঃ—সেবা কাহাকে বলে**?**

উঃ—যাহাতে ঠাকুরের আনন্দ হয় – ভগবান্ শ্রীহরির সুখ হয়, তাহারই নাম সেবা। যাহাতে নিজের সুখ-সুবিধা হয়, তাহার নাম ভোগ।

কপটী ব্যক্তিগণ পুত্র-পৌত্রাদি লাভের জন্য ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহপূজা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ঠাকুর-সেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু

প্রাপ্তি। ইহাকে সেবা বলা যায় না। ঠাকুরপূজা ও নাম-আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি কপটতাই না চলিতেছে!

ভগবানের সেবা ও ভগবৎসেবার অভিনয়—দুইটি পৃথক্ বস্তু। ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্-বিগ্রহের সেবক যে সে হইতে পারে না। বিশ টাকা দিয়া নাম হয় না, পঞ্চাশ টাকা দাখিল করিলে হরিকথার বক্তৃতা হয় না, পাঠ হয় না—উহাতে ভাষাবিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদ হইতে পারে, উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, উহার নাম ভোগ বা কর্ম্মকাণ্ড। দশ টাকার দেবল-ব্রাহ্মণ ঠাকুরসেবা করিতে পারে না।

যে কালপর্য্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গল হইবে না।

প্রঃ—প্রীতির ধর্মটা কি**?**

উঃ—প্রীতির ধর্ম্ম ও অপ্রীতির ধর্ম্ম এক নহে। আত্মধর্ম্মই প্রেমধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম, আর মনোধর্ম্মই অপ্রীতির ধর্ম্ম। প্রেমধর্ম্মে—ভক্তিধর্ম্মে—পরমধর্ম্মে—ভাগবতধর্ম্মে –ভগবৎসেবাধর্ম্মে সংঘর্ষ নাই, তাহাতে Harmony (ঐক্যতান) বিরাজিত। প্রেমধর্ম্মের যাজন হইতে বিচ্যুত হইলেই আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকি। মানবজাতি সকলেই কৃষ্ণের সেবক – ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যের আর কোন অসুবিধা থাকে না। তখন জীব নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক প্রীতি উদিত হয়।

জগতে প্রীতিধর্ম্মের কথা নাই, সর্ব্বত্রই বিরোধময় সংঘর্ষধর্ম্ম।

প্রঃ—জীবের চরম লক্ষ্য কি**?**

উঃ—ভুক্তি ও মুক্তি জীবের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। জীব ত' ভগবৎসেবক। সুতরাং ভক্তিই তাহার চরম লক্ষ্য। মুক্তি ভুক্তিরই অপর দিক্। ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই পিশাচীসদৃশ। উভয়ই জীবকে আস্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। এজন্য ভগবদ্‌বিশ্বাসী সজ্জনগণ—আস্তি কগণ কখনও ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীর শরণ গ্রহণ করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ মুক্ত; সুতরাং মুক্ত-পুরুষ মুক্তির জন্য লালায়িত নহেন। ভোগ ও ত্যাগ-ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই বর্জ্জন করিয়া ভক্তিই গ্রহণীয়।

প্রঃ—মানবকল্পিত ধর্ম্ম ত**'** আত্মধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত**?**

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবতকথিত সনাতন ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার মানবজ্ঞানোথ-ধর্মে কাল্পনিক চিত্র ও কৈতব (বঞ্চনা) নিহিত আছে। ভাগবতধর্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল আত্মধর্ম্মই একমাত্র প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম, তাহা নিম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত ও আচরিত সনাতন-শ্রৌতধর্ম্ম। আজকাল যে সব ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে, তাহা মানবকল্পিত বা মানব-মনঃসৃষ্ট মনোধর্ম্ম মাত্র—কোনটাই আত্মধর্ম্ম নহে। শাস্ত্র বলেন—

চৈতন্যগোঁসাই যেই কহে**,** সেই মত সার।
আর যত মত**,** সেই সব ছারখার॥

(চৈঃ চঃ)

আত্মধর্ম্ম নিত্যবস্তু। আত্মা নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য। ধর্ম্ম ত' ভগবৎপ্রণীত। দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত আর কেহই সেই ধর্ম্মের কথা জানেন না। তবে সেই দ্বাদশ মহাজনের অনুগত

ব্যক্তিগণ জানেন ও জানিবেন। সুতরাং ধর্ম্ম মানুষের সৃষ্ট কি করিয়া হইবে?

প্রঃ—কনিষ্ঠ-অধিকারী ভক্ত কি কর্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ**?**

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্ত যতই কনিষ্ঠ হউন, তিনি ত' ভক্তিপথ—মঙ্গলের পথ গ্রহণ ক'রেছেন। কর্মী বা জ্ঞানীর ত' সে সৌভাগ্য নাই।

শ্রীমূর্ত্তিসেবা, গুরুবৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনামসেবা দ্বারা জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন যে—যাঁর সেবোন্মুখ জিহ্বায় একবার মাত্র কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হয়, তিনিই শ্রেষ্ঠ সবাকার।

দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চনকারী কনিষ্ঠ-অধিকারী ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানী যত বড়ই হোন না কেন, বাস্তব-বস্তু বিষ্ণুর নিত্যসেব্যত্বে তাঁহার বিশ্বাস নাই। সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক, আর বিষ্ণুর অর্চক—ভজনরাজ্যে তাঁর যতটুকুই মহিমা থাকুক না কেন, বিষ্ণুর বাস্তবসত্য-বিগ্রহত্ব গুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। শ্রীবিগ্রহ-অর্চনকারী একজন কনিষ্ঠ-অধিকারী বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের কাছে যে একবার ঘণ্টা বাদন করেন, সেই ঘণ্টার একটীবার বাদনের কাছে সহস্র সহস্র কর্মীর অসংখ্য হাঁসপাতাল, দরিদ্রসেবা, সেবাশ্রম, বিদ্যালয়-স্থাপন এবং নির্ভেদ-জ্ঞানীর ধ্যান ও কৃচ্ছ্রসাধন নগণ্য। ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে, ইহা বাস্তব সত্যকথা। নাস্তিক ইহার মর্ম্মার্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কখন প্রকাশ্যভাবে ভক্তিনিন্দক, কখন বা প্রচ্ছন্ন-নিন্দক বা সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন।

প্রঃ—কে হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন**?**

উঃ—যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ—এই চারিটী গুণবিশিষ্ট, তিনিই হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন। ভক্ত সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে তৃণাপেক্ষা অধম বলিয়া জানেন। নিষ্কপট না হইলে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায় না। নিষ্কামই নিষ্কপট।

কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকারীই মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণনামসংকীর্তনই পরম সাধন ও সাধ্য—একথা মহাজনগণ ও শাস্ত্র বলিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারী নিরভিমান বা নিরহঙ্কার—অমানী : তিনি জড়ের
কোন অভিমান রাখেন না।

প্রঃ—অধোক্ষজ বস্তুকে কি ক**'**রে জানা যাবে**?**

উঃ—অধোক্ষজ বস্তু হ'লেন ভগবান শ্রীহরি। সেই অধোক্ষজ বস্তু একমাত্র শ্রবণৈকবেদ্য। সাধুগুরুর নিকট সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করলে অধোক্ষজ বস্তুকে জানা যাবে।

ইহ জগতের যে সকল কথা আমরা শুনতে পাই, সে সকল কথা শুনবার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সকল কথা সত্য কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব বা শাস্ত্র আমাকে যে-সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সকল বুঝে নেবার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত বলে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তর্কপথ অবলম্বন ক'রে সে-বিষয়ে কোন সন্ধান করতে পারবো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে-সকল কথা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হ'তে

কাণ দিয়ে শুনবার সৌভাগ্য পাই, সে-সকল কথা আমাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জেনে নিতে হবে।

প্রঃ—প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন মানে কি**?**

উঃ—প্রণিপাত মানে প্রণত হওয়া বা শ্রবণ-বিষয়ে কোন প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূভাবে কাণ দিয়ে শুনা।

এই প্রণিপাত ব্যতীত শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না – প্রণিপাত ছাড়া অধোক্ষজ বস্তু জাব্বার—সাধু-গুরু-শাস্ত্রকথা বুঝবার অন্য উপায় নাই।

যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য বিষয়, তাহাই পরিপ্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর গুণবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যে প্রশ্ন, তাহাই পরিপ্রশ্ন। সন্দেহবাদী হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তা' পরিপ্রশ্ন নয়। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও পরিপ্রশ্ন নয়।

প্রণিপাত না হ'লে পরিপ্রশ্ন হয় না, আবার পরিপ্রশ্ন দ্বারা বিষয়টী মীমাংসা না হইলে সেবা ঠিক হয় না।

প্রঃ—সাধু কে**?**

উঃ—শ্রুতি বলেন—যিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সৎ। কৃষ্ণদাস্যই জীবের সত্তা বা স্বভাব। সেই কৃষ্ণদাস্যে যিনি নিযুক্ত তিনিই সৎ বা সাধু। কৃষ্ণভক্তই সাধু; ভক্তিই সাধুত্ব। ভগবানে ভক্তি যা'র নাই, তাঁকে সাধু বলা যায় না। এজন্য অভক্তই অসাধু। শাস্ত্র
বলেন--

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ ত' সাক্ষাৎ ভগবান্?

উঃ—নিশ্চয়ই। নাস্তিক পাষণ্ডিগণ বলেন—শ্রীমূর্ত্তিপূজার আবশ্যক নাই। শ্রীমূর্ত্তিপূজা তাঁহাদের মতে শ্রুতিপথের বিরোধী।

তাঁহারা বলেন—বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুগমন মাত্র, শ্রৌতপদ্ধতি নহে। তাঁহাদের কপাল ভাল হইলে তাঁহারাও একদিন বুঝিতে পারিবেন যে—শ্রীবিগ্রহ অবতার—জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবানই অর্চ্চাবতাররূপে বিশ্বে প্রকৃটিত হইয়াছেন।

পরজগতের ব্যাপার—যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার proxy বা প্রতিভূসূত্রে লেপ্যা,লেখ্যা প্রভৃতিরূপে প্রতিমা এসে উপস্থিত হন।

নামই নামী; নামীর রূপ, গুণ, লীলা-বৈচিত্র্যে ভেদ-বুদ্ধিই অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধবুদ্ধি। তাই আমার শ্রীগুরুদেব বলেন—শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু বা তোমার ভোগের বস্তুর সমান মনে করিতে নাই, তাহাতে অপরাধ হয়—নরক হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই জীবের অর্চ্চা ও অর্চ্চে—শ্রীমূর্ত্তি ও ভগবানে পৃথক্ বুদ্ধি হয়। ইহা মহা-দুর্ভাগ্যের কথা।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে-ই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সে-ই হয় যমদণ্ড॥ (চৈঃ চঃ)

পৌত্তলিকগণ অধঃপতিত, তাহাদের অর্চ্চে শিলাধী। শালগ্রাম গণ্ডকীশিলা, গুরুদেব মনুষ্যের সহিত সমান বা

মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার—ইহা নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ পৌত্তলিক নহেন। তাঁহারা অর্চ্চবস্তুতে শিলা-বুদ্ধি করেন না—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ বহির্ম্মুখ তাঁহারা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা পূজা করেন না। চিদিন্দ্রিয় দ্বারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের সেবা করিয়া ইষ্টদেবের সুখবিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের ভিতরে ভগবান্ আছেন—পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ব'লেছেন—'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

প্রঃ—আমাদের ভজনে উন্নতি হচ্ছে না কেন**?**

উঃ—কি ক'রে হ'বে? আমরা ত' বাহিরের বস্তু নিয়েই ব্যস্ত আছি। তাই বাহিরের চিন্তা—জগতের চিন্তাই প্রবল হ'চ্ছে। ভোগ্যদর্শন বা বহিদর্শন ছেড়ে অন্তদর্শন হওয়া ত' দরকার—হৃদয়দেবতার সেবার জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল হওয়া ত' ইচিত? কিন্তু তা' ত' কচ্ছি না; সুতরাং ভজনে উন্নতি হ'বে কি ক'রে? নিজ সুখের জন্য বা সংসারের উন্নতির জন্য ব্যস্ত হ'লে ভজনোন্নতি হওয়া কি ক'রে সম্ভব? স্বজনাখ্য দস্যুগণকে সুখী করবার জন্য ব্যস্ত ও উৎসাহান্বিত হ'লে আর নিত্যবান্ধব গুরুকৃষ্ণের সেবার জন্য উৎসাহ বা আগ্রহ কি ক'রে থাকবে? পশ্চিমদিকে হাঁটলে ত' আর পূর্ব্বদিকে যাওয়া হ'বে না। এত কথা বলছি তথাপি লোকের ভ্রান্তি—পরকে আপনজ্ঞান কিছুতেই ঘুছে না। লোকের কপালে দুঃখ আছে, সুতরাং আমি আর কি করবো?

প্রঃ—জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়টা কি**?**

উঃ—জীব কৃষ্ণের সেবক, সুতরাং কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতিই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু জগতের লোক নিজ স্বরূপ ভুলে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-এই চতুর্ব্বর্গকেই সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন মনে করছেন। পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রীতি সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার করতে পারে। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তিনি কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমদাতা। সেই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপেক্ষা বড় উপদেষ্টা বা শিক্ষক কেউ হ'তে পারেন না।

প্রঃ—বিষয়ী হওয়া কি ঠিক**?**

উঃ—কখনই না। আমরা ভগবৎ-সেবক; সুতরাং বিষয়ী কেন হ'ব? বিষয় জিনিষটা ত' আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য বিষয়ী হওয়া উচিত নয়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদের ব'লেছেন —যিনি ভগবদ্ভজন করতে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন।

বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার এসে উপস্থিত হলে ভগবদ্-বিস্মৃতি হয়, ভগবদ্ভক্তকে ছোট মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা করবার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন করবেন না—বিষয়ীকে দর্শন করবেন না। ঘোষা মানে বিষয়; আর যোষাধিপতিত্বের অভিমানী হ'চ্ছে বিষয়ী। বিষয়ী ত' হ'বেই না, এমন কি,বিষয়ী ও বিষয়ীর সঙ্গীকেও দর্শন করবে না। শ্রীগৌরসুন্দর ভবরোগের চিকিৎসক-সূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—বিষয়ীর সঙ্গ ক'রো না, যোষিৎসঙ্গ ক’রো না-– ক'রো না।

প্রঃ—-আমি কি শিষ্য করতে পারবো**?**

উঃ—হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে দয়া কর—বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ কর। হিংসা করবার জন্য গুরুগিরি ক'রো না, নিজে বিষয়ে ডুবে যাবার জন্য গুরুগিরি ক'রো না—গুরু সেজো না। কিন্তু যদি তুমি গুরু-কৃষ্ণের নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, তাঁদের কৃপাশক্তি লাভ করতে পার, তাহ'লে ভয় নাই। নতুবা সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ বিচার করবো**?**

উঃ—গুরুকে কৃষ্ণের ন্যায় ভক্তি করবে। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, গুরুকে ভগবানের চেয়ে কোনও অংশে কম মনে করবে না। সাধুর কর্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা, যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে, তিনিই শাস্ত্রের মা বুঝতে পারেন, হরিনাম করতে পারেন, হরিকথা বলতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। কপাল ভাল হ'লেই লোক শাস্ত্রের এই নিখুঁত সত্যকথাটা বুঝতে পারে। নতুবা সন্দিগ্ধচিত্ত হ'য়ে সংসার-সমুদ্রেই ডুবে মরে।

শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহ ন'ন। তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ কিন্তু শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute বা ভোক্তা-ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute বা সেবক-ভগবান্—আরাধক-ভগবান্। আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রিয়তম বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ইহাই গুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্ আর

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, জীবের প্রভু। শ্রীগুরুদেব বিভুচেতন—স্বাংশশক্তি—স্বরূপশক্তি। কিন্তু জীব আমরা অনুচেতন, তটস্থা শক্তি, বিভিন্নাংশ।

প্রঃ—গৌড়ীয়-ভক্ত কাহারা?

উঃ—বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্তগণ কাষ্ণ আর শ্রীরাধার ভক্তগণ গৌড়ীয়।

পরকীয় মধুররসাশ্রিত শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণই গৌড়ীয়। গৌড়ীয়ভক্তগণ ললিতার অবতার শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর অনুগত। এজন্য গৌড়ীয়গণ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। তাই মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে বলিয়াছেন—তোমার গৌড়ীয় করে এতেক ব্যবহার।

গৌড়ীয়গণের মঞ্জুরী System. শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীরাধা-মদনমোহনই গৌড়ীয়গণের উপাস্যবস্তু। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা-সহ শ্রীগোবিন্দ-চরণ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়ীয়ার নাথ॥

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥ (চৈঃ চঃ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগনের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজন-বল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন।

মদনমোহন-কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা। গোবিন্দ—অভিধেয়াধি-দেবতা এবং গোপীনাথ প্রয়োজন-অধিদেব।

সাধারণতঃ গৌরপদাশ্রিত ভক্তগণকে গৌড়ীয় বলা হয়। গৌড়দেশের ভক্তগণকেও গৌড়ীয় বলে। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়া-ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয় ভক্তগণও গৌড়ীয় ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন।

প্রঃ—ত্যাগীও কি বদ্ধ?

উঃ—ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই বদ্ধ। একমাত্র ভক্তই নিত্য কৃষ্ণসেবাপর। ভক্ত ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন। ভক্তের স্বসুখ—বাঞ্ছা নাই, তিনি সতত ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই স্বসুখকামী। এজন্য তাঁহারা দুঃখ পান। ভক্তের কামনা নাই, তিনি নিষ্কাম; এজন্য ভক্তই প্রকৃত সুখী।

ভগবৎ-সেবাই জীবের ধর্ম্ম। এই ভগবৎসেবায় শৈথিল্য আসিলেই জীব হরিসেবা ব্যতীত ভোগ্য ইতরবস্তুর—জগতের বা বিশ্বের প্রভু হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়। সুতরাং সাবধান থাকিলে ইহ ও পর জগতে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতার ব্যাঘাত নাই।

প্রঃ—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কি**?**

উঃ—জীব অণুচিৎ; এজন্য বৃহৎ-শক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্বারা তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবা-শৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত-অবস্থাই তাহার বদ্ধাবস্থা বা সেবাবৈমুখ্য। তৎফলে তাহার ব্রহ্ম হইবার বাসনা ও মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা লক্ষিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায়ই সেবাধর্ম্মে জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটে, তখন আর তাহাকে বদ্ধ হইতে হয় না। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত গুণ-মাত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। জড়তা ও চেতনা এক নহে। জড় ভোগেচ্ছা চেতনাবরণী ও বিক্ষেপিণী। ভক্তের

কৃপা হইলে স্বতন্ত্র-ইচ্ছাযুক্ত বদ্ধাবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। ভক্তের আনুগত্যই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার আর নিজ ভোগেচ্ছাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার।

প্রঃ—বহিরঙ্গা শক্তি ও চিচ্ছক্তির কার্য্য কি**?**

উঃ—নশ্বর বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত; উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়া-বিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তিপ্রকটিত; তথায় হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করেন।

চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তি-সৃষ্ট জগৎ হইতে ভেদধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ—ভেদাভেদ-প্রকাশ এবং ভগবানের তটস্থাশক্তি হইতে উদ্ভূত। ভগবানের এই তিনটি শক্তিই নিত্য। যখন তটস্থা-শক্তিপ্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখনই তাহার অমঙ্গল হয় বা দুঃখ হইয়া থাকে। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলেই বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর ভগবদুন্মুখ হইলে চিচ্ছক্তি তাহাকে ভগবৎসেবায় সাহায্য করেন।

প্রঃ—গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্বে কি বৈশিষ্ট্য**?**

উঃ—শ্রীরাধাঠাকুরাণী মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীরাধা মধুর-রসাচার্য্য-শিরোমণি।

। শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণকান্তামুকুটমণি। মধুর-রসাচার্য্য মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার প্রিয়সখী—নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরুরূপা সখী বামে প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, গুরু বা সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাহা হইতে অভিন্ন।

প্রঃ—শারীরিক সুস্থতালাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কি অভক্তি বা ভক্তিবাধক**?**

উঃ—না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কেবল ভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। কিন্তু অনর্থযুক্তভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষামূলে ভগবানের নিকট হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা তাহা বরণীয় নহে। পরন্তু বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে সুস্থ হইবার প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

প্রঃ—অসুস্থ অবস্থায়ও কি ভজন করণীয়**?**

উঃ—দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বিরত হইব না, মনে করিতেছি। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণমাত্রেই পর্যবসিত হইবে।

প্রঃ—অভক্তকে ভক্ত মনে করা কি উচিত**?**

উঃ—না। শ্রীগুরুদেব নামাচার্য্য—শ্রীনামকীর্ত্তনকারী। নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করা উচিত নয়। সদ্গুরু কাহারও ইন্দ্রিয় -তর্পন করেন না—কাহারও মনযোগান কথা বলেন না। প্রেয়ঃপন্থী ভক্তের কথা পছন্দ করেন না। তাঁহারা মনের মত কথা খুঁজিয়া বেড়ান, এজন্য তাঁরা প্রকৃত মঙ্গললাভে বঞ্চিত হন।

অভক্তকে ভক্ত মনে করা, মিছা ভক্তিকে ভক্তি মনে করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। ভক্তের সেবা বা ভক্তকে সম্মান করার সৌভাগ্য না হইলে অভক্তকে ভক্ত সাজাইবার ইচ্ছা হয়। ময়ূর-পুচ্ছ লাগাইয়া কাক কি ময়ূর হইতে পারে? নীলবর্ণ শৃগাল কি

পশুরাজ হইতে পারে? ছলনা কয়দিন ঢাকা থাকিবে? সত্য প্রকাশিত হইবেই। যাঁহারা কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহারা দুর্ব্বল নহেন, তাঁহারাই সবল বা দৃঢ়চিত্ত। কৃষ্ণসেবাই বড় জিনিষ, কৃষ্ণসেবকই বড়, ভাগ্য ভাল হইলে ইহা বুঝা যায়। ক্ষুদ্র ধনমদ, তুচ্ছ বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ প্রভৃতিকে বহির্ম্মুখতাবশতঃ বড় করিয়া তুলিলে কৃষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়া বিপদ ঘটাইবে।

প্রঃ—প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা কি ভক্তিবাধক**?**

উঃ—জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লাভ নাই। তাহা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাতকারক। প্রতিষ্ঠারূপিণী শূকরী বিষ্ঠা যে পরিত্যাজ্য, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পথ দুইটি—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ শ্রেয়ঃপন্থী ও নিষ্কাম। কিন্তু প্রেয়ঃপন্থী বিষয়ীগণ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী। এজন্য ভক্তসঙ্গই মঙ্গলকর।

প্রঃ—অসৎসঙ্গ কি পরিত্যাজ্য**?**

উঃ—বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিবার ভাগ্য সকলের হয় না। কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে কটাক্ষ করিলে আমার উপকারই হয়। কিন্তু আমার নিত্য আরাধ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া কেহ কেহ পিতৃপুরুষ সহ নরকগামী হয়, ইহাই আমার দুঃখ।

দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করাই বুদ্ধিমত্তা। মিছাভক্তের সঙ্গ করা বিপজ্জনক। যাহারা ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করে তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। আউল, বাউল প্রভৃতি ১৩টি অপসম্প্রদায় আছে। তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। সেরূপ অধঃপতিত দুঃসঙ্গকে ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রীসঙ্গীকে সৎসঙ্গজ্ঞান হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আপনি ঐসব

বিপথগামীর সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

জড়ভোগী বা জড়-রসানন্দী ব্যক্তি অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত। তাহারা মিছাভক্ত বা অসৎ। এরূপ অসতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন।

প্রঃ—কে ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যস্ত হয় না**?**

উঃ—যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে হইবে, সেই অল্পবুদ্ধি জনগণই ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে—সংসারাসক্তি বাড়াইয়া তুলে। আপনারা সে-সব লোকের জন্য চিন্তা করিবেন না। স্বকর্মফলভুক্ পুমান্।

প্রঃ—বাহাদুর হওয়া কি ভাল**?**

উঃ—না। গুরুলঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বনাশকর। অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহাতে গুরু-লঙ্ঘন-জনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত হামবড়া বাহাদুর হইবার দিকে ধাবিত না হয়। আমি অনেক সময় যাঁহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে কর্কশ ও রূঢ় বাক্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা মাপ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বলি, কিন্তু আপনার বিচার উল্টা বুঝিলি রাম হইয়া গেল, ইহাই দুঃখ।

প্রঃ—দীক্ষিত ভক্ত পিতৃশ্রাদ্ধ কিভাবে করিবেন**?**

উঃ—দীক্ষিত নামাশ্রিত ব্যক্তি দশাহের পরে একাদশ দিবসে মহাপ্রসাদদ্বারা পিণ্ড দিয়া শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইবেন। উহা মঠে আসিয়া করাই ভাল। আর যাঁহারা ভক্ত নন বা দীক্ষিত নন, যাঁহারা হরিনাম করেন না এবং সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মাস্ত্রমতে পিণ্ড দিবেন। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেতজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, উহা অধিকার-বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

স্মার্ত্তের বিচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্মার্ত্তপদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করেন না। আর মুক্তগণের বিচারপ্রণালীও স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে।

যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহারা শূদ্র-বিচারে ত্রিংশৎদিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাঁচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন। নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্তবিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোক গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত প্রচলিত আছে, সে সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।

প্রঃ—অসন্তুষ্টভাব কি করিয়া যায়**?**

উঃ—ভগবানে ভক্তি থাকিলে জীবের অসন্তোষের কোন কারণ থাকে না। এই পৃথিবীতে আমরা সেবা-বিমুখ হইয়াই কর্ম্মফলাধীন হই। কর্ম্মফলে কখনও সুখভোগ বা প্রণয়, আবার কখনও দুঃখভোগ বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হই। ভগবৎ-সেবার প্রয়োজন বোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও সুখৈষণা আমাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় মন দিবে। তাহা হইলে কেহই তোমার কোন ক্ষতি

করিতে পারিবে না। চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্টভাব প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না, বাকযুদ্ধ, দেহযুদ্ধ বা মানসিক অসন্তোষ-রূপ যুদ্ধ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না। সুতরাং তরুর ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে কুরুক্ষেত্রেই থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। যেদিন শ্রীগৌরহরি তোমাকে অন্যত্র পাঠাইবেন সেই দিনের জন্য তুমি
অপেক্ষা কর।

প্রঃ—আউল, বাউল কি বৈষ্ণব নয়**?**

উঃ—আউল, বাউল প্রভৃতি অবৈষ্ণব। তাহারা মাতাজী লইয়া কপট ভেকধারীর বেষে বেড়ায়। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চুণ-গোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক্

শাস্ত্র বলেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব**-**আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু**,** কৃষ্ণাভক্ত আর॥

আখড়াধারী বাবাজীগণ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত দুইই। সুতরাং তাহাদের দুঃসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। নতুবা হরিভজন অসম্ভব। তবে কাহারও নিন্দা না করিয়া দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। অসৎ লোক অসৎচিন্তা করুক, ভক্তগণ ভগবানের চিন্তা করুন। আমরা ভক্তের পথই অনুসরণ করিব।

প্রঃ—ঈশ্বরবিশ্বাস কি প্রচুর দরকার**?**

উঃ—আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফললাভ—নিজ নিজ ভাগ্যসাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান্ হইবে।

সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড়পুরুষ-অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না। আমরা আমাদের মানস চেষ্টায় সকলপ্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

প্রঃ—শরণাগতি কি**?**

উঃ—সকল বিষয়ে কৃষ্ণেচ্ছাই বলবতী। আমি কিছু করিব ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণের ইচ্ছা না হইলে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যাইবেই। তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি বা শান্তি।

প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।

নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রজে যাওয়া যায় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণের শুভেচ্ছা ও কৃপা হইলেই ব্রজবাস সম্ভব হয়। ব্রজযাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ।

চৈত্র মাসে আমার মথুরা যাইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণ-ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় আমাদের ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আগামী আশ্বিন মাসে তথায় যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, তাহাতে আমার কোন হাত নাই, বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরূদ্ধে চেষ্টা করিলে আমি দোষী সাব্যস্ত হইব।

হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটি ভাল থাকিবে, কিন্তু আমার মত ভজনবিমুখ হইলে তিনটিই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রঃ—**shrl** শ্রাগৌরাঙ্গদেবকে কি পতিরূপে ভজন করা যায়**?**

উঃ—বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, তদ্ব্যতীত আর সকলেই তাঁর ভোগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্ত-ভাবে বিভাবিত। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণই। জীব নিজেকে আস্বাদক (কৃষ্ণ) বলিয়া অভিমান করিলেই তাহার সংসার হইবে। কৃষ্ণভোগ্য জীবের ভোক্তা-অভিমানই পতনের কারণ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা কিন্তু তিনি আশ্রয়বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী। এজন্য মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধবিচারে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ব্যতীত তধদীনগণ শুদ্ধ দাস্যরসাশ্রিতা দাসী মাত্র। তাহাতে মুখ্যরসানন্দ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। যেখানে মধুররতিতে শ্রীগৌরসুন্দরকে উদ্দেশ্য করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। যাহারা অজ্ঞাতবশে গৌরকে নাগর বলে, সেই গৌরনাগরী-মত অশাস্ত্রীয় ও অপরাধময়। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

প্রঃ—গৃহব্রত ব্যক্তির সঙ্গ কি গর্হণীয়**?**

উঃ—গৃহব্রতধর্ম্মকে প্রবল করিবার যাহাদের ইচ্ছা, আমরা কোন দিনই তাহাদের সঙ্গ প্রার্থনা করি না। যে সকল

ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণগৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য আমাদের বাঞ্ছা প্রবল হওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। যাহারা অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে।

প্রঃ—মঠ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি**?**

উঃ—সাধারণ লোকের অনুগ্রহের উপর কিন্তু মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধ ভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই মঠ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা হয়। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ।

ভোগী ও ত্যাগীর মন যোগাইবার জন্য মঠ করা হয় নাই : পরন্তু শুদ্ধভক্তিপ্রচারের জন্যই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবাদ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।

কেবল দুই একটী টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের সম্বল নহে। বাজে লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইবার জন্য আমাদের আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু নিখুঁত সত্যকথা বলিয়া যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিয়া ধন্য হইবে।

লোক অনেকসময় আমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়েই বদ্ধজীব। হরিপ্রসন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট। অনেকেই ভোগপ্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়, হয়, জানিও শীঘ্রই গয়ায়

গিয়া প্রবলভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

প্রঃ—ভক্তের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইবে**?**

উঃ—কেনোপনিষদ্ বলেন—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের শক্তি আর থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। ভক্তিপথ বা আনুগত্যের পথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে।

প্রঃ—কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত বৈষ্ণব**-**বৈদান্তিকের পার্থক্য কি**?**

উঃ—অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষবাদের পক্ষপাতী, আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নিত্য সবিশেষবাদ-স্বীকারকারী। অদ্বৈতবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নিষ্কপট আস্তিক। অদ্বৈতবাদী আরোহবাদী আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক অবরোহবাদী। অদ্বৈতবাদী শরণাগতি-বিরোধী আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নিত্য ঐকান্তিক শরণাগতির পক্ষপাতী।

প্রঃ—ভক্তগণ কি নীতি স্বীকার করেন**?**

উঃ—যাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা কখনই অনৈতিকতার পক্ষপাতী নহেন। নিখিল সুনীতি একমাত্র ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেই পূর্ণতমরূপে আবদ্ধ। জীবাত্মার

সর্ব্বোচ্চ নীতি -বিজ্ঞানই পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ। এই শুদ্ধ অনুরাগের শেষসীমা একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণেই আছে।

মহাত্মা খ্রীষ্টপ্রচারিত উত্তমনীতিসমূহ অনন্তকোটি গুণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের প্রেম-নীতির সেবা-সময় প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমাদের বিচার কেবল লৌকিক নীতিতে আবদ্ধ নহে। লৌকিক নীতি অতিক্রম করিয়া যে অলৌকিক নীতি এবং তাহা অতিক্রম করিয়াও যে পারমার্থিক প্রেম-প্রয়োজন-নীতি, সেই নীতিই আমাদের কাম্য। যখন সেই অতিমর্ত্ত প্রেমনীতিতে কোন শুদ্ধ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন লৌকিকী নীতি-সমূহ অত্যন্ত ছোট মনে হয়, কিন্তু লৌকিকী নীতির প্রতি ভক্তের কোন প্রকার বিদ্বেষ থাকে না বা অনুরাগও দৃষ্ট হয় না। অথচ সকল নীতিই সেই প্রেমিক পুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য পরমার্থনীতির পশ্চাতে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে।

পারমার্থিকের চরিত্র কখনও নীতিহীন নহে। নীতি-বিদ্বেষী বা নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই পারমার্থিক-পদবাচ্য নহে। ব্যভিচার কখনও ভক্তি হইতে পারে না।

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা ত' অশ্লীল হইতে পারে না**?**

উঃ—জিতেন্দ্রিয়-কুল-চূড়ামণি পার্ষদ-ভক্তগণ যে কৃষ্ণলীলার আলোচনা করেন, যে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে পাপ ও সংসার হইতে নিষ্কৃতি হয়, চিরশান্তি লাভ হয়, প্রেমলাভ করা যায়, কামনা-বাসনার হাত হইতে চিরতরে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণলীলা যে কত সর্ব্বোত্তম-নীতি পরিপুষ্ট, নিখিল-নীতির কত আরাধ্যতম, তাহা জাগতিক নীতিবাদীগণ তাহাদের ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কে ধারণাই করিতে পারিবে না। কৃষ্ণের প্রেমলীলা রোমিও-জুলিয়েটের ন্যায় নায়ক-নায়িকা বা আদর্শ স্ত্রী-পুরুষের কামলীলার ন্যায় প্রাকৃত নহে।

এখানকার কাম বৃত্তিমাত্র, আর অপ্রাকৃত কৃষ্ণরাজ্যের কাম বিগ্রহ-বিশিষ্ট। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বা স্বসুখবাঞ্ছার নাম—কাম। আর কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রীতিবিধানের নাম—প্রেম। কাম—অন্ধকার, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্করসদৃশ। অপ্রাকৃত কাম অর্থাৎ প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়পূর্তিবাঞ্ছারূপ বিগ্রহবিশিষ্ট। রিপু এখানকার কামকে অবিরত তাড়না করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে কৃষ্ণের চিন্ময়-বিগ্রহ-মাধুর্য্য কৃষ্ণকামকে চালিত করিয়া থাকে।

জগতের কামের চালক রিপু, আর প্রেমের চালক – কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের লীলাকে অশ্লীল বলা যাইবে না। এরূপ মনে করাও অপরাধ। কারণ কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম-বাস্তব সত্য, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় স্বরাট্ (Spiritual Despot).

প্রঃ—ধর্ম্মের কি ক্রমবিকাশ আছে**?**

উঃ—নিশ্চয়ই আছে। ধর্ম্মজগতে দুই শ্রেণীর ক্রমবিকাশ-পন্থা লক্ষ্য করা যায়! এক শ্রেণীতে ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা আধ্যাক্ষিক-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, আর এক শ্রেণীতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিকজ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই নাস্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে ততই আস্তিকতা অপূর্ণ হইতে পূর্ণ এবং ক্রমে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে পরিস্ফুট হয়।

ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যাক্ষিক-জ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রথমে নাস্তি ক্যবাদ, দ্বিতীয় স্তরে সন্দেহবাদ, তৃতীয় স্তরে অজ্ঞেয়তাবাদ, চতুর্থস্তরে মায়াবাদ এবং অবশেষে শূন্যবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার অন্যদিকে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ-জ্ঞানের ক্রমবিকাশে অর্থাৎ চিবিলাসের বিচারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও একল-বাসুদেবের বিচার পরিত্যাগ করিয়া

লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রুক্মিণীশ এবং রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

মানব-জাতি ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে অশ্লীল মনে করিয়া রাধানাথের ধারণা হইতে রুক্মিণীশের ধারণা কিঞ্চিত ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের ধারণা অপেক্ষা এক-পত্নীব্রতধর জানকী-বল্লভের ধারণা অধিকতর নৈতিক-বিচারপুষ্ট মনে করেন।

তাঁহারা রামচন্দ্র অপেক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের ধারণাকে অধিকতর শুদ্ধভাবযুক্ত বিচার করেন। আবার পুং-স্ত্রী-মিশ্র উপাস্যবিচার অপেক্ষা একল-বাসুদেবের কল্পিত ধারণা অধিকতর নীতিপুষ্ট বিচার করেন। কিন্তু একল-বাসুদেব অর্থাৎ চিচ্ছক্তিহীন শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা নাস্তিকতা বা নির্বিশেষবাদেরই প্রথম সোপানে পদবিক্ষেপ। এইরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি বা আধ্যক্ষিকজ্ঞান ক্রমশঃ উন্মার্গে আরোহণ করিতে করিতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবিচারে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পরমচেতনকে (Over Soul) তাঁহার নিত্য চিদ্‌বিলাস-ধর্ম্ম হইতে চিরবর্জ্জিত করিতে চায়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality) ধ্বংস করিবার প্রয়াস দেখায়। ক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণ-নীতি আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়া অতি আধ্যাক্ষিক-জ্ঞানে জৈন-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবাহন করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অতি-নীতিবাদ চিন্মাত্র হইতে অচিন্মাত্রে, অস্তিত্ব হইতে কেবল নাস্তিত্বে বা শূন্যত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ মানব-মণীষাকে এইরূপে ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার হইতে পতিত করিয়া একেবারে নাস্তিকের অতল জলধিতে অচিন্মাত্র-সমাধি প্রদান করে। জীব যতই ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার হইতে

বিচ্যুত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এইরূপ ক্রম-নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হইবে।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে কি সকলেরই অধিকার আছে**?**

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী পৃথক্ বস্তু নহেন, একটামাত্র বস্তু। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার আছে। কৃষ্ণে যেমন সর্ব্বশক্তি আছে, নামেও তদ্রূপ সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষ হরিভজন করবে, স্ত্রী করতে পারবে না, সুস্থ ব্যক্তি হরিভজন করবে, রুগ্ন ব্যক্তি করতে পারবে না, যা'র গায়ে খুব জোর নাই, সে হরিভজন করতে পারবে না—এরূপ বিচার শ্রীনামসংকীর্তনে নাই। ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্তন করবো না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করবো না, আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করবো না—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-ত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে হরিনাম করতে পারিনা –এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে নাই; মল-মূত্র-ত্যাগকালে হরিনাম করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম করতে পারে; কিন্তু যারা হরিনাম ক'রে পাপ হজম করবো—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তারা হরিনাম করতে পারে না, নামবলে পাপ করবার প্রবৃত্তি থাকলে হরিনাম হয় না।

প্রঃ—-অতি অতি ক্ষুদ্র বস্তু জীব বিভু ভগবানের সেবা কি ক'রে করবে**?**

উঃ—জীব আমি অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ নহি, আমি চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ। এই অতি ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে অনন্তের সেবা করবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, অণু হ'লে

সে অনন্তের সেবা করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় —বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে দিতে পারে।

প্রঃ—সেবা জিনিষটি কি**?**

উঃ—যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম সেবা। আর যাহাতে নিজের সুখ-সুবিধা হয়, তাহার নাম ভোগ।

ভগবান শ্রীহরি এ জগতে দুই প্রকারে আমাদের নিকট আসেন—(১) অর্চ্চারূপে (২) নামরূপে। এই অর্চ্চাবতার ও নামাবতারের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা হয়,তাহাদেরই মঙ্গল হয়।

কপটতা থাকলে শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন হইবে না। শুদ্ধভক্তের নিষ্কপট সেবা ও সঙ্গ ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হইতেই পারে না। ভগবান্ ও ভক্তকে বঞ্চনা করিয়া ভক্তি হয় না। ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয়—দুইটি পৃথক্ বস্তু। ভগবানের শ্রীঅর্চামূর্ত্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। এজন্য যে সে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে পারে না। বেতনভোগী লোক দিয়ে ঠাকুরের পূজা বা রান্নাদি সেবা হয় না। সদ্গুরুচরণাশ্রিত নিষ্কপট সেবকই শ্রীবিগ্রহরূপী ভগবান্ ও শ্রীনামরূপী ভগবানের সেবা করিতে পারেন। কেননা টাকা নিয়ে ভগবৎ-সেবা হয় না—ভগবৎ-সেবা প্রাণ দিয়ে প্রীতির সহিত করিতে হয়।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যতদিন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন মঙ্গলই হইবে না। এজন্য সর্ব্বপ্রথম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা করা কর্ত্তব্য। তবে শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীনামসেবা ভগবানের সুখের জন্যই করিতে হইবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে সেবা

হইবে না। তাই আমরা সকলের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি—হে বন্ধুবর্গ, আপনারা সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ভগবানের সুখের জন্য ভগবৎসেবা করুন। মঙ্গলের বাহ্য চেহারাগুলি মঙ্গলের পথ নয়। কপটতা করিয়া যাত্রার দলের কৃত্রিম নারদমুনি সাজিয়া লাভ নাই। আপনারা সত্যসত্য ভগবৎসুখার্থ অর্চন ও কীর্ত্তন করুন, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে।

প্রঃ—আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না কেন**?**

উঃ—কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া জড় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। কৃষ্ণ কাহারও ভোগ্য নন; তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য। কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখতে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুইপ্রকার বৃত্তি—(১) কৃষ্ণকে দেখতে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই অসুবিধাদ্বয় দূর করতে পারেন—একমাত্র কাষ্ণ।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন – কৃষ্ণসেবা, কাসেবা ও নামসংকীর্ত্তন—এই তিনটীই জীবের কৃত্য। ভজনীয় বস্তু হ'লেন—ভগবান্, ভজনকারী হ'লেন—ভক্ত আর ভজনবৃত্তি হ'লো ভক্তি—এই তিনটাই নিত্য। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্যন্ত ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। মিশ্র-চেষ্টাতে ভগবদুপলব্ধি সম্ভব নয়।

আমরা কপটতা ক'রে মুখে বলছি—আমরা বিষ্ণুপাসক—কৃষ্ণের দাস; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস-ভোগী। যেকাল পর্য্যন্ত জীবে শুদ্ধা সেবা-প্রবৃত্তি উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার কোনও কৃষ্ণজ্ঞান হয় নাই জানতে হবে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হওয়ার জন্যই আমাদের এই অবস্থা। কৃষ্ণ-সেবা ও কাসেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য, যতদিন আমরা ইহা উপলব্ধি করতে না পারি, ততদিন

পর্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা যখন নিষ্কপটে কারে শরণ গ্রহণ করি, তখনই আমরা এ দুর্ব্বদ্ধি হ'তে ছুটি পেতে পারি।

যারা নিরন্তর ভগবদুপাসনা করেন, তাঁদের শ্রীহস্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজন করেন—যিনি প্রতি পদবিক্ষেপে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা করেন, সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া যিনি আর কিছুই করেন না, এমন কোন মহাপুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে- কৃষ্ণদর্শন করাইতে পারে।

কৃষ্ণভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন হরিকীর্তন করার সৌভাগ্য হয়, তখন সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও যাবতীয় অসুবিধা কৃপাপূর্ব্বক দূর করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন—দর্শন দেন।

ভোগী ব্যক্তি ভোক্তা ভগবানের দর্শন পায় না। ভক্ত-গুরুর কৃপায় যখন সে নিজেকে কৃষ্ণ-ভোগ্য, ব'লে জানতে পেরে কৃষ্ণ-সেবা ও কাসেবাকে জীবন করে, তখনই ভগবৎ-কৃপায় তাঁ'র ভগবদ্দর্শন হয়।

ত্যাগী সংসার-ত্যাগের সঙ্গে ভগবানকেও ত্যাগ ক'রেছে, এজন্য তা'র ভগবদ্দর্শন হয় না। কেবলমাত্র ভক্তই গুরু-কৃপাপ্রদত্ত ভক্তিচক্ষে ভগবানের দর্শন পায়।

প্রঃ—বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ**?**

উঃ—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। আশ্রয় কিছু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন।

বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। বিষয় মাত্র এক, কিন্তু আশ্রয় বা আশ্রিত বহু। শ্রীকৃষ্ণই সেই অদ্বিতীয় বিষয় বা বিষয়বিগ্রহ আশ্রয় বহু হইলেও মূল আশ্রয়তত্ব বা মূল আশ্রয়বিগ্রহ পাঁচটি—মধুররসে শ্রীবার্যভানবী, বাৎসল্যরসে

শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীসুবলাদি, দাস্যরসে রক্তকাদি এবং শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। অন্যান্য আশ্রয় বা আশ্রিতগণ এই পাঁচটি মূল আশ্রয়তত্ত্বের কাহারও না কাহারও আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি শ্রীরাধার তত্ত্ব বুঝা যায় না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে অপ্রাকৃত ধামে চিবিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন। কৃষ্ণসেবার জন্য যাহার লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল শুদ্ধচিত্তে এই সকল কথার মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রঃ—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি**?**

উঃ—বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড় আদরের ও ধর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে, সেই সব ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা নাস্তিক -সম্প্রদায়ের অক্ষজ-ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র : উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদাশ্রয়রূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু ভগবানের সেই সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করে 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রভৃতি নাম দিয়ে ভগবদ্বহির্ম্মুখ নাস্তিক-সম্প্রদায় মনঃকল্পিত মত বা মনোধর্ম্ম সৃষ্টি ক'রে নিজেরাও বঞ্চিত হ'চ্ছেন ও অপরকেও

বঞ্চিত করছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি উহাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে, তথাপি উহা বাস্তব সত্য হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। ভগবদ্‌বিমুখ অক্ষজজ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পরমধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম নহে। অধোক্ষজ ভগবান শ্রীহরিতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেরাই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। ইহাই আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম।

পদ্মপুরাণ বলেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

পৃথিবীতে যতরকমের আরাধনা আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের আরাধনা অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনীর আরাধনা শ্রেষ্ট, নন্দ-যশোদার আরাধনা শ্রেষ্ঠ. শ্রীদাম-সুদামের আরাধনা শ্রেষ্ট, রক্তকপত্রকের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে কিরূপ দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন**?**

উঃ—প্রকৃত শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, সেবক-ভগবান্ বলিয়াই জানেন। তিনি শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের চেয়ে কোনও অংশে কম মনে করেন না। নিষ্কপট শিষ্য গুরুকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি করেন, পূজা করেন, সেবা করেন। যাঁহারা এইভাবে গুরুর সেবা করেন না, তাঁহারা শিষ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যান। গুরুকে ভগবানের প্রকাশমূর্তি ও অভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন না হইলে কোনও দিন শুদ্ধনাম হইবে না।

আমি সরলতার সহিত গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য যথাযথ পালন করিব। আমি পৃথিবীর কাহারও

কথা শুনিয়া গুরুর অবজ্ঞা করিব না। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে দাম্ভিক হইতে হয়, পশু হইতে হয়, অনন্তকাল নরকে যাইতে হয়– আমি অনন্তকালের জন্য Contract করিয়া সেইরূপ নরকে যাইতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছাড়িয়া অন্য কোন লোকের কথা শুনিব না—জগতের অন্যান্য লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করিব। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়াইয়া দিলে জগতের কোটি কোটি লোক উদ্ধার লাভ করিবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে নাই, এমন কোন সবিচার চতুর্দশ ভুবনে নাই -যা' নাকি আমার শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটি কণা হইতেও ভারী হইতে পারে। প্রকৃত শিষ্যের এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন।

প্রঃ—সাধক আমাদের চিত্তবৃত্তি বা বিচার কিরূপ হইবে?

উঃ—সাধক অনর্থকে অর্থলাভের পূর্বাবস্থা বলিয়া জানিবেন। কারণ প্রতিকূল বিষয়গুলি পরক্ষণেই ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপকরণ—এরূপ সুবুদ্ধি হইলে ভোগবুদ্ধি আর জীবকে বিব্রত করিতে পারে না। কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, তাহাই আমাদের সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে তাহাই আমার বরণীয়। ভগবানে এইরূপ নির্ভরতাই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল হইলেই অনর্থগুলি ক্রমশঃ আপনা হইতে অপসারিত হইবে। নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিয়া আমাদিগকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রঃ—কে কৃষ্ণকে দিতে পারে?

উঃ—কৃষ্ণ এ জগতের কোন বস্তু নন। কৃষ্ণই জগদীশ্বর, কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরমেশ্বর, কৃষ্ণই পরমসত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। সেই মায়াধীশ কৃষ্ণকে এজগতের কেহ দিতে পারে না। কৃষ্ণ ভক্তেরই সম্পত্তি। এজন্য ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির শুদ্ধচিত্তেই উদিত হন।

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন, এত তাঁহার দয়া। কৃষ্ণভক্তগণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্রীনাম বিতরণ করেন। পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুও জীবের একমাত্র উপাস্যবস্তু ও বাস্তববস্তু শ্রীনাম সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে আমরা যদি কোন কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয় করিতে পারি—তাহার পাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কৃষ্ণ দিবেনই।

প্রঃ—সদ্গুরু কি উপদেশ দেন?

উঃ—এ জগতে উপদেষ্টার অভাব নাই। জগতের লোকের পরামর্শ হচ্ছে—এখানকার যে-সকল প্রয়োজন পড়েছে, আগে সে সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। কিন্তু তা'তে হিতে বিপরীত ফল হয় -প্রয়োজনের মাত্রা কেবল বেড়েই যেতে থাকে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে অনেক কিছু প্রয়োজনের মধ্যে—অনেক কিছু অভাব ও অসুবিধার মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

এ জগতে আসক্তির সহিত বাস বা আসক্তিরহিত হ'য়ে অতি বৈরাগ্য-প্রদর্শন, কোনটাই মঙ্গল আনয়ন করবে না।

জগতে যে-সকল ঠক্ ব্যক্তি সাধুর সজ্জায় ধর্মার্থকামমোক্ষের জন্য জীবকে প্ররোচিত ক'রে তথাকথিত ধার্ম্মিক করবার জন্য ব্যস্ত, সে-সকল ঠকের হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে চতুর হওয়া দরকার—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। দেবতার গুরু বৃহস্পতি, তিনি পরামর্শ দেন যা'তে ক'রে দেবতাদের বেশ ভোগ বৃদ্ধি হয়। বৃহস্পতির বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধর্ম্মের উপদেশ ভোগবৃদ্ধির জন্যই। মনুষ্যজাতির মধ্যেও অনেক ভাল ভাল লোক পরামর্শ-দাতা আছেন। কুলপুরোহিত, সমাজপতি, দেশপতি, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি যে সকল পরামর্শ দেন, তা' কেবল মানবজাতির ভোগবৃদ্ধির জন্য। আবার বশিষ্ঠের ন্যায় কুলগুরুও আছেন—তিনি নিবৃত্ত-জীবনের পরামর্শ দেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সদ্গুরু পরামর্শ দেন একমাত্র হরিভজনের জন্য। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তাঁর উপদেশের শেষ সীমা নয়! তিনি প্রত্যেক জীবের চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপদেষ্টা।

প্রঃ—কাম কি ক'রে যাবে?

উঃ—ভগবৎ-সেবোন্মুখতাই আমাদিগকে ভোগোন্মুখতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। কৃষ্ণসেবা-বিমুখতার অপর নাম—কাম। পূর্ণ বস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তের সেবাই কামের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র ঔষধ। কৃষ্ণসেবকই আমাদিগকে কৃষ্ণভক্তিবিরোধী কাম হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কাম-প্রবৃত্তি।

অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই কৃষ্ণদাস জীবের নিত্যা বৃত্তি—ইহাই সদাচার। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই কামবীজ ধ্বংস করে।

প্রঃ—ভক্ত কাহাকে বিপদ্ মনে করেন?

উঃ—যাঁহারা জাগতিক অভাব, অসুবিধা ও ত্রিতাপকে বিপদ্ মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মার্থকামকামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন। ভোগী ও ত্যাগী—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই স্ব-স্ব অপস্বার্থ পূরণের অভাবকেই বিপদ্ মনে করেন। আর ভগবদ্‌ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাহাতে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই বিপজ্জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম= অর্থ-কাম-চেষ্টা ও মোক্ষ-চেষ্টায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পনের বাধা হয় বলিয়া তাঁহারা সেই সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি চান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় ব্যাপার হইতেই পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন।

প্রঃ—আপনি ত' অনেক শিষ্য ক'রেছেন?

উঃ—আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই, সকলেই আমার গুরু। সকলের নিকটেই আমি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহাদের অকৃত্রিম ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার সুযোগ দান করেন, ইহাই প্রার্থনা

প্রঃ—সরলতা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—আমাদিগকে সরল হইতেই হইবে। কপটতা, কুটিলতা, পরচর্চ্চা দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্বুদ্ধিতা বা কুটিলতাকে সরলতা বলিয়া চালাইতে হইবে না। কারণ True Sincerity (প্রকৃত সরলতা) Seeming Sincerity (কৃত্রিম সরলতা) এবং True punctuality (অকৃত্রিম সময়নিষ্ঠা) ও Seeming punctuality (কৃত্রিম সময়নিষ্ঠা) কখনই এক হইতে পারে না। সাধু ও অসাধুর বিচার এক নহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের কথার মধ্যে না থাকিয়া অন্য কথার মধ্যে গেলে হরিভজন হইতে ছুটি লইতে হইবে।

প্রঃ—সেবা কি নিজে করিতে হইবে?

উঃ—আমাদের প্রত্যেককেই অধোক্ষজ ভগবানের সেবক হইতে হইবে। পুরোহিত বা প্রতিনিধি দ্বারা সেবাকার্য্য হয় না। কোন কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—একজন Spokesman হইয়া উপাসনা করিলেন, আর বাদবাকী সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ হইলে সেবা হইবে না। আচার্য্যের অনুগত হইয়া নিজেকে সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, হরিকথা-শ্রবণ, শ্রীমূর্তিপূজা প্রভৃতি দ্বারা মঙ্গল হইবে কিন্তু এগুলির অভিনয় হইলে মঙ্গল হইবে না। যদি আত্মসমর্পণ না করিয়া ঐসকল কার্য্যের অনুকরণ করা যায়, তবে অভিনয় মাত্র হইবে।

কৃষ্ণেচ্ছায় আমাদের নিকট যে সব অর্থাদি আসিবে তাহা সব ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া দিতে হইবে। সেবায় কৃপণতা বা শৈথিল্য করিয়া পয়সা জমাইলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আমাকে অনেকে মঠমন্দিরের একটা পাকা বন্দোবস্ত করিতে বলেন। কিন্তু আমি তাহা কিছু করিব না। যদি প্রকৃত সেবোন্মুখ প্রাণ থাকে, প্রকৃত শরণাগতি থাকে, তবে ভগবৎ-কৃপায় ঠাকুরসেবা সুষ্ঠুভাবেই চলিয়া যাইবে এবং নির্ভীকভাবে মহাপ্রভুর কথা প্রচার হইবে, নতুবা সব জাহান্নামে যাউক।

স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য আমাদের তীব্র দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা জগতে বেশীদিন থাকব না, হরিকীর্ত্তন ও হরিসেবা করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই জীবন সার্থক হইবে। আমরা কিন্তু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়নমাত্র।

প্রঃ—গৃহসেবাকে ভগবৎ-সেবা মনে করা কি ভ্রান্তি?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভোগাগার গৃহ ও হরিসেবাময় মঠ এক নয়। এজন্য গৃহ-সেবাকে ভগবৎ-সেবা বলা যায় না।

গৃহব্রতবুদ্ধি ও হরিসেবাপ্রবৃত্তি পৃথক্ বস্তু। অবশ্য হরিভজন করিতে পারিলে মঠ ও বাড়ী দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানে মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে।

গৃহ-সেবাকে হরিসেবা মনে হইলে মঙ্গলের আশা করা যায় না। অনাত্মীয় বস্তু পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি প্রীতি ও সেবাবুদ্ধি থাকিলে হরিসেবা কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতে আবদ্ধ হইলে স্বজন-স্নেহ ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িবে। 'কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র'—এই পুত্র'—বিবেক নষ্ট হইলে সংসার ও অমঙ্গল অনিবার্য্য। দীক্ষা গ্রহণের পরও যদি পিতা, পুত্র, স্বদেশ, স্ত্রী, জননী প্রভৃতি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বোধ হয় বা তাঁহাদের সেবাকেই ভগবৎ-সেবা মনে হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ হরিভজন-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে, জানিতে হইবে। এরূপ ভ্রান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কিছুকাল Living source এর সঙ্গ করা প্রয়োজন; নতুবা স্বজনাসক্তি, পুত্রস্নেহপাশ, পত্নীসহবাসসুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য তফাৎ করিয়া দিবে। তখন সংসারই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হইবে। অসৎসঙ্গপ্রভাবেই গৃহসেবাকে হরিসেবা বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ জঞ্জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ও শাস্ত্র-শ্রবণ বিশেষ আবশ্যক।

প্রঃ—God, আল্লা ও কৃষ্ণ ইহার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—The word God has got a very limited idea. We find the perfect and highest conception of theism in Krishna only. The word Allah means the greatest. Possessor of a partial quality. It is an adjective. But

Krishna is the source of all powers. He is the proper noun.

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব আশ্রিতকে কি দেন?

উঃ—গুরুদেব আশ্রিতকে বৈকুণ্ঠনাম প্রদান করেন। তিনি ভগবানেরই অভিন্ন মূর্ত্তি ও সেবকবিগ্রহ। এজন্য তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাই, অবজ্ঞা করিলে মহা-অপরাধ হয়।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠ-শব্দী ভগবানের ভেদ নাই। যেই নাম, সেই কৃষ্ণনাম ও নামী অভিন্ন। বৈকুণ্ঠনাম এ জগতের বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠনাম দৃশ্য বস্তু নহেন, তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। বৈষ্ণবগুরুর নিকটেই কৃষ্ণকথা-শ্রবণের সুযোগ লাভ হয়। ভক্ত ব্যতীত অপরে ভগবানের কথা বলিতে পারে না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা জাগতিক অধ্যাপকের নিকট গেলে মায়ার কথা শ্রবণ করিতে হইবে। ইঁহারা ভগবান বিষ্ণুর নিত্য অস্তিত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না। ইহারা ভগবদবতার ও আচার্য্যদেরে মর্ত্তবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব অনুগত শিষ্যকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। যেকাল পর্য্যন্ত গুরুতে মর্ত্তবুদ্ধি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিনামের কথা ও মহিমা বুঝা যাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবকে মানুষ মনে করিলে অনন্ত কালেও মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুকৃপাতে শ্রীগৌরসুন্দর ও ব্রজধামের সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণমন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও এত অসীম শক্তিশালী মন্ত্র আর কিছুই নাই। কৃষ্ণমন্ত্রে সিদ্ধি হইলে সর্বপ্রকার মনোধর্ম্ম থামিয়া যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে। সেস্থানে তিনি সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই গিরিবর গোবর্দ্ধনকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের অপর মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন। মনোধর্ম্ম যুক্ত হইলে গোবর্দ্ধনকে প্রস্তর রূপে দর্শন হয়। শ্রীমতী বার্ষভানবী যেস্থানে ক্রীড়া করেন, তাহা জড়-জগতের কাদামাটির তৈয়ারী জিনিষ নয়, উহা দিব্যচিন্তা-মণিময়। শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ-সেবা-লাভের আশা যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হয় এবং যাবতীয় মঙ্গল উদিত হয়। মাপাধর্ম্ম বা জড়নীতির দ্বারা কৃষ্ণকে কখনও জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে পারা যায়—

একমাত্র কেবলা ভক্তি দ্বারা। এই ভক্তি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই লাভ হয়।

একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই। এজন্য জগতে কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার আবশ্যক। এই কৃষ্ণকথা বা বৈকুণ্ঠকথা ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতেই শুনিবার সৌভাগ্য হয়।

আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণের কথা পরিত্যাগ করিয়া হাড়মাংসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। এজন্য জড়বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় হইতেছে, আত্মা বা Soul এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইতেছে না।

প্রঃ—ভক্তের ক্রিয়াকলাপ কে বুঝিতে পারে?

উঃ—যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তের আচরণ ও শিক্ষা অনুশীলন করেন, তাঁহারাই দুর্জ্জেয়-চরিত্র ভক্তগণের কৃপায় তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের চালচলন

অন্যে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। অক্ষজ-জ্ঞান দ্বারা কখনও বৈষ্ণবের চরিত্র বুঝা যায় না। ভক্তের বাহ্য আচরণে তাঁহাকে সব সময় ধরা যায় না। আমরা যদি ভাগ্যক্রমে ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তবেই আমাদের মঙ্গল হয়। অক্ষজ-জ্ঞানে মাপা-ধর্ম্মটা জীবের অসুবিধা ঘটায়।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবের উপদেশ কি প্রত্যহই আলোচ্য?

উঃ—বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। প্রত্যহ তাঁহার উপদেশ আলোচনা ও শ্রবণ না করিয়া অন্য কর্ম্ম করিলে ভয়ঙ্কর দুঃখকে ডাকা হইবে। গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গই করণীয়। ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ, সিদ্ধ ও অসিদ্ধ এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না, চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ-ভক্তগণের সঙ্গই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর।

প্রঃ—কিসে চিরস্থায়ী মঙ্গল হ'বে?

উঃ—যেদিন আমরা ভোগপর ও ত্যাগপর হই, সে-দিন যথেষ্ট লাভবান্ হ'লাম মনে করলেও আমাদের সেই লাভ অতি অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-সেবা চিরস্থায়ী। এতেই নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

বিষ্ণুসেবা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই হয়। যদিও প্রাক্তন কর্ম্মদোষে আমি ভোগী হ'য়ে পড়েছি, তথাপি একমাত্র গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই আমাকে ভোগ ও ত্যাগ যে আত্মধর্ম্ম নহে পরন্তু মনোধর্ম্মমাত্র ইহা জানাইয়া দিতে পারে।

আমি অযোগ্য সত্য, কিন্তু আমি যদি গুরুবৈষ্ণবের কিছু সেবা করতে পারি, তা' হ'লেই যোগ্য হ'তে পারবো। গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত যোগ্য হ'বার বা মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। বিষ্ণুসেবা কি ক'রে করতে হয়, তা' আমরা প্রথমেই জানতে পারি না। তারতম্য বিচার করতে গিয়ে বুঝি—বিষ্ণুসেবা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তের সেবা সবচেয়ে বড়। বিষ্ণুর কোন প্রকার সন্ধান ইহ জগতে না পেলেও যাঁরা বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁদের সেবা করলে কি প্রকারে বিষ্ণুর সেবা করতে হয় জাতে পারি।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সেবার কথা জানা সম্ভব নয় ব'লে হতাশ হবার কিছু নাই। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। যাঁরা অধোক্ষজবস্তুর সেবায় নিযুক্ত, তাঁরাও অধোক্ষজ বস্তু। তাই তাঁদের নিকট অধোক্ষজের সেবা অজ্ঞেয়, দুয়ে বা পরোক্ষ নহে; অধোক্ষজসেবা অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকগণের সেবা-প্রস্ফুটিত আত্মার প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবকে প্রভুপাদ বা বিষ্ণুপাদ বলা হয় কেন?

উঃ—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ কৃষ্ণচৈতন্য বা হরিস্বরূপ বলিয়া বিষ্ণুপাদ বা প্রভুপাদ বলিয়া অভিহিত হন।

প্রঃ—কর্ম্ম কি?

উঃ—নিজের সুখ-সুবিধার জন্য এবং অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। তাহাতে কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানের কোন কথা নাই। স্ব-পর-সুখানুসন্ধানই তাহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য। আর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের নাম হ'লো ভক্তি।

সংসারটা সাধারণের পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু ভক্তের পক্ষে সংসারটা হ'লো ভাক্তিসাধনক্ষেত্র। কর্তৃত্বাভিমানে সংসারে যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। আর গুরু-কৃষ্ণদাস-অভিমানে ভগবৎ-কর্তৃক চালিত হইয়া ভগবানের কার্য্যবোধে যাহা করা যায়, তাহা ভক্তি।

কর্ম্ম কতক্ষণ করণীয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মত্‌কথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যতদিন কর্মের প্রতি নির্ব্বেদ বা বিরক্তি না আসে, ততদিন কর্ম্ম করিতে হইবে। অথবা ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গফলে যদি কাহারও ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা বা রুচি হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না।

এই দুইটি লক্ষণ মধ্যে যাহার একটিও প্রকাশ পায় না, তাহাকে সংসারক্ষেত্রে কর্ম করিতেই হইবে।

হরিকথায় শ্রদ্ধা বা রুচিই ভক্তির মূল। হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয়ঃ—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা বা হরিকথায় রুচির লক্ষণ।

যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা ও রুচি, তাহাই তাহার মুখ্য বা প্রধান কার্য্য এমতাবস্থায় বলবান সাধুর সঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মোনুখতা বা ভোগোন্মুখতা ছাড়িয়া সেবোন্মুখতা লাভ করিবার বা সেবোন্মুখ হইবার অন্য কোন পন্থা নাই। সুতরাং ব্যস্ত, চঞ্চল বা হতাশ না হইয়া Living Source এর নিকট বীর্য্যবর্ত্তী হরিকথা শুনিয়া তাহা নিজ জীবনে পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করাই বুদ্ধিমত্তা বা চাতুর্য্য। তাই শাস্ত্র বলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

প্রঃ—অনুক্ষণ হরিভজন কি করিয়া করা যাইবে?

উঃ—অনুক্ষণ ভজনরত জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে সব সময় থাকিলে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করিবার সৌভাগ্য সেই মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপায় সহজেই হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অন্তর্মনা হৈয়া॥

মহাজনও গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

প্রঃ—হরিকীর্ত্তন কি অনুক্ষণ করণীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—**"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"**। সদা শব্দে কালের কোন ব্যবধান নাই জানা যাচ্ছে। মানুষের মুহূর্ত্তমাত্রও অন্য কোন কাজ নাই—অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই-হরিকীর্ত্তন ছাড়া; এমন কি পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকীর্ত্তন করতে হবে। অনভিজ্ঞ লোক আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অবুঝ বলুক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমরা ভগবানের কথাই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করব। জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথা শুনবার জন্য গ্রাম্যবার্তাবহ পাঠ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্তার আবহাওয়ার আমাদিগকে সব সময়েই ঘিরে রেখেছে। আমরা বলছি—সকলে রোজ রোজ চৈতন্য-কথা শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা শুনা হইলে চৈতন্য-কথা আলাপ করুক,

অনুক্ষণ চৈতন্যকথার আবহাওয়া ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্যকথা ছাড়া অচৈতন্য কথা না থাকে। চৈতন্যানুশীলন অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখতে হলে আমাদিগকে অনুক্ষণ চৈতন্যের কথার ভিতরে থাকতে হবে। আজ অচৈতন্যবাদী বহুলোকের বাধা সত্ত্বেও বহু অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অচৈতন্য বিশ্ব এমন অনর্থরোগে প্রপীড়িত হ'য়ে রয়েছে-এমন অচেতনার নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে যে, তারা মঙ্গলের ঔষধটী গ্রহণ করবে না, আর বাদবাকী সব করবে, চৈতন্যকথা কিছুতেই শুনতে চাইবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সব খরচ ক'রে অচৈতন্য কথা শুনবে—নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আনবে—কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ আরও বৃদ্ধি করবে—শেষে নরকে চলে যাবে, তথাপি রোজ রোজ একটুকু ক'রে চৈতন্যের কথা শুনলে কত মঙ্গল হ'তে পারে—কত সুবিধা হতে পারে, সেই মঙ্গল—সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না; কিছুতেই মঙ্গল নেবো না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে তারা ব'সে রয়েছে। তথাপি অচৈতন্য জগতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় উপড়ে ঠেলে ফেলে চৈতন্যভক্তগণ রোজ রোজ চৈতন্যের বার্ত্তাৰ নদীয়া-প্রকাশকে জগতে প্রকাশ করছেন।

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করণীয়?

উঃ—আমাদের গুরুবর্গ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ঠকের ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এজন্য কর্ম্মের পথ ও জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির পথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যাঁরা সেই পথের পথিক সেই ভক্তগণের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজনীয়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গই করণীয়। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয়।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী ইহারা সকলেই অভক্ত এবং স্ব-পর-বঞ্চক। তজ্জন্য ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ অমঙ্গলজনক।

প্রঃ—আনুগত্য কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। স্বতন্ত্র হইলে হরিভজন হয় না। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখনও ভক্ত হইতে পারে না। আচার্য্যের আনুগত্য করিলেই মঙ্গল হয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণেরই ভিন্ন ভিন্ন মত হয়। শতকোটী গোপীর শতকোটী মত হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়িয়া যায়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্য ব্যতীত মাধবের মন রাখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অন্তরঙ্গ নিজজন ও অভিন্ন মূর্ত্তি। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই গুর্ব্বানুগত্য বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন রাস্তা নাই।

প্রঃ—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার কিরূপ?

উঃ—মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছু বুঝিতে চাহে না। শত সহস্র লোকের অসুখ ও অসুবিধার বিনিময়ে আমার সুখ-সুবিধা হউক, ইহাই কর্মীর চিন্তাস্রোত। জ্ঞানীর বিচার—জগতের সুখ ও অসুখ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ হইয়া যাওয়া। কর্ম্মী নিজের শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে ব্যস্ত। আর জ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। উভয়ক্ষেত্রেই ভগবানের শক্তি বহুমানিত বা স্বীকৃত না হওয়ায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ গ্রহণ না করিয়া ভক্তির পথই গ্রহণ করেন। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং ভগবানের সুখবিধানই ভক্তের বিচার। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সমস্ত কার্য্য ও সমস্ত জ্ঞানকে নিয়োগ করিয়া থাকেন।

ভগবানকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করার নামই ভক্তি বা একায়ন পন্থা। তদ্ব্যতীত অন্য বিচারে ধাবিত হইলেই অভক্তি বা বয়ন-পন্থা আসিয়া যায়। বয়ন-পন্থী বীশ্বরবাদী হইয়া যে সকল বিচারকে বহুমানন করেন তাহা তাঁহাদের বিচারে ঠিক হইলেও ভক্তির বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আমার চিত্তবৃত্তি যেখানে পরিপূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় উন্মুখ, সেখানেই জানিব সাধুতা, নতুবা সর্ব্বত্রই অসাধুতা বিরাজিত।

ভক্তগণ নিষ্কাম। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় স্ব-সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্রও তাঁহাদের নাই। ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত এবং তৃণাদপি সুনীচ। ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোন কার্য্য বা চিন্তা নাই। এইজন্য ভক্তগণ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী; কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই সকাম বলিয়া অশান্ত বা দুঃখী। শাস্ত্র বলেন-–

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

প্রঃ—সংসার-প্রবৃত্তি কি থামান দরকার?

উঃ—নিশ্চয়ই। সংসার করিবার প্রবৃত্তিগুলি যদি থামাইবার জন্য ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। এইজন্য ইন্দ্রিয়-চালনাকে থামান দরকার। উহাদিগকে না থামাইলে সংসার-প্রবৃত্তি যাইবে না এবং দুঃখও দূর হইবে না। বাস্তব বস্তুর অনুসরণ করা আবশ্যক; তাহা হইলেই সংসার-বাসনা থামিয়া যাইবে, চতুর্ব্বর্গের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্ত মঙ্গলময় হইয়া উঠিবে অর্থাৎ পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।

যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন, তাঁহার সকল কামনাই নষ্ট হয়। যেহেতু কৃষ্ণ—কামদেব, সেইহেতু সকল কামনা তাঁহারই সেবা করিবে, অন্যের-সেবা করিবে না। যিনি কৃষ্ণকে

হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ত' নিজে ভোগী নহেন যে, কামনাগুলি তাঁহার সেবা করিবে।

আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার রাস্তাটি যখন অনুসরণ করি না, তখনই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ-পথে চলে। তখন আমরা বুঝি না যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক—একমাত্র কৃষ্ণ। মনুষ্য-দেহ হরিভজনের জন্য পাইয়াছি। এই দেহ-তরণীর দ্বারা গুরু-কর্ণধারের নিয়ামকত্বে আমরা ভবসিন্ধু পার হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরার ব্যবস্থা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য?

প্রঃ—আমাদের মঙ্গল কিসে হবে?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্য বস্তু। সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্রভুর কথা সব সময় আলোচনা হোক। তা' হ'লেই জীবের মঙ্গল হবে—সকলেরই অতি-মানুষিক-বৃত্তি করতলগত হ'বে—অতিমর্ত্য বিষয়ের উপলব্ধি হ'বে—বাস্তব-সত্যের সন্ধান পেয়ে মনে হ'বে—একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কথাই মঙ্গলজনক, আর সব কথাই অমঙ্গলের কারণ।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে প্রভৃতি ব'লে আমাদিগকে কতভাবে assurance দিচ্ছেন, কত সুযোগ দিচ্ছেন, বলছেন—তাঁকে আশ্রয় করলেই মঙ্গল হবে, নিজের দায়িত্বে সকলের মঙ্গল করবার ভার নিচ্ছেন, কিন্তু কই, সে কথা ত' আমরা বিশ্বাস করছি না। তাই সেই কৃষ্ণই স্বয়ং আবার এ জগতে এলেন সেবকের ভাব নিয়ে—গুরুর কার্য্য নিয়ে। তিনি গৌরাঙ্গরূপে এসে বলেন—আমি কৃষ্ণের সেবকমাত্র। যদি কেউ আমার কথা শুনতে চাও, শুনতে পার, সকলেরই মঙ্গল হ'বে। স্বয়ং কৃষ্ণই সেবকের ভাব অঙ্গীকার ক'রে—স্বয়ং কৃষ্ণই

আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃষ্ণান্বেষণ ক'রে জগৎকে বুঝাতে লাগলেন—কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরমোপাস্য, তাঁর চরণাশ্রয় করলেই—তাঁর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদির অনুশীলন করলেই সকলের বাস্তবমঙ্গল লাভ হ'বে।

প্রঃ—ভগবৎ-তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশিত?

উঃ—ঈশতত্ত্ব পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী, অর্চ্চা। ইঁহারা প্রভূতত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত সকলেই বশ্যতত্ত্ব বা সেবকতত্ত্ব। প্রভু সেবকমণ্ডলীর সেবা গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ঈশতত্ত্বের নিজ নিজ সেবকগণের সহিত আদান-প্রদান আছে। ঈশ্বর যাঁহাদের উপর ঈশিতা (প্রভুত্ব) করিবেন, তাঁহারা না থাকিলে ঈশিতা-কার্য্য হয় না। এজন্য প্রত্যেক ঈশতত্ত্বের সেবক আছে।

প্রথমে অর্চ্চাবতারের পূজা উপকরণ দ্বারা সাধিত হয়। মানস-পূজার দ্বারা অন্তর্যামীর পূজা হয়। অতঃপর রামাদি বৈভব-অবতারের পূজা। শ্রীরামাবতারে হনূমান ও সুগ্রীব তাঁহার সেবক ছিলেন। বৈভব-অবতারের পূজা তখনই সম্ভব হয়, যখন তিনি সেবককে দেখা দেন। তৎপরে ব্যূহতত্ত্বের বিচার। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ – এই চতুর্ব্যূহ; তৎপরে পরতত্ত্ব কৃষ্ণের কথা।

আমরা নীচ হইতে উপরে উঠিবার জন্য up-hill work করি এই পরতত্ত্বাভিমুখে অভিযানের পথে first of all অর্চ্চা will help us. এইজন্য শাস্ত্র ব'লেছেন—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি immanent, Pure unalloyed conscience is চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী is an internal Entity but He is not an outside Entity.

কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা এজগতে এসে পড়েছি। We have come far off from our eternal Home. We are to go back there. Our first aid is অর্চ্চা, second অন্তর্যামী, third বৈভব, fourth ব্যূহ, fifth পরতত্ত্ব।

সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তৎফলে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহুজন্ম অর্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। করুণাময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কথা দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্ তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

শাস্ত্র বলেন—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু-চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥

(চৈঃ চঃ)

বৈভবতত্ত্ব শ্রীরামাদি অবতারগণ জীবের সহিত কথা বলেন, উপদেশ দেন, শাসন করেন এবং তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় নির্ধারণ করেন। ব্যূহতত্ত্বের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। একমাত্র বস্তু পরতত্ত্বই চারিপ্রকারে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ঈশতত্ত্ব জানা যায়। শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার পারে॥

আমাদের ধারণা অর্চ্চা বা শ্রীবিগ্রহ inanimate; কিন্তু অর্চ্চাবতার জড়বস্তু নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার?

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত, পাষণ্ড।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥

শ্রীগুরুদেব Intermediate-রূপে আমাদিগকে সাহায্য করেন।

অর্চ্চা, অর্চ্চন ও উপাসকের মধ্যস্থলে Guide আছে। কারণ, যদি অর্চ্চা ও অর্চকের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহপূজা ছেলেপিলের পুতুল-খেলা হইয়া যাইবে। পুতুলপূজা দরকার নাই, কিন্তু ভগবানের পূজা দরকার আছে।

যাঁহাকে পূজা করা যায়,তিনি অর্চ্চা। অর্চ্চাবতার সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবানই আমাদের কল্যাণার্থ অর্চাবতাররূপে প্রকটিত। সাধারণ লোকের ধারণা—অর্চ্চা প্রতিমামাত্র, অর্চ্চা যায় না, Initiative নিতে পারে না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইলে তাঁহদের এই ভ্রান্তি অপসারিত হইবে।

পরতত্ত্বের সকলেই শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন করিলে আর সকলে শ্রবণ করেন। কিন্তু আজকাল জগতে উহার উল্টা নিয়ম হইয়া গিয়াছে। ভাড়াটিয়া কথক ও পাঠক শ্রবণ না করিয়া অর্থাৎ শিষ্য না হইয়াই গুরুর আসনে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। শ্রীগুরুদেব কি বস্তু এবং তাঁহার উপাসনা কিরূপ, তাহা জানা দরকার। শাস্ত্র বলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা আমাদের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করেন। আমাদের জড়চক্ষুর ছানি অপসারিত হইলে আমরা foreign elements এর বিচার হইতে অব্যাহতি পাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট নামমাত্র আসিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইল মনে করিতে হইবে না। গাছের নীচে আসিয়াই নারিকেল পাইয়াছি মনে করা মিথ্যা। গাছে উঠিতে হইবে এবং নারিকেল পাড়িয়া ছোবড়া ও মালা ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া যাইবে। গুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্যে ভজন ও যোগের পন্থা এক নহে। ভক্তিযোগ ব্যতীত সুবিধা হয় না। যদি কেবল খাই দাই থাকি আর বেদান্ত ও ন্যায় পড়ি, তাহাতে সুবিধা হইবে না। ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিলে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায় না। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করিলেই মঙ্গল হয়।

প্রঃ—গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের বিচার কিরূপ হয়?

উঃ—সমগ্র জগদ্বাসী আমার মান্য বা নমস্য—এই বিচার না আসিলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার করিতে পারি না। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। আমার গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তি

জগদীশের বিদ্বেষী-জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী, এই বিচারটা না আসিলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হইতে পারি না শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না-আমার লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইয়া হরিকীর্ত্তন করিতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠা থাকিলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যাইতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যাইতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

প্রঃ—আমরা কি করবো?

উঃ—নিজের সকল অহমিকা ছেড়ে দিয়ে ভগবৎ-পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। কর্ম্মে ফলভোগবাদ আমি recipient (ভোক্তা), জ্ঞানেও আমি recipient কিন্তু ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু recipient; এজন্য ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা ক'রে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত, আমাকে কেবল তৎপর হ'য়ে সাদরে সেই কৃপা বরণ করতে হবে।

শিষ্য করতে হ'বে না, নিজে শিষ্য হতে হবে বৈষ্ণব সকলবস্তুতে গুরু দর্শন করেন। অপরকে শিষ্য বা সেবক মনে হ'লে হরিকীর্ত্তন হ'বে না। কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়েও ২৪ ঘণ্টা গুরু-বৈষ্ণবসেবা করতে হবে। তবেই মঙ্গল হবে।

আমরা অহঙ্কারবশে কোন কাজ করবো না বা কোন কথা বলবো না। যদি করি বা বলি, তবে আমাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব এসে যায়। নিত্যকাল হরিকীর্ত্তন করাই আমাদের কাজ। আমরা যদি ভগবানের কথা তাঁর নিজজন শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাবাহী দাসসূত্রে বলি, তা' হ'লে আর দায়িত্ব থাকে না। সুবিধা হউক, আর অসুবিধাই হউক, তা'তে আমার ব্যক্তিগত

দায়িত্ব নাই। পিয়ন লোকের কাছে যে সংবাদ এনে দেয় বা বিলি করে, সংবাদ সম্পর্কে তা'র কোন দায়িত্ব থাকে না। আমাদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের বড় ভরসা আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা বলবো। তাতে আমাদের অসুবিধার কোন কথা নাই। আমরা গুরুদাসসূত্রে তদানুগত্যে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করবো তাতে আমাদের কোন অসুবিধা ত' হ'বেই না পরন্তু মহামঙ্গল হবে।

অপূর্ণবস্তুর সঙ্গ ও সেবা দ্বারা অমঙ্গল হয় আর পূর্ণবস্তুর সঙ্গ ও সেবা দ্বারা আমাদের মঙ্গল লাভ হ'য়ে থাকে। পূর্ণের জন্য পূর্ণ যত্ন করা দরকার। অপূর্ণের জন্য দিনটা কাটিয়ে দিলে অপূর্ণ জিনিষ লাভ হবে। এজন্য এজগতে থাকাকালে জগজ্জীবের একমাত্র কর্তব্য – হরিকথা-শ্রবণ। শ্রবণ অন্য এক ব্যক্তির কীর্ত্তনসাপেক্ষ। সবসময় সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের সুযোগ না হ'লে নিজেই অনুকীর্ত্তন ক'রে পূর্ণবস্তুর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা সঙ্গত।

প্রঃ—ত্যাগী হওয়া কি ভাল?

উঃ—কখনই না। আমরা ভোগীও হ'ব না ত্যাগীও হ'ব না। আমরা ভগবানের ভক্ত বা সেবক হ'ব।

নহেন।

যাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কাঙ্গাল, তাঁরা কপটী, তাঁরা ভক্ত ভোগী হ'লো ধর্ম্মার্থকামী। ত্যাগী হ'লো মোক্ষকামী। আর ভক্ত—কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী।

ফল্গু-ত্যাগী হ'তে গেলে আমি ভোগ থেকে বাহ্যতঃ বেঁচে গেলাম সত্য, কিন্তু উহা খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যার নীতিমাত্র। এতে কিছু পাওয়া না পাওয়া উভয়ই আমার সম্বন্ধে, ইহার মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু ভক্ত কৃষ্ণপ্রীতির জন্য

ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাই তিনি নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়া চিরসুখী হন।

ভগবানকে দিয়ে নিজের সুখ-সুবিধা ক'রে নেবো—এই বিচারে নানা অসুবিধা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে—কৃষ্ণ সেজে প্রকৃতি ভোগ করবো, কেউ বলছে—স্ত্রীলোক সেজে কৃষ্ণ ভোগ করবো—উভয়েই সকাম। প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত না করলে হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ হ'য়ে যাবে—-ভক্তি হ'বে না।

কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটাই অভক্তি। এতে ভগবানের কোন কথা নাই। ভোগ ও ত্যাগের মূলে আছে কেবল নিজ-সুখ-তাৎপর্য্য কিন্তু ভক্তিতে ভগবৎসুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন অভিসন্ধি নাই।

প্রঃ—আমাদের প্রধান কার্য্য কি?

উঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বা শিক্ষা নিজ জীবণে আচরণ পূর্ব্বক তাহা সর্ব্বত্র প্রচারই আমাদের প্রধান কার্য্য। তাহাতেই নিজের ও অপরের মঙ্গল হইবে।

বড় দরিদ্র জীব আমরা কদাপি দরিদ্রনারায়ণ নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা কমাইবার জন্য ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন – ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়।

মহাপ্রভুর আদেশ—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥”

জগতে মায়িক নামই সর্ব্বত্র চলিতেছে, বৈকুণ্ঠনাম প্রচারিত হউক। পাঞ্চরাত্রিক মতে শ্রীমন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন, আমাদের সহিত ঠাকুরের সেবা-পূজা হউক, তাহাতে

লোকের মঙ্গল হইবে। কিন্তু Better class—Higher class যাঁহারা তাঁহাদের প্রচারকার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। প্রচুর পরিমাণে বৈকুণ্ঠকথা বলিতে হইবে, এজন্য অনেক করিয়া Pamphlet (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ) ছাপা হউক, তাহাতে বহুল প্রচারের সুবিধা হইবে।

বড়লোক-ধনবান ও শিক্ষিত লোক যাঁহারা, তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলেও তাঁহারা এসব কথায় কর্ণপাত করিবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া সময় নষ্ট করা কি প্রয়োজন? এজন্য আমরা বলিতেছি—আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক। তাহাতে তাহারা দেখুন-দর্শনশাস্ত্রে কতটুকু কি আলোচনা হইয়াছে, আর আমরা কত বড় জিনিষটী বলিতে বসিয়াছি।

দাম্ভিক লোক কখনও প্রচার কার্য্য করিতে পারে না। অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া আমিই প্রচারক এই প্রকার অভিমান করে, এজন্য বাস্তবসত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং তাহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে না।

মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচ ও মানদ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন : তৃণাদপি সুনীচ না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। পরচর্চা লইয়া দিনটা কাটাইয়া দিলে মঙ্গল হইবে না। আমার ভাল কিসে হয়—ইহাই বিচার্য্য হওয়া উচিত। পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে ইহাই মহাজন-বাক্য। অন্যাভিলাষী অন্য কর্ম্ম করুক, আমার তাহা লইয়া কি দরকার? অন্য লোকের অসুবিধা হইয়াছে বলিতেছি, কিন্তু আমি তা তাহাদের অপেক্ষাও মন্দ। এজন্য আমার মন্দ মনকে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। Dissuading policy

(নিরসন পন্থা) লইয়া অন্য লোককে আক্রমণ করিয়া বেড়ান কখনও প্রচারকের কার্য্য নহে, উহা প্রতারকের কার্য্য।

আমরা নিজ কার্য্য ভুলিয়া নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের হৃদয়ে যে আবর্জনা জন্মিয়াছে, তাহা weed out করিবার জন্য যত্ন করা দরকার। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তথাপি উহাই আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নতুবা আচারহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন না করিলে অপরকে হরিভজন করান সম্ভব নয়।

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন। কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেবই মূল প্রচারক। তাঁহার আনুগত্যেই প্রচার করিতে হইবে। নতুবা প্রচার হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

আমাদের কলিযুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।

শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামী আমাদের গুরু। ইঁহাদের আনুগত্য করিতে হইবে। শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত ভজন হইবে না। শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিই আমাদের সম্বল হউক, তবেই মঙ্গল হইবে। ভক্তি-রাজ্যে দাস্যের বিচারই প্রবল। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সকল রসেই দাস্যভাবের প্রাবল্য।

প্রঃ—গুরু কে?

পিতা-মাতা-গুরু-সখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥

(চৈঃ চঃ)

উঃ—যিনি সংসার-রূপ মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। মরে যাব এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই সদ্গুরু। যাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কারো কথা শুনব্বার আবশ্যক বোধ

হয় না—অন্য কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই গুরুদেব। সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান আমার সকল মঙ্গলের ভার যাঁর করে অর্পণ ক'রেছেন, তিনিই সকল কল্যাণের আকর শ্রীগুরুপাপদ্ম।

যাঁর কৃপায় কর্তৃত্বাভিমান দূর হয়, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি শ্রৌতবাণী আমাদের কর্ণে প্রদান করেন, যিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ক'রেছেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন, সেই কৃষ্ণ-শক্তিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে মায়াশক্তির কবল হ'তে মুক্ত ক'রে দেন।

সমগ্র জগদ্বাসী আমাদের মান্য বা নমস্য, সমগ্র জগৎ গুরুসেবার উপকরণ, সকলেই আমার সেব্য বা গুরু, আমি কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম—এই দিব্যজ্ঞান যিনি প্রদান করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

প্রঃ—ভক্তিমার্গ কি?

উঃ—যে-পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই অভক্তিমার্গ। কৃষ্ণের শুদ্ধ-সেবায় কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। শুদ্ধভক্তি জিনিষটি—কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন।

ভক্তিমার্গে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য, কিন্তু অভক্তিমার্গে কৃষ্ণসুখের কোন কথা নাই, তাহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথ।

প্রঃ—কে আনুগত্য করিতে পারে না?

উঃ—অধোক্ষজ-বস্তু কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন কথা নাই। সেই পরমসেব্য বস্তুর সেবা

আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানে আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ সুষ্ঠুভাবে হয় না।

প্রঃ—গুরুবৈষ্ণব কি আমাদের সকল-কার্য্যই অনুমোদন করেন?

উঃ—কখনই না। সদ্‌বৈদ্য যেমন রোগীর মনোমত কথা বলিতে পারেন না, সদ্‌গুরুও তদ্রূপ বদ্ধজীবের মনযোগান কথা বলিতে অসমর্থ। যাঁহারা সাংসারিক সুখ-শান্তি-লাভের জন্য পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করেন ও করিবেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত তাঁহাদের ন্যায় সুনীতিপরায়ণ নহে; কারণ আমরা শ্রৌতপন্থী, ভক্তিনীতিই আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের বিষয়। তাই আমরা গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উদাসীন হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দিতে পারি না, অপরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারি না। আত্মধর্ম্ম ভগবৎসেবা ছাড়িয়া মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের সেবা করিবার সময় আমাদের নাই।

প্রঃ—ব্রাহ্মণ কে?

উঃ—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান করেন। যিনি দেহধর্ম্মী বা মনোধর্ম্মী নহেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞই ব্রাহ্মণ।

প্রঃ—দেহের সার্থকতা কিসে হবে?

উঃ—দেহ জড় পদার্থ। এই হাড়-মাংসের থলের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। এগুলিকে গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় লাগাতে পারলে সুবিধা হ'বে। জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি ভগবানের সেবায় লাগলে মঙ্গল হয়।

প্রঃ—কোন ভক্তের সেবা কিভাবে করণীয়?

উঃ—শতকরা একশত কার্য্য মহাভাগবতের জন্য করতে হবে। আর ৬৬৬ recurring কার্য্য মধ্যম-ভাগবতের জন্য করতে হবে। ৩৩৩ recurring কনিষ্ঠ-ভাগবতের জন্য করতে হবে।

প্রঃ—গুরুকে ভোক্তা-ভগবান্ মনে করা কি ঠিক?

উঃ—কখনই না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা-ভগবান্ বা গোপীনাথ নহেন। গুরু হ'লেন—সেবক-ভগবান্। গুরু—ভগবান্ হইয়াও ভগবৎপ্রেষ্ঠ ভক্তরাজ। গুরু—আশ্রয়বিগ্রহ; তিনি কৃষ্ণের ন্যায় বিষয়বিগ্রহ বা রাধার ন্যায় মূল আশ্রয়বিগ্রহ নহেন।

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করবার চেষ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদ মাত্র। উহা মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা।

শাস্ত্র বলেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে, আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে কৃষ্ণভজনের কথাই শাস্ত্র বলেন।

প্রঃ—হরিভজন করা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। আর সময় নষ্ট না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণের কৃপা-লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কি বালক, কি বৃদ্ধ,

কি যুবক, কি যুবতী, কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলের পক্ষেই এই কথা। কারণ জীবন কখন শেষ হইবে তাহার ঠিক নাই, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এইক্ষণেই আমাদের প্রত্যেকেরই হরিভজন আরম্ভ করা দরকার।

কেহ কেহ বলেন**—**এখন ভোগসুখে কাটাইয়া শেষ-জীবনে হরিভজন করা যাইবে। কিন্তু এই বিচার সঙ্গত নয়। কারণ Time is life, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। জীবনের যে সময় চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই সকল চিন্তা করিয়া জীবনের ক্ষণকালও হরিভজন না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন
এবে করি গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

ভজনের সুসময় হারাইলে ত্রিতাপের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। এজন্য সাধুসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। কৃষ্ণভজনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, ইহা সাধুসঙ্গফলেই বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে এবং তখন ভোগ ও ত্যাগ-চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনে তৎপর হইলে স্বরূপ-সিদ্ধি-লাভের যোগ্যতা আসিবে। গুর্ব্বানুগত্যে ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রাক্তনকর্ম্ম-ফল নিঃশেষিত হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে।

প্রঃ—কৃষ্ণসেবা কি করিয়া পাইব**?**

উঃ—বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র, তিনি অপর কাহারও পুত্র নহেন। প্রচুর পরিমাণে সেবা করিবার ফলেই নন্দ-যশোদা স্বয়ং-ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। এই যশোদা-নন্দন শ্যামসুন্দরই

আমাদের উপাস্য। আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ-শ্লোকে দেবকী-নন্দনের উপাসনার কথা বলা হয় নাই, যশোদা-দুলালের কথাই বলা হইয়াছে। নন্দ-যশোদার ন্যায় বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণের সেবা -ধিকার পান নাই।

নন্দনন্দনের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাহা অপেক্ষাও যিনি সেবা করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন, সেই নন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা তাঁহার নন্দনের সেবা পাইব।

নন্দনন্দন বৃন্দাবনে থাকেন—শুদ্ধ জীবাত্মার হৃদয়-বৃন্দাবনে। গুরু-নন্দের সেবা দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হইলে ভগবানকে হৃদয়-বৃন্দাবনে পাওয়া যায় না।

শুধু সেবা করিবার জন্যই ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকে চান—কৃষ্ণকে পাইবার জন্য উতলা হন। কৃষ্ণের সেবা করিয়াই তাঁহাদের আনন্দ কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের 'দেওয়া-নেওয়া' সম্পর্ক নাই। তাঁহারা নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থপর। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমরা যদি সেই সব ব্রজবাসীর অনুসরণ করিতে পারি, তবেই আমাদের কৃষ্ণসেবা-লাভের সৌভাগ্য হইবে।

প্রঃ—অশুদ্ধ মন কি**?**

উঃ—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই জীবের মন; আর ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধমন।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম-বিষয়। ইহাদের ভোক্তা অভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ-মন। সেই মনে কখনও পূর্ণপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির উপলব্ধি হয় না। ভক্তিপূত-নির্ম্মল চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভব হইয়া থাকে।

প্রঃ—শাস্ত্র কি সাক্ষাৎ ভগবান্**?**

উঃ—শাস্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-কৃষ্ণের অবতার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন-

শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান॥

মনোধর্ম্মে চালিত হ'য়ে আমরা যদি শাস্ত্র আলোচনা করতে যাই, তা' হ'লে আমরা বঞ্চিত হব। শাস্ত্র শরণাগতের কাছে প্রকাশিত হন। ভগবানে যেরূপ অচলা ভক্তি আছে, সেইরূপ অচলা ভক্তি যদি গুরুতে থাকে, তবে সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত-অভিমানী দাম্ভিক লোক শাস্ত্রের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা' হ'লেই আমরা শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝতে পারব।

প্রঃ—কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কিছু উপদেশ দেন?

উঃ—আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা আপনাদের নিকট নৈবেদ্যরূপে পরিবেশন করিতে পারি মাত্র। এছাড়া আমাদের আর কোন যোগ্যতা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজবস্তু। এই অধোক্ষজ-বস্ত্র কর্ম্মীর ভূমিকার বস্তু নন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন। যদি তাই হন, তা' হলে তিনি ভোগ্য বস্তুর অন্যতম হ'য়ে যান। তিনি Centre of all Love. আর আমরা Part and parcel of Indefinite All Loved. যেমন সূর্য্য ও কিরণকণ তদ্রূপ। কিরণ-কণটী সূর্য্যর নহে, আবার সূর্য্য ছাড়া ইতর বস্তুও নহে, সূর্য্যে সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এইজন্য জীব ভগবানের ভেদাভেদ-প্রকাশ।

জীব ভগবানের নিত্যসেবক। এ জগতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ভগবান্ বিভুচেতন কিন্তু জীব অণুচেতন।

ভগবান্ স্বাধীন কিন্তু জীব তাঁহার অধীন। ভগবানই জীবের একমাত্র আশ্রয় এবং ভগবৎ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

জীব আমরা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবানের অণুচিৎ অংশ, সেইহেতু পূর্ণবস্তুর গুণ অণু-অংশে আমাদের মধ্যে আছে। কৃষ্ণের পূর্ণ-স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবের পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখনই সে সুখে থাকে। আর ভগবানকে ভুলিয়া যখনই ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ হয়, তখনই সে দুঃখে পড়ে। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া সে সেবার দিকেও যেতে পারে, আবার ভোগের দিকেও যেতে পারে। এইজন্য জীবকে তটস্থা-শক্তি বলে। তটস্থ অবস্থায় জীব দাঁড়াতে পারে না। এইজন্য জীব হয় মায়ার দিকে না হয় ভগবানের দিকে যেতে বাধ্য।

প্রঃ—আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপ কেন আসে?

উঃ—প্রীতির সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা না করিলে চিত্ত-বিক্ষেপ আসবেই।

ভজনটী সতত হওয়া চাই। নৈরন্তর্য্যের একটুকু অভাব হইলেই সেই ছিদ্র পেয়ে মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে।

প্রঃ—ভজন বা ভক্তি জিনিষটী কি?

উঃ—ভগবানের সুখের জন্য যাহা করা যায় তাহাই ভজন। ভগবদ্দাস্যই ভক্তি। এই দাস্য উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস নামে পরিচিত। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ব্রত প্রভৃতি আবরণ-রহিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই ভজন। হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রত-তপস্যা-যোগ প্রভৃতি অভক্তি-যোগ—এগুলি ভজন-পদবাচ্য নহে। ভক্তিযোগ ব্যতীত -হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রতাদি দ্বারা কখনও আত্যন্তিক

চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। ভগবৎসেবা দ্বারাই অশান্ত মন নির্ম্মল ও শান্ত হয়।

প্রঃ—ভক্তি কি কলিযুগধর্ম্ম?

উঃ—ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই ভক্তি। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নৈমিত্তিক প্রস্তাবিত ধর্ম্ম মাত্র। তাহা জীবের সহজবৃত্তি নয়। ভক্তিই মুক্তপুরুষগণের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। আর বদ্ধজীব অনর্থগ্রস্ত হয়ে যে সকল ধর্ম্মের প্রস্তাব করে, তাহাই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত।

প্রঃ—ভোগবুদ্ধি কি ক'রে কাটবে?

উঃ—সাধু-গুরু-কৃপায় আমরা যখন নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে বুঝতে পারবো, তখনই আমাদের মঙ্গল হ'বে। দিব্যজ্ঞান হ'লেই আমাদের ভোগের প্রবৃত্তি—দুর্ব্বুদ্ধি কেটে যাবে। যতক্ষণ ভগবৎসেবক অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ আমরা ভোগবুদ্ধি বা ভোগ্যরূপে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। এমতাবস্থায় শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ছাড়া বাঁচ্‌বার অন্য কোন রাস্তা নাই। সুতরাং

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যে গর্ব্বিত প্রচারক-শ্রেণীর নিকট যাবেন না। তা' হ'লে কখনই দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। নিষ্কাম মহাপুরুষের সঙ্গ না হ'লে আমাদের কামনা-বাসনা, প্রভু-অভিমান, ভোগ করবার প্রবৃত্তি কিছুতেই যাবে না, ভগবৎ-সেবক-অভিমানও জাগবে না।

তাই শাস্ত্র ব'লেছেন-

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

প্রঃ—কে গুরুর কার্য করতে পারেন?

উঃ—আমাদের মত দুর্গত জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য মানুষের বেশে যে সব মহাপুরুষ ভগবানের দ্বারা পরজগৎ হইতে এ জগতে প্রেরিত হন, যাঁহারা ত্রিতাপগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন, ভগবানের সেইরূপ নিজজন যিনি—ভগবানের দূত যিনি—বৈকুণ্ঠবাণীর বাহক যিনি, তিনিই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন। ভোগপ্রবৃত্তি ও ত্যাগপ্রবৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য যাঁহার বাণীখড়্গ সর্ব্বদা শাণিত রহিয়াছে, তিনিই প্রকৃত সাধু—তিনিই প্রকৃত গুরু।

বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন কৃত্য, বুদ্ধি বা দর্শন নাই, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি কাহারও তোষামোদ শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তিনি বাস্তব সত্যের নির্ভীক প্রচারক।

যিনি হরিকথা ছাড়া অন্য কথা কখনও বলেন না, হরিসেবা ছাড়া যিনি অন্য কোন ধর্ম্মের উপদেশ দেন না, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সেকেণ্ড অন্য কার্য্য করেন না, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।

An insincere hypocrite (3) can not be a Guru.

Mundane activity তে যাহার aspiration (আকাঙ্ক্ষা) আছে, সে কখনও গুরু হইতে পারে না। Pseudo (কৃত্রিম) guru should be turned out and exposed. ভগবানের কাছে যে সকল উপায়ন শিষ্য Surrender করিতেছেন,

মাঝপথে যদি কেহ উহা নিজের সেবায় লাগান, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে তাহা নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠগ জানিয়া সম্পূর্ণ -ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। সেরূপ অসৎ লোকের কোন কথা শুনিতে হইবে না। বিষয়বিগ্রহের সেবার বস্তু মধ্যপথে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন।

শাস্ত্র বলেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(নারদীয়-পুরাণ)

ভগবৎসেবা ছাড়িয়া Social Service এর জন্য যিনি প্রস্তুত হইয়াছেন, সেরূপ নাস্তিকের সঙ্গও করিতে হইবে না। সেরূপ ব্যক্তি কখনও আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গল করিতে পারে না। ঐরূপ Social Service করিতে করিতে সে মায়ার গর্ভে পড়িবে এবং সকলকে অসুবিধায় ফেলিবে।

যাঁহারা ভগবানকে ঠকাইবার জন্য মালা-জপের অভিনয় করেন বা খুব চেঁচামেচি করেন, অথচ প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণদর্শন, প্রত্যেক উচ্চারণে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর দর্শন না করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমরা করি না। সর্ব্বপাণ্ডিত্যের শেষ সীমা-কৃষ্ণসম্বন্ধ। যদি সাধুসঙ্গে থাকিয়া গুর্ব্বানুগত্যে আমাদের ভগবৎসেবা করিবার চিত্তবৃত্তি হয়, তবে ভগবানের সেবার উপকরণ-রূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করিব, জগতের সকল দ্রব্য দিয়ে ভগবানের সেবা করিব, তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সর্ব্বত্র যাঁহার ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-সম্পর্ক দর্শন, সর্ব্বত্র যাঁহার গুরুদর্শন, যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সতত হরিকীর্তনে রত ও তন্ময়, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সঙ্গ ও সেবা দ্বারাই আমাদের মঙ্গলের পথ উদ্ঘাটিত হইবে। মহাভাগ্যফলেই এরূপ সদ্গুরু লাভ হয়। মায়ার কিঙ্করকে গুরু সাজাইয়া ভোগবুদ্ধির দ্বারা গৌরসুন্দরের

নিকট পৌঁছিতে পারিব না। শ্রীগৌরসুন্দর এ জগতে প্রকটলীলায় অবস্থান না করিলেও সর্ব্বক্ষণ যদি নিষ্কপটে সাধু-গুরুর সঙ্গে থাকিতে পারি, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে নিজের চিত্তবৃত্তিকে dovetailed (সংলগ্ন) করিতে পারি—তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত যদি নিজের ইচ্ছা মিশাইতে পারি—যদি সেইরূপ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারি—তচ্চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তবে সেইরূপ প্রকৃষ্ট সঙ্গ, সেবা ও আনুগত্য দ্বারাই আমাদের মঙ্গল হইবে।

প্রঃ—প্রকৃত গুরু আমরা কি করে পাব?

উঃ—মঙ্গলের প্রথম কথা—সদ্গুরুপদাশ্রয়। সকলেই ভগবদিচ্ছায় নিজ নিজ অধিকার-অনুযায়ী গুরু পান। যেমন খৃষ্টান ও মুসলমানগণ যীশু ও মহম্মদকে পাইয়াছেন। নিজ ভাগ্যানুসারে আবার কেহ বিষয়ী কুলগুরুকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সংসারেই আসক্ত থাকেন। কিন্তু যদি আমার ভাগ্য ভাল হয়, আমি যদি অকপটে সত্য সত্য সদগুরুর অনুসন্ধান করি, সদ্গুরু লাভের জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই, তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় এই জন্মে অবশ্যই সদ্গুরুর সন্ধান পাইব এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিব।

শাস্ত্র বলেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
শিক্ষা-গুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু-চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

(চৈঃ চঃ**)**

হে কৃষ্ণচন্দ্র, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেবক ব'লে গ্রহণ কর। গৃহকর্ত্তা অভিমানে বা ভোক্তা-অভিমানে আমি আজীবন যে অনিত্য সংসারের সেবা ও জগতের সেবা ক'রেছি, তা' আর করবো না—জীব যখন এইভাবে নিষ্কপটে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়, তখনই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ মহান্ত-গুরুরূপে তাঁর নিকট আবির্ভূত হন।

সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান-লাভের সৌভাগ্য না হ'লে ভগবৎ-সেবায় অধিকার হয় না। এই দিব্যজ্ঞান দিবার সামর্থ্য কোন মনুষ্য বা দেবতার নাই। এইজন্যই সদ্গুরুর এত প্রয়োজনীয়তা

প্রঃ—আপনাদের মিশনের উদ্দেশ্য কি?

উঃ—আমাদের Misson করার আদৌ দরকারই ছিল না, কেবন wrong way-তে মানুষ চলিয়াছে বলিয়া আমরা নিজের ভগবৎ-সেবাকে Misson এর কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছি —মনুষ্য সমাজকে wrong way হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। এই প্রকার ভোগময় পৃথিবীর সার্ব্বভৌমপদ যদি আমরা কোটিবারও পাই তথাপি উহাকে আমরা মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে পারি। মনুষ্য-জাতি তাহাদের হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হউক—যিনি সকল মঙ্গলের মূল; এইজন্যই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদি একচুলও কেহ তফাৎ হন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, বায়ু, বরুণ—যিনিই হউন না কেন, যত বড়ই ধর্ম্মপ্রচারক হউন, ধর্মনেতা হউন, তিনি সেই পরিমাণ অসুবিধায় রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের যিনি দাস, তিনি পরম বাস্তব সত্যের উপাসক। জগতের Giant Intellect বা মানুষ যাহাকে হোমরা-চোমরা ধর্মপ্রচারক বলিয়া সাজাইয়া উঠাইয়াছে তাহাদের কোন কথায় শ্রীচৈতন্যদাস লুব্ধ বা শঙ্কিত হন না -শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মে এত বড় সৌন্দর্য্য তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরভক্তের নিকট বিষয়-বিষধরের দন্ত ভগ্ন হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, জগতের কোন প্রকার ছলনা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারে না।

পতঞ্জলির যোগপথ, কৃত্রিমভাবে জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা অথবা মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভগবদ্ভক্তকে কোন দিন লুব্ধ করিতে পারে না। Pessimistic view লইয়া দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়াকে যাঁহারা একটা খুব বড় কথা মনে করেন, তাঁহাদের হস্ত হইতেও ভগবভক্তের জুতা-বরদারগণ পরিমুক্ত। ভগবদ্ভক্ত Privation from necessaries of life কে খুব বড় কথা মনে করেন না। তন্তুবায়ের ন্যায় কর্ণে তুলা প্রদান করিয়া বহির্জগতের জ্ঞান হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিজের প্রীতির কামুক নহেন। আমার প্রীতি ত' আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, আমি যে রোগগ্রস্ত পশু, ভগবানে প্রীতিই আমার কাম্য। Worldly acquisition গুলি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মাশ্রয় হয় না। সেই সকল তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় লাগাইলেই মঙ্গল হয়।

নির্জ্জনে বসিয়া গৌর-নিতাইর নাম করিব—ইহা আর একটি কপটতা ও আত্মসুখ-বাঞ্ছা বা প্রতিষ্ঠার এষণা। ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই বৈরিবর্গ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নিত্য

আত্মবৃত্তি ভক্তির পথকে ঐ সকল শত্রু কোটিকণ্টকরুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। লোকে তাই ফল্গুভোগ-ফল্গুত্যাগ-অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগবিদ্ধ মিছাভক্তিকে ভক্তি মনে করিতেছে। আমি কিন্তু অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিব। আমি আমার প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কুকুরের সেবা করিয়া মেথর হইব না, গাধার সেবা করিয়া রজক হইব না, ইটপাটকেলের সেবা করিয়া Engineer হইব না—এরূপ যাঁহাদের বিচার তাঁহারাই মহাপ্রভুর প্রীতি আচরণ করিতে পারেন, ভক্তির পথ আশ্রয় করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রাচীরজাতীয় অচিদ্-বস্তু নহেন। আমাদের মধ্যে যে নৈসর্গিক অনাদি বৈমুখ্যজনিত বুদ্ধি আসিয়া পড়িয়াছে, গৌরকৃপায়ই তাহা হইতে উদ্ধার লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে। অন্যান্য লোক যদি কৃপা করিবার অভিনয় করিতে আসেন, তাহাদিগকে বঞ্চক জানিতে হইবে। তাঁহারা ত' সর্ব্বক্ষণ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসেন না, তাঁহারা ত' গৌরনাম, গৌরলীলা গান করেন না, তাঁহারা কি করিয়া গুরুর কার্য্য করিতে পারিবেন? যে-সকল ব্যক্তি পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আসক্ত, তাঁহারা পাঠশালার গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

গুণজাত জগতের যে ক্রিয়া আমাকে অসুবিধায় পতিত করিতেছে, সেইরূপ অসুবিধার হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য যিনি মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করিয়া আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে দয়া করিতে পারেন, যিনি আমাকে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, কিন্তু নিষ্কপটে অমায়ায় আমাকে দয়া করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব।

প্রঃ—আমাদের করণীয় কি বলুন?

উঃ—আমরা জগতের সকলকে বলি – For the time being you stop and lend your submissive and regardful ear. আপনাদের সকল ধারণা ও সকল কথা রাখিয়া দিয়া কৃপা করিয়া একটু শ্রৌতকথা শ্রবণ করুন। আমি Transcendental sound এর পক্ষপাতী। Rubbish জিনিষগুলি যাহা এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বোঝা মাথায় লইয়া চলিলে এক ইঞ্চিও ব্রজের পথে—ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না। এ জগতের যাঁহারা Giant Intellect বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাঁহাদের কথা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া দিয়া Transcendental sound Empiricism must never be medium. of জিনিষটি Suggestive নয়, 'লাগে তাক্, না লাগে তুক্' এ জাতীয় বস্তু নয়, তাহা positive —বাস্তবতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। Personal Godhead এর আনুগত্য-বিচারই ভক্তি।

প্রঃ—বৈষ্ণব কে?

উঃ—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই শুদ্ধভক্ত, সেই অনাসক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥

প্রঃ—আমাদের বিচার কিরূপ থাকিবে?

উঃ—যাহারা শ্রীচৈতন্যবিমুখ, সেই সব দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণকে পর বলিয়া জানিতে হইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর সঙ্গ না করিলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ ত্যাগ হইতে পারে না।

যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের প্রতি বিমুখ, উদাসীন বা বিদ্বেষী, তাহাদিগকে চৈতন্য-বিমুখ বলিয়া জানিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানের কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁহারাই সাধু ও ভক্ত। আর যাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে জগতের কথা নিয়ে ও নির্ব্বিশেষ-বিচারের কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁহারাই অসৎ, অসাধু বা অভক্ত।

জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোগী—ইহাই জগদ্দর্শন। কিন্তু এ জগৎ জগন্নাথের অবস্থান-ক্ষেত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী বলিয়া জ্ঞান হইলে ব্রজে যাইবার সৌভাগ্য হয়। নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগমন ও অনুসরণই আমাদের কর্তব্য। তাহা হইলেই ব্রজে যাওয়া হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া মেপে নেবার বিচার আসিলে সংসার হইবে, ব্রজে যাওয়া হইবে না।

নিষ্কপটে হরিভজন করিবার জন্য আমাদের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। আর বেশী দিন নাই। আমাদিগকে এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যেই সেবা করিতে হইবে। সেবা-চিন্তা বা সেবাবুদ্ধি প্রবল হইলে আর অন্য চিন্তা আসিতে পারিবে না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইলেই মঙ্গল। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখের দিকে তীব্র লক্ষ্য থাকিলে স্বসুখ—বাঞ্ছা আর জীবকে বিপন্ন করিতে পারিবে না। হরিভজনের উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করিতে হইবে। বাধা-বিপত্তি দেখিয়া কিছুতেই হরিভজন ছাড়িতে হইবে না।

প্রঃ—গৌড়ীয়মঠ কি বলেন?

উঃ—Back to God and Back to Home is the message of Gaudiya Math. ভগবানের কাছে চল, গৃহে ফিরে চল—ইহাই গৌড়ীয়মঠের কথা।

শুদ্ধভক্তির কথা—মহাপ্রভুর কথা জগতে প্রচার করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের অবতার।

মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই তাঁহারা নিজে আচরণ করিয়া বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁহারা আচারবান্ প্রচারক।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হ'বে?

উঃ—যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবানের উপাসনা করেন, এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের আশ্রয়েই—তাঁহার শ্রীহস্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন হবে।

যিনি অনুক্ষণ ভগবদ্ভজন করেন, যিনি প্রতি পদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, এমন কোন সাধু-গুরুর সেবাই আমাদিগকে ভগবদনুভূতি দিতে পারে।

ভক্তের নিজের সম্পত্তি হ'লো কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, কৃষ্ণদর্শন করাইতে পারেন। ভক্তকে প্রসন্ন করতে পারলেই সিদ্ধি হ'বে। ভোগোন্মুখ চিত্তে ভগবদনুভূতি হয় না, সেবোন্মুখ চিত্তেই কৃষ্ণানুভূতি বা কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়। নিজেকে ভগবৎসেবক জেনে অনুক্ষণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করতে করতেই সেব্যের অনুভূতি হয়। সেবাপথেই সেব্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব, অন্য উপায়ে নহে।

প্রঃ—কে কৃষ্ণকে পাইবেই?

উঃ—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাহার আছে, তাহারই সিদ্ধি হয়।

যাঁরা সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নির্ভর করেন, যাঁরা ভগবৎকথা অনুক্ষণ আলোচনা করেন, তাঁদের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করাই রক্ষা পাইবার উপায়। তাঁরা পতিতপাবন। তাঁদের শরণাপন্ন হ'লে তাঁরা আমাকে রক্ষা করবেনই। আশ্রিতই রক্ষা পাবে, নিরাশ্রয় বা স্বতন্ত্র রক্ষা পাবে না। পূর্ণ-শরণাগত হ'লে কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপা অবশ্যই হ'বে।

প্রঃ—কর্ত্তাভিমানী ব্যক্তির মঙ্গল হয় কি?

উঃ—কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিই কর্তা। কর্ম অমঙ্গলের রাস্তা। তাতে মঙ্গল বা ভক্তির কোন কথা নাই। আমরা কাটাকে বড় কাজ মনে ক'রে অমঙ্গলের দিকে দৌড়াচ্ছি। সৎকর্ম্ম ক'রে আমরা সকলের প্রিয় হ'তে চাচ্ছি, সংসারের কর্ম্ম যথাসাধ্য ক'রে আত্মীয়স্বজনের প্রীতি আকর্ষণের জন্য ব্যস্ত হচ্ছি, কিন্তু এতে আমাদের মঙ্গল বা শান্তি হ'বে না—সংসার থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব না। তাই ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে কৃপা ক'রে বল্‌ছেন—ভগবানের সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। দেবতা, পশু, পক্ষী, মানুষ সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবৎসেবা। কিন্তু ভক্তের কথা না শুনে আমরা মনে করছি—পিতা হ'য়েছি—পুত্র-কন্যার সেবা করা-তা'দের আখেরের বন্দোবস্ত করা কাজ আমার আছে। যখন পুত্র হ'য়েছি, তখন পিতা-মাতার সেবা করাই আমার কার্য্য ইত্যাদি বহু সংকল্প আমাদের চিত্তে উদিত হচ্ছে। ইহারই নাম—অবৈষ্ণবতা, ভগবদ্‌বিমুখতা বা মায়ার দাস্য।

প্রঃ—আমাদের শ্রীনামে রুচি কি ক'রে হ'বে?

উঃ—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক শ্রীনামের পাদপদ্মে নিজেকে অর্পণ করবেন। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি-লাভের একমাত্র অব্যর্থ সাধন, তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে জানবেন।
যেদিন আমাদের মন্ত্রসিদ্ধি হ'বে সেইদিন আমাদের মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করতে থাকবেন।

যাঁরা কৃষ্ণকীর্তন করেন, সেই মঠবাসী ভক্তগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে ভজনের অভিনয় করলে আমাদের মঙ্গল হ'বে না। আদরের সহিত মঠবাসী ভক্তগণের সেবা করলেই শ্রীনামকীর্তনে অধিকার হবে—শ্রীনাম-ভজনে রুচি বর্দ্ধিত হ'বে। কিন্তু তা না ক'রে আমরা যদি আত্মীয়স্বজনের সেবা নিয়েই মেতে থাকি, তা' হ'লে আর হরিনাম হ'লো না। তবে গৃহস্থ-ভক্তগণ যদি সাধুসঙ্গ ও ভজন-প্রভাবে কর্তৃত্বাভিমান ও গৃহাসক্তি হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভগবৎ-সেবক-অভিমানে গৃহে বাস করতে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে নিজ ভোগোপকরণ না জেনে কৃষ্ণসেবার উপকরণ ব'লে জানতে পারেন, তবে তাঁদেরও মঙ্গল হবে।

সাধুসঙ্গেই হরিনাম হয়। অসাধুসঙ্গে নাম হয় না। সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উদাসীন হ'লে নাম হ'বে না। এজন্য কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী সকলকেই এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ যত্ন করতে হবে। তা' হলেই মঙ্গল হ'বে, হরিনামে রুচি হ'বে, চেতনের উন্মেষ হ'বে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে।

প্রঃ—শুদ্ধ-সেবা লাভ ও ভগবদ্দর্শন কখন হয়?

উঃ—যেদিন আমরা সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের প্রকৃত ভগবৎ-সেবা লাভ হ'বে। তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত তুচ্ছ মনে হ'বে।

মহান্ত গুরুদেবকে যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিজজন ব'লে উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের নির্ম্মূল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, তখনই ভগবদ্দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

প্রঃ—পশুরা মানুষ হয় কি জন্য?

উঃ—পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করবার জন্য। শুধু পশুই বা বলি কেন, দেবতাগণও হরিভজন করবার জন্য মনুষ্যজন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। এমন দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে আমরা যদি পশুর ন্যায় আহার-বিহারেই ব্যস্ত থাকলাম —সংসারে মত্ত থেকে হরিভজন না করলাম অথবা হরিভজনের নাম ক'রে যে বিষয়ী সে বিষয়ীই থাকলাম, তা' হ'লে আমাদের জীবন বৃথাই গেল—মনুষ্য-জন্ম পেয়েও কোন লাভ হ'লো না।

যদি হরিভজন না করি, তবে বেঁচে থেকেই বা কি হবে? হরিভজনহীন জীবন ত' বৃথা। তৎফলে আমাকে ত' জন্ম-জন্ম অত্যন্ত দুঃখ-ভোগই করতে হবে।

প্রঃ—ভক্তগণ কি বলেন?

উঃ—শ্রীহরির ভক্তগণ বলেন—হে জীব, তুমি ভগবৎসেবক। এ জগতের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই। হরিসেবক তুমি হরির সেবা কর, আর কিছু ক'রো না। হরিসেবা ছাড়া অন্য কিছু করতে গেলেই তোমার অশান্তি হ'বে।

হে জীব, তুমি হরিসেবার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'রো না, মনে রেখো—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা। তোমার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যাতে হয়, তোমার বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজনের যাতে সুখ হয়, সেরূপ কার্য্য করার নাম সেবা নয়। তা'কে সেবা মনে করলে তুমি বঞ্চিত হ'বে। গৃহসেবাকে ভগবৎসেবা মনে

ক'রে ভুল ক'রো না, ভগবানকে আশ্রয় ক'রে আর মায়ার সেবায় সময় নষ্ট ক'রো না, তাতে তোমার মঙ্গল হ'বে না পরন্তু দিন দিন সংসারেই আসক্ত হ'য়ে পড়বে, তৎফলে তোমার ভগবৎপ্রাপ্তি হ'বে না। তুমি ভগবানের জন্য ব্যস্ত হও, তবে ত' ভগবানকে পাবে। তাই বলছি—চতুর হও, সকলকে ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণসেবা কর, তা' হলেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ প্রসন্ন হবেন।

প্রঃ—হৃদয়মন্দিরে কাহারা ভগবৎসেবা করেন?

উঃ—শুদ্ধভক্তগণ হৃদয়মন্দিরে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্' বিচারে প্রতিষ্ঠিত। প্রহ্লাদাদি ভক্তগণও হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিয়াছেন। ভগবান্দির সব সময় খুলিয়া রাখা যায় না, কিন্তু হৃদয়মন্দির সবসময়ই খোলা থাকে। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত হৃদয়মন্দিরে ভগবৎসেবার কথা বুঝিতে পারে না।

প্রঃ—গুরু কে এবং গুরুসেবা কিভাবে করণীয়?

উঃ—গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। ভগবান্ যেখানে সেখানে প্রকাশিত থাকেন না। তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। অনেকে ভগবদ্দর্শন চান কিন্তু গুরুদর্শন হইতেই যে ভগবদ্দর্শন হয়, একথা তাঁরা জানেন না। ভক্তির আরম্ভই হয় না – যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে এ জগতে প্রেরণ করিয়া যে অপার করুণার পরিচয় দেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীগুরুদেব আমাদের পরমাত্মীয়। এজন্য কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে থাকিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে গুরুসেবা করিলে

চলিবে না, বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। তবেই মঙ্গল হইবে।

আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্ব্বগুরুগণেরও গুরু। তিনি জানালেন-গুরু ভগবান হ'তে অভিন্ন হলেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান তত্ত্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান। সেই ভক্তরাজ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুকে বাদ দিয়ে ভগবৎসেবা হয় না। গুরুসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

প্রঃ—দিব্যজ্ঞান কি?

উঃ—আমরা সেব্য, আমরা কর্তা, আমরা ভোক্তা—এই বিচারই অচিজ্ঞান বা অজ্ঞানতা। আর আমরা অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের সর্ব্বতোভাবে ভোগ্য বা সেবক—এই উপলব্ধিই দিব্যজ্ঞান বা চিন্ময় জ্ঞান।

প্রঃ—মনোবল কি ক'রে হ'বে?

উঃ—আমরা দুর্ব্বল। আমাদের মনোবল আবশ্যক। জীবন্ত সাধুর নিকট ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণের দ্বারাই আমাদের মনোবল লাভ হবে। বলবান্ সাধুর সঙ্গ ব্যতীত মনোবল লাভ সম্ভব নয়।

প্রঃ—মঙ্গল কি ক'রে হবে?

উঃ—আমরা ভগবৎসেবক। এজন্য ভগবৎসেবাই দরকার। তাতেই মঙ্গল হ'বে। ভগবৎসেবার চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নাই।

মায়ার সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হ'তে হ'বে—কর্ত্তা না হ'য়ে সেবক হতে হবে। তবেই মঙ্গল হবে।

প্রঃ—শরণাগত ভক্তগণ ভিক্ষা করেন কেন?

উঃ—ভগবান্ যাহা করান, শরণাগত ভক্ত তাহাই করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশক্রমে সকলের কল্যাণ সাধন করবার জন্যই ভক্তগণ দ্বারে দ্বারে গিয়া ভগবৎ-সেবার্থ ভিক্ষা করেন। তাঁরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিটী পেয়েছেন, তা সকলকে বিতরণ করবার জন্য—সকলকে কৃষ্ণ-সেবা মহোৎসবে আহ্বান করবার জন্য দ্বারে দ্বারে যান। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা কোথাও যান না। ভক্তগণের দয়ার তুলনা নাই। সকলকে ভগবদুনন্মুখ করার জন্য তাঁদের এই প্রচেষ্টা।

প্রঃ—সংসারপ্রবৃত্তি কি ক'রে কবে?

উঃ—সংসার তৃণাচ্ছাদিত কূপ-সদৃশ। এই সংসার-কূপে একবার পড়ে গেলে উঠা খুব কঠিন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সংসার হ'তে নিজে নিজে কেহ উদ্ধার হ'তে পারে না। আমরা কৃষ্ণের গোলাম—এই কথাটা ভুলে গেলেই মায়ার গোলাম হ'য়ে পড়তে হ'বে। ভগবৎ-সেবাই হ'লো ভক্তি। আর ভোগেচ্ছাই অভক্তি। এই অভক্তি পরিত্যাগের একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ। তা' হলেই সংসার করবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হ'বে এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রুচি হবে।

প্রঃ—আমরা কিভাবে থাকিব?

উঃ—আপনারা শুদ্ধভক্তের নিকট হরিকথা শুনতে থাকুন, বিশ্বকে ভগবৎসেবক ব'লে দেখুন, তা' হ'লে আপনাদের কোন দুঃখ থাকবে না।

আপনারা ভগবানের কথায় মনোযোগ দেন। ভগবান্ কি বলছেন তা' উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে থাকুন। ভগবান্ কি ব'লছেন? ভগবান্ ব'ল্ছেন—হে জীব, তুমি অনাদি বহির্ম্মুখ হ'লেও

অন্তর্ম্মুখ ধর্ম্মও তোমাতে ছিল, তুমি আমাকে সেবা করতে পারতে, কিন্তু তা না ক'রে আমার নিকট থেকে সেবা চাচ্ছ। তুমি আমাকে ভুলে নিজে প্রভু সাজতে চাচ্ছ, কিন্তু জানিও তুমি সেবক—তুমি কোন দিন প্রভু নহ।

শ্রীহরিই সকলের প্রভু আর বাদবাকী সকলেই তাঁর সেবক। হরিকথা শ্রবণ করা তাঁর সেবা। হরিকীর্ত্তনকারী হ'লেন গুরু আর শ্রবণকারী হ'লো শিষ্য। শ্রবণকারী Submissive (অনুগত) হইবে। হরিকথা শুনবার জন্য আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। যেদিন হরিকথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেইদিনই দুর্দ্দিন।

আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শুনুন। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে; সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। মনুষ্যজন্ম অনিত্যমপি অর্থদম্। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন করলে এই জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি হ'তে পারে। অতএব ধীর ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে চরম কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করবেন। আহার-বিহারাদি সকল জন্মেই পাওয়া যায় কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে। আমাদের যে কোন জন্ম হোক্ না কেন, বিষয়-লাভ প্রত্যেক জন্মেই হ'বে। মনুষ্য না হলেও বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যাবে। এজন্য মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সেবাই হ'লো একমাত্র শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল। সেবা কা'কে বলে জানা দরকার। শুধু সেব্যের সুখবিধানের নামই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল, সকলের প্রভু, সকলের উপাস্য, সকলের একমাত্র সেব্য। আমরা সকলে সেই শ্রীহরিরই সেবক। তাঁর সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কার্য্য বা কর্তব্য। এ ছাড়া আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

ভগবানই পূর্ণ বস্তু জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তু। তাঁর সেবা লাভ করতে হ'লে তাঁর সন্ধানদাতা—তাঁর প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে, সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা প্রীতির সহিত করতে হ'বে। শ্রীগুরুদেব ছাড়া এ জগতে এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু ও পরমাত্মীয় আর কেহ নাই। গুরুতে আপন-জ্ঞান ও প্রীতি হ'লেই আমাদের মঙ্গল হবে। আদরের সহিত সেবা করতে করতেই সেবক-অভিমান জাগবে এবং শ্রীগুরুগোবিন্দে প্রীতি হ'বে।

প্রঃ—কাহার নিকট ভগবৎকথা শুনলে মঙ্গল হ'বে?

উঃ—যিনি ভগবানকে দেখাইয়া দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটেই ভগবৎকথা ও ভগবৎসেবার কথা শুনতে হবে। তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—আমাদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি জাগবে।

শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবাশিক্ষাগারই হরিকীর্ত্তন-মুখরিত মঠমন্দির। সেখানে হরিকথা ও হরিসেবারই প্রাধান্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে হরিকথা শুনলেই মঙ্গল হবে—জীবের চৈতন্য আসবে।

ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিচক্ষে হৃদয়ে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে দর্শন করেন। সেইরূপ সাধুর সঙ্গ ও কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবানকে দেখতে পাব। এই চোখ দিয়ে ভগবদ্দর্শন হয় না, ভক্তিচক্ষেই ভগবদ্দর্শন হ'য়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হবে। যে মুহূর্ত্তে আমি বুতে পারবো—ভগবান্ কৃষ্ণই আমার প্রভু, আমি তাঁর সেবক, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হ'বে—আমার মঙ্গলের দরজা খুলে যাবে। আমাদের দৃঢ়ভাবে জেনে

রাখা উচিত যে, এ জগতে ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত আরাধনা করবার আর কোন বস্তু নাই।

প্রঃ—আমাদের শুদ্ধনাম হ'চ্ছে, ইহা কি ক'রে বুঝবো?

উঃ—একবার যাঁর মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন, তাঁর চরিত্র-হীনতা থাকতে পারে না—গুরুগিরি করবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁর থাকে না—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রীনামের আভাসেই পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা নষ্ট হ'য়ে থাকে। তিনটির কোন একটি অন্তঃকরণে থাকলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই, জানতে হ'বে।

শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীনাম শব্দ-ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-বস্তু শ্রীনামকে আমি regulate করতে পারি না, শ্রীনামই আমাকে regulate করবেন, কৃপা করবেন, উদ্ধার করবেন।

সাধুগুরুকৃপায় নিজেকে শ্রীনামের সেবক ব'লে জাব্বার সৌভাগ্য হ'লে প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা জাগে না—কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহাও থাকে না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হ'তে যিনি মুক্ত হয়েছেন, তাঁর মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চরিত হন।

শুদ্ধসত্তাতেই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কামদেব।

কাম ও কামদেব একসঙ্গে থাকে না।

প্রঃ—আমাদের কামনা-বাসনা কি ক'রে যাবে?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সাধুগণের হিতকারী কৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁদের হৃদয়স্থ কামাদি বাসনা-সমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

যিনি ভগবানের মঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রবণ করেন অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

যদি সদ্গুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করা হয়, তার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ ক'রে নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তা' হ'লে অন্য চিন্তা ও অন্যকামনা সব থেমে যায় এবং অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি হ'য়ে থাকে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ স্বাভাবিকভাবে হয়। সরল অন্তঃকরণে নিরন্তর বা প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তন করলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হ'বে এবং সমস্ত অসুবিধা কেটে যাবে।

প্রঃ—কি ক'রে নিজেকে জানতে পারবো?

উঃ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই নিজেকে জানতে পারবো—চিদানন্দ-স্বরূপ পাওয়া যাবে।

সর্ব্বদাই সাধুগুরুর সঙ্গ করতে হবে। সাধুসঙ্গফলেই বাস্ত বদেহের সন্ধান পাওয়া যাবে—স্বস্বরূপের প্রকাশ হ'বে। তখন আর দেহে আত্মবুদ্ধি বা প্রাকৃত অভিমান থাকবে না—-সর্ব্বনাশকর স্বসুখবাসনা চিরতরে বিদূরিত হবে। আমি ভগবৎসেবক—ইহাই জীবের স্বরূপ। ভগবৎসেবকের সঙ্গে ভগবৎসেবা করতে করতেই আমাদের এই স্বরূপ জাগরিত হ'বে। তখন আর বিরূপের চেষ্টা ভোগপ্রবৃত্তি থাকবে না।

প্রঃ—আমরা কৃষ্ণসেবা করতে পারছি না কেন?

উঃ—মহতের কৃপা ব্যতীত কেহ কৃষ্ণসেবা করতে পারে না। এইজন্যই সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের এত প্রয়োজনীয়তা।

“মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥”

যাঁরা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করেন, সেই সব সাধুর সঙ্গে থাকলে আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি জাগবে। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ব্যতীত

সেবা করার ইচ্ছা জাগতে পারে না। হরিসেবা তামাসার জিনিষ নয়। ইহা কেবল সাধুর সঙ্গ ও কৃপা-সাপেক্ষ। সাধুগুরুর পূর্ণ আনুগত্য করলেই সেবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

সেবক-অভিমান না হ'লে সেবা হয় না। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই হ'লো ভক্তি বা সেবা। আমরা সেবক না হ'য়ে সেব্য হ'তে চাচ্ছি, সুতরাং সেবা কি ক'রে হ'বে? সেবকই ত' সেবা করবে।

আমি কর্তা হ'য়ে শ্রবণ করবো, দর্শন করবো, কীর্ত্তন করবো, স্মরণ করবো—এটা ত' কর্মীর বিচার – অভক্তের বিচার। এই মারাত্মক কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে ত' সেবা হ'বে। এজন্য ভগবৎসেবক আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গে থেকে তাঁদের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে ভগবানের সেবা করবো, তবেই মঙ্গল হ'বে—শুদ্ধ সেবা লাভ হ'বে। আমরা নিজের প্রতি আস্থা

ছেড়ে দিয়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলেই আমাদের সমস্ত অসুবিধা ও সেবার বাধা কেটে যাবে। তখন আমরা গুর্ব্বানুগত্যে সানন্দে সেবা করতে পারবো।

পতি-পত্নী-সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ, বন্ধু-বন্ধু-সম্বন্ধ ও প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ—এই চারটী সম্বন্ধের মধ্যে যে কোন একটি সম্বন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে হ'লেই মঙ্গল, তা'তেই হরিসেবা হবে।

সম্বন্ধ না হলে সেবা হয় না। সেবা করতে করতে সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়। এ জগতের লোকও এই চারটা সম্বন্ধ নিয়ে সেবা করে। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই ইহ জগতে এই অনিত্য সম্বন্ধ হয়েছে।

আমরা গুরুকৃষ্ণের eternal slaves—আমরা গুরুকৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম—এই কথাটা ভুলে যাবার জন্যই আমাদের এত দুর্গতি হ'য়েছে। এখন সাধু-গুরুকৃপায়

ইহা স্মৃতিপথে আসলেই আমাদের সুবিধা হ'বে—আমরা ভক্তিপথে বা সেবার পথে অগ্রসর হ'তে পারবো।

প্রঃ—কোন্ বিষয়ে সাবধান হ'তে হ'বে?

উঃ—জগতের সকল জিনিষই ভগবানের। সেই সব ভগবদ্-ভোগ্য জিনিষে ভোগবুদ্ধি করলে অসুবিধায় পড়তে হবে।

যারা ভগবানের কথা-শ্রবণে বিমুখ হ'বে, তারা সংসারে আসক্ত ও আবদ্ধ হ'য়ে যাবে। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ প্রকৃত সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণের জন্য যত্নপর হ'বেন।

আমি অনেক সেবা করছি, আমি সেবা ক'রে ফেলেছি, আমি বৈষ্ণব হ'য়ে গেছি—ইহা দুর্ব্বদ্ধি। এসব পাগলামি ছেড়ে দীন হ'য়ে কৃপা ভিক্ষা করতে করতে সেবা লাভের জন্য যত্ন করতে হবে।

গুরুবৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়ে কৃষ্ণসেবা করবার অভিনয়টা ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মত। গুরুবৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়ে কৃষ্ণসেবার ছলনা বা হরিনাম করার অভিনয় দাম্ভিকতা মাত্র।

সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকতে হবে। সৎসঙ্গ ব্যতীত দুর্ব্বল আমি বাঁচতে পারবো না। সবসময় সাধুসঙ্গে বাস না করলে প্রভু হবার দুর্ব্বদ্ধি প্রবল হ'বে এবং নানা দুশ্চিন্তা এসে আমাদিগকে বিব্রত ক'রে ফেলবে।

সংসারটা নরকের দ্বার। প্রেয়ঃ বা সংসার প্রথম মুখে খানিকটা ভাল মনে হ'লেও শেষটা নৈরাশ্য।

'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা'।

প্রঃ—গুরুকৃপাই কি কৃষ্ণকৃপা?

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ গুরুরূপেই জীবকে কৃপা করেন, আশ্রয় দেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নয়। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। কৃষ্ণও তাঁর প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কারো সেবা অঙ্গীকার করেন না।

সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁকে নিত্যকাল সেবা করতে হবে, সেই শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নন। তিনি পতিত জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন-ভগবৎ-সেবা করার সুবুদ্ধি দেন। কৃষ্ণের কৃপা গুরুদ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

প্রঃ—ভক্তের বিচার কিরূপ?

উঃ—যিনি প্রকৃত ভগবৎসেবক, তিনি সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হ'য়ে সর্ব্বাবস্থার কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা করেন। ভক্ত সতত সেবাতেই অবস্থিত থাকেন। ভক্তের বিচার-আমি ভগবৎসেবক। সেবাই আমার জীবন, সেবাই আমার কার্য্য; এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই মৃত্যু বা সংসার।

ভক্ত সেবাত্মা; তাই তিনি সেবা ছাড়া থাকতে পারেন না। সেব্যাত্মাই সেবাত্মা হ'তে পারেন। সেব্য, সেবক ও সেবা—এ তিনটি একসূত্রে গাঁথা।

প্রঃ—যারা ভগবানকে চায়, তাদের প্রথম কার্য্য কি?

উঃ—যারা সত্য সত্য ভগবানকে চায়, তাদের প্রথম কার্য্যই হ'চ্ছে—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ। দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ।

শাস্ত্র বলেন—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

নিষ্কপট ভক্তগণ দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করেন এবং আদর ও প্রীতির সহিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করেন। এখন প্রশ্ন—সাধু কে?

যিনি সতত হরিনাম, হরিকথা ও হরিসেবা নিয়ে দিন কাটান, তিনিই সাধু, তিনিই ভক্ত, তিনিই সৎ। আর যারা সংসারের কথা নিয়ে, নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখসুবিধার কথা নিয়ে দিন কাটায়, তা'রাই অসৎ বা অসাধু।

যারা নিষ্কপট সাধক, তা'রা ভোগকে গর্হণমুখে যথাযোগ্য স্বীকার করতঃ সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় তৎপর হয়। তৎফলে তারা ক্রমশঃ মঙ্গল লাভ করে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করতে ব'লেছেন--

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভাঃ ১১/২৬/২৬)

ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিই অসৎ। যত dear and near ones সকলের সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তা'রা ভগবদ্‌বিমুখ হয়।

শ্রীচৈতন্যবিমুখ ব্যক্তিই ভগবদ্‌বিমুখ। যারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করল না, যারা তার অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করল না, তারাই শ্রীচৈতন্যবিমুখ। যারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের আশ্রিত, গৌরভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধালু ও তাঁদের সেবারত, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ভগবদুন্মুখ।

যারা বিদ্যাপ্রার্থী, তারা যেমন বিদ্বানকে আশ্রয় না ক'রে পারে না, তদ্রুপ যাঁরা ভগবানকে চান, সেই ভাগ্যবান সজ্জনগণ কলিকালে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁর ভক্তগণের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত থাকতে পারেন না। ভক্তের আশ্রয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়, ভক্তগুরুর আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এইজন্য তাঁদের এরূপ প্রচেষ্টা।

প্রঃ—সর্ব্বত্রই কি শ্রীধাম?

উঃ—প্রত্যেক জীবহৃদয় ও প্রত্যেক পরমাণু শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠানক্ষেত্র বা বসতিস্থল। সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। যেদিন শ্রীগুরুদেবের কৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, সেইদিনই এইরূপ দর্শন হয়। তখন আর বিশ্বদর্শন বা ভোগ্যদর্শন থাকে না।

প্রঃ—অনর্থ কি?

উঃ—স্বসুখবাঞ্ছাই অনর্থ। ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহাই ভগবৎসেবার প্রধান বাধা। তাহাতে ভগবৎস্মৃতি প্রতিহত হয় এবং অন্য চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে।

প্রঃ—ভগবৎকৃপা কি ক'রে পাব?

উঃ—যিনি অনুক্ষণ হরিসেবা করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিলেই আমরা অনায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিব। গুরুর

প্রসাদেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। গুরু প্রসন্ন না হইলে কোন প্রকারেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে না।

প্রঃ—ভগবান্ কৃষ্ণই কি নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ?

উঃ—নিশ্চয়ই। সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁর গা চুকুচ্ছেন; ভগবানের হাত তাঁর দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা করছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন —ভগবানের সহিত একদেহ—সেব্য ভগবান্ আর সেবক-ভগবান্ বিষয়-ভগবান্ আর আশ্রয় ভগবান্। মুকুন্দ সেব্যভগবান—বিষয়-ভগবান্। আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্—আশ্রয় -ভগবান্। আমার শ্রীগুরুদেবের তুল্য ভগবানের প্রিয় আর কেহ নাই। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

চণকের দ্বিদলের ন্যায় বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা আর আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা; এতদুভয়ের বিলাসবৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু; আর যিনি অনুক্ষণ বৃহতের সেবা করেন, সেই সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রায়। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বিচার করতে হ'বে, তবেই আমাদের মঙ্গল হবে।

প্রঃ—ভক্তি কি?

উঃ—যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহা অভক্তি-মার্গ। কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন অর্থে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্তপদবাচ্য হন।

কৃষ্ণের সুখবিধানের নাম—ভক্তি। ভক্তিতে অন্যাভিলাষ আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ভক্ত ভগবানের সেবা করেন না।

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার কথা। শ্রদ্ধাবান জীব হয় ভক্তি-অধিকারী'। প্রথম-সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ -বিশ্বাস। কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই অথচ ভক্তি হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। 'ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।' বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবজ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধভক্তির মধ্যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা থাকে না। ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয়।

প্রঃ—ভক্তিলাভের উপায় কি?

উঃ—ভক্তিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের পরমমুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে কোনকালে ভক্তিতে অধিকার হয় না। আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও সুফল প্রসব করিতে পারে না। আশ্রিত বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি করিলে সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র, প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধ সেবায় অধিকার হয় না।

ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহার কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদান-প্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না।

প্রঃ—ভগবদর্শনের পথটি কি?

উঃ—ভাঃ ৩।৯।১১ বলেন—

শ্রুতেক্ষিতপথই ভগবদ্দর্শনের পথ।

শ্রীধরস্বামী-টীকা—

এতেন শ্রবণে ঈক্ষিতঃ পন্থাই ভগবদ্দর্শনের পন্থা।

শ্রবণানুগ্রহে শুদ্ধচিত্তে ভগবদ্দর্শন হয়।

বলেন—

আদৌ গুরুমুখে শ্রুত, তৎপরে ঈক্ষিত

(শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

শাস্ত্র ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সব অবতার।

(চৈঃচঃ আ ৩/ ১১১)

ভাঃ ৩। ৯।১১ বলেন—

যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি ।

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

শ্রীধরস্বামীটীকা—ভক্তগণ হৃদয়ে যে রূপের চিন্তা করেন, ভগবান্ সেই রূপই তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ করেন।

প্রঃ—শ্রীরাধারাণী কে?

উঃ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা পত্নী—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। শ্রীরাধার ন্যায় এত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধা কোন অংশে কম নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিত-রূপে দুই দেহ ধারণ করিয়া বিলাস করেন।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।

অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'॥

যে কৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য যদি বেশী না হইত, তবে তিনি ভুবনমোহন কৃষ্ণকে মোহিত করিতে পারিতেন না।

তাই তাঁহার একটি নাম ভুবনমোহনমোহিনী। তিনি পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা—অংশিনী।

সেবকের এরূপ ভাষা নাই যাহা সেব্যবস্তুকে সম্যক বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ। তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দা-নন্দিনীর তত্ত্ব আমাদিগকে জানাইতে সমর্থ—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন—শ্রীগুরুদেব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল-রসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি-গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার সেই পূর্ণতম ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয়, সেই শ্রীরাধা যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি অনেক মুক্ত-পুরুষ-গণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহা দ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা দ্বারা অপর লোককে বুঝান যায় না।

প্রঃ—শ্রীগৌরসুন্দর কে?

উঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকালসত্য বাস্তববস্তু। তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্ধক। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং-ভগবান, আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। তিনি অসমোর্দ্ধ বস্তু।পিতামাতা প্রভৃতি গুরুবর্গ ও গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক।

সেই গৌরসুন্দর নিজ ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত ও শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্য বস্তু। সুতরাং ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গ সকলেই নিত্য। ভৃত্য বলিতে তাঁহার সেবকগণ বুঝায়। আর যাঁহারা প্রীতি-সেবা দ্বারা তাঁহার পাল্যবর্গ মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ বংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুতগোত্রীয় বংশধরগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেমপ্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধবিচারে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র আর প্রকৃতপ্রস্তাবে ভজন-বিচারে শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল-মধুররসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগরসময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভরসময় বিগ্রহ।

প্রঃ—শ্রীগৌরোপাসনা কি?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-পালনই গৌর-উপাসনা। ‘দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে। ‘মধুর রসেতে গৌর যুগল-আকার।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কিন্তু পরমৌদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই-মাধাই-এর ন্যায় ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন।

ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে গৌর ও কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবও গৌরাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশমূর্ত্তি। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎপ্রেষ্ঠ, মুকুন্দ-প্রিয়তম। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ, সেবক-ভগবান। তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা-ভগবান্ মনে করা অন্যায় ও অপরাধ।

প্রঃ—মনুষ্যজন্ম পাইয়া হরিভজন কি অবশ্য করণীয়?

উঃ—ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় আমরা মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। পরজন্মে আবার যে আমরা মানুষ হইব, ইহার স্থিরতা নাই কারণ দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা ভূত, প্রেত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীটও হইতে পারি। এসব জন্মে ভগবদ্ভজন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই জন্মে যে কয়টা দিন আছে, তাহা আর অন্য কার্য্যে লাগান উচিত নয়।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই মনুষ্যজন্ম অনিত্য হইলেও অর্থপ্রদ। সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতেই শীঘ্র শীঘ্র অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ অর্জন করিয়া লইতে হইবে।

মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমান করিবেন না। কারণ আমরা ভগবানের দাস। আমরা এ জগতের কোন বস্তু নই। দেহে আত্মবুদ্ধি জিনিষটা ভ্রান্তি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন-

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

অহং-মম-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। আমরা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই আমরা

মায়ার কবলে কবলিত। এখন অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরি-গুরু-পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

হাতী নিজেকে হাতী, কুকুর নিজেকে কুকুর বলিয়া মনে করে; কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর শ্রীহরি অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, সাধু বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐসব তুচ্ছ বস্তু যাঁহারা চান, তাঁহাদের কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না।

কিন্তু তাঁহাদিগেরও জানা উচিত—মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী।

অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা চেতন হইয়া যখন ভগবদ্ভক্তের নিকট উপনীত হইলাম না, তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য জন্মে হরিভজনের সুযোগ নাই। সুতরাং শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে আত্মীয়-নামধারী সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের জন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই—সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ, সামর্থের দ্বারা সকলেই ভগবানের সেবা করুক্। 'তূর্ণং যতেত'—কালবিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণব জন্ম-মরণ মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরিপরায়গণকে ককনও মাতৃ কুক্ষিতে পূণর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য পাদপদ্ম-দর্শনের সুযোগ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জন্ম নাই।

প্রঃ—কে গুরুর কার্য্য করিতে পারেন।

উঃ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণভক্তই গুরু। কর্ম্মী, যোগী ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী অভক্ত বলিয়া কখনও গুরু হইতে পারে না। Personality of Godhead এর উপাসকই গুরু হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবক-অভিমানীও আবার গুরু হইতে পারেন না—যদি তিনি শিষ্যের শিষ্য অভিমান না করেন।

বৈষ্ণব-অভিমান থাকিলে গুরু হইতে পারা যায় না। এজন্য যিনি গুরুর কার্য্য করেন, তিনি কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বা গুরু বলেন না বা মনে করেন না। তাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজেকে কখনও বৈষ্ণব বলিতেন না। কারণ যে নিজেকে বৈষ্ণব বলে, সে branded অবৈষ্ণব।

মহাজন গাহিয়াছেন—

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
গুরু-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদ-জল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভ্যজি।
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি-দানে,

হ'বে অভিমান-ভার॥
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র॥

মহাভাগবতই গুরু। যাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, সেই মহাভাগবতই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন—লঘুকে গুরু করিতে পারেন—বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিতে পারেন—সকলকে কৃষ্ণভক্ত করিতে পারেন। নিজে ভক্ত না হইলে অপরকে ভক্ত করা যায় না। এজন্য গুরু হইতে হইবে মানে-নিজে কৃষ্ণভক্ত হইতে হইবে—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। গুরুনিষ্ঠ না হইতে পারিলে গুরুর কার্য্য করার অধিকার হইবে না।

মহাভাগবত তৃণাদপি সুনীচ, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। আমি শিষ্য হ'য়ে অনেকদিন দাস্য করলাম, এখন শিষ্যগিরি আর ভাল লাগে না, আমার গুরুগিরি করা দরকার-ইহা তিনি বলেন না। তিনি গুরুর কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁর গুরু-অভিমান নাই।

প্রঃ—সিদ্ধি কি ক'রে হ'বে?

উঃ—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন করলে অনায়াসে সিদ্ধি হবে। কপটী ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। ভক্তিপথে কপটতার স্থান নাই। কপটতা ভীষণ ভক্তিবাধক। খেতে বসে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তা'তে পেট ভরবে না। কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকিতে পড়তে হবে। এজন্য হরিভজন করতে এসে কপটতা করতে হবে না। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা করবো—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্যন্ত আছে, আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন করবো, তবেই সিদ্ধি হবে।

প্রঃ—প্রকৃত শিষ্যের বিচার কিরূপ হয়?

উঃ—গুরুই যাঁহার জীবন, গুরুই যাঁহার আদর্শ, গুরুসেবাই যাঁহার ব্রত, গুরু ও কৃষ্ণে সমান প্রীতিযুক্ত হইয়াও যিনি গুরুর অধিক পক্ষপাতী, তিনিই প্রকৃত গুরুভক্ত বা প্রকৃত শিষ্য। প্রকৃত শিষ্য দুর্ব্বল নন, তিনি গুরুকৃপাবলে বলীয়ান্। গুরুকৃপা ও গুরুসেবাই তাঁহার বল ও ভরসা। প্রকৃত শিষ্য প্রাণ গেলেও কোন দিন গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে তাঁকে যে সেবা-ভার দেন, তাহা তিনি প্রাণ দিয়ে করেন, তাই তিনি কৃপাও পান।

প্রঃ—ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত কি ভগবৎসেবা হয় না?

উঃ—কখনই না। ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত হয় না। ভক্তের আশ্রয় বা সঙ্গ ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা লাভ ঘটে না।

আমরা পতিত জীব। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করতে পারি না। পতিতপাবনের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত পতিত আমাদের মঙ্গল হয় না। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—দীক্ষার স্বরূপ কি?

উঃ—আদৌ সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা মন্ত্রের উপদেশমাত্রই দীক্ষা নয়, যাতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তা'রই নাম দীক্ষা। জীব নিজে নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। গুরুই কৃপা করিয়া নিষ্কপট সেবাপরায়ণ শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি নিজের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নির্দ্দেশ

অনুসারে চলেন, তিনিই গুরুকৃপালাভে অধিকারী হন—দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।

প্রঃ—আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য কি?

উঃ—আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব—ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটি সর্ব্বপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অপর জন্মে হয় না,সেই ভগবৎসেবার জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। দেবতা হইলে হরিকথা শুনিবার সুযোগ ও সময় হইত না, সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে যাহাতে আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। কারণ এই ভগবৎসেবা ছাড়া আর বড় কর্ত্তব্য জীবের কিছু নাই।

প্রঃ—ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কি?

উঃ—ব্রহ্মচারিগণ সংসারে প্রবিষ্ট হন না। সংসারী লোকের কষ্ট দেখে তাঁরা পূর্ব্ব হতেই সতর্ক হ'য়ে যান। আবার কেউ মনে করে—আমাকে বেঁধে দিবে কে? যা হোক, সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ি, সুখ ও দুঃখের মধ্যে জীবনটা একরূপ কেটে যাবে। এরূপ বিচার নিয়ে অনেকে বিপন্নই হয়।

ভগবৎ-সেবাই দরকার। তাতেই মঙ্গল হয়। এর চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নাই। সেবাই শান্তি, সেবাই সুখ এবং সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। আর ভগবানের সেবা ছেড়ে নিজ সুখের জন্য যতুই দুঃখের হেতু। এজন্য মায়ার সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হ'তে হবে—কর্ত্তা না হ'য়ে কৃষ্ণের সেবক হ'তে হবে, তবেই মঙ্গল হবে।

প্রঃ—জাগতিক শান্তি ও অশান্তি কিরূপ?

উঃ—ভগবান্ এক; কিন্তু মানুষ প্রভৃতি জীব বহু। বহু জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় একের সঙ্গে সম্পর্ক কম হ'য়ে গেছে। চেতন জগতে সকলেই একের সেবায় ব্যস্ত। সেখানে জাগতিক শান্তি ও অশান্তির কোন কথা নাই। যাকে আমরা শান্তি বা অশান্তি মনে করি, এই দুটোই আমাদের ভোগপিপাসা-জনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবের নাম-অশান্তি। আর সাময়িক ভোগলাভকেই আমরা শান্তি ব'লে থাকি। কিন্তু ক্ষণিক শান্তি যে অশান্তির পূর্ব্বাবস্থা, ইহা আমরা চিন্তা করি না।

সুখের শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ—দুটোই পরিবর্তনশীল ব্যাপার। দুঃখের অনুভব কমে যাওয়ায় সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি কমে যাওয়ায় দুঃখের অনুভব। অনেকে এটা প্রত্যক্ষ দেখেও অন্তরালে দুঃখ আছে জেনেও তৎকালিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটা ত' ভোগ করে নিই—এরূপ কামনাপ্রেরিত হ'য়ে দুঃখ বা অশান্তির যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিয়ে থাকে। এরূপ অসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যহানি আমাদের নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হওয়া প্রয়োজন। যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হোক্, মনে খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করা দরকার। রাস্তায় যেতে যেতে একটা মদের দোকান দেখতে পেলাম, অমনি মদের দোকানে দৌড়ান, কিম্বা ধনীর ধন দেখে ধনবান হ'বার জন্য যত্ন, রূপ দেখে রূপভোগের প্রতি ধাবিত হওয়া, পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিত হ'বার জন্য উৎসাহ প্রভৃতি অধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত।

প্রঃ—সাধকের কথা ও সিদ্ধের কথার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—নিজের অনুভবের কথা—নিজের স্বাভাবিক আর্তির কথা নিজে জ্ঞাপন করা, আর অপরের আর্ত্তির কথা

শুনিয়া বা অপরের হইয়া তাহা বলা—ভিন্ন কথা। যে নিজের case নিজে Plead করিতে পারে, সে যেরূপ সকল কথা অকৃত্রিম ও সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারে, অপর ব্যক্তি বা উকিল সেরূপ পারে না। সাধক ও সিদ্ধের কথার মধ্যে ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রঃ—মহাপ্রভু কেন গোপী গোপী জপ করিতেন?

উঃ—লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেন 'গোপী'-নাম জপ করিতেন, তাহা আধ্যক্ষিকগণ বুঝিতে পারেন না। আশ্রয়বিগ্রহের নামকীর্ত্তন ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে পারে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভুর এই লীলা।

'রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥'

প্রঃ—সেবোন্মুখ কর্ণ ব্যতীত কি শ্রবণ হয় না?

উঃ—না। হরেকৃষ্ণ-নাম Predominating Agent, আর কর্ণ Pre-dominated agent অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ-নাম নিয়ামক বা প্রভু, আর কর্ণ নিয়ম্য বা বশ্য। কর্ণ যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নামশ্রবণ বা কীর্ত্তন-শ্রবণ হয় না। হরিকীর্ত্তনকে যে কর্ণ ভোগ করিতে বা মাপিয়া লইতে চাহে সেরূপ কর্ণ দ্বারা হরিকীর্তন বা হরিনাম শ্রুত হন না। সেবোন্মুখ কর্ণ বা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেব্যের সেবা হইয়া থাকে। ভোগোন্মুখ কর্ণ দ্বারা যে শ্রবণের অভিনয়, তাহা অপরাধ—সেবা নহে। এইজন্যই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন-

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরতাদঃ॥

প্রঃ—অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতে কি বৈশিষ্ট্য?

উঃ—ভগবান্ ভক্তি দ্বারাই অনুভবনীয়। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে অধোক্ষজ-বস্তু ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপাতেই ভক্তি লাভ হয়। ভগবৎকৃপা বিনা ভগবত্তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

ভগবদ্ভক্তি কখনই হইতে পারে না যদি Personality of Godhead ignored হয়। কারণ Personality of Godhead is the indispensable factor of ভক্তি।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে—এই শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি—অধোক্ষজসেবায় অনর্থনিবৃত্তি হয়। এইজন্য অধোক্ষজ চতুর্ভূজ। তিনি তাঁহার অস্ত্র দ্বারা জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজবস্তুতে মর্য্যাদা-বিচার আছে, সেখানে ঈশ্বরবুদ্ধি প্রবল।

অপ্রাকৃত-বস্তুটী বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃতবৎ, কিন্তু প্রাকৃত নয়। সেখানে ঈশ্বরবুদ্ধি নাই—আপনজ্ঞান প্রবল। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই। সম্যক্ অনর্থোপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃত-বস্তুটী দ্বিভুজ মুরলীধর। তিনি বিশ্রমের সহিত সেব্য। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই বিচারে পরতত্ত্ব একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। পরতত্ত্বেই অপ্রাকৃত শব্দ প্রযোজ্য। ব্যূহ ও বৈভব-তত্ত্বে অধোক্ষজ-শব্দ, অন্তর্যামী-তত্ত্বে অপরোক্ষ শব্দ এবং অর্চ্চা-তত্ত্বে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শব্দ প্রযোজ্য।

প্রঃ—ব্যক্তিগত কথা দ্বারা কি বেশী মঙ্গল হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। Platform speaker অপেক্ষা যিনি প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দেন, তিনি অধিক ব্যক্তিগত

উপকার করিতে পারেন। Platform speaker সাধারণভাবে যে কথা কীর্ত্তন করিয়া যান, তদ্দারা সকলের সকল সমস্যার সমাধান বা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মঙ্গল অনেক সময় হয় না। কলেজে বা স্কুলে সাধারণভাবে বক্তৃতা শুনা অপেক্ষা coaching class বা private tutorial class এ ব্যক্তিগত defect অধিকতরভাবে সংশোধিত হয়। এজন্য ব্যক্তিবিশেষকে পৃথক্-পৃথভাবে যাঁরা উপদেশ প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাঁরা লোকের অধিক স্থায়ী মঙ্গল করিতে পারেন।

প্রঃ—শুদ্ধ কীর্ত্তন কি?

উঃ—কীর্ত্তন জিনিষটী শ্রবণের উপর নির্ভর করে। যাহা দ্বারা নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহা কীর্ত্তন বা ভক্তি নহে। ভগবানের সুখের জন্য যে কীর্ত্তন, তাহাই প্রকৃত কীর্ত্তন বা শুদ্ধকীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—শ্রীহরির কীর্ত্তনই Cent percent education অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনই প্রকৃত শিক্ষা। হরির কথা যত শুনা যাইবে, ততই মঙ্গল—ততই সুবিধা হইবে।

প্রঃ—ভক্তি কি একমাত্র ভগবানেই প্রযোজ্য?

উঃ—ভগবান্ বিষ্ণু কাহারও Order Supplier নহেন, Order Supplier গণের প্রভুরও প্রভু। বিষ্ণুই একমাত্র সকলের সেব্য বলিয়া ভক্তি-শব্দ বিষ্ণুতেই প্রযোজ্য। অন্য দেবতাতে ভক্তিশব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে না, যদিও অন্যদেবযাজী মুখে অনুকরণ করিয়া 'ভক্তি' বলিয়া থাকেন। অন্য দেবতার পূজায় আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ চাহিয়া থাকি; কিন্তু বিষ্ণু-পূজার সময় বিষ্ণু কি চাহেন, একমাত্র তাহাই attend করিতে হয়।

ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত একসূত্রে গাঁথা। ভক্তিই ভগবানের সহিত ভক্তের যোগসূত্র। ভক্তের উপাস্য হ'লেন—ভগবান, আর

ভক্ত হ'লেন ভগবানের সেবক। দেবতাগণ ভগবান নন, তাঁরা জীবতত্ত্ব, সেবক-তত্ত্ব।

শাস্ত্র বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ)

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
যস্ত্র নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

(পদ্মপুরাণ)

পূর্ণ-বস্তু ভগবান্ শ্রীহরির সেবাকে শাস্ত্র ভক্তি বলেন। কিন্তু ভক্তিশব্দের নানাপ্রকার অপব্যবহার বর্ত্তমানে হ'চ্ছে— যেমন পিতৃভক্তি, রাজভক্তি বা পাঠশালার গুরুভক্তি। ভক্তি কা'কে বলে, কোন্ বস্তুর medium এ (মাধ্যমে) ভক্তি সাধিত হবে, তার বিচার ঠিক ঠিক না হলে আমরা অসুবিধায় পড়ব।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশ শ্রীহরির সেবাকেই ভক্তি বলে। শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(নারদপঞ্চরাত্র)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ**)**

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২।১০-১১) বলেন—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভগবান শ্রীহরি বলিতেছেন—আমার গুণ শ্রবণমাত্র হৃদয়-নিবাসী আমার প্রতি সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণা ভক্তি। পুরুষোত্তম আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি বাঞ্ছাশূন্যা ও অপ্রতিহতা অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী।

প্রঃ—আমাদের প্রভু কে?

উঃ—সকলের একমাত্র প্রভু—একমাত্র সেব্য হলেন কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের দাস ও সেবক, এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

অপরে আমার সেবা করুক্—এই দুর্বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে আমাদের মঙ্গল নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞানে মঠবাসী অপর বৈষ্ণবের সেবা করিবেন।

কৃষ্ণসেবা করা সর্বক্ষণ কর্ত্তব্য, ইহা যেন ভুল না হয়। গুরুবৈষ্ণবসেবা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

প্রঃ—শ্রীনামকীর্তন কি অবশ্য করণীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্—ইহাই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য। শ্রীনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিবেন। হরিনামের আর অন্য Alternative নাই। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন

বস্তুই ভগবান গ্রহণ করেন না। ভগদ্ভক্তমাত্রেই গুর্ব্বানুগত্যে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবেন, নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত সকলেই লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট আনুগত্য ও প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা ব্যতীত হরিনাম হয় না, ইহাও সতত মনে রাখিবেন।

অপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে হরিনামগ্রহণের ইচ্ছা করিলে সব সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। আমাদের দুর্দৈব অপনোদনের অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। যে সব দুর্ভাগা 'একমাত্র ভজন'-শব্দবাচ্য শ্রীনামকীর্ত্তনে উদাসীন হইয়া অন্য ভজনের ছলনা করেন এবং গুরুবৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া নামভজন বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি করিবার অভিনয় করেন, তাঁহারা দাম্ভিক বলিয়া তাঁহাদের কোনদিন মঙ্গল হয় না।

প্রঃ—সন্ন্যাসী ভক্তের শ্রীচরণে হাত দেওয়া কি উচিত?

উঃ—এই ভোগোন্মুখদেহ বা পাপদেহ লইয়া সাধুগুরুর শ্রীচরণে হাত দেওয়া উচিত নয়। শ্রীচরণে হাত দিলে যদি সাধুগুরু অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হন, তা' হ'লে ত' অমঙ্গলই হ'লো। সন্ন্যাসী ভক্তগণ এসব আদৌ পছন্দ করেন না। সাধুগুরুর শ্রীচরণে হাত দেওয়া লোকের একটা রোগ বা খেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক কার্য্যে গুরু-কৃষ্ণ সুখী হ'চ্ছেন কিনা, সেদিকে আমাদের তীব্র দৃষ্টি থাকা দরকার; তবে ত' মঙ্গল হবে। তা' না হলে ত' নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা হবে।

যাঁহারা ভাবপ্রবণতা বা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া মাদৃশ সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে আমি আমার

গুরুদেবের ভাষায় বলছি—তাঁহারা সাধুর পদধূলি গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণে সাহস করিবেন কেন? এরূপ দুঃসাহস কি ভাল? তাঁহাদের এমন কি যোগ্যতা আছে, যাহাতে তাঁহারা নিজেকে এরূপ যোগ্য বা বড় মনে করিতে পারেন? সাধুগুরুর সেবা বা সুখের দিকে দৃষ্টি নাই এরূপ গৃহাসক্ত লোকের সাধুগুরুর পদস্পর্শ করা যে অন্যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আপনারা যদি দূর হইতে প্রণামাদি করেন, তাহা হইলে আমরাও দূর হইতে প্রণাম করিতে পারি। আর যদি পা ছুইবার চেষ্টা লইয়া কাড়াকাড়ি হয়, তবে স্থূল ব্যাপারেই চিত্ত আকৃষ্ট হইল—মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলকেই আবাহন করা হইল—হিতে বিপরীত ফল ফলিল। সুতরাং এইরূপ অপরাধময় কার্য্য হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সাবধান হওয়া উচিত।

প্রঃ—শিষ্য করা কি উচিত?

উঃ—প্রকৃত গুরু কাহাকেও শিষ্য করেন না, তিনি সকলকেই গুরু করিয়া থাকেন—বহির্মুখকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া থাকেন—সকলকে কৃষ্ণভক্ত করেন—সকলকেই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধান করেন। গুরুর দর্শন, ক্রিয়া সবই গুরু—সবই ভক্তি। গুরুর সর্ব্বত্র গুরুদর্শন – কৃষ্ণ সম্বন্ধদর্শন, তাঁহার লঘুদর্শন, ভোগ্যদর্শন বা বিশ্বদর্শন নাই। মেডিক্যাল প্রফেসারগণ যেমন ছাত্র তৈয়ারী না করিয়া ডাক্তার তৈয়ারী করেন, গুরুর কার্য্যও তদ্রূপ।

যদি বৈষ্ণব গুরুগিরি কার্য্য না করেন, তবে পারমার্থিক বৈষ্ণববংশ থামিয়া যায়। আবার যদি গুরুর কার্য্য করেন, তবে অবৈষ্ণব হইয়া যান। এজন্য অযোগ্য হইয়া গুরুর কার্য্য করিতে যাওয়া ঠিক নয়, তাহাতে অমঙ্গল বা অধঃপতনই হয়। গুরুর গুরু-অভিমান থাকে না, তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্দাস-অভিমানই প্রবল। কিন্তু গুরু যদি মনে করেন-আমি গুরু, তাহা হইলে

গুরুর প্রথম বর্ণের উ-কারটা লোপ হইয়া যায়। প্রকৃত গুরু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবৎসেবায় ব্যস্ত, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই। গুরুসেবাপ্রাণ, গুরুনিষ্ঠ ভক্ত ব্যতীত অপরের গুরুর কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

প্রঃ—আমরা কিভাবে বিষয় গ্রহণ করবো?

উঃ—আমরা যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিব, বেশী বিলাসিতার মধ্যে যাইব না, কিম্বা যাহাতে আত্মহত্যা হয়—এরূপভাবেও শরীরকে পীড়ন করিব না। আমরা সর্ব্বদা হরিকীর্তনের অনুশীলনে তদনুকূল জীবন যাপন করিব। শব্দব্রহ্মের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাই বেদান্ত বলেন—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

বস্তুতঃ হরিকীর্তনের দ্বারাই শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়—মঙ্গল হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা ব্যষ্টি বা সমষ্টি কাহারও বাস্তব উপকার বা মঙ্গল হয় না।

আমরা ভগবৎসেবার জন্যই শরীর রক্ষা করিব। নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য শরীর রক্ষা করিয়া কি লাভ হইবে? তদ্বারা ত' নরকেই যাইব।

যেটুকু বিষয় গ্রহণ করিলে হরিসেবার সুযোগ হয়, সেইটুকু বিষয়ই গ্রহণীয়, বেশী বা কম নহে।

প্রঃ—সদ্ধর্ম্ম কি?

উঃ—ভাগবতধর্ম্ম—ভক্তিধর্ম্ম বা ভগবৎসেবাধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম। ভগবৎসেবা ও ভক্তসেবা উভয়ই সধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত সবই অসদ্ধর্ম্ম—অনিত্যধর্ম্ম বা অনাত্মধর্ম্ম। সধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিই আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম।

সকলেই ভগবানের সেবক এই বিচার আসলে সমদর্শী হওয়া যায়—বড়-ছোট-ভেদবুদ্ধি হতে নির্মুক্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বতোভাবে শান্তিপ্রদ পথের অনুসরণ ক'রে যে মঙ্গল লাভ হয়, সেই মঙ্গল আর কিছুই নয়—তা' কেবল ভগবৎসেবা।

ভগবদ্ভক্তিই সনাতন ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম—পরমধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। ভক্তি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টাই প্রভু হবার চেষ্টা। একদিকে ভক্তি, আর একদিকে প্রভুত্বলাভের চেষ্টারূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও অন্যাভিলাষ। হরিনামকীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্ম বা সদ্ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণনাম ব্যতীত জগতে ভবব্যাধির আর কোন ঔষধ নাই।

প্রঃ—কর্ত্তাভজা কি?

উঃ—কর্ত্তাভজা একটা অপসম্প্রদায়, ইহারা বৈষ্ণব বা ভক্ত নহে। তাদের ধারণা—গুরুই স্বয়ং কৃষ্ণ অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্; সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যক নাই। ইহা পাষণ্ডমতবাদ।

গুরুদেব কৃষ্ণ সত্য, কিন্তু ভোক্তা-ভগবান্ নহেন—তিনি সেবক-ভগবান্—আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবাবিগ্রহ। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণই নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে বিশ্বে প্রকটিত। গুরু বিষয়বিগ্রহ বা শক্তিমানতত্ত্ব নহেন, তিনি কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। তিনি সেবাবিগ্রহ, ভক্তিবিগ্রহ, আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবকভগবান্ বলিয়া ভোগবুদ্ধির লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। এজন্য গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ গুর্ব্বানুগত্যেই কৃষ্ণসেবা করেন—গুরুর হইয়া কৃষ্ণসেবাকে জীবন করেন। তাঁহারা কোনদিনই গুরুকে রাসবিহারী, গোপীনাথ বা রাধানাথ মনে করেন না।

প্রঃ—কিভাবে লোককে সম্মান দিতে হয়?

উঃ—ভক্তগণ কৃষ্ণসম্বন্ধ বাদ দিয়া কাহাকেও সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্যামিসূত্রে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবকেই ভগবৎ-সেবকবুদ্ধিতে সম্মান দিয়া থাকেন। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥

প্রঃ—দীক্ষা গ্রহণের পর কি কাহারও বিষয়ে আসক্তি থাকে?

উঃ—কখনই না। দিব্যজ্ঞানলাভের নাম—দীক্ষা। শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু, আমি সেই ভগবানের সেবক, ভগবানের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন কৃত্য নাই বা হইতে পারে না—ইহাই দিব্যজ্ঞান বা প্রকৃত দীক্ষা। এই জ্ঞানের অভাব যেখানে, সেখানেই অজ্ঞানতা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান হয় নাই—দীক্ষা হয় নাই, জানিতে হইবে। দীক্ষা কথাটীতেই যত গোলমাল বাধিতেছে। গুরুর নিকট অভিগমন না করিয়া "আমরা সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি" মুখে এই কপট অভিমান করিতেছি বলিয়াই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর বিষয়ে অভিনিবেশ কি করিয়া থাকিতে পারে? সংসারে উন্নতি করিবার ইচ্ছাই বা কি করিয়া জাগিতে পারে? স্বতন্ত্র দাম্ভিক ব্যক্তিগণ সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে গুরু অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের শিষ্য বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি-তাঁহাতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া আমরা অপরাধী হই। গুরু সেব্য বস্তু। গুরু অপেক্ষা অধিক

সেব্য কেহ নাই। ভগবৎসেবা অপেক্ষাও গুরুসেবা শ্রেষ্ঠ। গুরুসেবার মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই—এসব কথা শাস্ত্রেও শুনি এবং মুখেও বলিয়া থাকি কিন্তু দেহাসক্তি, গৃহাসক্তি বা স্বতন্ত্রতা প্রবল থাকায় আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজসেবা ও গৃহসেবাকেই বড় কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহাতেই ব্যস্ত হই। যেমন বালক ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় —খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া প্রভৃতি সব ভুলিয়া যায়, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দীক্ষাগ্রহণের পরও আমাদের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি জাগিতেছে না—প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা এবং স্বজনগণের সেবার প্রচেষ্টাই আমাদের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতেছে। আমরা ভাগ্যক্রমে সেবার সুযোগ পাইয়াও তাহা পায়ে ঠেলিয়া দিতেছি। ইহার পরিণাম যে কি বিষময়, তাহা পরে বুঝিতে পারিযা অবশ্যই হতাশ হইব, সন্দেহ নাই। সাধুগুরুর কথা না শুনিলে তাঁহারা আর কি করিবেন?

প্রঃ—কর্ম্ম ও জ্ঞান কি আত্মার ধর্ম্ম?

উঃ—না। কর্ম্মী হওয়া বা জ্ঞানী হওয়া জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কর্ম্ম ও জ্ঞান জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'জীব ভগবানের সেবক বলিয়া কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। ‘জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।'

কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েই স্বার্থপর—উভয়েই নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত। তাহারা ভগবানের ভক্ত নহে, পরন্তু অভক্ত। এজন্য ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ কর্ম্মী বা জ্ঞানী না হইয়া ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ ভক্তিপথেই বিচরণ করেন।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই কি একমাত্র সাধন?

উঃ—নিশ্চয়ই। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কৃত্য নাই—এই কথাটা লোক কিছুতেই বুঝতে পারছে না। বালক হোক্, বৃদ্ধ হোক্, যুবা হোক্, স্ত্রী হোক্, পুরুষ হোক্, ধনী হোক্, দ্ররিদ্র হোক, পণ্ডিত হোক্, মূর্খ হোক্, পাপী হোক্, পুণ্যবান্ হোক্, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাদের অন্য সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই, সাধন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।

প্রঃ—সেবা জিনিষটী কি?

উঃ—শ্রীহরির সেবকগণ বলেন – হে জীব, তুমি হরির সেবা কর, আর কিছু করো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করো না, মনে রেখো—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা। তোমার নিজের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যাতে হয়, তোমার বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনের যাতে সুখ হয়, সেরূপ কার্য্য করার নাম সেবা নয়। তাকে সেবা মনে করলে তুমি বঞ্চিত হবে। গৃহসেবাকে ভগবৎসেবা মনে ক'রে ভুল করো না, ভগবানকে আশ্রয় ক'রে আর মায়ার সেবায় সময় নষ্ট করো না, তাতে তোমার মঙ্গল হবে না পরন্তু দিন দিন সংসারেই আসক্ত হ'য়ে পড়বে-ভগবৎপ্রাপ্তি হবে না। ভগবানের জন্য ব্যস্ত হও, তবে ত' ভগবানকে পাবে। উড়ো খই কৃষ্ণায় নমঃ' বলে কি কৃষ্ণ-সেবা হবে? কৃষ্ণকে ফাঁকি দিলে ত’ নিজেই ফাঁকিতে পড়বে তাই বলি —চতুর হও। সকলকে ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণসেবা কর। তা হলেই অন্তর্যামী কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেন।

প্রঃ—হরিভজনহীন জীবন কি বৃথা?

উঃ—নিশ্চয়ই। খাওয়ার কোন আবশ্যক নাই—পান করার কোন আবশ্যক নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি। দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে যদি কৃষ্ণভজনই না হলো, তা' হলে ত'

জন্মজন্মান্তরের জন্য অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেই পড়তে হলো। ‘কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু।'

পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করবার জন্য। কিন্তু আমরা মানুষ হয়েও যদি পশুর ন্যায় আহার বিহারেই ব্যস্ত থাক্লাম—সংসারেই মত্ত থেকে হরিভজন না করলাম অথবা হরিভজনের নাম ক'রে যে বিষয়ী সে বিষয়ীই থাক্লাম, তা' হ'লে আমাদের জীবন বৃথা গেল—মনুষ্যজন্ম পেয়েও কোন লাভ হলো না।

প্রঃ—শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কি সাধনশিরোমণি?

উঃ—নিশ্চয়ই। কলিকালে শ্রীনামসংকীর্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ত' বটেই, পরন্তু ইহাই একমাত্র সাধন-একমাত্র সাধন-একমাত্র সাধন। কলিকালে হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর সাধন-ভজন কিছু নাই—নাই—নাই। এই শ্রীনামসংকীর্ত্তন হতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হবে।

শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ এব কার॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত এব-কার॥

শাস্ত্র আরও বলেছেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

৬৪ প্রকার ভক্তির অঙ্গ মধ্যে শ্রীনামসংকীর্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নামসংকীর্তন দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা "ভক্তি সমস্তই আছে। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়।

যিনি নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়। তবে একটা কথা—যিনি নামকীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহার শ্রবণ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি। শ্রীনামভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। মুক্তকুলেরও। শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজেকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন জীবের মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন নাই, সেই মঠবাসী ভক্তগণের সেবায় বিমুখ হইয়া ভজনের অভিনয় করিলে মঙ্গল হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ মঠবাসী ও গৃহস্থ সকলেরই কর্তব্য।

যে যে বস্তুর দ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারে মঠেই আছে। মঠবাসীগণের সেবা করিলেই শ্রীনামকীর্তনে অধিকার হয়—শ্রীনামভজনে রুচি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তা না ক'রে যদি

আমরা বহির্মুখ আত্মীয়স্বজনের সেবা নিয়ে মেতে থাকি, তা হ'লে আর হরিনাম হলো না।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় উদাসীন হইয়া আমরা যদি সংসারের সেবাতেই ব্যস্ত থাকি, তবে কখনও নামপরায়ণ হতে পারবো না। আমাদিগকে নামপরায়ণ করবার জন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু গৌরাঙ্গদেব এজগতে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর কথা না শুনে শ্রীনামসেবায় উদাসীন হই, তবে কোনদিন আমাদের মঙ্গল হবে না।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণসংকীর্তনের সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে সাধন বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে সাধনের ব্যঘাত মাত্র জানতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন—সাধনসম্রাট্। সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভের একমাত্র অব্যর্থ সাধন—বৈকুণ্ঠনামকীর্ত্তন। শ্রীমন্নহাপ্রভু অর্চনশিক্ষার কথা বলেন নাই, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামভজনের কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। অন্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনামকীর্ত্তন মুখেই তাহা করণীয়। যদ্যপি অন্যা ডক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম দুইটি পৃথক বস্তু নন। কৃষ্ণই নাম, নামই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্ন। কৃষ্ণনাম নন্দের নন্দন, কৃষ্ণনাম শ্যামসুন্দর। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অভিধেয় বা কর্ত্তব্য—এই বিচার হইলেই মঙ্গল।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ=শ্রী + কৃষ্ণ; শ্রী-লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলিতে গান্ধর্ব্বার (শ্রীরাধার) সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন।

বহুভির্ম্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্ অর্থাৎ সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থে সংকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা কীর্তনের নাম সংকীর্ত্তন।

প্রঃ—আমাদের প্রয়োজন কি?

উঃ—কৃষ্ণচন্দ্রই পূর্ণতম পরতত্ত্ব বস্তু। কৃষ্ণই সকলের নিত্য সেব্য। আমরা সেবক, কৃষ্ণ হলেন আমাদের প্রয়োজন। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে 'কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু, কৃষ্ণসেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য' একথা আমরা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারবো। নতুবা সংসার সংসার ক'রেই মরতে হবে—সংসারকেই উপাস্য বা সার জ্ঞান ক'রে নরকে যাব।

আত্মার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করতে হবে—মনের কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণসেবা হবে না। সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান হওয়া চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য ব'লে যাঁদের বিচার, সেই ভক্তগণ ব্যতীত আমাদের অন্য কেহ আত্মীয় নাই—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে হবে, তবেই মঙ্গল হবে। পরকে আপনজ্ঞান করলে—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে আত্মীয় জ্ঞান করলে ত' আর দিব্যজ্ঞান হলো না, মন্ত্র নিয়েও যে তিমিরে সে তিমিরেই রইলাম।

কৃষ্ণই আরাধ্য বা আপনজন, কৃষ্ণই একমাত্র আত্মীয়—এই জ্ঞান বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড় প্রতিষ্ঠা বা অনাত্মীয়কে আত্মীয়জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নহে।

মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসের দ্বারা হয় না—চেতনের দ্বারা হয়। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেব্য কৃষ্ণের সেবা হইয়া থাকে।

প্রঃ—আনন্দবস্তুটী কি?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—আনন্দং ব্রহ্ম। ভূমৈব সুখম্। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই আনন্দবস্তু। তাঁতে পূর্ণানন্দ আছে, তিনি পূর্ণানন্দবিগ্রহ। **"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।**

শাস্ত্র বলেন—নাল্পে সুখমস্তি। ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই। জড়ানন্দে পূর্ণতা নাই, তাই তাতে আশা মিটে না। বৃহদ্‌বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু ভগবান্‌ই সর্ব্বসুখের আকর। সেই আনন্দমূর্ত্তি কৃষ্ণের সেবা দ্বারাই জীব পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে।

প্রঃ—এই জগৎ কি জীবের ভোগ্য?

উঃ—কখনই না। জগৎ জগদীশ্বরের ভোগ্য বা সেবার উপকরণ। তাতে ভোগবুদ্ধি হ'লে অপরাধ হবে—সংসারী হ'য়ে জ্বলে মরতে হবে।

ভোগবাঞ্ছা করি, তখনই মনে হয় যখন আমরা নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে নানা বিচারে আবদ্ধ হ'য়ে জড়েন্দ্রিয় দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্। কিন্তু আমাদের জানা উচিত—প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহে-ভগবানের সেবার বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করতে নাই।

প্রঃ—আত্মা কি ভোগ করে?

উঃ—আত্মা ত' পরমাত্মার সেবক, কৃষ্ণসেবাই তা'র ধর্ম্ম বা কার্য্য। সুতরাং সেবা ছেড়ে সে ভোগ করতে যাবে কেন? আত্মা ত' আর ভোগী নয়, যে ভোগের জন্য ব্যস্ত হবে। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। মনই ভোক্তারূপে কার্য্য করে। এই ভোগবৃত্তি আত্মবৃত্তি-আবরণকারিণী।

প্রঃ—ভগবান্ কি বস্তু?

উঃ—ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি নিরাকার নহেন। আমাদের ন্যায় ভগবানের জড় দেহ নাই। ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা অভিন্ন।

ভগবান্ স্বরাট্ বস্তু—বিভু বস্তু। He does not require any other help. He may come down upon the scene of any-body and everybody as He pleases. ভগবান্ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করেন না—তিনি পূর্ণ নিরপেক্ষ, পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ। তাঁহার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অচিন্ময় (জড়) নয় —তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় চিন্ময় ও পূর্ণ।

প্রঃ—শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যাতে জীবের পরমঙ্গল লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত সেই ভগবানের কথাই কীর্ত্তন করেন। ভাগবতে পরমধর্ম্ম শুদ্ধভক্তির কথা আছে। ভাগবত শুনতে হ'বে, পড়তে হবে, বিচার করতে হবে।

শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিভাগ, শুদ্ধভক্তি—একতাৎপর্য্যপর। ইহাতে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবল ভগবৎসেবার কথাই আছে। সুখ ও দুঃখ দুইটি ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য ঘুরে বেড়ালে দুঃখই আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্মকাণ্ড মুক্তপুরুষের কৃত্য নহে। কর্ম্মের ফল কখন ভাল, কখন মন্দ।

ভাগবত ছেড়ে অন্য গ্রন্থ পড়লে কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ হ'তে পারে। মোক্ষকামী ভোগ ত্যাগ করলেও ঈশ্বরের উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না—উহাতে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টাদশসিদ্ধি লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist এর) কথা ছেড়ে দিতে হবে। সে কেবল

সংসারের সুখদুঃখের হাত হ'তে ছুটি চায়। সুতরাং সেও নিজে ভোক্তা (recipient)।

যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ করেছেন, ভাগবত বলেন-তিনি ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লে সবই সহজে লাভ হতে পারে।

কর্ম্মীগণ এজীবনে বা পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। Bhakti is the eternal function of pure souls. If we regain our real position, then we have the chance of dissociating ourselves from the world. ভক্তি নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ'তে পৃথক্ হ'তে পারবো।

প্রঃ—আমাদের চিন্তনীয় বিষয় কি?

উঃ—পৃথিবীর কোন বিষয় আমাদের চিন্তনীয় নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধ সত্যবস্তু – বাস্তবসত্য বস্তু। সপরিকর সেই বাস্তব সত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়।

প্রঃ—কিসে আমাদের মঙ্গল হবে?

উঃ—সপরিকর গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার বস্তু। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবানের সেবাপূজা হয় না। গুরুবৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—অনুসরণ দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ করা জীবের পক্ষে অন্যায়। কৃষ্ণের অনুকরণ করতে গিয়ে আউল-বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের সৃস্টি হয়েছে।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবানকে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই।

একমাত্র মঙ্গল হয় যে নামগ্রহণের পন্থায়, সেই নামকীর্ত্তন আমার ভাল লাগছে না। সুতরাং মঙ্গল কি ক'রে হবে?

প্রঃ—গুরুদেব কি বস্তু?

উঃ—গুরুদেব ভগবান হয়েও ভগবৎ-প্রিয়তম। আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তা। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরুগণেরও গুরু। তিনি জানালেন-গুরু ভগবান হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তের প্রধানতত্ত্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তরাজ—সেবক-ভগবান্—সেবাবিগ্রহ—আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণের ন্যায় বিষয়-বিগ্রহ বা ভোক্তাতত্ত্ব নহেন।

প্রঃ—ভগবানকে কে দিতে পারেন?

উঃ—যিনি অখণ্ডবস্তু ভগবানের সেবা অনুক্ষণ করেন, তাঁর আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবগুরুর সেবা দ্বারাই বিষ্ণুসেবা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। স্বয়ং কৃষ্ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হলেও তাঁর দেওয়া কিছু বাকী থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। তাতে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

প্রঃ—বৈষ্ণব কি অকিঞ্চন?

উঃ—নিশ্চয়ই। বৈষ্ণব কৃষ্ণাশ্রিত—কৃষ্ণের সেবক। ভগবৎ-সেবক অভিমান ব্যতীত অন্য অভিমান তাঁর নাই। তিনি অকিঞ্চন—এ জগতের কোন জিনিষ তিনি চান না। এ জগতের কোন বস্তু তাঁকে লুব্ধ করতে পারে না। পর জগতে বা এ জগতে

এমন কোনও লোভের বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জানতে হবে—মোহিনী মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপ্‌টে ধরেছে, আক্রমণ ক'রেছে।

প্রঃ—অবৈষ্ণব কে?

উঃ—যাঁরা নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁরা বৈষ্ণব। যাঁরা বিষ্ণুর সেবা করেন না, কিন্তু তাঁদেরও বিষ্ণুর সেবা করা উচিত, তাঁরা—অবৈষ্ণব।

যাঁরা বিষ্ণুর কথা ব্যতীত ইতর কথা শ্রবণ এবং বিষ্ণুচিন্তা ব্যতীত ইতরচিন্তা করেন, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই যাঁরা ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁরা অবৈষ্ণব।

বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্য কৃত্য। গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের উচিত। বিষ্ণুর প্রসাদই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। এই সকল সেবাবঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হই, তবে আমরা অবৈষ্ণব হ'লাম। অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়—নানাবিধ ক্লেশ এসে পড়ে। ভগবদ্‌বিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য করার দরুণ আমরা কষ্ট পাচ্ছি। স্বতন্ত্রতা বশতঃ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যাতে অন্য লোকে আমাদের সেবা করে, তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টান্বিত হচ্ছি। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা কর্তা সাছি। আমি ভগবানের সেবক – এই স্বরূপের উপলব্ধির অভাবেই আমাদের এসব বিচার এসে উপস্থিত হচ্ছে-আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা আমি চালক—এই সব কুবিচার আমাদিগকে গ্রাস করছে। সাধুর নিকট গেলে আমরা জানতে পারি-আমি কর্ত্তা নহি—কাহারও সেব্য নহি, আমি ভগবৎসেবক, ভগবান্‌ই আমার

একমাত্র সেব্য। কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিই কর্তা। আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জগতের প্রিয় হ’তে চাই—সংসারের কর্ম্ম যথাসাধ্য ক'রে আত্মীয়স্বজনের প্রীতি-আকর্ষণের জন্য ব্যস্ত হই। এতে আমাদের মঙ্গল বা শান্তি হবে না-সংসার বা জগৎ থেকে নিষ্কৃতি হবে না। তাই ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানান যে ভগবানের সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য; দেবতা, পশু-পক্ষী, মানুষ সকলেরই কর্ত্তব্য

ভগবৎসেবা। কিন্তু ভক্তের কথায় অন্যমনস্ক হ'য়ে আমরা মনে করছি—পাথর হয়েছি-পাথরের কার্য্য আছে, গাছ হয়েছি—গাছের ফলদান কার্য্য আছে. পিতা হয়েছি—পুত্র-কন্যার সেবা করা—তাদের আখেরের বন্দোবস্ত করার কাজ আমার আছে। যখন মানুষ হয়েছি, তখন শিক্ষিত হওয়া সভ্য হওয়া —সমাজসংস্কার ও সমাজ-গঠন করা-দেশের উন্নতি করা বহু কার্য্য আছে। আমরা গৃহে থাকবো কর্ত্তা সাবো—লোকে আমাকে মানবে—মোটরে চড়বো ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবো ইত্যাদি অসংখ্য সংকল্প আমাদের চিত্তে এসে উপস্থিত হচ্ছে। ইহারই নাম – অবৈষ্ণবতা—ভগবদ্‌বিমুখতা—মায়ার দাস্য বা গোলামী করা।

প্রঃ—আমরা কি ক'রে রক্ষা পাব?

উঃ—ভগবানের কথা যাঁরা অনুক্ষণ আলোচনা করেন—যাঁরা সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নির্ভর করেন, তাঁদের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করাই রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়। তাঁরা পতিতপাবন—দীনের বন্ধু। তাঁদের শরণাপন্ন হ'লে তাঁরা আমাকে রক্ষা করবেনই।

প্রঃ—আমাদের ভগবদনুভূতি কি ক'রে হবে?

উঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন-কৃষ্ণসেবা, কাসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন—এই তিনটিই জীবের কৃত্য। যে বস্তুকে সেবা করা যায়, তিনিই সেব্য। যিনি সেবা করেন, তিনি সেবক। সেবকের বৃত্তিই সেবন বা ভক্তি। ভজনীয় বস্তু ভগবান্, ভজনকারী—ভক্ত এবং ভজন-বৃত্তি হ'লো ভক্তি—এই তিনটাই নিত্য। ইঁহারা কালক্ষোভ্য বস্তু নহেন, ভূতাদির ন্যায় জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। মিশ্র চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হবে না।

আমরা যদি শ্রেয়ঃপথ বরণ না করি—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় ব্যস্ত না হই, তা' হলে প্রেয়ঃপথকে বহুমানন ক'রে নরকের পথেই ধাবিত হব।

আমরা জগতের নিকট কপটতা ক'রে বলছি—আমরা বিষ্ণুপাসক-কৃষ্ণের দাস, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির দাস, ভোগী, অকর্ম্মী। যেকাল পর্যন্ত জীবের ভগবানে শুদ্ধা, অবিমিশ্রা বা নিষ্কামা সেবাবৃত্তি উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার কোনও জ্ঞান হয় নাই জানতে হবে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হওয়ার জন্যই আমাদের এই অবস্থা – আমাদের এত দুর্ব্বাসনা।

কৃষ্ণসেবা ও কাসেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমাদের দুর্বুদ্ধি হ'তে আমরা ছুটী পেতে পারি কখন? যখন আমরা নিষ্কপটে কারে শরণ গ্রহণ করি নিরন্তর যাঁরা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁদের আশ্রয়েই—তাঁদের শ্রীহস্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যদি যাত্রার দলে সাজা নারদকে ভক্তরাজ নারদ ব'লে মনে করি, খড়িগোলাকে দুধ ব'লে মনে করি,' তা' হ'লে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে চেষ্টাবিশিষ্ট,

যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতি পদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছুই করেন না, এমন কোন মহাপুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে—ভগবদনুভূতি করাইতে পারে।

মনোধর্ম্ম চালিত রূপরসে আচ্ছন্ন থাকাকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের ভগবদুপলব্ধি হয় না। ভক্তের নিজ সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। ভোগোন্মুখচিত্তে কৃষ্ণানুভূতি সম্ভব হয় না। সেবোন্মুখচিত্তে তাহা লভ্য হয়। নিজেকে ভগবৎসেবক জানিয়া অনুক্ষণ সেবা করিতে করিতেই সেব্যের অনুভূতি বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়! ভক্তিপথে বা সেবাপথেই সেব্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব, অন্য উপায়ে নহে।

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রাপ্তি মানে কি?

উঃ—কৃষ্ণপ্রাপ্তি মানে এজগৎ হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া। মুক্ত হ'য়ে হৃদয়ে কৃষ্ণদর্শনই কৃষ্ণপ্রাপ্তি। কৃষ্ণ সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। প্রেমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। বিনা প্রেসে নাহি মিলে নন্দলালা।

প্রঃ—কৃষ্ণাবির্ভাব জিনিষটী কি?

উঃ—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধচেতনের ভাব আছে, তাহাতে পূর্ণচেতনের পূর্ণপ্রকাশই কৃষ্ণাবির্ভাব। শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের উন্মেষই কৃষ্ণের জন্ম। বর্ত্তমানে আমরা অচিবিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সেই অচিভাটী—কর্তৃত্বাভিমানটী—বিষয়াসক্তিটী সঙ্কুচিত করতে পারি, তবেই আমাদের মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম হ'তে সংসার হ'তে ছুটি হবে।

প্রঃ—ভগবান্ কি অচিন্ত্য বস্তু?

উঃ—ভগবান্ কৃষ্ণ অচিন্ত্য সত্য,কিন্তু তিনি কেবল অচিন্ত্য নন—সেবোন্মুখের চিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ হইয়াও গুণাত্মা—সকল-কল্যাণ-গুণৈকবারিধি। তিনি যুগপৎ চিদ্গুণে গুণী ও নির্গুণ। সমস্ত গুণই তাঁতে আছে। তিনি জগতের আধার। জগৎ তাঁর মূর্তি নয়—জগতের অভ্যন্ত রে মূর্ত্তিমান্ তিনিই।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা ভোগের বস্তু। জগৎ তিনি নন—তিনি জগতের আধার। আমরা নমস্কার ব্যতীত অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়লে তাঁর নিকটে যেতে পারি না। শ্রীহরি ব্রহ্মবস্তু, তিনি সীমাবিশিষ্ট কোন বস্তু নন-তাঁকে মেপে বা ভোগ ক'রে নেওয়া যায় না।

প্রঃ—হরিকথা কোথায় শুনিব?

উঃ—হরিভক্তের নিকটেই হরিকথা শুনিতে হইবে। যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেই সকল সাধুর শ্রীমুখ থেকে বীর্য্যবর্তী হরিকথা শুনতে শুনতে আমরা ভগবানের শক্তি ও মাহাত্ম্য অবগত হ'তে পারবো। হৃদয় দিয়ে তেজস্বী সাধুর কাছে হরিকথা শুনলে আমাদেরও দৃঢ়তা আসবে, আমরা ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'ব। তখন বাহ্য জগতের বিক্রমসমূহ আমাদিগকে আর পরাভূত করতে পারবে না।

প্রঃ—প্রকৃত সাধু কে?

উঃ—জটাজুট ধারণ করলে, ত্যাগী সালে বা বড় গৃহস্থ হ'লেই তাকে সাধু বলা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথানিরত ব্যক্তির নামই সাধু। নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁর ভগবানের সেবার জন্য তিনিই সাধু।

হরিকথা কা'কে বলে? যাতে ভগবানের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই হরিকথা। এরূপ হরিকথাই যাঁর জীবন, হরিকথা ছাড়া যিনি থাকতে পারেন না, তিনিই সাধু। যাঁর কথা কৃষ্ণকে সুখ দেয়, কৃষ্ণসুখার্থই যিনি কৃষ্ণকথা বলেন, কর্তা বা বক্তা-অভিমান যাঁর নাই, কৃষ্ণদাস-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত যিনি, সেই কৃষ্ণসেবাব্রত ভক্তই সাধু। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী কেহই সাধু নহে। নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তই সাধু।

প্রঃ—ভক্তের দেহ কি ভগবন্মন্দির?

উঃ—জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির। ইট, কাঠ, পাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময়দেহমন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান। ভক্তের মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ ভগবানের মন্দিররক্ষার্থই চেষ্টা।

প্রঃ—কে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা যাঁর কার্য্য বা জীবন, তিনি প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি গ্রাসে, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে হরিসেবা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। ভাগবত ব্যবসার জিনিষ নন, পরন্তু সেবার বস্তু—উপাস্য বস্তু। এজন্য বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবতব্যাখ্যা করিতে পারে না। অতএব সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে-ভাগবতব্যাখ্যাতা তাঁর ২৪ ঘণ্টাই নিষ্কপটে ভাগবতসেবায় নিয়োগ করেন অথবা অন্য কার্য্য করেন। A stipend holder or a contractor can not explain Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not.

পুরাণতীর্থ হ'লেই ভাগবত ব্যাখ্যা করা যায় না। ‘ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।' যিনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁর নিজে ভাগবত হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎষ্টান থাকলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত পাঠক হইয়াও ভাগবত হইতে বহুদূরে। তাঁর মুখে ভাগবত শুনিয়া ভাগবতের বাস্তবসত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

যে নিজে ভাগবত নয়—যার জীবন শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় গঠিত নয়, তার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন না। সে ব্যক্তি নিজেই বঞ্চিত, তাই ভাগবতপাঠের অভিনয় করিয়া অপরকেও বঞ্চনা করে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রগণকে ভালভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁর জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। ভাগবতপাঠক আচারবান্ প্রচারক হইবেন। তাই শাস্ত্র বলেন-

আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিক্ষান না যায়॥

(চৈঃ চঃ) (5:58)

যাঁর চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁর প্রবল, যাঁর প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে তিনি ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন মাত্র।

প্রঃ—কিরূপ গুরু আশ্রয় করা উচিত?

উঃ—যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেইরূপ গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিব। আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব—যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, নতুবা আমি ত' তাঁর আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হ'তে পারবো না।

অনাচারী বাক্যসার বক্তা (Platform speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (Professional priest) গুরু হ'তে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ গুরু লাভ হ'লে হরিভজন হবে না—আমরা মঙ্গল লাভ করতে পারবো না। গুরু নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট হবেন।

শাস্ত্র বলেন (ভাঃ ১১/৩/২১)—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

প্রঃ—প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থীর বিচারে কি পার্থক্য?

উঃ—শ্রেয়ঃকথা অনেক সময় প্রেয়ের ন্যায় হৃৎকর্ণরসায়ন না হইতেও পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অনেক সময় মনে করেন—আমি যা' ভালবাসি, বক্তার মুখ হ'তে তাহাই বহির্গত হোক্, কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন—আপাততঃ আমার অরুচিকর হলেও নিরপেক্ষ সত্য কথাই আমি শ্রবণ করব।

প্রেয়ঃপন্থী স্বসুখান্বেষণে ব্যস্ত কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী কৃষ্ণসুখানু-সন্ধানে তৎপর। প্রেয়ঃপন্থিগণ শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করেন না। কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থিগণ মহাজনের পথ অবলম্বন করেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাজনের যেই মত সেই মত সার—ইহাই শ্রেয়ঃপন্থীর বিচার। শ্রেয়ঃপন্থিগণ শ্রৌতপন্থী—অবরোহবাদী, আর প্রেয়ঃপন্থী জনগণ অশ্রৌতপন্থী-আরোহবাদী।

প্রঃ—প্রকৃত পরোপকার কি?

উঃ—অনন্তকোটী জীব বিষ্ণুবিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটীভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ করবার জন্য এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে। এদের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার— একটা লোককে যদি কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করতে পার, তবে অনন্তকোটী হাসপাতাল ও বিদ্যালয় স্থাপন করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী, কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest (স্বার্থ) দেখা আমার কর্ত্তব্য, আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তখন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাই আমার কর্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত অচৈতন্যপ্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নাই : তাঁরা দেশের যে উপকার করেন—তাঁরা দেশভক্তির যে আদর্শ দেখান, তাতে একজনের (পরিণামে মন্দ প্রসবকারী) সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল-সেই দেশ-সেবার ফল-সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে। এটা গল্পের কথা নহে, ইহা সবচেয়ে বড় সত্য কথা।

Flatterer (তোষামোদকারী) প্রকৃত শিক্ষক নহে—গুরু নহে-প্রচারক নহে। যাঁরা Popular হবার জন্য-যাঁরা কার্য্য ফতে করবার জন্য জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটী রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চলছেন, সে সকল লোক শুভানুধ্যায়ী নহেন—প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী। সে সকল লোকের কথা শুনতে হবে না। তাতে নিজের ও অপরের অমঙ্গল হবে—সর্ব্বনাশ করা হবে।

প্রঃ—মন কি বিশ্বাসঘাতক?

উঃ—নিশ্চয়ই। সে ফাঁক পেলেই আমার সর্ব্বনাশ করবে। এই পাজি মন—এই বদমাইস্ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য করবার খুব রুচি। জগদ্বাসীকে কামক্রোধাদির দাস্যে—মায়ার দাস্যে নিযুক্ত করবার জন্য পাজি মন উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে। বহির্ম্মুখ মন হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ করবার জন্য সতত ব্যস্ত। এজন্য আমরা বিশ্বাসঘাতক মনের কথা না শুনে সাধু-গুরু-শাস্ত্রের কথাই শুনবো।

প্রঃ—সত্যকথা সকলে শুনে না কেন?

উঃ—সত্যকথা বহুলোক নেয় না—এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্যকথা প্রেয়ঃ নহে, তাহা শ্রেয়ঃ।

কতকগুলি লোক ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর নাম নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত খরচ করতে হচ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য খুব কম লোকই ধরতে পারছে। সুসংস্কার না থাকলে কপাল খুব ভাল না হ'লে নিখুঁত সত্য কথা—কৃষ্ণকথা শুনবার ইচ্ছা জাগে না।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুটো জিনিষ মানুষকে আশ্রয় ক'রে আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ—ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ এই দুইটির তত্ত্ব অবগত হ'য়ে শ্রেয়ঃ মুক্তির কারণ আর প্রেয়ঃ বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। হৃদয়বান ব্যক্তিগণই প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন। আর বিবেকহীন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন। শাস্ত্র বলেন-শ্রেয়ঃকথা শুনবার লোক বেশী পাওয়া যায় না, দু-চারজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়া অনেকেই উহা উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিৎ নিপুণ বক্তা

অতীব দুর্লভ। আবার যদিও ভগবৎ-কৃপায় এইরূপ দুর্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ মিলে কিন্তু আচার্য্যের প্রকৃত অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্লভ।

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটি বক্তা নরকে চলে যাবে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ এই নিগূঢ় সত্য বুঝতে পারবে। কষ্টার্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটি লোককেও সত্যকথা বুঝান যাবে না।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কি কেবল বাঙালীর ঠাকুর?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি জগদীশ্বর—পরমেশ্বর। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীচৈতন্যদেবরূপে জগন্মঙ্গলার্থ বিশ্বে অবতীর্ণ। সুতরাং তিনি যে সমগ্র জগদ্বাসীর উপাস্য বা সেবা, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য বলি—শ্রীচৈতন্যদেব কেবল বাঙালীর ঠাকুর নন—তিনি মানুষের ঠাকুর—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্বজীবের ঠাকুর নন—তিনি ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণেরও ঠাকুর। তিনি পরমপুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বস্তু।

প্রঃ—পরমার্থজগতে কাহাদের সাফল্য হয়?

উঃ—ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। যাঁরা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁদের বিচার খণ্ডিত ধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। ‘সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্' জিনিষটা দশটা পাঁচটা নন। Absolute Truth is only one without a second. যাঁরা মনে করেন-Absolute Truth challengable, তাঁদের success হয় না। কিন্তু আমরা Personal Godhead এর উপাসক-আমরা Impersonality র উপাসক নই। প্রপন্নাশ্রিত আমাদের সাফল্য

অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণু-বস্তুর উল্লাসকগণ বিষয়বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখতে পারেন 'সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে' শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। তাঁরাই realise করতে পারেন—তাঁরাই 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ—এই উপনিষদ্-মন্ত্র তাঁরাই গান ক'রেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দুই-এর আশ্রয়ে ও কৃপাশীর্ব্বাদে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে আমরা চলে যেতে পারবো

সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবকগণ কোনদিন বিফলমনোরথ হবেন না।

অভক্তসম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হবে। ভগবদ্-ভক্ত কোনদিন অধঃপতিত হন না বা হবেন না। অভক্তগণ পতিত হবে—আর যেখানে কপটভক্তি, সেই ভণ্ডদলও পতিত হবে—Mental speculationists (মনোধর্ম্মিগণ) সব প'ড়ে যাবে।

প্রঃ—আমাদের কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে না কেন?

উঃ—গুরুপাদপদ্মদর্শন না হ'লে কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুমুখে সুষ্ঠু শ্রবণ না হওয়ার জন্যই আমাদের কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে না। শ্রবণ ঠিক হ'লে কীর্ত্তনও ঠিক হবে, কীর্ত্তন ঠিক ঠিক হ'লে সুষ্ঠু স্মরণ বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হবে। গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে হবে। কারণ কৃষ্ণই আশ্রয়বিগ্রহ হ'য়ে গুরুরূপে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না। আগে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হবে। ইহার নাম আশ্রয়। আশ্রয় ত' করব আমি। কিন্তু আমি আশ্রয় না করলে আর কি হবে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদগুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হবে। তাঁর দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টা দ্বারাও কিছু হবে

না। তাঁর দয়াই মূল জিনিষ, যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁকেই সত্য সত্য চাই, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর দয়া লাভ হয়। ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হ'লে, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কিরূপে কৃষ্ণের সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হবে, তা' হলেই সুবিধা হবে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ ক'রে তা' নিজ জীবনে যথাযথ পালন না করলে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে? জাগতিক বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়লে শ্রবণ হবে না। শ্রবণ সুষ্ঠু না হ'লে মঙ্গলও হবে না।

প্রঃ—গুরুদর্শন হ'লে কি আর লঘুদর্শন থাকে?

উঃ—কখনই না। গুরু বা শ্রেষ্ঠ অভিমান হ'লে আর গুরু-দর্শন হলো না। তখন লঘু আমি গুরু সেজে বতে ইচ্ছা করবো। তৎফলে গুরুদর্শনের পরিবর্তে যোষিৎদর্শন বা ভোগ্যদর্শন প্রবল হ'য়ে জীবের সর্ব্বনাশ হবে।

গুরুদর্শন হ'লে সর্ব্বত্র গুরুদর্শন হবে, তখন আর লঘুদর্শন থাকবে না। যেমন চোখে নীল চশমা দিলে সবই নীলদর্শন হয় তদ্রূপ গুরুদর্শন, দিব্যদর্শন বা দিব্যজ্ঞান হ'লে সকলকেই পূজ্যবুদ্ধি, গুরুবুদ্ধি বা গুরুজ্ঞান হবে। জগৎ জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ বা জগদীশ্বরের সেবক, সুতরাং আমার নিকট গুরু বা পূজ্য। গুরুদর্শন প্রবল হ'লে কৃষ্ণদর্শন সহজেই হবে।

পিতৃভোগা জননী যেমন আমার সেব্য, তদ্রূপ জগৎপিতা জগদীশ্বরের ভোগ্য বা সেবক জগৎ আমার পূজ্য, সেব্য অর্থাৎ গুরু।

যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি প্রীতির সহিত গুরুসেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হবে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হবে।

যে কার্য্য করলে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখতে হয় না, সেই কার্য্য করতে হবে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরুজ্ঞান করতে পারা যাবে। তখন 'আমি যোষিতের ভোক্তা' এই দর্শন নিরস্ত হওয়ায় ভগবানে সেবাবৃত্তি উদিত হবে। তখনই কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হবে, আমি যোষিৎপতি—এরূপ বিচার আর থাকবে না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎদর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হয়ে গেল। তখন গুরু সাজবার দুর্বুদ্ধি হবে, জীবের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। এইজন্যই বলি যাঁরা মঙ্গল চান, তাঁরা দৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ধরবেন এবং প্রাণপণে গুরুসেবা করবেন, তা' হ'লে মঙ্গল হবে। গুরুনিষ্ঠ ভক্তের কোনদিন পতন হয় না। গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবেনই।

প্রঃ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—গৃহস্থ-ভক্তগণ ভগবৎসুখার্থ সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করিবেন। তাহা হইলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হইবে। গৃহস্থগণ যদি ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত—এই দুই ভাগবতের সেবা, সঙ্গ ও আলোচনা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে না। আমি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া গৃহে থাকাই শ্রেয়ঃ, নতুবা হরিসেবাহীন গৃহ নরকের দ্বারস্বরূপ। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়, আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। সেবাপরায়ণ পারমার্থিকের গৃহবাস ও মঠবাসে কোন ভেদ নাই। কিন্তু গৃহাসক্ত বা গৃহব্রতের গৃহবাস ও কৃষ্ণভক্তের গৃহবাস—এই দুই গৃহবাসকে যেন এক করিয়া ফেলা না হয়। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণকে জীবন করিয়াছেন, সেই শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ ও সেবা-ফলেই গৃহাসক্তি বা গৃহব্রতধর্ম্ম নষ্ট

হইতে পারে না। নিষ্কপটে গুরুসেবা করা ব্যতীত গৃহাসক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই গৃহে থাকিতে হইবে। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য-ইহা হ'তে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন। গৃহস্থের ভজনে উৎসাহ, দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য, হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনে রুচি বা যত্ন, গুরুকৃষ্ণসেবায় নিষ্ঠা অবশ্যই থাকিবে।

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নিজ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি বা স্ত্রৈণভাব ও দুঃসঙ্গ ত্যাগ করা এবং বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্তব্য।

গৃহস্থভক্ত পাপকার্য্য ত' করিবেনই না, এমন কি ভক্তিবাধক পুণ্যকার্য্য হইতেও সাবধান থাকিবেন। কারণ পাপকার্য্য করিলে ত' হরিভজন হইবেই না, পুণ্যসংগ্রহেচ্ছা থাকিলেও হরিভজন হইবে না। গৃহস্থভক্তগণ কেবল নামভজনের অভিনয় দেখাইয়া যেন হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উদাসীন না হন। কারণ ইহা গৃহস্থের পক্ষে শঠতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তৎফলে তাঁহারা ক্রমশঃ গৃহেই আসক্ত হইয়া পড়িবেন। গুরুকৃষ্ণসেবা না করিলে জীবের ভগবানে প্রীতি হইতেই পারে না।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় সাহায্য করিবার জন্য গৃহস্থভক্তগণ অনুক্ষণ চেষ্টা করিবেন।

প্রঃ—মঠ করিয়া থাকাই কি আমাদের কার্য্য?

উঃ—নিজে মঠ করিয়া আরামে থাকিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া জীবন্ত মঠ করিতে যত্নপর হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। কোন একটি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে

পার, তবেই জীবন্ত মঠ করা হইবে। গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুসেবার কথা বলিয়া জীবগণকে গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাই সবচেয়ে মঙ্গলকর কার্য্য। এজন্য গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিলে গুরুকৃষ্ণ অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং এরূপ জগন্মঙ্গলকরকার্য্যে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হওয়াই বুদ্ধিমত্তা ও জীবনের সার্থকতা।

হরিকীর্তনমুখরিত ভগবৎসেবাময় মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। এজন্য মঠবাসই ধামবাস। মঠে হরিকথা আলোচনা প্রবল থাকিবে। খাওয়া-থাকার জন্য মঠ করিয়া লাভ নাই। হরিকথাপ্রচারার্থই মঠ করা প্রয়োজন। তাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হইবে।

গুরুনিষ্ঠ ভক্তই জীবন্ত সাধু বা Living source. এরূপ জীবন্ত সাধুর নিকটেই হরিকথা শুনিতে হইবে। তাহা হইলে আমরাও গুরুদেবতাত্মা হইতে পারিব।

গুরুনিষ্ঠাহীন বা গুরুসেবাবঞ্চিত ব্যক্তি জীবন্মৃত। এরূপ অবৈষ্ণবের সঙ্গ করা উচিত নয়। তাহাতে অমঙ্গলই হয়।

প্রঃ—গুরুকৃপাই কি ভগবানের কৃপালাভের উপায়?

উঃ—শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাতেই আমরা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র ও নিত্যমঙ্গলের উপদেশ লাভ করিয়া থাকি। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয় না, তাহা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই জীবের সংসার ক্ষয় এবং প্রেমসম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

ভজনশিক্ষাদাতা নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরাঙ্গের অন্ত রঙ্গ নিজজন। সেই গুরুনিত্যানন্দের সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

যাহাদের হৃদয় জড়াসক্তিতে কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহারা অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি সত্য সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু আমাকে নিশ্চয়ই পাগল করিবেন। শ্রীগুরুদেব আমার দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া আমাকে অকপটে কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইবেন।

প্রঃ—প্রভো, আপনি কি গুণ্ডিচায় যাবেন?

উঃ—গুণ্ডিচা হলো মনুষ্যের হৃদয়। চিত্তদর্পণ মার্জিত হ'লে তাহা ভগবানের বসতিস্থল হয়। আপনাদের বিচারের গুণ্ডিচায় আমার যাবার ইচ্ছা নাই। কারণ হৃদয়মন্দির মার্জ্জন করতে পারলাম না। আমার পুরুষ-অভিমান, প্রভুত্ব-অভিমান প্রবল হ'য়ে পড়ছে, আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, আমার আশাবদ্ধ কম হয়ে যাচ্ছে। আমি Insincere লোকদের সঙ্গ করতে ভালোবাসি, তাই তাদের সঙ্গেই আমার দেখা হয়; I have no intention to come in contact with Sri Rupa and Sri Sanatan. আমি আমার বিপদকেই আদরের সহিত আহ্বান করি। অবশ্য দেহথাকাকাল পর্য্যন্ত We are in the ocean of discomfort আমরা অস্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে ভাসমান; এজন্য আমরা অনেক সময় মনে করি—Let us be metamorphosed into Charvakism. Discomfort গুলি—অসুবিধাগুলি যে কৃষ্ণকৃপা, তা' আমরা বুঝি না। এই বিচার অবলম্বন ক'রেই আমাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই আমাদের নিত্য গৃহ। কৃষ্ণপাদপদ্মেই eternal health of the soul অবস্থিত।

প্রঃ—আমাদের মঙ্গল কি করে হবে?

উঃ—বিষয়পিপাসা বা পাপপ্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ করতে হবে না। পাপাচরণ দূরের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও গর্হণ করতে করতে শরণাগত হ'য়ে হরিভজন করলে মঙ্গল করতলগত হবে। জগাই ও মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করার পর আর কোন পাপ করেন নাই।

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝতে পারেন। হরিভজন করলে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁরা হরিভজন করেন, তাঁরা মরেন না। ভক্তের কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না। বহির্ম্মুখ জনগণ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদির জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। হরিভজনে প্রবৃত্তি থাকলে ইন্দ্রিয়কে জোর ক'রে দমন করার চেষ্টার দরকার নেই; যেহেতু অকপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষদাঁত সহজেই ভেঙ্গে যায়। মায়াবদ্ধ অতিবৃদ্ধেরও বিষয়ে মোহ আছে। কিন্তু হরিভজনকারীর নিকট বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে—তিনি জগৎকে দুঃখপূর্ণ দেখেন না এবং তাঁহার নিকট বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে অর্থাৎ হরি ভক্তের ইন্দ্র হওয়া দূরে থাকুক, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হ'বারও ইচ্ছা হয় না। এ জগতে কীট হ'তে কেউ চায় না। কিন্তু হরিভজন হ'লে কীট হয়ে থাকাও ভাল। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তের কৃপা হ'লে দেবতারও মঙ্গল হয়।

স্বরূপসিদ্ধিই আবশ্যক। নতুবা মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগতিক চিন্তা করতে করতে সংসারই লাভ হবে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে দেখা না হ'লে আমরা সংকীর্ণ সম্প্রদায় বা দল ক'রে বসি। Individually adjustment with the Absolute Person must be sought after.

প্রঃ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কি?

উঃ—কৃতকার্য্যের ফল আমি পাইব—ইহাই কর্ম্মকাণ্ড। আর কর্ম্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও পাইবেন না—ইহাই জ্ঞানকাণ্ড।

প্রঃ—ভাগ্য কি?

উঃ—অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গফলে সেই জীবের ভক্তির প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি তাহাই ভাগ্য।

প্রঃ—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার কিরূপ?

উঃ—কর্ম্মী হলো ভোগী, জ্ঞানী হলো ত্যাগী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী, আর ভক্ত হলো ভগবৎসেবক।

শুষ্কজ্ঞানীর চিন্তাস্রোত—আমি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব।
ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবানকে আক্রমণই নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীর চেষ্টা। ঐরূপ নির্বিশেষবাদীর চিন্তা-কাশীতে বসিয়া দাবাই খেলি আর যাই করি, মরিলেই শিব হইব।

কুকর্মীর চিন্তা—অপরকে কষ্ট দিয়া আমরাই সব ভোগ করিব। সৎকর্মীর চিন্তা—পুণ্যসংগ্রহের জন্য আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিচার – যাঁহারা হরিভজন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন, তাঁহাদের জন্যই অর্থাদি সঞ্চয় করিব। হরিভজনে বা হরিসেবায় সকল অর্থ ব্যয়িত হইক, ইহাই শুদ্ধভক্তের বিচার বা চিন্তাস্রোত।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি?

উঃ—কৃষ্ণে মতি হউক—এইরূপ শুভাকাঙ্ক্ষা বা আশীর্ব্বাদই জগতের পরমমঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্ব্বপেক্ষা বড় উপকার। সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করাই সব্বশ্রেষ্ঠ দান বা সর্ব্বাপেক্ষা বড় altruism. ভক্তগণের চিত্ত সর্ব্বদাই এইরূপ পরোপকারের জন্যই ব্যস্ত। ভগবানকে জানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

শাস্ত্র বলেন—**বিদ্যা ভাগৰতাবধি।**

প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

(চৈঃ চঃ)

বর্তমানে যে Godless education (নিরীশ্বর শিক্ষা) প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্বাসীর কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিতরণের দ্বারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে।

প্রঃ—পরিকরবৈশিষ্ট্য কাহাকে বলে?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ-পার্ষদভক্তবৃন্দকেই পরিকরবৈশিষ্ট্য, বিশিষ্ট পরিকর বা মুখ্য পরিকর বলে। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রভুর মনোহভীষ্ট পূরণ করেন, তাঁহারাই মুখ্য পরিকর। আর যাঁহারা জড় জগতে থাকিয়াও গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে করিতে কৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহারাই গৌণ পরিকর। তাঁহারাও স্বরূপসিদ্ধির পর বস্ত্রসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ পরিকর বা মুখ্য পরিকরভুক্ত হইবেন।

প্রঃ—ভগবান্ শ্রীগুরুগোবিন্দ কি নিগ্রহও করেন?

উঃ—অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুগোবিন্দ আমাদের নিত্য প্রভু। প্রভুশব্দে যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। কমকর্ত্তমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ। প্রভু কেবল অনুগ্রহই করবেন, নিগ্রহ করবেন না, তা' নয়। তিনি নিগ্রহও করতে পারেন। যারা ভগবদ্‌বিমুখ, যারা দাম্ভিক, তাদের নিগ্রহ ক'রে সংশোধন করার জন্যই ভগবানের অবতার। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই দয়াময়গণের দয়া। তবে একটি গৌণ দয়া, অপরটী মুখ্য দয়া।

বদ্ধ, বিমুখ, ধৃষ্ট জীবগণ ভগবানের নিগ্রহযোগ্য, আর কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তগণই শ্রীগুরুগোবিন্দের অনুগ্রহের পাত্র। সরলচিত্ত দীন সাধক ভক্তগণ দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও ইষ্টদেবের অনুগ্রহের পাত্র কিন্তু কুটিলচিত্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ কপটী বলিয়া নিগ্রহযোগ্য।

এই জড়জগতে নিত্যত্বের ও নিত্য আনন্দের অভাব আছে। এখানে কেবল অমঙ্গল ও নিরানন্দের কথা। এখানে এখন আকাশ নির্ম্মল, পরক্ষণেই মেঘাচ্ছন্ন, তারপর ঝটিকা, দুর্যোগ ইত্যাদি। কিন্তু বৈকুণ্ঠে এইপ্রকার নিগ্রহের কিছু কার্য্য নাই। তথায় কেবল নিত্য ও পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান।

প্রঃ—আমরা সংসারে থেকে কিরূপে নিষ্কৃতি পাব?

উঃ—বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিপন্ন ও পতিত। বদ্ধাবস্থায় আমরা ২৪ ঘণ্টা কেবল অভাব দূর করবার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা করছি। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের সুখলাভের যে চেষ্টা, তাঁহার পরিণতি—মৃত্যুই। এই সংসাররূপ মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে হরিভজন করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা সকলেরই কর্তব্য। গুরুপদাশ্রয় ক'রে দীক্ষাদি গ্রহণকার্য্য ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার। আমরা মহাজনের অনুসরণ ক'রে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হ'ব। বলি রাজা যেমন

সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে ভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর অনুসরণ ক'রে আমরাও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক নিত্যকাল শরণাগত থাকব। শরণাগত হ'য়ে আদর ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা ও নামসেবা করলেই আমরা অনায়াসে সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাব।

তাই মহাপ্রভু ব'লেছেন-

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ**)**

প্রঃ—কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে?

উঃ—আমরা বলি—সব সময়ই হরিকথা শুন। সাধুসঙ্গে থাকিয়া বিষয়োন্মুখ চিত্তকে কৃষ্ণোন্মুখ কর। তবেই মঙ্গল হইবে।

কর্ম্মে যাহা আছে, তাহা আপনিই হইবে। তজ্জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করার আবশ্যক নাই। যদি নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তবে হরিভজনের জন্যই করিব।

যে ব্যক্তি আমাকে বিষয়সুখে প্ররোচনা দেয়, বিষয়ী আমি সেই শত্রুকেই বন্ধু মনে করি। কিন্তু যিনি বিষয়সুখ নিষেধ করেন, যিনি আমাকে সংসার করিতে বা সংসারে আসক্ত হইতে নিষেধ করেন, সেই নিঃস্বার্থ বন্ধু সাধুগুরুর কথা আমি শুনি না। প্রকৃত বন্ধুকেই আমাদের শত্রুজ্ঞান হয়। এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

প্রঃ—আপনারা মঠে লীলাকীর্ত্তন করান না কেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণকীর্তনে আমরা আপত্তি করি না। শ্রীহরির লীলাই একমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলেই বদ্ধজীবের কর্মবীরত্বের কাহিনী বা গ্রাম্যকথাশ্রবণকীর্তনের প্রতি যে স্বাভাবিক রুচি বা আগ্রহ, তাহা বিদূরিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

লীলাকীর্ত্তন ও শৃঙ্গাররসের কীর্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। অনর্থযুক্ত জীব গৌরলীলাকীর্ত্তন বা কৃষ্ণের বাল্যলীলাদির কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারেন। কিন্দু তাহা না করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ় লীলার কথা শ্রবণকীর্তনের চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলেরই উদয় হইবে।

কীর্ত্তন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই শুনিতে হইবে। প্রকৃত ভক্তের বিচার—আমি একমাত্র শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা এবং শ্রীশুকমুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতকথাই শ্রবণ বা আলোচনা করিব আমি গুরুর মুখে বা গুরুনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তের মুখেই গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন লোকের নিকট শ্রবণ করিব না।

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে। অন্য লোকের নিকট কীর্ত্তন শুনিলে কখনই মঙ্গল হইবে না।

শ্রীরাধাগোবিন্দের গূঢ় লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য ভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ।

আপন ভজনকথা না কহিবে যথা তথা—এই আচার্যবাক্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই পালন করা কর্ত্তব্য। পাঁচমিশালী লোক যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে কেবল রসিক-

ভক্তমাত্র উপস্থিত, সেখানে (অধিকার থাকিলে) রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগানশ্রবণসময়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। নতুবা হিতে বিপরীত ফল হইবে। ইহাতে গান পদ্ধতি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও লোকের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভ ও ইন্দ্রিয়সুখের আশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।

প্রঃ—জড় জগতের সহিত পরজগতের পার্থক্য কি?

উঃ—এই জগৎ সেই অপ্রাকৃত নিত্য জগতেরই হেয় ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এজগতের বিচিত্রতায় অনিত্য, খণ্ড ও হেয় ধর্ম্ম আছে; কেননা এজগতের বিচিত্রতা সেই নিত্য জগতের বিম্ববিচিত্রতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে অপ্রাকৃত পাত্র, অপ্রাকৃত স্থান ও অপ্রাকৃত বা অখণ্ডকালের নিত্য বাস্তব অধিষ্ঠান আছে। সেখানে বিষয়বস্তুর অদ্বিতীয়ত্ত্ব, কিন্তু আশ্রয়ের বহুত্ব আছে বলিয়া ঐক্যতানের অভাব নাই। বিষয়ের বহুস্বীকারেই দোষ, বিষয়ের শক্তির বিচিত্রতা স্বীকারে কোন দোষের আরোপ হইতে পারে না।

প্রঃ—কর্ম্মফল কি ভগবৎকৃপা?

উঃ—বুদ্ধিমান্ জনগণ নিজ কর্ম্মফলকে ভগবানের অনুকম্পা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। যত বড় বিপদ্ই হউক না কেন, তাহাকে তাঁহারা নিজের কর্ম্মবিপাক জানিয়াই গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ভগবানকে দোষারোপ করেন না, বরং অনুকম্পা বলিয়া মস্তকে বরণপূর্ব্বক ভগবানে অধিকতর প্রীতিবিশিষ্ট হন। ইহাই ভাগবতীয় শিক্ষা।

প্রঃ—অপ্রাকৃততত্ত্বের উপলব্ধি কি ক'রে হবে?

উঃ—অপ্রাকৃতবিষয় কোনক্রমেই প্রাকৃত জ্ঞান-বুদ্ধিবিচারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত বিষয়ের নিকট যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অপ্রাকৃততত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

গীতাও বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব, অধোক্ষজ-বস্তু বা বাস্তবসত্য – সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ স্বরাট্ বস্তুকে সকল সুধীব্যক্তিই সেবা করিবার জন্য স্বভাবতঃ উন্মুখ হন। যাঁহারা তাঁহাতে বিমুখতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই এই কারাগারস্বরূপ জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখ পান। করুণাময় বাস্তবসত্য পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধারের জন্য-তাহাদের বিকৃত চিন্তাধারা পরিবর্তিত করার জন্য তাঁহার মহামুক্ত প্রতিনিধিবর্গকে এই জগতে পাঠাইয়া দেন।

প্রঃ—আমরা কাহার অনুগত হইব?

উঃ—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা সে-সকল লোকের আনুগত্য করিব না। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না, কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব করতে দিব না। একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা উদারতার নাম করিয়া আমাদের উপর টেক্কা দিতে দিই, কিংবা গুরু ও কৃষ্ণের সহিত অপরের

সমন্বয় করি, তবে নিশ্চয়ই মায়া আমাদের উপর প্রভুত্ত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে জানিতে হইবে। আমরা তথাকথিত নির্ভেদ-মুক্তিকে পদাঘাতে দূর করিব সাযুজ্যমুক্তি অপরাধের পরাকাষ্ঠা। মায়াবাদী—অপরাধী, মায়াবাদী কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহার উচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষরের অভিনয় কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র বিদ্ধ করে। আমরা কুতর্ককেই আমাদের গন্ত ব্যবিচার করিব না। তর্কের দ্বারা আমাদের বাক্যের উপসংহার করিব না। তর্কের দ্বারা কখনও তর্কাতীত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রীহরির কথা জানিতে হইলে তর্ক ছাড়িয়া ভগবদ্ভক্তের অনুগত হওয়া প্রয়োজন। আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীহরির দাস্যে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আধ্যক্ষিক হইব না এবং আধ্যক্ষিকের আনুগত্যও করিব না।

প্রঃ—আধ্যক্ষিক কাহাকে বলে?

উঃ—পথ দুইটি—একটি শ্রৌতপথ, আর একটি তর্কপথ। শ্রৌতপথের নাম অবরোহপন্থা; আর তর্কপথের নাম —আরোহ-পন্থা। শ্রৌতপথে কর্ণপ্রদানকে অধোক্ষজ-সেবা এবং তর্কপথে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকে আধ্যক্ষিকতা বলা হয়।

যাঁহারা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা জাগতিক বা ইন্দ্রিয়জ বিচার দ্বারা ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও আত্মশ্লাঘার পতাকা উত্তোলন করেন, যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরতার ভূমিকায় যুক্তিজাল বয়ন করেন, যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের ধারণা করিতে যান, তাঁহারাই আধ্যক্ষিক। আরোহপ্রণালীই আধ্যক্ষিকতা।

সূর্য্য হইতে আগত রশ্মি যখন আমাদের চক্ষুগোলকে পতিত হয় তখন আমরা সেই সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করি—ইহাই অবরোহপ্রণালীতে সূর্য্যদর্শন; আর যখন সূর্য্যরশ্মির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অন্য কৃত্রিম

আলোর দ্বারা সূর্য্য দর্শন করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে সূর্য্যদর্শন হয় না।

এই শেষোক্ত প্রণালীই আধ্যক্ষিকতা বা আরোহবাদ। আধ্যক্ষিকতাই রাবণের-অভিনন্দিত প্রণালী। আধ্যক্ষিকতায় বহির্মুখ লোকসংঘের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সমর্থন আছে। আধ্যক্ষিকগণ হেতুবাদী ও প্রচ্ছন্ন তার্কিক। আধ্যক্ষিকতা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা গুরুকৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তির কথা বুঝিতে পারিব।

প্রঃ—ধ্যান কি কৃত্রিমভাবে হয়?

উঃ—কখনই না। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব। বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান সম্ভব নয়। কৃত্রিমধ্যানের পন্থা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রকারবিশেষ। অপ্রাকৃত পূর্ণবস্তুর কীর্ত্তনমুখেই ধ্যান স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হইতে পারে। পূর্ণচেতনের সহিত অণুচেতনের পঞ্চপ্রকার সম্বন্ধ এবং সেই সকল সম্বন্ধের অভিধেয়রূপে শব্দব্রহ্মের উপাসনামূলে যে স্বাভাবিক রাগ বা আকর্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তদ্দ্বারাই চেতনের সহজ ধ্যান সম্ভব। সেই ধ্যানে বিক্ষেপ, আবরণ বা কৃত্রিমতা নাই। কৃষ্ণের সেবকসম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি লীলাগ্রন্থ?

উঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাগ্রন্থ মাত্র নয়; পরন্তু ইহা একটি অত্যদ্ভুত মহাদার্শনিক-বিচারগ্রন্থ—মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় লীলাই শ্রীচৈতন্যলীলা আর শ্রীচৈতন্যের

দ্বিতীয় লীলাই কৃষ্ণলীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের পথ অনুসরণ ক'রে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থ লিখেছেন।

প্রঃ—তর্কপন্থী কারা?

উঃ—যাঁরা Challenging mood নিয়ে Absolute Truth-কে আক্রমণ করতে যান, তাঁরাই তর্কপন্থী। তর্কপন্থা হচ্ছে—তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—এই বিচারের বিরুদ্ধপন্থা। একটা হচ্ছে বাস্ত বসত্যকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করব এবং সম্মুখ বা উন্মুখ হবার চেষ্টা করব—এরুপ বিচার, আর একটা হচ্ছে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবলে অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্যকে বাজিয়ে নেব—মেপে নেব-এরূপ বিচার। প্রথমটা হ'লো শ্রৌতপথ, আর শেষেরটা হলো তর্কপথ। অন্বয়ভাবে যাহা গৃহীত হয়, তাহাই শ্রৌতপথ, আর ব্যতিরেকভাবে যেটা গ্রহণ করা যায়, সেটা তর্কপথ। পাঁচটি দর্শনই তর্কপথে প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র বেদান্ত দর্শন শ্রৌতপথ গ্রহণ করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর লোকমোহনের জন্য শ্রৌতপথের নাম ক'রে বেদান্ত-দর্শনে তর্কপথের পরিচালনা ক'রেছেন। আধ্যাক্ষিকজ্ঞান বর্দ্ধিত ক'রে তর্কপথ লাভ হয়।

বৈষ্ণবেরা যত কথা বল্ছেন, তাঁরা নিজেদের রচিত কল্পিত কথা বলছেন না; তাঁরা সমস্তই গুরুপাদপদ্মকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু দশটা পাঁচটা নয়। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মগুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। Absolute Truth requires no challenge from anybody.

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় ত' অনেকেই গুরুর কার্য্য ক'রেছেন?

উঃ—হাঁ। তাঁরা সকলেই ভগবৎপার্ষদ – কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁরা পরস্পর অভিন্ন। সকলেই কৃষ্ণসেবার কথাই ব'লেছেন।

প্রঃ—সব ধর্ম্মেই ত' সেই গুরু হ'তে পারে?

উঃ—সব ধর্ম্মটা রেখে দিন। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয়, তেমনি ধর্ম্মও একটা। তা'র নাম আত্মধর্ম্ম। আর আত্মধর্ম্ম না হ'লেই বাদবাকী সবই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম। জগতে দেহধর্ম ও মনোধর্ম্মের নানা মত ও নানা পথের কথা শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে সে সকল কথা নয়। আত্মধর্ম্ম অদ্বিতীয়; কিন্তু তাতে বিচিত্রতার অভাব নেই, তা' একঘেয়ে ধর্ম্ম নয়, তা' যাবতীয় জাগতিক আবরণ ও গণ্ডীরহিত বিশুদ্ধ নিাল আত্মার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দবৃত্তি।

প্রঃ—আমরা বাস্তব সত্য কি ক'রে জানতে পারবো?

উঃ—বহির্ম্মুখের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচি—সকলই বহির্ম্মুখ। মানুষ ঐরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি বা রুচি নিয়ে কখনও সত্য বরণ করতে পারে না। যখন বাস্ত ব সত্য কৃপা ক'রে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন। কোন্ বস্তু বরণীয়, তা' অকপট সেবোখকে চৈত্ত্যগুরু কৃপা ক'রে জানান। বিশুদ্ধ আন্নায়ের মধ্য দিয়েই বাস্তবসত্য প্রবাহিত হয়।

প্রঃ—চৈত্ত্যগুরু কে?

উঃ—যে ব্যষ্টি পরমেশ্বর অর্থাৎ individual Godhead প্রত্যেক অণুচিৎ-এর ভিতরে আছেন—যাঁর কথা দ্বা সুপর্ণা শ্রুতিমন্ত্রে বলা হ'য়েছে, তিনিই অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরু। Pure Unalloyed conscience is চৈত্ত্যগুরু।

প্রঃ—ভগবানকে ত' কেউ কেউ নির্ব্বিশেষ বলেন?

উঃ—বাস্তব সত্য নির্ব্বিশেষ নন। পরমেশ্বর চিবিলাসী। তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা সবই আছে। তাঁর initiative

নেবার সামর্থ্য আছে। ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা আছে। তিনি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিপরিচালক পূর্ণবিগ্রহ।

Knowing, feeling, willing আমাদের মধ্যে যা' আছে, তা' পূর্ণমাত্রায় তাঁতেই আছে। তিনি যে Fountain head ইহা ভুলে গেলেই কৃষ্ণমায়া আমাদিগকে আক্রমণ করবে, আমাদের বিচারে ভুল করাবে, অসবিবেককে বিবেক ব'লে ভ্রান্তি করাবে।

বিশুদ্ধসত্ত্বেই তাঁর প্রাকট্য, উদয় বা আবির্ভাব। কৃষ্ণ যাঁকে দয়া করবেন, তাঁরই হৃদয় বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হবে। বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত সুদর্শন ও প্রকৃত সচ্চিদানন্দ অনুভূতি।

প্রঃ—কাঁহারা প্রচার করতে পারেন?

উঃ—যাঁদের ভগবদনুভূতি আছে, যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরাই মূল প্রচারক হবেন। অসংখ্য প্রচারক তাঁদেরই অনুগত হ'য়ে প্রচার করতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্তমনা হ'য়ে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার ক'রেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রেছেন। পরমমুক্তপুরুষগণই হরিকথা প্রচার ক'রে বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করেছিলেন।

হাজার হাজার প্রশ্ন জাগবে এক হরিকথা ভাল ক'রে শুনলেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। অধীর হলে চলবে না।

প্রঃ—আমরা কি ক'রে ভগবানের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারবো?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তেই কৃপা লাভ হয় এবং প্রস্তুত হওয়া যায়। গুরুসেবা ও শব্দব্রহ্মের সেবা দ্বারাই হৃদয়ে বল লাভ হবে।

প্রঃ—সদ্গুরু কি ক'রে পাব?

উঃ—ভগবান অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে বিরাজমান থাকেন। আমি নিষ্কপট হ'লে ভগবানই আমাকে মহান্তগুরু দেখিয়ে দিবেন। আমরা হাজার হাজার লোক দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি, কিন্তু মঞ্জুর করার মালিক—তিনি। তিনি কেন মঞ্জুর করবেন না—ইহা আমরা বলতে পারি না। তিনি ত' আমাদের বাগানের মালী নন। আমরা সহিষ্ণু হ'য়ে অপেক্ষা করব—অন্যাভিলাষশূন্য হ'য়ে তাঁতে সেবোন্মুখ হ'ব। আমরা নিষ্কপটে কৃপা চাইলে তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন। তাঁর কৃপাতেই আমরা সদ্গুরু পাব।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥"

প্রঃ—হরিকীর্ত্তন কি অনুক্ষণ করণীয়?

উঃ—হরিকথাকীর্ত্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ বিগত হয়। কীর্ত্তন ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য অপর চেষ্টা—ভগবদ্‌বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগ সকলেই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যদেবও আদেশ ক'রেছেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। কায়মনোবাক্য দ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্তনই জীবিতাবস্থায় মুক্তের লক্ষণ।

প্রঃ—আমরা ত' পরোপকার করাকেই ধর্ম মনে করি। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—পরার্থিতা জিনিষটা ভাল কিন্তু এর দুই জায়গায় মস্ত বড় দোষ। একটা হচ্ছে—ব্যক্তভাবেই হউক অথবা

অব্যক্তভাবেই হউক ইহাতে নিরীশ্বরতার আবাহন আছে, আর ইহাতে পশুজাতি বা অপর প্রাণীর প্রতি হিংসা আছে।

Absolute Integer-কে neglect ক'রে যত কিছু করা যাক্, তার কোন মূল্য নাই। আমরা পরমার্থকে সুবিধাবাদের সেবায় নিযুক্ত করবার পক্ষপাতী নাই। সাধুকে দিয়ে জাগতিক সেবা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টার মধ্যে সাধুত্বের প্রতি আদর নেই। মানবজীবনের কার্য্য কেবল এরূপ সামান্য Altruism নয়। মানবজীবনে আরও অনেক বড় কাজ আছে, সেটা হল ভগবানের সেবা। এই ভগবৎসেবা দ্বারাই দুঃখ হইতে চিরনিষ্কৃতি হবে ও চিরসুখী হওয়া যাবে। এজন্য সমগ্র মানবজাতিকে কৃষ্ণভক্ত করবো—ইহাই আমাদের মনোরথ।

ভগবৎসেবাই চেতনের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে পরমধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রেছেন, তাহা হইতেই জগতের সকলের সর্ব্বতোভাবে উপকার ও পরমমঙ্গল লাভ হবে। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন-

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

শ্রীচৈতন্যদেব দেশের দশের উপকারের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশ ও দশ তথাকথিত সমাজকল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল বা আকাশ-কুসুমসদৃশ কাল্পনিকমাত্র নহে। তাঁহার কথিত উপকার পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি তাহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধিতে পরোপকারের—দেশের ও দশের উন্নতির যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, করিতেছে ও ভাবীকালে অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, উহা কেবল প্রস্তাবিত গ্রহণকার্য্য ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার। আমরা মহাজনের

অনুসরণ ক'রে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হ'ব। বলি রাজা যেমন সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে ভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর অনুসরণ ক'রে আমরাও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক নিত্যকাল শরণাগত থাকব। শরণাগত হ'য়ে আদর ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা ও নামসেবা করলেই আমরা অনায়াসে সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাব।

তাই মহাপ্রভু ব'লেছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ**)**

প্রঃ—কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে?

উঃ—আমরা বলি—সব সময়ই হরিকথা শুন। সাধুসঙ্গে থাকিয়া বিষয়োন্মুখ চিত্তকে কৃষ্ণোন্মুখ কর। তবেই মঙ্গল হইবে।

কর্ম্মে যাহা আছে, তাহা আপনিই হইবে। তজ্জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করার আবশ্যক নাই। যদি নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তবে হরিভজনের জন্যই করিব।

যে ব্যক্তি আমাকে বিষয়সুখে প্ররোচনা দেয়, বিষয়ী আমি সেই শত্রুকেই বন্ধু মনে করি। কিন্তু যিনি বিষয়সুখ নিষেধ করেন, যিনি আমাকে সংসার করিতে বা সংসারে আসক্ত হইতে নিষেধ করেন, সেই নিঃস্বার্থ বন্ধু সাধুগুরুর কথা আমি শুনি না। প্রকৃত বন্ধুকেই আমাদের শত্রুজ্ঞান হয়। এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

প্রঃ—আপনারা মঠে লীলাকীর্ত্তন করান না কেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণকীর্তনে আমরা আপত্তি করি না। শ্রীহরির লীলাই একমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলেই বদ্ধজীবের কর্মবীরত্বের কাহিনী বা গ্রাম্যকথাশ্রবণকীর্তনের প্রতি যে স্বাভাবিক রুচি বা আগ্রহ, তাহা বিদূরিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

লীলাকীর্ত্তন ও শৃঙ্গাররসের কীর্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। অনর্থযুক্ত জীব গৌরলীলাকীর্ত্তন বা কৃষ্ণের বাল্যলীলাদির কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারেন। কিন্দু তাহা না করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ় লীলার কথা শ্রবণকীর্তনের চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলেরই উদয় হইবে।

কীর্ত্তন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই শুনিতে হইবে। প্রকৃত ভক্তের বিচার—আমি একমাত্র শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা এবং শ্রীশুকমুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতকথাই শ্রবণ বা আলোচনা করিব আমি গুরুর মুখে বা গুরুনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তের মুখেই গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন লোকের নিকট শ্রবণ করিব না।

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে। অন্য লোকের নিকট কীর্ত্তন শুনিলে কখনই মঙ্গল হইবে না।

শ্রীরাধাগোবিন্দের গূঢ় লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য ভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ।

আপন ভজনকথা না কহিবে যথা তথা—এই আচার্যবাক্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই পালন করা কর্ত্তব্য। পাঁচমিশালী লোক যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা

এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে কেবল রসিক-ভক্তমাত্র উপস্থিত, সেখানে (অধিকার থাকিলে) রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগানশ্রবণসময়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। নতুবা হিতে বিপরীত ফল হইবে। ইহাতে গান পদ্ধতি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও লোকের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভ ও ইন্দ্রিয়সুখের আশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।

প্রঃ—জড় জগতের সহিত পরজগতের পার্থক্য কি?

উঃ—এই জগৎ সেই অপ্রাকৃত নিত্য জগতেরই হেয় ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এজগতের বিচিত্রতায় অনিত্য, খণ্ড ও হেয় ধর্ম্ম আছে; কেননা এজগতের বিচিত্রতা সেই নিত্য জগতের বিম্ববিচিত্রতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে অপ্রাকৃত পাত্র, অপ্রাকৃত স্থান ও অপ্রাকৃত বা অখণ্ডকালের নিত্য বাস্তব অধিষ্ঠান আছে। সেখানে বিষয়বস্তুর অদ্বিতীয়ত্ত্ব, কিন্তু আশ্রয়ের বহুত্ব আছে বলিয়া ঐক্যতানের অভাব নাই। বিষয়ের বহুস্বীকারেই দোষ, বিষয়ের শক্তির বিচিত্রতা স্বীকারে কোন দোষের আরোপ হইতে পারে না।

প্রঃ—কর্ম্মফল কি ভগবৎকৃপা?

উঃ—বুদ্ধিমান্ জনগণ নিজ কর্ম্মফলকে ভগবানের অনুকম্পা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। যত বড় বিপদ্ই হউক না কেন, তাহাকে তাঁহারা নিজের কর্ম্মবিপাক জানিয়াই গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ভগবানকে দোষারোপ করেন না, বরং অনুকম্পা বলিয়া মস্তকে বরণপূর্ব্বক ভগবানে অধিকতর প্রীতিবিশিষ্ট হন। ইহাই ভাগবতীয় শিক্ষা।

প্রঃ—অপ্রাকৃততত্ত্বের উপলব্ধি কি ক'রে হবে?

উঃ—অপ্রাকৃতবিষয় কোনক্রমেই প্রাকৃত জ্ঞান-বুদ্ধিবিচারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত বিষয়ের নিকট যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অপ্রাকৃততত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

গীতাও বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব, অধোক্ষজ-বস্তু বা বাস্তবসত্য—সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ স্বরাট্ বস্তুকে সকল সুধীব্যক্তিই সেবা করিবার জন্য স্বভাবতঃ উন্মুখ হন। যাঁহারা তাঁহাতে বিমুখতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই এই কারাগারস্বরূপ জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখ পান।

করুণাময় বাস্তবসত্য পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধারের জন্য-তাহাদের বিকৃত চিন্তাধারা পরিবর্তিত করার জন্য তাঁহার মহামুক্ত প্রতিনিধিবর্গকে এই জগতে পাঠাইয়া দেন।

প্রঃ—আমরা কাহার অনুগত হইব?

উঃ—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা সে-সকল লোকের আনুগত্য করিব না। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না, কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব করতে দিব না। একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা উদারতার নাম করিয়া আমাদের

উপর টেক্কা দিতে দিই, কিংবা গুরু ও কৃষ্ণের সহিত অপরের সমন্বয় করি, তবে নিশ্চয়ই মায়া আমাদের উপর প্রভুত্ত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে জানিতে হইবে। আমরা তথাকথিত নির্ভেদ-মুক্তিকে পদাঘাতে দূর করিব সাযুজ্যমুক্তি অপরাধের পরাকাষ্ঠা। মায়াবাদী—অপরাধী, মায়াবাদী কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহার উচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষরের অভিনয় কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র বিদ্ধ করে। আমরা কুতর্ককেই আমাদের গন্ত ব্যবিচার করিব না। তর্কের দ্বারা আমাদের বাক্যের উপসংহার করিব না। তর্কের দ্বারা কখনও তর্কাতীত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রীহরির কথা জানিতে হইলে তর্ক ছাড়িয়া ভগবদ্ভক্তের অনুগত হওয়া প্রয়োজন। আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীহরির দাস্যে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আধ্যক্ষিক হইব না এবং আধ্যক্ষিকের আনুগত্যও করিব না।

প্রঃ—আধ্যক্ষিক কাহাকে বলে?

উঃ—পথ দুইটি—একটি শ্রৌতপথ, আর একটি তর্কপথ। শ্রৌতপথের নাম অবরোহপন্থা; আর তর্কপথের নাম —আরোহ-পন্থা। শ্রৌতপথে কর্ণপ্রদানকে অধোক্ষজ-সেবা এবং তর্কপথে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকে আধ্যক্ষিকতা বলা হয়।

যাঁহারা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা জাগতিক বা ইন্দ্রিয়জ বিচার দ্বারা ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও আত্মশ্লাঘার পতাকা উত্তোলন করেন, যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরতার ভূমিকায় যুক্তিজাল বয়ন করেন, যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের ধারণা করিতে যান, তাঁহারাই আধ্যক্ষিক। আরোহপ্রণালীই আধ্যক্ষিকতা।

সূর্য্য হইতে আগত রশ্মি যখন আমাদের চক্ষুগোলকে পতিত হয় তখন আমরা সেই সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করি—ইহাই অবরোহপ্রণালীতে সূর্য্যদর্শন; আর যখন

সূর্য্যরশ্মির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অন্য কৃত্রিম আলোর দ্বারা সূর্য্য দর্শন করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে সূর্য্যদর্শন হয় না।

এই শেষোক্ত প্রণালীই আধ্যক্ষিকতা বা আরোহবাদ। আধ্যক্ষিকতাই রাবণের-অভিনন্দিত প্রণালী। আধ্যক্ষিকতায় বহির্মুখ লোকসংঘের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সমর্থন আছে। আধ্যক্ষিকগণ হেতুবাদী ও প্রচ্ছন্ন তার্কিক। আধ্যক্ষিকতা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা গুরুকৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তির কথা বুঝিতে পারিব।

প্রঃ—ধ্যান কি কৃত্রিমভাবে হয়?

উঃ—কখনই না। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব। বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান সম্ভব নয়। কৃত্রিমধ্যানের পন্থা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রকারবিশেষ। অপ্রাকৃত পূর্ণবস্তুর কীর্ত্তনমুখেই ধ্যান স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হইতে পারে। পূর্ণচেতনের সহিত অণুচেতনের পঞ্চপ্রকার সম্বন্ধ এবং সেই সকল সম্বন্ধের অভিধেয়রূপে শব্দব্রহ্মের উপাসনামূলে যে স্বাভাবিক রাগ বা আকর্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তদ্দ্বারাই চেতনের সহজ ধ্যান সম্ভব। সেই ধ্যানে বিক্ষেপ, আবরণ বা কৃত্রিমতা নাই। কৃষ্ণের সেবকসম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি লীলাগ্রন্থ?

উঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাগ্রন্থ মাত্র নয়; পরন্তু ইহা একটি অত্যদ্ভুত মহাদার্শনিক-বিচারগ্রন্থ—মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় লীলাই শ্রীচৈতন্যলীলা আর শ্রীচৈতন্যের

দ্বিতীয় লীলাই কৃষ্ণলীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের পথ অনুসরণ ক'রে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থ লিখেছেন।

প্রঃ—তর্কপন্থী কারা?

উঃ—যাঁরা Challenging mood নিয়ে Absolute Truth-কে আক্রমণ করতে যান, তাঁরাই তর্কপন্থী। তর্কপন্থা হচ্ছে—তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—এই বিচারের বিরুদ্ধপন্থা। একটা হচ্ছে বাস্ত বসত্যকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করব এবং সম্মুখ বা উন্মুখ হবার চেষ্টা করব—এরুপ বিচার, আর একটা হচ্ছে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবলে অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্যকে বাজিয়ে নেব—মেপে নেব-এরূপ বিচার। প্রথমটা হ'লো শ্রৌতপথ, আর শেষেরটা হলো তর্কপথ। অন্বয়ভাবে যাহা গৃহীত হয়, তাহাই শ্রৌতপথ, আর ব্যতিরেকভাবে যেটা গ্রহণ করা যায়, সেটা তর্কপথ। পাঁচটি দর্শনই তর্কপথে প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র বেদান্ত দর্শন শ্রৌতপথ গ্রহণ করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর লোকমোহনের জন্য শ্রৌতপথের নাম ক'রে বেদান্ত-দর্শনে তর্কপথের পরিচালনা ক'রেছেন। আধ্যাক্ষিকজ্ঞান বর্দ্ধিত ক'রে তর্কপথ লাভ হয়।

বৈষ্ণবেরা যত কথা বল্‌ছেন, তাঁরা নিজেদের রচিত কল্পিত কথা বলছেন না; তাঁরা সমস্তই গুরুপাদপদ্মকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু দশটা পাঁচটা নয়। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মগুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। Absolute Truth requires no challenge from anybody.

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় ত' অনেকেই গুরুর কার্য্য ক'রেছেন?

উঃ—হাঁ। তাঁরা সকলেই ভগবৎপার্ষদ – কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁরা পরস্পর অভিন্ন। সকলেই কৃষ্ণসেবার কথাই ব'লেছেন।

প্রঃ—সব ধর্ম্মেই ত' সেই গুরু হ'তে পারে?

উঃ—সব ধর্ম্মটা রেখে দিন। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয়, তেমনি ধর্ম্মও একটা। তা'র নাম আত্মধর্ম্ম। আর আত্মধর্ম্ম না হ'লেই বাদবাকী সবই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম। জগতে দেহধর্ম ও মনোধর্ম্মের নানা মত ও নানা পথের কথা শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে সে সকল কথা নয়। আত্মধর্ম্ম অদ্বিতীয়; কিন্তু তাতে বিচিত্রতার অভাব নেই, তা' একঘেয়ে ধর্ম্ম নয়, তা' যাবতীয় জাগতিক আবরণ ও গণ্ডীরহিত বিশুদ্ধ নিাল আত্মার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দবৃত্তি।

প্রঃ—আমরা বাস্তব সত্য কি ক'রে জানতে পারবো?

উঃ—বহির্মুখের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচি—সকলই বহির্মুখ। মানুষ ঐরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি বা রুচি নিয়ে কখনও সত্য বরণ করতে পারে না। যখন বাস্ত ব সত্য কৃপা ক'রে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখন তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন। কোন্ বস্তু বরণীয়, তা' অকপট সেবোখকে চৈত্ত্যগুরু কৃপা ক'রে জানান। বিশুদ্ধ আন্নায়ের মধ্য দিয়েই বাস্তবসত্য প্রবাহিত হয়।

প্রঃ—চৈত্ত্যগুরু কে?

উঃ—যে ব্যষ্টি পরমেশ্বর অর্থাৎ individual Godhead প্রত্যেক অণুচিৎ-এর ভিতরে আছেন—যাঁর কথা দ্বা সুপর্ণা শ্রুতিমন্ত্রে বলা হ'য়েছে, তিনিই অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরু। Pure Unalloyed conscience is চৈত্ত্যগুরু।

প্রঃ—ভগবানকে ত' কেউ কেউ নির্ব্বিশেষ বলেন?

উঃ—বাস্তব সত্য নির্ব্বিশেষ নন। পরমেশ্বর চিবিলাসী। তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা সবই আছে। তাঁর initiative

নেবার সামর্থ্য আছে। ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা আছে। তিনি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিপরিচালক পূর্ণবিগ্রহ।

Knowing, feeling, willing আমাদের মধ্যে যা' আছে, তা' পূর্ণমাত্রায় তাঁতেই আছে। তিনি যে Fountain head ইহা ভুলে গেলেই কৃষ্ণমায়া আমাদিগকে আক্রমণ করবে, আমাদের বিচারে ভুল করাবে, অসবিবেককে বিবেক ব'লে ভ্রান্তি করাবে।

বিশুদ্ধসত্ত্বেই তাঁর প্রাকট্য, উদয় বা আবির্ভাব। কৃষ্ণ যাঁকে দয়া করবেন, তাঁরই হৃদয় বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হবে। বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত সুদর্শন ও প্রকৃত সচ্চিদানন্দ অনুভূতি।

প্রঃ—কাঁহারা প্রচার করতে পারেন?

উঃ—যাঁদের ভগবদনুভূতি আছে, যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরাই মূল প্রচারক হবেন। অসংখ্য প্রচারক তাঁদেরই অনুগত হ'য়ে প্রচার করতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্তমনা হ'য়ে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার ক'রেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রেছেন। পরমমুক্তপুরুষগণই হরিকথা প্রচার ক'রে বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করেছিলেন।

হাজার হাজার প্রশ্ন জাগবে এক হরিকথা ভাল ক'রে শুনলেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। অধীর হলে চলবে না।

প্রঃ—আমরা কি ক'রে ভগবানের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারবো?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তেই কৃপা লাভ হয় এবং প্রস্তুত হওয়া যায়। গুরুসেবা ও শব্দব্রহ্মের সেবা দ্বারাই হৃদয়ে বল লাভ হবে।

প্রঃ—সদ্গুরু কি ক'রে পাব?

উঃ—ভগবান অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে বিরাজমান থাকেন। আমি নিষ্কপট হ'লে ভগবানই আমাকে মহান্তগুরু দেখিয়ে দিবেন। আমরা হাজার হাজার লোক দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি, কিন্তু মঞ্জুর করার মালিক—তিনি। তিনি কেন মঞ্জুর করবেন না—ইহা আমরা বলতে পারি না। তিনি ত' আমাদের বাগানের মালী নন। আমরা সহিষ্ণু হ'য়ে অপেক্ষা করব—অন্যাভিলাষশূন্য হ'য়ে তাঁতে সেবোন্মুখ হ'ব। আমরা নিষ্কপটে কৃপা চাইলে তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন। তাঁর কৃপাতেই আমরা সদ্গুরু পাব। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥"

প্রঃ—হরিকীর্ত্তন কি অনুক্ষণ করণীয়?

উঃ—-হরিকথাকীর্ত্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ বিগত হয়। কীর্ত্তন ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য অপর চেষ্টা—ভগবদ্‌বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগ সকলেই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যদেবও আদেশ ক'রেছেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। কায়মনোবাক্য দ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্তনই জীবিতাবস্থায় মুক্তের লক্ষণ।

প্রঃ—আমরা ত' পরোপকার করাকেই ধর্ম মনে করি। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—পরার্থিতা জিনিষটা ভাল কিন্তু এর দুই জায়গায় মস্ত বড় দোষ।

একটা হচ্ছে—ব্যক্তভাবেই হউক অথবা অব্যক্তভাবেই হউক ইহাতে নিরীশ্বরতার আবাহন আছে, আর ইহাতে পশুজাতি বা অপর প্রাণীর প্রতি হিংসা আছে।

Absolute Integer -কে neglect ক'রে যত কিছু করা যাক্, তার কোন মূল্য নাই। আমরা পরমার্থকে সুবিধাবাদের সেবায় নিযুক্ত করবার পক্ষপাতী নাই। সাধুকে দিয়ে জাগতিক সেবা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টার মধ্যে সাধুত্বের প্রতি আদর নেই। মানবজীবনের কার্য্য কেবল এরূপ সামান্য Altruism নয়। মানবজীবনে আরও অনেক বড় কাজ আছে, সেটা হল ভগবানের সেবা। এই ভগবৎসেবা দ্বারাই দুঃখ হইতে চিরনিষ্কৃতি হবে ও চিরসুখী হওয়া যাবে। এজন্য সমগ্র মানবজাতিকে কৃষ্ণভক্ত করবো—ইহাই আমাদের মনোরথ।

ভগবৎসেবাই চেতনের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে পরমধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রেছেন, তাহা হইতেই জগতের সকলের সর্ব্বতোভাবে উপকার ও পরমমঙ্গল লাভ হবে। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

শ্রীচৈতন্যদেব দেশের দশের উপকারের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশ ও দশ তথাকথিত সমাজকল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল বা আকাশ-কুসুমসদৃশ কাল্পনিকমাত্র নহে। তাঁহার কথিত উপকার পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি তাহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধিতে পরোপকারের—দেশের ও দশের উন্নতির যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, করিতেছে ও ভাবীকালে অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, উহা কেবল প্রস্তাবিত করা

শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। যখন আমাদের চিত্তে ভগবদাশ্রয়ের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে চিত্ত ধাবিত হয়। যে যেখানে আছি, সেখানে থাকাকালেই সাধুদিগের (কৃষ্ণভক্তের) মুখদ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্তা শ্রবণ করা কর্তব্য। তা' হ'লেই সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে, ভগবানে নির্ভরতা আসবে।

প্রঃ—ভগবান্ কে?

উঃ—ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজশব্দে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। Godhead is He who has reserved the Absolute right of not being exposed to present human senses. তাঁকেই ভগবান্ বলা হয়, যিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণীজগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটি সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত রেখেছেন।

প্রঃ—জীব বদ্ধ হ'লো কেন?

উঃ—জীবের free will রয়েছে, তার অপব্যবহার হচ্ছে ব'লে।

প্রঃ—তা' হলে

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

উঃ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। জীব হেতুকর্তা

আর ঈশ্বর প্রযোজককর্তা। জীব নিজে কর্ম্মের কর্তা হয়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হচ্ছে, সে-সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রযোজক কর্তারূপে ঈশ্বরের কতৃত্ত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর—ফলদাতা আর জীব—ফলভোক্তা।

প্রঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণায় হয়?

উঃ—ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎসেবাই হ'ত—ভগবদ্বিস্মৃতি হ'ত না।

প্রঃ—তা' হ'লে সবই ভগবদিচ্ছায় হয় বা সবই ভগবৎকৃপা—এ . সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত এর জবাব দিয়েছেন—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাশ্বপুভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ইহ জগৎ হ'তে যার ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন—পরমমঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষারোপ করি, তবে সেবা-প্রবৃত্তির অভাব হওয়ায় কোনদিনই মুক্ত হ'তে পারবো না। কিন্তু সেবোন্মুখতাক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী হন।

প্রঃ—আমরা যে পাপ করি, তা'ও কি ভগবানের দয়া?

উঃ—না, তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি রেখেছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য। যেমন শিশুর রুচি পরীক্ষা করবার জন্য পিতা-মাতা পয়সা, কড়ি, ধান, ভাগবতশাস্ত্র প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে তাহা গ্রহণ করে। দয়ার সাগর ভগবানকে বহির্ম্মুখ মানবজ্ঞানে নিদয় ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু দয়াময়ের সবই দয়া। পিতার চুম্বন ও চপেটাঘাত যেমন দুইই দয়া তদ্রূপ। দয়াকে দণ্ড ব'লে মনে হ'লে Serving temper (সেবোন্মুখতা) বা attraction for God (ভগবানে আনুরক্তি) এর অভাব হচ্ছে বুঝা যায়। ভগবান্ সর্ব্বাশ্রয়। তাঁর কাছে আশ্রয় পাব ব'লে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্ তাঁর (আশ্রয়প্রার্থীর) ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি পথ্যমরিচাদির ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার ছুরি দিয়ে ফোড়াটা কেটে দিলেন, তাতে যদি তাঁদিগকে নির্দয় মনে করি, তা হলে আমার বিচারটা ভুল হলো। অজ্ঞ আমি প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে-দয়াবানকে অমঙ্গলকারী ও নিদয় ব'লে ভুল করলাম। মায়া এ জগতে নানা প্রলোভনের জিনিষ সাজিয়ে রেখেছে। আমরা সেই টোপে আকৃষ্ট হ'য়ে কখন যথেচ্ছচারী অসৎকর্ম্মী হচ্ছি, কখন বা লোকহিতকর কার্য্য করবার নামে সৎকর্ম্মী সাজ্ছি, কখন নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই ভাল মনে কচ্ছি, কখন শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর কচ্ছি। এসব দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হবে না। একমাত্র ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে,এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কা'রও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতনধর্ম্মের হন্তারক নহেন, চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁর নিদয়তার পরিচয় হ'তো। তিনি চেতনবৃত্তির নিকট চেতনবৃত্তির সৎ ও অসৎ ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি জানাছেন – জৈমিনী ঋষির অভ্যুদয়বাদের

কথায়, শঙ্করাচার্য্যের নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম কর—ভগবানের সেবা যাতে না হয়, এরূপ কার্য্য ক'রো না।

প্রঃ—আমরা কেন অন্য কাজে ব্যস্ত হচ্ছি?

উঃ—আমাদের কপাল পুড়ে গ্যাছে। তাই আমরা ভগবৎসেবা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছি। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই নিখুঁত সত্য কথাটা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তাই ভগবৎসেবা অপেক্ষা অন্য কাজকেই আমাদের বড় মনে হচ্ছে—কর্ত্তব্য মনে হচ্ছে। পুনঃ পুনঃ সাধুসঙ্গ ক'রেও আমাদের এই মারাত্মক ভুলটা আর ভাঙ্গছে না। বহির্মুখ আমাদের প্রবৃত্তি হচ্ছে—মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মৎস্য হ'য়ে টোপ খাওয়া, যে সব স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির সঙ্গে আর কোনকালে দেখা হবে না তাদের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া। আমগাছ পুলাম – বিষয়সম্পত্তি কিনলাম।

তার ফল পাবে অন্যে যার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না—আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধনদৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে তা'র জন্যই সব চেষ্টা। আমাদের কি বিচারভ্রান্তি!

প্রঃ—এখন আমাদের কি করতে হবে?

উঃ—গুরুর কাছে কথা শুনতে হবে। প্রথমে গুরুর কাছে যে-সব কথা শুনবো সেগুলো বড় revolting (বিপ্লবী) মনে হবে। আমার অভিজ্ঞান দ্বারা গুরুর অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা সাধন করবো—কোন কোন দুর্ভাগার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিরও উদয় হয়।

কিন্তু গুরুবস্তুকে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত আক্রমণ করতে পারে না—তিনি ঐ সকলকে অনন্তকোটি যোজন দূরে রাখতে পেরেছেন। তাঁর Position [ভূমিকা] Shifting [পরিবর্তনশীল] নয় ব'লেই তিনি গুরু অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী জিনিষ। আমার গুরু Abso-lute truth এর [বাস্তব সত্যের] সেবক—তাহা খণ্ডিত সত্য নহে-তাহা Unchangable and Unchallengable.

প্রঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি হয়?

উঃ—অনুক্ষণ কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন ছাড়া যাঁদের অপর কোন কৃত্য নাই, সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজনপরায়ণের নিকট সেবাবুদ্ধির সহিত মনোযোগসহকারে ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়।

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার কচ্ছে?

উঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা জগতের যে উপকার হচ্ছে, রাজনীতি সহস্র সহস্র যুগযুগান্তরে তার কোটী অংশের এক অংশও ক'রে উঠতে পারবে না। আমরা রাষ্ট্রনীতিবাদিগণের ন্যায় এত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে বলছি না।

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে?

উঃ—Post Graduate কয়জনই বা হচ্ছে, নিউটন কয়জনই বা হচ্ছে? অনেক মিঃ জে, সি, বসু যখন হচ্ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল—এই বিচারই কি সমীচীন?

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম্মে কারো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের তাতে কি উপকার হয়?

উঃ—তা নয়; সেরূপ বিচার অর্চ্চন যিনি করেন, তাঁর পক্ষের কথা; যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁদের পক্ষের কথা নয়। অর্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গলসাধন করেন, আর কীর্ত্তনকারী সমগ্র জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—পশু-পক্ষী, দেব-দানব, এমন কি বৃক্ষ-লতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা সবচেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন।

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম কি সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়?

উঃ—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। খৃষ্টান থেকে কাজ নাই—মুসলমান থেকে কাজ নাই—হিন্দু থেকে কাজ নাই; সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও, পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই, দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হয়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর—আত্মধর্ম্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে সব বৈষ্ণব ক'রে যাচ্ছিলেন—ঝারিখণ্ডপথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী সকলে তাঁর কৃপায় বৈষ্ণব হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব-শাক্ত, পাষণ্ডী-হিন্দু, পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষ, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল-একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আর যাঁরা বৈষ্ণব হচ্ছিলেন, তাঁরাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য ক'রে সকলকে বৈষ্ণব কচ্ছিলেন।

প্রঃ—বিষ্ণুসেবা করলে কি কাজকর্ম সব ছেড়ে দিতে হবে?

উঃ—বৈষ্ণব হ'য়ে সব কর্ব্বো, বৈষ্ণবতা ছেড়ে—বিষ্ণুসেবা বাদ দিয়ে কর্মপন্থা গ্রহণ কর্ব্বো না। বৈষ্ণবগণ সমস্ত কার্য্য হরিসেবার অনুকূলে করেন।

প্রঃ—যাঁরা হরির সেবা করেন তাঁরা কি জীবের সেবা করেন না?

উঃ—হরি অখণ্ড বস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের বন্ধু বা সাহায্যকারী। যারা জীবের বাহ্য-চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্য অঙ্গের সেবাকেই হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করছে, তারা বিবর্ত্তবাদী, তাদের জীবসেবা হয় না-হরির বাহ্য অঙ্গ মায়ার সেবা হয়। এইভাবে অনন্তকাল মায়ার সেবা করলেও নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্রবুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হলো না -নারায়ণদাস জীবের সেবাও হ'লো না-মায়ার সেবা হ'য়ে গেল। বিবর্তের সেবা-মরীচিকার সেবা-ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নহে। তত্ত্ববস্তু—একমাত্র কৃষ্ণ; জীব সেই কৃষ্ণেরই সেবক। হরির নিত্য সেবক আমরা হরির সেবা করব—হরিভক্তের সেবা করবো, যাঁরা হরিভক্তকে বুঝতে পারেন—তাঁ দিগকে শারীরিক ও মানসিক সাহায্য করবো; আর হরিভক্তের বিদ্বেষী যারা তাদেরও সেবা করবো উপেক্ষা দ্বারা। ঈশ্বরের সেবকই আমাদের Best friend (সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু), তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা করবো। আমার যে সকল বন্ধু বিষ্ণুসেবার মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে বিষ্ণুর সেবার কথা বলবো যদি তাঁরা বিদ্বেষী না হন। আর যারা বিদ্বেষী, নাস্তিক প্রভৃতি তা'দের সঙ্গে non-cooperation [অসহযোগ] করবো।

প্রঃ—লোককে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করা কি জীবে দয়া নয়?

উঃ—যদি কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—হরিভজন করেন, তবে তাঁকে অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করবো। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে-পরিয়ে হরিভজন করাতে হবে—তাঁর কিছু

উপকার ক'রে দিতে হবে; নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে লুব্ধ ক'রে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করাই প্রকৃত দয়া। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই—কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়াই জীব সংসারে নানাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণোন্মুখতা জাগিলেই জীব সমস্ত দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সুখী হ'তে পারবে। শ্রীচৈতন্যদেব এই দয়াই ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় তথাকথিত দয়ার-অপূর্ণ দয়ার একটি Comparative study [তুলনামূলক বিচার] করলে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের দয়া হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া বা চিরস্থায়ী দান, আর যত দয়া সব limited—সব বঞ্চনাময়ী।

প্রঃ—স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন না?

উঃ—স্মার্ত্তদের বিষ্ণুপূজা গণেশ-সূর্য্যাদি দেবতা-পূজারই নামান্তর; তাতে বিষ্ণুর পরমপদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম মনে ক'রে যে পূজা, তাতে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান করে ফেলা হয়-বিষ্ণুকে ইতর দেবপর্যায়ে গণনা করা হয়। কিন্তু তাহা পাষণ্ডতা বা অপরাধ। শাস্ত্র বলছেন—

যস্ত্র নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুম্॥

পাষণ্ডী হিন্দুগণ কৃষ্ণনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন ব'লে বিচার করেন না। তাঁরা কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত এবং কৃষ্ণনামকে যাগ-যজ্ঞ-যোগ-তপস্যা-ধ্যান-ব্রতাদির সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু ব'লেছেন—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥

পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুপূজা, তাতে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সেটা দেবতাপূজা মাত্র; সুতরাং অবৈধ।

প্রঃ—দেবতা-পূজা অবৈধ হ'লেও তাতে ত' কৃষ্ণেরই পূজা হয়?

উঃ—বিধি পূর্ব্বক পূজা দ্বারাই ফল লাভ হয়—মঙ্গল হয়। অবিধি পূর্ব্বক পূজা দ্বারা সুবিধা হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত দ্বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্; সুতরাং তাঁর ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই কচ্ছে কিন্তু অবিধি পূর্ব্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা কচ্ছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা কচ্ছেন।কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। যে দিন সম্বন্ধজ্ঞান হ'বে, সেদিন জানতে পারবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর, গোবিন্দের আদেশ পালনই তাঁদের কার্য্য। যাঁরা দেবতাগণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর ব'লে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারেন না।

প্রঃ—ভক্ত কি নিজের কোন কথা বলেন?

উঃ—আমাকে অনেকে বলেন, আপনার কথা শুনে খুব উপকৃত হ'লাম। কিন্তু আমাদের নিজের কোন বিদ্যাবুদ্ধি নাই। গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের কথাই ব'লে থাকি,

আমরা নূতন কোন প্রস্তাব করি না। তবে ভগবানকে পাবার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা বলবার আছে, তাই মাত্র বলি।

আপনার নিকট যে সব কথা বললাম, এ সব আমাদের কিছু নয়। আমাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা নাই—ইহা সব গুরুদেবের কথা। গুরুপরম্পরায় আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত যে সনাতন সত্যের কথা নেমে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্ত্তনকারী।

ভক্ত বলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা ক'রে হৃদয়ে যা স্ফূর্ত্তি করান, তাহাই জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়। আমার নিজের কোন কিছু বলার যোগ্যতা নাই।

প্রঃ—হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা আছে কেন?

উঃ—এই প্রাকৃত জগতে ভগবানের representative কেবলমাত্র দুইটি আছে। একটি অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম, আর একটি—ভগবানের নিত্যচিবিলাস সবিশেষরূপের অর্চাবতার। আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে পৌঁছিতে পারি না, সে বস্ত কে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন London town এখানে বসিয়া দেখিতে পারি না, ঘ্রাণ করিতে পারি না, আস্বাদন করিতে পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না—এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাজই দূরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হ'তে পারে না; কেবলমাত্র কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। London এর বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি। টরেটক্কা টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব পাইতে পারি। পুস্তকে লণ্ডনের যে সব কথা পড়ি, তাহা Visualized (চাক্ষুষ) Sounds

মাত্র। Scriptures are but the visually revealed transcendental sounds, (শাস্ত্রসমূহ অপ্রাকৃত-শব্দের অর্চ্চা)। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা যুগযুগান্তর পূর্ব্বে সাধুগণ যে-সব শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই, সুতরাং গ্রন্থ বা লেখনীসমূহ শব্দের অর্চ্চা। কিন্তু ইতরব্যোমজাত শব্দ, যেমন—

বস্তুতে ভেদ লণ্ডন শব্দটী লণ্ডন হইতে পৃথক্। মায়িক জগতের শব্দে মায়িক ব্যবধান আছে। এখানে শব্দ ও শব্দীতে জল শব্দ ও জল আছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠজগতে শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। সেখানে শব্দই বস্তু—নামই নামী। ঈশ্বরের নাম মায়িক জগতের উৎপন্ন শব্দ নহে, উহা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। এই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই সাক্ষাৎ চিবিলাসময় পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁরা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিতই communion (সঙ্গ) হয়। যারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তারা যেমন শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্বপ্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সম্যভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধন ও সাধ্য উভয়কালে অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মের উচ্চারণ বা নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব সাধন ও সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমি (প্রভুপাদ) রেভারেণ্ড বালার সাহেবকে বল্লাম যাহাতে ভগবানের কোন interest [প্রয়োজন বা স্বার্থ] নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক অপূর্ণ স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই in vain বলে অর্থাৎ বৃথা নাম গ্রহণ বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্য আপনার ভৃত্য যদি আপনাকে ডাকে,

আপনার সুখের জন্য আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকে তাহা কি in vain! এরূপ না ডাকাই বরং in vain. ভগবানের ভক্তগণ ভগবানকে নামসংকীর্ত্তনসহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য, তাঁদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাদের thought idolise [চিন্তা ব্যুৎপরস্তবৎ জড়ে আসক্ত] হইয়া গিয়াছে, তারাই শ্রীমূর্ত্তিকে idol (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্য রূপেরই প্রাপঞ্চিক জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান—সাক্ষাৎ ইষ্টদেব। প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড় নিরাকারান্তর্গত ঈশ্বরস্বরূপ কল্পনাকারী নহেন—পৌত্তলিক নহেন। তবে যাহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময়ী শ্রীমূর্ত্তিকে—সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহকে জড়পিণ্ড না জানিয়া সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা-চেতনের দ্বারা হৃদয় দিয়া উপাসনা করি চেতনের বৃত্তি দ্বারা ভগবানের সঙ্গে communication হয়। যাদের চিন্তাস্রোত ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না, তারাই অর্চ্চাবতারকে idol (পুতুল) মনে করে। শ্রীনামদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের মতটা সংক্ষেপে বলুন?

উঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা একটা প্রাচীন শ্লোকে এইরূপ শুনিতে পাই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীধামবৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করেছেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতই অমলপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তত্তদ্-অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ত্রিবিধ প্রতীতি সবই পূর্ণ প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম-প্রতীতি ও ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি নহে। ঐ ত্রিবিধ পূর্ণ প্রতীতি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্নতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ প্রতীতি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর প্রকাশ এবং ব্রজে পূর্ণতম প্রকাশ।

আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড অধঃসপ্তলোক ও উর্দ্ধসপ্তলোক লইয়া গণিত হয়। উর্দ্ধ সপ্তলোক মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকারী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান। আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জন, তপঃ, সত্য-এই লোকচতুষ্টয় অগৃহস্থ ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান। এতন্মধ্যে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্তন করেন, তাঁদের প্রাপ্যস্থান—মহলোক; নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যারা আজীবন

গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন, তাঁদের প্রাপ্যস্থান—জনলোক; বানপ্রস্থাশ্রমিগণের প্রাপ্যস্থান—তপোলোক; যতিগণের প্রাপ্যস্থান-সত্যলোক। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ যাদের ইহ জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হবার দুষ্টাশা নাই, তাঁহারা দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে দ্বারকা, তদুপরি মথুরা, তদুপরি—গোলোক-বৃন্দাবন। পরব্যোমে যেসব ধাম আছে, সেই সেই ধামই প্রপঞ্চে প্রকাশিত। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। জলসম্পর্কশূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চসম্পর্কশূন্য হইয়া বৃন্দাবন পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অযোধ্যা, দ্বারকা, পুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশবিশেষ। বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যাসুখ মহৎ, অযোধ্যাসুখ হইতে দ্বারকাসুখ মহত্তর, গোলোক-বৃন্দাবনবাসিগণের যে সুখ তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রসবিশেষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকলও সমস্ত সুখের মস্তকোপরি নৃত্য করে। সেখানকার দুঃখ পরমানন্দেরই পুষ্টিকারক। শ্রীচৈতন্যদেব এই বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমগ্র বিষ্ণু অবতারের মূল-অবতারী—স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ নন্দের নন্দন—যশোদার দুলাল-রাধার নাথ। সেই স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর বা স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণই গৌড়ীয়গণের শ্রীরূপানুগ আমাদের নিত্য উপাস্য। শ্রীচৈতন্যদেব গোকুলেশ-কৃষ্ণের কথাই বলিয়াছেন।

প্রঃ—কৃষ্ণের উপাসনার কথা কিছু বলবেন?

উঃ—ব্রজবনিতাগণের আচরিত উপাসনাই কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়।

পূর্ণশক্তিমানের একটি পূর্ণ শক্তি আছে। সেই একই শক্তির তিনটী কার্য্য—~১) আনন্দ বা রসাস্বাদনদান ২) কর্তৃত্ব পরিচালনা বা ভোক্তৃত্ব সম্পাদন ৩) সত্তাপ্রকাশন বা অস্তি ত্ববিধান। প্রথমোক্ত শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিৎ, তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি। এই সন্ধিনীশক্তি কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীয় চিদ্‌বৈভব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; সম্বিৎশক্তি ভগবানের অনুভবকর্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব-উপলব্ধি এবং ভগবজ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; হ্লাদিনীশক্তি রসের বিবর্দ্ধন ও নবনবায়মান রসচমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারাই ব্রজবনিতা। ব্রজবধূগণ মূর্তিমতী কৃষ্ণপ্রীতিপরাকাষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শ্রীরাধারই কায়বিস্তার। শ্রীরাধা কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল আশ্রয়স্বরূপ। এই চিল্লীলামিথুন (Divine couple) একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক এবং আস্বাদিতরূপে দুই দেহ। Mahaprabhu comes to establish service through subordination to Srimati Radhika.

প্রঃ—অধোক্ষজ বস্তুটি কি?

উঃ—যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না, তাহাই অধোক্ষজ।

অধোক্ষজ অর্থে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বা অতীন্দ্রিয়। সেই অপ্রাকৃত বস্তু যখন সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়; নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি কোন কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। অথচ অনেকে তাঁহাকে প্রাকৃত সাহিত্য বা দর্শনের মত মনে

করিয়া ভোগ্যবুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়। তাহাদের কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু তুরীয় (চতুর্থ); কাজেই তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা নির্ব্বিশেষ বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই। কিন্তু অধোক্ষজ তুরীয় পূর্ণ বস্তু কখনও নির্ব্বিশেষ নহেন।

অধোক্ষজতত্ত্ব পরমস্বতন্ত্র, তাহা জীবের বিচারবুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত কোন বস্তু নহে। উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তুই পুত্তলিকা। জীব তাহার উদ্ভাবনী-শক্তিদ্বারা যে বস্তুকে সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করে কিংবা গড়িয়া তোলে, যাঁহাকে সাকার বা নিরাকার বলিয়া থাকে, সে-সকলই পুত্তলিকা। অধোক্ষজ কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সেইরূপ সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ, সাকার বা নিরাকার পুত্তলিকা নহেন। আমরা অধোক্ষজতত্ত্বের নিকট challenging attitude (স্পর্দ্ধার প্রবৃত্তি) লইয়া কখনও উপস্থিত হইতে পারিব না। উহার নাম তর্কপন্থা। আমাদিগকে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। Godhead can Himself take initiative. Thousand of our exertions can never lead to Him.

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সজ্জনগণ কোন প্রণালী স্বীকার করেন?

উঃ—দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী জগতে অসংখ্য প্রকার হইলেও উহাদিগকে দুইটি বিশেষভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটি শ্রৌতপ্রণালী, আর একটি অভিজ্ঞতার প্রণালী। অনেকে আবার মুখে শ্রৌতপ্রণালীর বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য্যতঃ অভিজ্ঞতার প্রণালীকেই বরণ করেন, মহাপ্রভু তাঁ'দিগকে শ্রৌতব্রুব অশ্রৌতপন্থী বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে যখন বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল, তখন তিনি

মায়াবাদিগণকে শ্রৌতক্রব প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(চৈঃ চঃ)

বাস্তবজ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতার প্রণালী হইতে লাভ করা যায় না। গোমুখী দিয়া হিমালয় হইতে যেরূপ গঙ্গা নির্গত হয়, আচার্য্যের মুখ হইতেও সেরূপ বৈকুণ্ঠবিষয়ক বাস্তবজ্ঞানধারা বিগলিত হইয়া থাকে। আচার্য্য ভগবানের সংবাদবাহক। তিনি অতীন্দ্রিয় দেশের সংবাদ আমাদের কাছে আনিয়া দেন। গুরুমুখ-বিগলিত বৈকুণ্ঠের সংবাদ কেবলমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যিনি কলিকাতা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনিতে হইবে। তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাযুদ্ধে আহ্বান না করিয়া বিনীত হইয়া তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিতে হইবে। তবে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করিবার সৎপ্রবৃত্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুষ্টপ্রবৃত্তি বলা যায় না, তাহাও শ্রবণ করিবারই পিপাসা। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—গুরুকে অন্ততঃ এক বৎসর সময় দিতে হইবে। শিষ্য কোনপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন অথবা প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবার বাসনা করিতেছেন, তাহার পরিচয় এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারিবে। গুরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে– শুনিতে হইবে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে না। আমরা এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইব। এই প্রণালীর নামই অবরোহবাদ। আর অভিজ্ঞতার যে প্রণালী, তাহাকে আরোহবাদ বলা হয়।

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম্মই কি মূল?

উঃ—বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র চরমধর্ম্ম বা সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

অন্যান্য ধর্ম্মগুলি কেহ বা উহার সোপান, কেহ বা বিকৃতি। সোপানস্থলে কোন অধিকারীর জন্য আদরণীয়, বিকৃতিস্থলে পরিত্যাজ্য।

প্রঃ—কিরূপে সেবা করা কর্তব্য?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—**প্রাণৈরর্থৈধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।** প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবমাত্রেরই ভগবৎসেবা করা কর্ত্তব্য ভগবৎসেবাই পরমমঙ্গল, আর ভগবৎসেবাবিমুখতাই দুঃখের মূল।

প্রাণ অর্থে—চেতনতা বা প্রীতি। প্রাণের দ্বারাই ভগবানের সেবা মুখ্যভাবে সাধিত হয়। প্রাণহীনের অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবা করিতে পারে না। এইজন্য প্রাণ-শব্দটী প্রথমেই বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব এই প্রাণেরই উদ্বোধন করেন। শ্রীগুরুদেব সেবোন্মুখ শিষ্যকে সেবার প্রকার জানাইয়া দেন। যাঁর সেবা করার ইচ্ছা আছে, শ্রীগুরুদেব তাঁকেই সেবার কথা বলেন।

প্রঃ—কেউ কেউ বলেন – Time is money (সময় হচ্ছে অর্থ)– এ কথাটা কি ঠিক?

উঃ—Time is money-এ কথাটা ঠিক নয়; তবে Time is পরমার্থ—এটা খুব মূল্যবান্ কথা। সময় বা জীবনকে নশ্বর অর্থপ্রদ মনে না ক'রে সময়কে পরমার্থ করা দরকার—সময় বা জীবনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা প্রয়োজন। জাগতিক নানা ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

অর্থ ভাল বটে, তা' বহুরূপী ইন্দ্রিয়ভোগের Exchange money. অর্থের সদ্ব্যবহার দরকার। নতুবা অর্থের দ্বারা অনর্থই বাড়ুবে—সংসার হবে। অর্থপতি নারায়ণের সেবায় অর্থ নিয়োগ করাই বুদ্ধিমত্তা, ইহাই অর্থের সদ্ব্যবহার। তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কিন্তু বহু কষ্টার্জিত অর্থ যদি পরমার্থে (ভগবৎসেবায়) নিযুক্ত না হয়, তাহলে সেই অর্থ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে—মৃত্যুকে ডেকে আবে—ভগবানকে ভুলিয়ে দিবে। কারণ ভোগ ধ্বংসের পথেই অভিসার করে। অনেক সময় নাস্তিকতা ভোগের সঙ্গে রফা-দফা ক'রে পৃথিবীর লোকের ভোগবর্দ্ধন বা ভোগের আনুকূল্যরূপ পরার্থিতার প্রদর্শনী উন্মোচন করে। ধনী ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে অর্থ রেখে যান, তদদ্বারা অধস্তনগণ তা'র অসদ্ব্যবহার ক'রে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ ক'রে দেয়—নিজেও পাপ ক'রে নরকে যায় এবং পিতৃপুরুষগণকেও নরকে পাঠায়।

প্রঃ—কেহ কেহ রজোগুণ বৃদ্ধি করার কথা বলেন কেন?

উঃ—রজোগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন—এটা দুর্ভাগা লোকের উক্তি। এরূপ অবুঝ ও নির্ব্বোধ উক্তি দুনিয়ার বাজারে মানব জাতির প্রতি মহাদান ব'লে গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের বিনাশ, রজোগুণকে সত্ত্বগুণ দ্বারা এবং মিশ্রসত্ত্বকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা নিরাস করতে হবে। যাঁরা রজোগুণ বৃদ্ধির পক্ষপাতী. তাঁরা শুদ্ধসত্ত্বকে তমোগুণ মনে করছেন, না হয় শুদ্ধসত্ত্বকে অনিত্য গুণবিশেষ মনে ক'রে নির্ব্বিশেষভাবকেই নির্গুণ বিচার করছেন। বর্তমানে জগতের ছেলেমানুষী ধর্ম্মে আমাদের ব্যস্ততা হয়েছে। পশুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি

ছাড়া আর কিছু বুঝে না। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা চার রকমে প্রকাশিত হয়। এগুলি ভক্তি নয়। ধর্ম্মবাঞ্ছা, অর্থবাঞ্ছা ও কামবাঞ্ছা (কামিনীবাঞ্ছা) আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রথম তিনটি রূপ। এদের অপর নাম—ভুক্তি। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট পিপাসা—মুক্তিকামনা। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির পিপাসারূপ মুক্তি সুখপিপাসা বা ভোগপিপাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রঃ—যদি কেহ অর্থ ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া পুত্র-পৌত্রাদির জন্য সঞ্চয় করে, তবে তা'র কি গতি হয়?

উঃ—যারা ভাবী উত্তরাধিকারিগণের জন্য ধন সঞ্চয় ক'রে যাবে, ভগবৎসেবায়, গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ধন নিযুক্ত না করবে, তাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্য—তা'দিকে নরকে পাঠাবার জন্য তাদের বংশে অনেক কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করবে। সেই কুলাঙ্গারগণ সেই অর্থ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নানা পাপকার্য্যে ব্যয় ক'রে দূর্ভাগা সেবাবিমুখ পিতা-মাতা প্রভৃতিকে নরকে পাঠাবে এবং নিজেও নরকে যাবে। ভগবদ্দত্ত অর্থ ভগবৎকৃপায় পাইয়া আমিই যখন তাহার সদ্ব্যবহার করলাম না-তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা করলাম না, তখন তার অসদ্ব্যবহার বা অপব্যয় ত' হবেই। এই সাধারণ কথাটা আমরা বুঝতে পারি না, এমনি আমাদের কপাল!

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য কে?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা হচ্ছেন উপাস্যতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা বা চরমসীমা বেদাদি শাস্ত্র রাধাকে অমৃতস্য পত্নী ব'লেছেন। এই অমৃতই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর কান্তাই রাধা।

অথর্ব্ববেদও বলেন**—**

রাধে বিশাখে সহভানু রাধা।

শ্রীবৃষভানুসুতার কৃষ্ণসেবা অতুলনীয়া। কৃষ্ণের মাক্ প্রকার আনন্দবিধানে একমাত্র তিনিই সমর্থা।

প্রঃ—পরমার্থবিষয়ে আমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন?

উঃ—ভগবদ্ভক্ত সাধুর নিকট ভগবৎকথাশ্রবণের অভাব বশতঃই জীবের পরমার্থবিষয়ে বিশ্বাস হয় না। Living source থেকে হরিকথা শুনলে বিশ্বাস নিশ্চয়ই হবে। তবে Challenging mood নিয়ে শুনলে হবে না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে শুতে হবে—একথা গীতা ব'লেছেন; তবেই মঙ্গল হ'বে—পরমার্থজীবন-যাপনের সুযোগ হবে।

প্রঃ—পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু-উপাসনাটা কিরূপ?

উঃ—ভক্ত নৈষ্ঠিক। যেখানে নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা নাই, যেখানে একনিষ্ঠার অভাব, সেখানেই ব্যভিচার বা অভক্তি। এজন্য পঞ্চোপাসক ভগবদ্ভক্ত নন, তিনি অভক্ত।

বিষ্ণু—কামদেব। তিনিই জগদীশ্বর এবং মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি সকলের নিত্য-উপাস্য। অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর আবরক মাত্র, আমাদের খাজাঞ্চী বা Order supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক’রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনাসিদ্ধি চান—মোক্ষ চান তখন তাঁরা বিষ্ণুকে দেবতাপর্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন, তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

প্রঃ—সেবা কি?

উঃ—আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর সুখের জন্যই যখন নিযুক্ত হয় তখনই তাহা সেবা; আর যা অপরের নিকট হ'তে সেবা আদায় করে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনার আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা

নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা পরার্থিতা প্রভৃতি বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে।

প্রঃ—সনাতনধর্ম্ম কি?

উঃ—অধোক্ষজভক্তি বা ভগবৎসেবাই সনাতন ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। ইহা Unchangable and Unchallengable -অপরিবর্তনীয় ও অতক্য বা অখণ্ডণীয়। আজকাল যে-সকল সনাতনধর্ম হ'য়ে উঠেছে, সেগুলি সব অবৈদিক ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ডীর বা জ্ঞানকাণ্ডীর দেহধর্ম্ম—মনোধর্ম্ম। এসব কল্পিতধর্ম্মকে সনাতনধর্ম্ম মনে হ'লে বঞ্চিত হ'তে হবে, তাতে প্রকৃত শান্তি মিলবে না।

প্রঃ—ভক্ত ও অভক্ত কে?

উঃ—যাঁরা ভগবান শ্রীহরির সেবা করেন, ভগবৎসেবা ব্যতীত যাঁদের আর অন্য কোন কার্য্য নাই, ভগবানের কার্য্যই যাঁদের নিজের কার্য্য, তাঁরাই ভক্ত। তাঁরা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কা'কেও জানেন না। চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ভক্তিযুক্ত সজ্জনগণই ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা করেন।

ban

অচেতনধর্ম আর কিছুই নহে—সেখানে চেতনের ধর্ম বা ক্রিয়া (ভগবৎসেবা) লক্ষিত হয় না। ভক্তিহীন ব্যক্তিই অচেতন, জড়প্রায়, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানব্রুব। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অভক্ত—ভক্তিহীন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

শাস্ত্র বলছেন—যে ভগবৎসেবা করে না, সে-ই জীবত। ভগবৎসেবা না করলে ভোগের বিচার এসে আমাদিগকে বিপন্ন করবে-মায়ার নফর ক'রে দিবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই

ভগবৎসেবার বিচার না থাকলে মায়া এসে তাকে গ্রাস করবে, মানুষ অচেতন হয়ে পড়বে। সকল বস্তুতে ভগবৎসেবাসম্বন্ধ না দেখার দরুণ সেই সকল বস্তুর ভোক্তা বা কর্তা অভিমানে জীব বিপথগামী হয়ে পড়ছে। ভগবানের ভক্ত অন্যাভিলাষী, ভোগপর কর্ম্মী বা ভোগরহিত অভক্তজ্ঞানী নন, তাঁরা জড়ের সেবা—মায়ার সেবা করেন না। অভক্তই জড়ের সেবা করিয়া প্রভু হইবার বাসনা করে।

ভক্তিই ভক্তের সম্পত্তি। ভক্তিই ভক্তের জীবন। ভগবৎ-সুখবাঞ্ছাই তাঁদের হৃদবৃত্তি। অভক্তগণের চিত্তবৃত্তি ঠিক তা'র বিপরীত। তা'রা নিজসুখবাঞ্ছা নিয়েই ব্যস্ত।

প্রঃ—জগৎকে কিভাবে দেখবো?

উঃ—শাস্ত্র বলতেন—

ঈশবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

হে ভোগিকুল, তোমরা বিশ্বকে ভোগ্যজ্ঞান করছ কেন? ভোগের মধ্যে থাকলে হরিভজন হবে না। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ, সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের বস্তু—এটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? সেবক হয়ে ভোগ করবার প্রবৃত্তি কেন আছে? সেবাই সেবকের বৃত্তি। তাই সেবাতেই তা'র শান্তি। ভোগ ত' আর সেবা নয় যে তাতে শান্তি হবে।

প্রঃ—কোন্ পথ গ্রহণ করতে হবে?

উঃ—তর্কপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমে শ্রবণ করতে হবে, আগেই চোখ দিয়ে দেখতে হবে না, তা'হলে বঞ্চিত হ'তে হবে। মহাজনের আচরণ চোখ দিয়ে

দেখতে গেলে আনুকরণিক হ'য়ে অসুবিধায় পড়তে হবে। প্রত্যক্ষবাদ, ভোগবাদ, আরোহবাদ জীবকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। এজন্যই অবতারবাদ গ্রহণীয়।

প্রঃ—ভগবান্ কাহাকে উদ্ধার করেন?

উঃ—অজ্ঞান ভোগী ও ত্যাগী ভক্তির কথা বুঝে না। যারা অতিবৈরাগী বা শুষ্কজ্ঞানী বা ত্যাগী, তারা ভগবদ্ভজন বুঝতে পারবে না। যারা বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত, তারাও ভক্তির কথা বুঝতে পারে না। যাদের দিব্যজ্ঞান হয় নাই, তারাই নিজে প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত হয়। আমি ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছি, আমি ভগবানের সেবক, ভগবৎসেবাই আমার কার্য্য—এই জ্ঞানই দিব্যজ্ঞান। ইহা গুরুকৃপায় লাভ হয়। যে ভগবানকে ছাড়ে না, ভগবাও তাকে ছাড়বেন না। সেবারত ব্যক্তি ভগবানকে পাবেই। তবে ষোলআনা দিতে হবে, নতুবা ঠকে যাব। শতকরা শতভাগ দিলে ভগবান্ উদ্ধার করবেনই।

প্রঃ—জীবে ও ঈশ্বরে কি ভেদ?

উঃ—ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ। জীবের সেবনধর্ম্ম আর ভগবানের সেবাগ্রহণধর্ম্ম। একটি বস্তু পূর্ণ ও বৃহৎ, আর একটি বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। পরমেশ্বর বিভুচিৎ ও জীব অণুচিৎ। ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াবশ। “মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।”

প্রঃ—কে ভগবানের দয়া পায়?

উঃ—নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তিগণের প্রতিই ভগবানের দয়া হয়। অহং-মম-ভাবের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপা লাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রঃ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কি এক?

উঃ—কখনই না। যাতে আমাদের বাস্তবিক সুবিধা হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যা' ভাল লাগে তাহাই প্রেয়ঃ, আর যাতে আমাদের ভাল হয় তাহাই শ্রেয়ঃ। এতদুভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার অবস্থান। স্বতন্ত্রতা থেকে দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদয় হয়। একপ্রকার শ্রেয়ঃ বিচার, অপর প্রকার প্রেয়ঃ বিচার। যেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হয়েছে, অর্থাৎ ভগবৎসেবাই প্রীতির বস্তু হয়েছে, সেখানে সব ঠিক। কিন্তু তা না করিয়া অর্থাৎ শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া যদি প্রেয়ঃ লইয়া ব্যস্ত হই, তাহলে অসুবিধার মধ্যে থাক্‌লাম। যেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হয়েছে, সেখানে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্য নাই। মায়ারাণীর অধীনে যে স্বসুখানুসন্ধান, তাহাতে সর্ব্বনাশকর প্রেয়ের প্রলোভন রহিয়াছে। ইহার ভিতর শ্রেয়ের কোন কথা নাই।

যেখানে নিষ্কপট ভগবৎসেবা, সেখানে ভগবানেরও আনন্দ, আর আমাদেরও সেবানন্দলাভরূপ শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া প্রেয়ের দিকে প্রভাবিত হইলেই আমরা অসুর হইয়া পড়ি—ভগবানের সুখানুসন্ধানে উদাসীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণেই প্রমত্ত হই। যেখানে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হয়, সেখানে ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয় না।

যাঁরা শ্রেয়ের বিচার গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁরা কর্ম্মফলভোগকে ভগবানের কৃপা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত থাকেন। তাঁরা কর্মফলভোগ হ'তে মুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া অহৈতুকী সেবাই প্রার্থনা করেন। এই প্রকার শ্রেয়ের আশ্রয়কারী ব্যক্তিই ভগবৎ-পাদপদ্মলাভের অধিকারী।

প্রেয়ঃপন্থায় মৃত্যু (সংসার) জয় করা যায় না। শ্রেয়োবিচার গ্রহণ করলেই মৃত্যু জয় করা যায়।

যাঁরা নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁরাই প্রকৃত সাধু। আর যিনি তা' না করেন, অন্য কিছু উপদেশ দেন, তিনি দুঃসঙ্গ। যাঁরা প্রেয়ের কথা ব'লে আমার মন হরণ করেন, তাঁদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিপদ্ হ'য়ে যাবে—সর্ব্বনাশকর সংসারই ভাল লাগবে—প্রেয়ঃপন্থী হ'য়ে যেতে হবে।

প্রঃ—সেবার ফল কি?

উঃ—ভগবানকে নিষ্কপটে আশ্রয় করা এক জিনিষ, আর ভগবানের সেবার নামে নিজের খেয়ালে চলা আর একটা জিনিষ। স্বতন্ত্র অনুগত নহে, অনুগত স্বতন্ত্র নহে। অনুগত—শ্রেয়ঃপন্থী, স্বতন্ত্র—প্রেয়ঃপন্থী। সেবার অভিনয় ও সেবা এক নহে। ফলের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। সেবার ফল উত্তরোত্তর সেবোন্নতি বা প্রবল সেবাকাঙ্ক্ষা, আর তদ্বিপরীত হচ্ছে ভোগের দিকে প্রগতি।

প্রঃ—শিষ্যের বিচার কিরূপ হবে?

উঃ—শ্রীগুরুমহিমাই আমাদের একমাত্র শ্রোতব্য। আমার গুরুদেব আমাকে যেভাবে থাকিবার নির্দ্দেশ দেন, আমাকে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। এজন্য যদি অসুবিধাও হয়, তাহার ফল আমি লইতে প্রস্তুত আছি—ইহাই প্রকৃত শিষ্যের বিচার।

যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। মন দিয়া কীর্ত্তিত বিষয়ের শ্রবণ এবং তাহা নিজ জীবনে পালনই শিষ্যের বিচার।

প্রঃ—শুদ্ধভজন কি উপায়ে হয়?

উঃ—সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিতে করিতেই আত্মকল্যাণ লাভ হয়। মনের খেয়ালে ভজনের অভিনয়কে ভজন বলে না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে গুরুকৃষ্ণসুখার্থ ভজন করিলেই শুদ্ধভজন হয়।

প্রঃ—জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

উঃ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি ভোগধর্ম্ম, আর মোক্ষবাসনা-ত্যাগধর্ম্ম। এই ভুক্তি ও মুক্তি—পিশাচীর কবল হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করবার জন্যই ভাগবতধর্ম্মের প্রকাশ। সমগ্র মানবজাতি ভোগধর্ম্ম ও ত্যাগধর্ম্মকেই ধর্ম্ম ব'লে জেনে রেখেছে। ভাগবতধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির ধারণায় বিপ্লব আনয়ন ক'রে বলছেন—ভোগকামনা ও মুক্তিকামনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ ক'রে অধোক্ষজ ভগবৎসেবাই জীবের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। Integer পরমেশ্বর হইতে Integral part জীব যদি স্বতন্ত্র হ'য়ে নিজের সুবিধা বা স্বার্থ পোষণ করতে চায়, তবে অমঙ্গললাভ হবে। ভগবানের সুখের জন্য যত্ন করলেই সুখী হওয়া যায়; আর নিজের সুখের জন্য যত্ন করতে গেলেই দুঃখ আসে।

ধর্ম্মকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একপ্রকার ধর্ম্ম—মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম বা যা'কে বলা হয় 'অনয়া মীয়তে ইতি মায়া' বা আধ্যক্ষিকতা; আর একপ্রকার ধর্ম—আরাধনার ধর্ম, 'অনয়া রাধিতঃ' বা অধোক্ষজসেবাধর্ম। মেপে নেওয়ার ধর্ম দ্বারা কখনও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ হবে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদিও মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম বা অভক্তি।

অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই ভোগ ও ত্যাগের Philosophy, কিন্তু অধোক্ষজসেবার Philosophy একমাত্র ভাগবতধর্ম্মে।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতদর্শন অদ্বিতীয় তৌলদণ্ডের একদিকে থাকুক জগতের যত অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদিচেষ্টাযুক্ত মণীষা, আর একদিকে 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। কোনদিকের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তার একটা comparative study করবার জন্য ভাগবত আহ্বান ক'রেছেন। শুদ্ধ বিষ্ণুপাসনা একদিকে, আর সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিব—এই চারি প্রকার উপাসনা এবং বিষ্ণুকে কর্ম্মফলবাধ্যবিচারে বিষ্ণু-উপাসনার ছলনা আর একদিকে। কোনদিকে অকপট বাস্তবসত্য, মানবজাতি তা' বিচার করুন। পঞ্চোপাসনায় ভগবদ্‌বস্তুকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করা হয়। উপাসক—দ্রষ্টা, আর উপাস্য—দৃশ্য, তাদের এই বিচার। কিন্তু ভাগবতদর্শনে উপাসক-
দৃশ্য ও ভোগ্য, আর উপাস্য—দ্রষ্টা ও ভোক্তা।

আমাদের কাছে'যে কোন জিনিষ আসুক, কৃষ্ণের সঙ্গে তার যোগসূত্র দেখতে হবে। কারণ প্রত্যেক বস্তুই Integral part, Integer এর সহিত তার Uniting tie অনুসন্ধান করাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপদর্শন।

প্রঃ—অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে কর্ণের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—এ জগতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞান একমাত্র কর্ণের দ্বারাই সম্ভব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নহে। কর্ণের দ্বার বন্ধ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিলে কেবল পূর্ব্বপ্রাপ্ত বিচারই প্রবল থাকে ও আত্মম্ভরী হইয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়, তাহাতে অধিকতর অনর্থে ডুবিয়া যাইতে হয়। আধ্যক্ষিকগণেরও ধারণা নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যদি তাঁরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন করেন, যদি তাঁরা শ্রীচৈতন্যবাণীতে কর্ণ নিয়োগ করেন। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা দ্বারা তাঁরা তাঁদের মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তবে অপ্রাকৃত শব্দের বক্তাও

অপ্রাকৃত হওয়া আবশ্যক। বক্তা চেতনময় বস্তু হওয়া চাই। অপ্রাকৃতশব্দের বক্তা নিষ্কিঞ্চন, তিনি শ্রোতার যাবতীয় কিঞ্চনধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে নিষ্কিঞ্চন করিতে পারেন।

প্রঃ—জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়টি কি?

উঃ—হরিস্মৃতিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়; আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

আমরা অসুবিধায় পড়িয়া আছি—এই বিবেক অনেক সময় হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, তখনই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। ভগবানে স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ। যখন আমরা বুঝিব—আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমচনম্॥ অর্থাৎ সকল engagement অপেক্ষা বিষ্ণুর সেবা best engagement আর যাঁরা বিষ্ণুর সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ engagement, তখন আমাদের জীবন সমর্পিত জীবন হইবে। জগতে বহুপ্রকার লোকের দুঃসঙ্গ করিতেছি, তাতে আমাদের অসুবিধাই বাড়িতেছে। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করা প্রয়োজন : অধোক্ষজ কৃষ্ণের service বাদ দিয়ে যে public service প্রভৃতি তাতে অস্থায়ী ফলমাত্র পাওয়া যাবে, তাতে প্রকৃত শান্তি হবে না—চিত্ত স্থির বা শান্ত হবে না। ভগবানের যদি অনুগ্রহ হয়, তবেই কেবল অনাবিল হরিকীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গলাভ ঘটে।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সঙ্গে কিরূপে Associated হওয়া যায়, তা' শ্রবণ করতে হবে।

Public service ত' আমরা বহু জন্ম করিয়াছি, পশুরাও তাদের স্বজাতির জন্য নানাবিধ কার্য্য ক'রে থাকে, কিন্তু মানুষ হইয়া আমরা কি higher promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর বস্তু, যা চিরদিন থাকে তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করলাম? এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পরজীবনের ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এ জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা বলা যায় এবং তাহাই হরিস্মৃতিলাভের একমাত্র উপায়। কেবল হরিকথাকীর্ত্তন ছাড়া আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই। জীবনে মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। সুমেধাগণ কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী, আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্মর্যজনকারী। শ্রীবার্যভানবী দেবী সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন। তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। সুমেধাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হলেন শ্রীবা ভানবী; সুমেধাগণের মূলপুরুষ-শ্রীগৌরসুন্দর।

প্রঃ—আমাদের পূর্ণ মঙ্গল কি ক'রে হবে?

উঃ—পূর্ণবস্তু হ'লেন ভগবান্ শ্রীহরি। কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূর্ণবস্তু, তাঁর দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকট—তাতে অপূর্ণ পূর্ণকে পেতে পারে। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণমঙ্গল ঘটে না। খণ্ডানন্দ বা পরিমিত আনন্দ লাভ ক'রে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না। ভগবান্ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎকথাশ্রবণ ও কীর্তনের সুযোগ দিয়েছেন। কৃষ্ণকথাশ্রবণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের চিত্ত নির্মল হয় না—নিত্যমঙ্গলের সন্ধান মিলে না। কৃষ্ণ হলেন আকর্ষক বস্তু।

সেই আকর্ষকের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করলে তাঁর অনুগ্রহবশে আমরা অতি সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি, তখনই আমাদের পূর্ণমঙ্গল হয়।

প্রঃ—ভগবদবিমুখ জীব প্রথমে কি হইয়া এ জগতে আসিয়াছে?

উঃ—ভগবদ্‌বিমুখ জীব প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজাসৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

যখনই জীবের ভোক্তা-অভিমান হয়, তখনই সে মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অচেতন রাজ্যে মায়ার প্রভু হইতে গিয়ে মায়ার দাসত্বই তাহাকে বরণ করিতে হয়।

প্রঃ—জীব কি পুরুষ?

উঃ—জীব বা আত্মা স্বরূপতঃ স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি দেহের পরিচয় মাত্র।

জীব দেহ নহে, জীব দেহী—আত্মা। আত্মা পরমাত্মার সেবক। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়। আত্মা পরমাত্মার সহিত কথা বলিতে পারে। ভাবানুসারে জীবের চেতনদেহ প্রকাশিত হয়। যাঁরা মধুররসে ভজন করেন, তাঁরা স্ত্রী-মূর্তি—কৃষ্ণের কান্তা। আর যাঁরা সখাগণের আনুগত্যে সেবা করেন, তাঁদের পুরুষ-দেহ। জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষভেদভাব নাই।

যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধ জীব স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব লাভ করিয়া থাকে।

প্রঃ—সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের ফল কি?

উঃ—জীব সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। গুরুকৃষ্ণের সেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমান নষ্ট হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি নিত্যমুক্তকুলের সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ রক্তমাংসের পিণ্ড মাত্র নহেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিলে জীবের সকল তাপ দূর হয়।

প্রঃ—ভগবৎপ্রাপ্তি কিভাবে হয়?

উঃ—ভগবানের কৃপা ও সেবকের নিষ্কপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভবনাশ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

প্রঃ—সংসার ভাল লাগে কেন?

উঃ—গুরু-বৈষ্ণবকে উদ্বেগ দিলে লোকের অমঙ্গল হয়। তাঁরা সাধারণ মানুষ নহেন। গুরু-বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ও বিষ্ণুভক্তের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করলে চলবে না। গুরুবৈষ্ণবকে নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। এঁরা সাংঘাতিক লোক।

অবনতমস্তকে শাসন স্বীকার না করলে তা'কে শিষ্য বলা যাবে না। মঠবাসীর আচার-বিচার ছাড়িয়া দিলে সংসারী হইয়া পড়িতে হইবে। মঠস্বার্থ এবং মঠসেবার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভব না হইলে সংসারই ভাল লাগিবে। মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ, আর সংসার নরকের দ্বারস্বরূপ। ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলেই জীবের পতন বা সংসার হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন (৩/৯/১১)-

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
হতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব

যুগ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। শ্রীনামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধ হয়। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। কৃষ্ণের দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু মায়ার সেবা করিলে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

প্রঃ—হরিকথা শুনেও মঙ্গল হচ্ছে না কেন?

উঃ—কর্ণ বন্ধ ক'রে শ্রবণ কি ক'রে হবে? অন্যমনস্ক হ'য়ে ত' আর শ্রবণ হবে না? অন্যমনস্কের ত' কথাই নাই, কেবল মন দিয়ে শুনলেও হবে না। কারণ মন ত' অস্থির। শুনা মানে আচরণ করা। শ্রবণীয় বিষয় আচরণ না করলে কি ক'রে ফল হবে? এজন্যই প্রাণ দিয়ে হরিকথা শুনতে হবে। তবেই ফল হবে।

প্রঃ—ভক্তি ও ভোগ কি পৃথক্ জিনিষ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্তি ও ভোগ এক জিনিষ নহে। যেখানে ভক্তি, সেখানে ভোগ নাই। যেখানে ভোগ, সেখানে ভক্তি নাই। ভোক্তাভিমানে ভোগ হয়, আর ভগবৎসেবক অভিমানে ভক্তি হ'য়ে থাকে। ভোগ অন্ধকারসদৃশ, আর ভক্তি আলোময়ী। ভোগ—নিজেন্দ্রিয়তর্পণময়, আর ভক্তি—কৃষ্ণসুখবিধানময়ী। যখন আমরা ভোগের দিকে যাই, তখন শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া পড়ে। তখন অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হওয়ার পরিণতি ভগবান্ আমাদিগকে জানাইয়া দেন। সুতরাং সতর্ক হইয়া ভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভোগ ত' দুঃখের রাস্তা। কিন্তু ভক্তি সুখলাভের উপায়।

প্রঃ—ভক্তের দর্শন কিরূপ?

উঃ—ভক্ত সকল বস্তুকে ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন।

ভোগ্যদর্শনের পরিবর্তে সেব্যদর্শন হইলে সেব্যের সেবোপকরণসমূহও আমাদের সেব্য—এই প্রকার বিচার হয়। হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকিলে ভোগ্যবিচার আমাদিগকে গ্রাস করে। আমরা প্রজল্পে মগুল হইয়া গেলে—বাজে কথায় প্রমত্ত হইলে সৎসঙ্গ ও ভগবৎসেবার বিচার হারাইব, গ্রামবাস করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য কত ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। কত ভাগ্যফলে গুরুকৃপায় ভগবৎসেবার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রজল্পে সময় কাটাইলে সেই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারাই জীব ভক্ত হইতে পারিবে—সুদর্শন লাভ করিয়া কুদর্শন—মাংসদর্শন বা ভোগ্যদর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুখী হইতে পারিবে।

প্রঃ—পাপ ও অপরাধ কি এক?

উঃ—না। সামাজিকনীতি ভঙ্গ জন্য পাপ এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব-চরণে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে অপরাধ হয়। পাপ হইতে অপরাধ কোটিগুণ অধিক মারাত্মক। পাপ প্রায়শ্চিত্তে নষ্ট হয়, কিন্তু অপরাধ তাহাতে যায় না। পতিতপাবন শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গলনামেই কেবল অপরাধ দূরে পলায়ন করে।

প্রঃ—ভক্ত কি সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শন করেন?

উঃ—নিশ্চয়ই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, প্রত্যেক স্থানের অণুপরমাণুতে যে ভগবানের অধিষ্ঠান আছে, ভগবান্ সর্ব্বত্রই যে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত, তাহা ভক্তগণের দিব্যদর্শনে নিত্যকাল প্রতিভাত। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত অভক্ত সম্প্রদায়ের অদিব্যচক্ষুতে তাহা দর্শনের বিষয় হয় না, ভক্তের দর্শনকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাই ভক্তবাক্যসত্যকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিকস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশন।

প্রঃ—ভক্তের সংসার ও বদ্ধজীবের সংসার কি এক?

উঃ—কখনই না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই যোষিত্রয়ের ভোগাশা যাঁহার হৃদয়ে আছে, তিনি যোষিৎসঙ্গী। বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গী একই কথা। বিষয়ী উক্ত ত্রিবিধ যোষিৎকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত কখনও ইহাদিগকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন না, উহা দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। চিত্তবৃত্তিটি নিজের সুখে অথবা ভগবৎসেবা-বিমুখের সুখচেষ্টায় নিযুক্ত না করিয়া ভগবান্ ও তদ্ভক্তের সুখসাধনে নিযুক্ত করলেই চিদ্‌বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেবা হয়, ভক্ত হওয়া যায়, নতুবা অভক্ত হইতে হয়।

সংসারাসক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আচার্য্যবর্গের দার-পরিগ্রহ বদ্ধজীবের সংসারভোগ, একতাৎপর্য্যপর কথা নহে। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিলেও তিনি তত্তদ্‌বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই তিনি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

প্রঃ—হরিকীর্তন কি মহামঙ্গলকর?

উঃ—নিশ্চয়ই। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে; সুতরাং কীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্তনে নিজেরও শ্রবণ হ'য়ে থাকে। কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হয়ে থাকে—কীর্ত্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণও হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

প্রঃ—বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

উঃ—বৈরাগ্য অর্থে ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হ'য়ে ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু তা' না হ'য়ে ফল্গুবৈরাগী হ'লেই মুস্কিল। তাতে নিজেকে নিজে বঞ্চনা করা হবে—কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই ঠকতে হবে। তাই বলি গৃহেই থাক বা বনেই থাক, ভগবানের অনুশীলন কর। ভগবৎকথা আলোচনা করিলে ইতরবিষয়ে আসক্তি ছুটিয়া যাইবে।

প্রঃ—ভগবদাশ্রয় কি ক'রে হয়?

উঃ—মায়াশ্রয় ও ভগবদাশ্রয় এক নহে। দুইটা আশ্রয় এক সঙ্গে হয় না। হয় আমি মায়াশ্রিত—গৃহাশ্রিত, না হয় আমি কৃষ্ণাশ্রিত। গৃহাসক্ত বা সংসারাসক্তই গৃহাশ্রিত—মায়াশ্রিত, আর কৃষ্ণাসক্ত বা কৃষ্ণসেবাসক্তই—কৃষ্ণাশ্রিত। এইজন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—অন্ধকূপসদৃশ গৃহ ছাড়িয়া সাধুর নিকট গমন পূর্ব্বক ভগবানকে আশ্রয় কর। দুর্ব্বলতাবশতঃ যদি গৃহ ছাড়িতে না পার, তবে গৃহাসক্তি ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে ভগবানের আশ্রিত হও। তবেই ভগবদাশ্রয় হইবে—মঙ্গল হইবে।

গৃহাসক্তি রাখিয়া গৃহাশ্রিত থাকিয়া ভগবানকে আশ্রয় করিবার অভিনয় করিলে ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি জাগিবে না—প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। তা'তে সংসারেই—বিষয়েই ডুবিয়া যাইতে হইবে।

আমি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যদি গৃহেই মত্ত থাকিলাম—স্ত্রী-পুত্র কন্যাদির সেবা বা সুখবিধানকেই ব্রত করিলাম—গৃহ-সেবাকেই বড় মনে করিয়া ভগবৎসেবায় উদাসীন হইলাম, তা'হলে ভগবদাশ্রয় ক'রে কি লাভ হলো? ভগবৎসেবা করলে ত' ভগবৎসেবক অভিমান হবে। কিন্তু তা' হচ্ছে কি? সেবার ফল সেবা—উত্তরোত্তর সেবা করিবার জন্য ব্যগ্রব্যাকুলতা। আমি কি করছি, আমি কা'কে আশ্রয় ক’রে আছি, আমার চিত্ত কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে, তা' ভাল ক'রে দেখা যাক্। নতুবা ঠকে যেতে হবে।

পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া পতিকে আশ্রয় করিতে হয়। তাতে গোত্রও পালটে যায়। তখন আর পিতৃগৃহে আসক্তি থাকে না। যে যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে তৎপ্রতিই তাহার প্রীতি হয়।

প্রঃ—বর্তমানে আমাদের রুচি কোন্ দিকে?

উঃ—যে সব কথা পূর্ব্বে আমাদের শুনা আছে, তাতেই আমাদের রুচি হয়। যে সব কথা আমাদের শুনা নাই, তাতে আমাদের রুচি হয় না। এখন আমরা ভগবদ্বহির্ম্মুখ। তাই জগতের কথাতেই আমাদের রুচি, ভগবানের কথা আমাদের ভাল লাগছে না। জড় জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করছে।

আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে

চিরদিন ঐরূপভাবে জীবনযাপন করবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। আমাদের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, উহা নেমে যাচ্ছে। বর্ত্তমান রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় এ জগতে আসতে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাতে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না।

আমরা যে সকল কথা বলি তা' গুণগত বা জড়; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ যে ভগবৎকথা বলেন, তাহা জড় শব্দ নহে। সেই শব্দের ভিতর এমন অলৌকিক শক্তি আছে যে, তাহা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত ক'রে দেয়। সে-শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে। যে শব্দ পরজগৎ হ'তে এজগতে অবতীর্ণ হন, সেই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়। আর যে শব্দ জড়াকাশে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সে-শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে নিয়ে যায়। এজগতের কথাতেই আমাদের রুচি, তাই আমাদের অশাস্তি কাছে না। যদি বৈকুণ্ঠকথায় আমাদের রুচি হয়, তবেই মঙ্গল হবে, নতুবা নহে।

প্রঃ—হরিকথা শুনেও সেইভাবে চলতে পারছি না কেন**?**

উঃ—যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরাই হরিকথা শুনে বুঝতে পারেন এবং সেইভাবে চলার সৌভাগ্য পান। যারা ভাগ্যহীন, তারা কথা শ্রবণ করছে মনে করলো কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুনলো না – তাই বঞ্চিত হলো। আমরা ভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা করবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হলেই আমাদের কাণে কথা যাবে—আমরা কথা শুনতে পারবো-ধরতে পারবো। যার যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে উন্নত হ'তে হবে-ভাল হ'তে হবে। প্রতিমুহূর্তে দৈবী মায়া আমাদিগকে ভগবদ্বিমুখ করার

চেষ্টা করছে, আর অজ্ঞ আমরা সেই মায়াকেই গলার হার ক'রে রাখবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। এইজন্যই বলছি—সাবধান হও, বুদ্ধিমান্ হও আর বোকা থেকো না, জীবন্ত সাধুর সঙ্গ কর, তেজস্বী সাধুর সঙ্গপ্রভাবে তোমাদের সব অসুবিধা কেটে যাবে, হৃদয়ে বল পাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা থাকবে না, সৎসঙ্গের অভাব হবে, সেই মুহূর্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আ যখনই আমরা সাধুর কাছে হরিকথা না শুনবো, নিষ্কপটে সার সেবা না করব, তখনই সুযোগ পেয়ে মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে। অতএব আমাদের কর্তব্য কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কস্ত্রত করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাদের উপলব্ধি হবে না, তারা হরিকথা বলতে পারে না, তাদের কথা গ্রামোফোনের কথার মত। তাদের কথা শুনে মঙ্গল হবে না – সত্যের উপলব্ধি হবে না, বিষয়েই ডুবে যেতে হবে।
করবে।

প্রঃ—কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য বা সংসারপ্রবৃত্তি হয় কেন?

উঃ—সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুবার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে। সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করে নাই, অসৎ লোকের পরামর্শ শুনে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তাতে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব

নির্গুণ বস্তু। কিন্তু জীব যখন নিজেকে এ জগতের গুণবদ্ধ বস্তু মনে করে, তখন তা'র এ জগতের প্রতি আসক্তি হয়।

প্রঃ—ভগবদ্ভক্তগণ এ জগতে কেন আসেন?

উঃ—ভক্তগণ মানবগণের উপকারের জন্য ইহ জগতে আগমন করেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নাই—এজগতে আবার কোন আবশ্যকতা নাই। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের' একমাত্র কর্ত্তব্য, ভগবদ্বিমুখ জীবকে ভগবানের সেবায় উন্মুখ করাই তাঁদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষুধিতকে অনুদান, মূর্খকে বিদ্যাদান প্রভৃতি সব পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূলবিষয় হ’তে আমরা তফাৎ হই—ভগবানের প্রতি আমরা বিমুখ থাকি—সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা যুগধর্ম হরিনামসংকীর্ত্তনে উদাসীন হই।

প্রঃ—কামিনী-কাঞ্চন কি ভক্তিবাধক?

উঃ—নিশ্চয়ই। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এই জাগতিক প্রিয় বস্তুগুলি একটা টোপ মাত্র। বদ্ধজীব আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগে আকৃষ্ট হচ্ছি, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে বিদ্ধ করছে, স্ত্রীহাতী দ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত করবার মত মায়া স্ত্রীসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করছে। অসদ্বস্তুকে সত্যবস্তু জ্ঞান ক'রে দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সংসারে ক্ষণিক সুখ রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা করবার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়শী। যে ভোগী হবে, সে বঞ্চিত হবে—বিদ্ধ হবে। খাবে দাবে নরকে যাবে—এই বুদ্ধি মানবজাতিকে গ্রাস করেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি?

প্রঃ—জগতে খাঁটি জিনিষ সাধুর আদর আছে কি?

উঃ—খাঁটি জিনিষ দুর্লভ, তাহা সহজলভ্য নয়। এজন্য খাঁটির আদর কম। যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না ক'রে হরিকথা-কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের প্রতি উন্মুখ করবার জন্য ব্যস্ত, সেইসকল সাধুর আদর এখানে নাই। ধর্ম্মের নামে বর্তমানকালে যাঁরা লোককে বিপথগামী করছেন, তাঁদের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত সাধু লোকের মনযোগানো কথা ব'লে বঞ্চনা করেন না—প্রতারক সমন্বয়বাদীগণের গলদৃটি সাধু দেখিয়ে দেন। যাঁদের কপাল ভাল, তাঁরাই সাধুর কথা শুনে সাবধান হন। খাঁটি সাধুর কথা—ভগবদ্ভক্তের কথা আমার বর্ত্তমান রুচি বা ধারণার বিরূদ্ধ হ'লেও তাহাই মঙ্গলকর।

খাঁটির গ্রাহক কম। মেকীর গ্রাহকই বেশী। গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।

প্রঃ—দুর্ব্বলতা ও কপটতা—এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ কি?

উঃ—কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা ও দুর্ব্বলতা এক জিনিষ নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। কপটীর মঙ্গল হয় না। সরলতার অপর নাম বৈষ্ণবতা। কপট ব্যক্তি অভক্ত। সরল দুর্ব্বল হ'তে পারে কিন্তু কপট নহে। যে কপট, তার মুখে এক কথা—মনে অন্য চিন্তা। দুর্ব্বল ব্যক্তি নিজের অসুবিধার জন্য লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্মাহত কিন্তু কপটলোক সদা নিজের বাহাদুরী নিয়েই মত্ত।

আচার্য্যকে ঠকাবো—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তিরূপ কালসর্পকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ-কলা দিয়ে পুবো—লোককে জানতে দেবো না—

লোকের কাছে সাধু ব'লে প্রতিষ্ঠা নেবো – এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নহে কিন্তু ভীষণ কপটতা। এদের কোনকালেই মঙ্গল হবে না। নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে বিনীতভাবে সাধুর শ্রীমুখবিগলিত কথা শুনতে শুনতে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। আমরা যদি ভক্তের বেশ নিয়ে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি—সংসার করাটাকেই বড় কাজ মনে ক'রে তাতেই মজে থাকি অথবা ত্রিদণ্ড নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতা-হরণের দুর্বুদ্ধি পোষণ করি, তা'হলে নিজের গলায় নিজেই ছুরি দিলাম—হরিভজনের নামে আর কিছু করলাম। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে—অনর্থ থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—ভক্ত সাজিয়া ভোগেই মত্ত থাকি, তা'হলে অসুবিধা রয়েই গেল। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।

প্রঃ—আমাদের দুর্গতির কারণ কি?

উঃ—আমি কে—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়ারাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। ভগবৎকথা প্রত্যহ না শুনলে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নাই।

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি?

উঃ—প্রথমতঃ আমাদিগকে জানিতে হইবে-আমরা কে? তৎপরে আমাদের কর্তব্য কি তাহা সহজেই জানা যাইবে। ভগবদ্ভজন ও ভগবৎকৃপাই নিত্যমঙ্গলের উপায়, নরতনুই

ভগবদ্ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস। আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য কৃত্য, সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বা একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। কিন্তু যখন আমরা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা বা কর্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এসকল অভিমান প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখন ঐ বৃত্তিকে মন কহে; এই মন আত্মস্বরূপের বিরূপাবস্থা -জড়ের ভোক্তা। এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তা-স্বরূপে কর্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, পুণ্য-পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভোগ করে। সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু; এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

আমরা অনুচিৎ জীব, ভগবান্ বিভুচেতন বস্তু। জীব কখনও ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—আমরা কাষ্টবস্তু, আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু; আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নহি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতে কোন্ ভেদ নাই। কাস্বরূপে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। যখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। সাধুগুরু-কৃপায় যখন আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি—-আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ।

আমাদের সকলকেই মুক্ত হইতে হইবে। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ভাগ্যক্রমে যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্য সেবাই যে তার স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক কলিযুগ পাবনাবতারী মহাবদান্য। তিনি তৃণাদপি শ্লেকে চারটি বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়েছেন। যাঁরা সংসার হইতে নিষ্কৃত পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁরা সতত শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম হরি হইতে অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে এবং কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন।

তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে কৃষ্ণনাম করতে হবে। তৃণাদপি সুনীচ-ভাবটা অহং ব্রহ্মাস্মি-জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী। কীর্ত্তনকারী ভক্ত নিজেকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানেন। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য এবং প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়াই জ্ঞান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীনাম সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণনাম নন্দের নন্দন, যশোদার দুলাল। শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অন্তর্যামী—সর্ব্বজ্ঞ। নামরূপী কৃষ্ণ সরল হৃদয়ে, চিন্ময়-নয়নে, সেবোন্মুখ-জিহ্বায়, শ্রবনোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপক্ষয় ও সংসারবন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীর্তনের অধিকারী

হন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীনামসংকীর্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে তিনি তাহাতে উদিত হন। শ্রীকৃষ্ণনাম পুরুষোত্তমবস্তু। শ্রীনাম—লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণনাম পরমপুরুষ—পরমেশ্বর বস্তু। শ্রীনাম স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র। শ্রীনাম জগদীশ্বর—বিশ্বের নিয়ামক, পালক ও রক্ষক। যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীনাম অশেষবাধাবিঘ্নহর। হৃদয়ে যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুলভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নমোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি থাকার দরুণ শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না বটে কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ-প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্বসুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে। কৃষ্ণনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়।

নির্গুণ হৃদয়ে নির্গুণ কৃষ্ণনাম উদিত হইয়া থাকেন। সগুণ হৃদয়ে কৃষ্ণনাম উদিত হন না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেই প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সহিত রামনামের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে যে রসামৃতসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, রামনামে তাহার কোটাংশের একাংশও হয় না; যেহেতু কৃষ্ণনাম —পূর্ণতম, রামনাম -পূর্ণ। কৃষ্ণনাম—পূর্ণতম, অবতারী, অংশী আর রামনাম—পূর্ণ, অংশ, অবতার।

কৃষ্ণনাম সমস্ত সত্তা, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত আনন্দের আকর। তিনি সর্ব্বকারণকারণ। নিষ্কপট নির্গুণ সেবকের প্রেমসেবা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী, শ্রীরামচন্দ্র—অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণে লীলামাধুরী, বেণুমাধুরী, রূপমাধুরী ও প্রেমমাধুরী পূর্ণ মাত্রায় আছে; শ্রীরামচন্দ্রে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তিনি ষষ্টিগুণসম্পন্ন নারায়ণ—বিষ্ণু বিষ্ণু—সকল দেবতার ঈশ্বর—মায়াধীশ—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ গুণসম্পন্ন স্বয়ং-ভগবান্। তিনি—নন্দনন্দন।

প্রঃ—গুর্ব্ববজ্ঞা কি মহা-অপরাধ?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুর্ব্ববজ্ঞা তৃতীয় নামাপরাধ। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, হইয়া ভক্তের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশন।

প্রঃ—ভক্তের সংসার ও বদ্ধজীবের সংসার কি এক?

উঃ—কখনই না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই যোষিত্রয়ের ভোগাশা যাঁহার হৃদয়ে আছে, তিনি যোষিৎসঙ্গী। বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গী একই কথা। বিষয়ী উক্ত ত্রিবিধ যোষিৎকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত কখনও ইহাদিগকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন না, উহা দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। চিত্তবৃত্তিটি নিজের সুখে অথবা ভগবৎসেবা-বিমুখের সুখচেষ্টায় নিযুক্ত না করিয়া ভগবান্ ও তদ্ভক্তের সুখসাধনে নিযুক্ত করলেই চিদ্‌বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেবা হয়, ভক্ত হওয়া যায়, নতুবা অভক্ত হইতে হয়।

সংসারাসক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আচার্য্যবর্গের দার-পরিগ্রহ বদ্ধজীবের সংসারভোগ, একতাৎপর্য্যপর কথা নহে। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিলেও তিনি তত্তদ্‌বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

যান না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই তিনি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

প্রঃ—হরিকীর্তন কি মহামঙ্গলকর?

উঃ—নিশ্চয়ই। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে; সুতরাং কীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্তনে নিজেরও শ্রবণ হ'য়ে থাকে। কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হয়ে থাকে—কীর্ত্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণও হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

প্রঃ—বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

উঃ—বৈরাগ্য অর্থে ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হ'য়ে ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু তা' না হ'য়ে ফল্গুবৈরাগী হ'লেই মুস্কিল। তাতে নিজেকে নিজে বঞ্চনা করা হবে—কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই ঠকতে হবে। তাই বলি গৃহেই থাক বা বনেই থাক, ভগবানের অনুশীলন কর। ভগবৎকথা আলোচনা করিলে ইতরবিষয়ে আসক্তি ছুটিয়া যাইবে।

প্রঃ—ভগবদাশ্রয় কি ক'রে হয়?

উঃ—মায়াশ্রয় ও ভগবদাশ্রয় এক নহে। দুইটা আশ্রয় এক সঙ্গে হয় না। হয় আমি মায়াশ্রিত—গৃহাশ্রিত, না হয় আমি কৃষ্ণাশ্রিত। গৃহাসক্ত বা সংসারাসক্তই গৃহাশ্রিত—মায়াশ্রিত, আর কৃষ্ণাসক্ত বা কৃষ্ণসেবাসক্তই—কৃষ্ণাশ্রিত। এইজন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—অন্ধকূপসদৃশ গৃহ ছাড়িয়া সাধুর

নিকট গমন পূর্ব্বক ভগবানকে আশ্রয় কর। দুর্ব্বলতাবশতঃ যদি গৃহ ছাড়িতে না পার, তবে গৃহাসক্তি ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে ভগবানের আশ্রিত হও। তবেই ভগবদাশ্রয় হইবে—মঙ্গল হইবে। গৃহাসক্তি রাখিয়া গৃহাশ্রিত থাকিয়া ভগবানকে আশ্রয় করিবার অভিনয় করিলে ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি জাগিবে না—প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। তা'তে সংসারেই—বিষয়েই ডুবিয়া যাইতে হইবে।

আমি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যদি গৃহেই মত্ত থাকিলাম—স্ত্রী-পুত্র কন্যাদির সেবা বা সুখবিধানকেই ব্রত করিলাম—গৃহ-সেবাকেই বড় মনে করিয়া ভগবৎসেবায় উদাসীন হইলাম, তা'হলে ভগবদাশ্রয় ক'রে কি লাভ হলো? ভগবৎসেবা করলে ত' ভগবৎসেবক অভিমান হবে। কিন্তু তা' হচ্ছে কি? সেবার ফল সেবা—উত্তরোত্তর সেবা করিবার জন্য ব্যগ্রব্যাকুলতা। আমি কি করছি, আমি কা'কে আশ্রয় ক’রে আছি, আমার চিত্ত কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে, তা' ভাল ক'রে দেখা যাক্। • নতুবা ঠকে যেতে হবে। পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া পতিকে আশ্রয় করিতে হয়। তাতে গোত্রও পালটে যায়। তখন আর পিতৃগৃহে আসক্তি থাকে না। যে যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে তৎপ্রতিই তাহার প্রীতি হয়।

প্রঃ—বর্তমানে আমাদের রুচি কোন্ দিকে?

উঃ—যে সব কথা পূর্ব্বে আমাদের শুনা আছে, তাতেই আমাদের রুচি হয়। যে সব কথা আমাদের শুনা নাই, তাতে আমাদের রুচি হয় না। এখন আমরা ভগবদ্বহির্ম্মুখ। তাই জগতের কথাতেই আমাদের রুচি, ভগবানের কথা আমাদের ভাল লাগছে না। জড় জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করছে।

আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবনযাপন করবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। আমাদের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, উহা নেমে যাচ্ছে। বর্ত্তমান রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় এ জগতে আসতে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাতে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না।

আমরা যে সকল কথা বলি তা' গুণগত বা জড়; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ যে ভগবৎকথা বলেন, তাহা জড় শব্দ নহে। সেই শব্দের ভিতর এমন অলৌকিক শক্তি আছে যে, তাহা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত ক'রে দেয়। সে-শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে। যে শব্দ পরজগৎ হ'তে এজগতে অবতীর্ণ হন, সেই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়। আর যে শব্দ জড়াকাশে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সে-শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে নিয়ে যায়। এজগতের কথাতেই আমাদের রুচি, তাই আমাদের অশান্তি কাছে না। যদি বৈকুণ্ঠকথায় আমাদের রুচি হয়, তবেই মঙ্গল হবে, নতুবা নহে।

প্রঃ—হরিকথা শুনেও সেইভাবে চলতে পারছি না কেন?

উঃ—যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরাই হরিকথা শুনে বুঝতে পারেন এবং সেইভাবে চলার সৌভাগ্য পান। যারা ভাগ্যহীন, তারা কথা শ্রবণ করছে মনে করলো কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুনলো না – তাই বঞ্চিত হলো। আমরা ভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয়

বস্তুর সেবা করবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা’ হলেই আমাদের কাণে কথা যাবে—আমরা কথা শুনতে পারবো-ধরতে পারবো। যার যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে উন্নত হ'তে হবে-ভাল হ'তে হবে। প্রতিমুহূর্তে দৈবী মায়া আমাদিগকে ভগবদ্বিমুখ করার চেষ্টা করছে, আর অজ্ঞ আমরা সেই মায়াকেই গলার হার ক'রে রাখবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। এইজন্যই বলছি—সাবধান হও, বুদ্ধিমান্ হও আর বোকা থেকো না, জীবন্ত সাধুর সঙ্গ কর, তেজস্বী সাধুর সঙ্গপ্রভাবে তোমাদের সব অসুবিধা কেটে যাবে, হৃদয়ে বল পাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা থাকবে না, সৎসঙ্গের অভাব হবে, সেই মুহূর্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আ যখনই আমরা সাধুর কাছে হরিকথা না শুনবো, নিষ্কপটে সার সেবা না করব, তখনই সুযোগ পেয়ে মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে। অতএব আমাদের কর্তব্য কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কস্রত করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাদের উপলব্ধি হবে না, তারা হরিকথা বলতে পারে না, তাদের কথা গ্রামোফোনের কথার মত। তাদের কথা শুনে মঙ্গল হবে না – সত্যের উপলব্ধি হবে না, বিষয়েই ডুবে যেতে হবে।
করবে।

প্রঃ—কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য বা সংসারপ্রবৃত্তি হয় কেন?

উঃ—সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুবার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে। সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করে নাই, অসৎ লোকের পরামর্শ শুনে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তাতে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব নির্গুণ বস্তু। কিন্তু জীব যখন নিজেকে এ জগতের গুণবদ্ধ বস্তু মনে করে, তখন তা'র এ জগতের প্রতি আসক্তি হয়।

প্রঃ—ভগবদ্ভক্তগণ এ জগতে কেন আসেন?

উঃ—ভক্তগণ মানবগণের উপকারের জন্য ইহ জগতে আগমন করেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নাই—এজগতে আবার কোন আবশ্যকতা নাই। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের' একমাত্র কর্ত্তব্য, ভগবদ্বিমুখ জীবকে ভগবানের সেবায় উন্মুখ করাই তাঁদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষুধিতকে অনুদান, মূর্খকে বিদ্যাদান প্রভৃতি সব পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূলবিষয় হ’তে আমরা তফাৎ হই—ভগবানের প্রতি আমরা বিমুখ থাকি—সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা যুগধর্ম হরিনামসংকীর্ত্তনে উদাসীন হই।

প্রঃ—কামিনী-কাঞ্চন কি ভক্তিবাধক?

উঃ—নিশ্চয়ই। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এই জাগতিক প্রিয় বস্তুগুলি একটা টোপ মাত্র। বদ্ধজীব আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগে আকৃষ্ট হচ্ছি, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে বিদ্ধ করছে, স্ত্রীহাতী দ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত করবার মত মায়া স্ত্রীসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করছে। অসদ্বস্তুকে সত্যবস্তু জ্ঞান ক'রে দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সংসারে

ক্ষণিক সুখ রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা করবার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়শী। যে ভোগী হবে, সে বঞ্চিত হবে—বিদ্ধ হবে। খাবে দাবে নরকে যাবে—এই বুদ্ধি মানবজাতিকে গ্রাস করেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি?

প্রঃ—জগতে খাঁটি জিনিষ সাধুর আদর আছে কি?

উঃ—খাঁটি জিনিষ দুর্লভ, তাহা সহজলভ্য নয়। এজন্য খাঁটির আদর কম। যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না ক'রে হরিকথা-কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের প্রতি উন্মুখ করবার জন্য ব্যস্ত, সেইসকল সাধুর আদর এখানে নাই। ধর্ম্মের নামে বর্তমানকালে যাঁরা লোককে বিপথগামী করছেন, তাঁদের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত সাধু লোকের মনযোগানো কথা ব'লে বঞ্চনা করেন না—প্রতারক সমন্বয়বাদীগণের গলদৃটি সাধু দেখিয়ে দেন। যাঁদের কপাল ভাল, তাঁরাই সাধুর কথা শুনে সাবধান হন। খাঁটি সাধুর কথা—ভগবদ্ভক্তের কথা আমার বর্ত্তমান রুচি বা ধারণার বিরূদ্ধ হ'লেও তাহাই মঙ্গলকর।

খাঁটির গ্রাহক কম। মেকীর গ্রাহকই বেশী। গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।

প্রঃ—দুর্ব্বলতা ও কপটতা—এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ কি?

উঃ—কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা ও দুর্ব্বলতা এক জিনিষ নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। কপটীর মঙ্গল হয় না। সরলতার অপর নাম বৈষ্ণবতা। কপট ব্যক্তি অভক্ত। সরল দুর্ব্বল হ'তে পারে কিন্তু কপট নহে। যে কপট, তার মুখে এক

কথা—মনে অন্য চিন্তা। দুর্ব্বল ব্যক্তি নিজের অসুবিধার জন্য লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্মাহত কিন্তু কপটলোক সদা নিজের বাহাদুরী নিয়েই মত্ত।

আচার্য্যকে ঠকাবো—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তিরূপ কালসর্পকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ-কলা দিয়ে পুষবো—লোককে জানতে দেবো না—লোকের কাছে সাধু ব'লে প্রতিষ্ঠা নেবো – এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নহে কিন্তু ভীষণ কপটতা। এদের কোনকালেই মঙ্গল হবে না। নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে বিনীতভাবে সাধুর শ্রীমুখবিগলিত কথা শুনতে শুনতে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। আমরা যদি ভক্তের বেশ নিয়ে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি—সংসার করাটাকেই বড় কাজ মনে ক'রে তাতেই মজে থাকি অথবা ত্রিদণ্ড নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতা-হরণের দুর্বুদ্ধি পোষণ করি, তা'হলে নিজের গলায় নিজেই ছুরি দিলাম—হরিভজনের নামে আর কিছু করলাম। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে—অনর্থ থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—ভক্ত সাজিয়া ভোগেই মত্ত থাকি, তা'হলে অসুবিধা রয়েই গেল। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।

প্রঃ—আমাদের দুর্গতির কারণ কি?

উঃ—আমি কে—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়ারাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। ভগবৎকথা প্রত্যহ না শুনলে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নাই।

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি?

উঃ—প্রথমতঃ আমাদিগকে জানিতে হইবে-আমরা কে? তৎপরে আমাদের কর্তব্য কি তাহা সহজেই জানা যাইবে। ভগবদ্ভজন ও ভগবৎকৃপাই নিত্যমঙ্গলের উপায়, নরতনুই ভগবদ্ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস। আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য কৃত্য, সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বা একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। কিন্তু যখন আমরা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা বা কর্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এসকল অভিমান প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখন ঐ বৃত্তিকে মন কহে; এই মন আত্মস্বরূপের বিরূপাবস্থা -জড়ের ভোক্তা। এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তা-স্বরূপে কর্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, পুণ্য-পাপের বশবর্তী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভোগ করে। সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু; এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

আমরা অনুচিৎ জীব, ভগবান্ বিভুচেতন বস্তু। জীব কখনও ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—আমরা কাষ্টবস্তু, আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু; আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নহি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতে কোন্ ভেদ নাই। কাস্বরূপে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। যখনই আমরা

কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। সাধুগুরু-কৃপায় যখন আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি—-আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ।

আমাদের সকলকেই মুক্ত হইতে হইবে। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ভাগ্যক্রমে যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্য সেবাই যে তার স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক কলিযুগ পাবনাবতারী মহাবদান্য। তিনি তৃণাদপি শ্লেকে চারটি বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়েছেন। যাঁরা সংসার হইতে নিষ্কৃত পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁরা সতত শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম হরি হইতে অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে এবং কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন।

তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে কৃষ্ণনাম করতে হবে। তৃণাদপি সুনীচ-ভাবটা অহং ব্রহ্মাস্মি-জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী। কীর্ত্তনকারী ভক্ত নিজেকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানেন। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য এবং প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়াই জ্ঞান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীনাম সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণনাম নন্দের নন্দন, যশোদার দুলাল। শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অন্তর্যামী—সর্ব্বজ্ঞ। নামরূপী কৃষ্ণ সরল হৃদয়ে, চিন্ময়-নয়নে,

সেবোন্মুখ-জিহ্বায়, শ্রবনোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপক্ষয় ও সংসারবন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীর্তনের অধিকারী হন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীনামসংকীর্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে তিনি তাহাতে উদিত হন। শ্রীকৃষ্ণনাম পুরুষোত্তমবস্তু। শ্রীনাম—লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণনাম পরমপুরুষ—পরমেশ্বর বস্তু। শ্রীনাম স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র। শ্রীনাম জগদীশ্বর—বিশ্বের নিয়ামক, পালক ও রক্ষক। যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীনাম অশেষবাধাবিঘ্নহর। হৃদয়ে যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুলভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নমোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি থাকার দরুণ শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না বটে কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ-প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্বসুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে। কৃষ্ণনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়।

নির্গুণ হৃদয়ে নির্গুণ কৃষ্ণনাম উদিত হইয়া থাকেন। সগুণ হৃদয়ে কৃষ্ণনাম উদিত হন না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেই প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সহিত রামনামের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে যে রসামৃতসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, রামনামে তাহার কোটাংশের একাংশও হয় না; যেহেতু কৃষ্ণনাম

—পূর্ণতম, রামনাম -পূর্ণ। কৃষ্ণনাম—পূর্ণতম, অবতারী, অংশী আর রামনাম—পূর্ণ, অংশ, অবতার।

কৃষ্ণনাম সমস্ত সত্তা, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত আনন্দের আকর। তিনি সর্ব্বকারণকারণ। নিষ্কপট নির্গুণ সেবকের প্রেমসেবা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী, শ্রীরামচন্দ্র—অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণে লীলামাধুরী, বেণুমাধুরী, রূপমাধুরী ও প্রেমমাধুরী পূর্ণ মাত্রায় আছে; শ্রীরামচন্দ্রে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তিনি ষষ্টিগুণসম্পন্ন নারায়ণ—বিষ্ণু বিষ্ণু—সকল দেবতার ঈশ্বর—মায়াধীশ—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ গুণসম্পন্ন স্বয়ং-ভগবান্। তিনি—নন্দনন্দন।

প্রঃ—গুর্ব্ববজ্ঞা কি মহা-অপরাধ?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুর্ব্ববজ্ঞা তৃতীয় নামাপরাধ। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ও মায়াবদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদাদি শাস্ত্র ভগবদ্বস্তু বলিয়া তাহা ভক্তি দ্বারাই গ্রাহ্য বা অনুভবনীয়।

জাগতিক তথাকথিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ভক্তিহীন বলিয়া অহঙ্কারে মত্ত। সেই দাম্ভিকগণ ভগবানরূপী শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের অর্থ বা শাস্ত্রমর্ম্ম কি করিয়া অবগত হইবে? পুতুল-নির্ম্মাণকারী মিস্ত্রী কি ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করিতে পারে?

ধন, রূপ, আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সৎপাত্রে না পড়িলে সর্ব্বনাশকর বা অমঙ্গলের কারণ হয়। অভক্তের পক্ষে এগুলি মৃত্যুজনক, উদ্বেগকর, সংসারপ্রাপক ও অহঙ্কারবর্দ্ধক। ভক্তের পক্ষে ইহা ভূষণ-সদৃশ—দোষজনক বা অনর্থকর নহে।

শাস্ত্রার্থ ও শব্দার্থ এক জিনিষ নহে। শাস্ত্র জড়শব্দ নহেন, শাস্ত্র শব্দব্রহ্ম—ভগবদবতার। এইজন্যই মহাজনোক্তি—ভক্ত্যা

ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া। অর্থাৎ অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় শাস্ত্র একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভক্তের নিকট অনুভবের বিষয়—জাগতিক পাণ্ডিত্য দ্বারা নহে।

প্রঃ—কৃষ্ণ সকাম ভক্তকেও ভক্তি দেন; কিন্তু শাস্ত্র অন্যত্র বলছেন—কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥ অতএব এই উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কি?

উঃ—যে কপটতা করিয়া বাহিরে কৃষ্ণভজনের অভিনয় মাত্র করে, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা করে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তু দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করেন, সেই কপটী ব্যক্তিকে বা কুটিলাত্মাকে কখনও প্রেমভক্তি দেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করিতে করিতে অবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে সাধুগুরুর নিকট হইতে হরিকথাশ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া বা নিজ মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট করিয়া অজ্ঞের তুচ্ছ বাসনা দূর করিয়া দেন। মোট কথা এই যে-কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপটী ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও সুদুর্লভা প্রেমভক্তি দেন না, তাহার বাঞ্ছিত ভূক্তিমুক্তি দিয়াই তাহাকে বিদায় দিয়া থাকেন। কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই কৃপা করিয়া সদ্গুরু দ্বারা শুদ্ধভক্তি বা প্রেম প্রদান করেন।

প্রঃ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু কাহাকে বলে? চৈত্ত্যগুরুর কার্য্য কি?

উঃ—গুরু তিন প্রকার—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, চৈত্ত্যগুরু। গুরু কখনও লঘু নহেন, গুরু ঈশ্বরবস্তু। গুরুকে

লঘুজাতীয়জ্ঞানে কৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবের চেতনতা উদ্বুদ্ধ করেন—প্রকৃত মঙ্গল বিধান করেন।

দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান প্রদান করেন। কৃষ্ণই আমার। নিত্য প্রভু, আমি তাঁর নিত্য দাস—এই দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাগুরু অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় ব'লে দেন ও তৎপরে শুদ্ধভজন শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরুই অধিকাংশস্থলে শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। বদ্ধজীব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করতে পারেন না। দীক্ষাগুরু মন্ত্র ও ভজনোপদেশ দান করেন। শিক্ষাগুরু অনর্থনিবৃত্তির পর ভজন-শিক্ষাদাতা। আর হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী শ্রীহরিই চৈত্ত্যগুরু।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু–অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যে কথা বলেন চৈত্ত্যগুরু তাহা ধারণা কবার যোগ্যতা দেন। চৈত্যগুরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর উপদেশ গ্রহণের শক্তি প্রদান করেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত কেহই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বুঝিতে বা ধরিতে পারেন না। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা বা সাহায্য ব্যতীত মহান্তগুরুর কৃপা লাভ হয় না, চিত্তের মালিন্য দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না, শ্রবণীয় বিষয় কার্য্যকরী হয় না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই স্বয়ং দীক্ষাগুরুরূপে দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরুবর্গকে জগতে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণের শক্তি সঞ্চার করেন।

প্রঃ—কে সংসার থেকে উদ্ধার পাবে?

উঃ—শতকরা শতভাগ দিলে ভগবান্ তাঁকে উদ্ধার করবেনই। সাধু-গুরুর সেবা ও সঙ্গকে জীবন না করলে ষোল আনা দিবার প্রবৃত্তি জাগে না। আবার পূর্ণ না দিলে পূর্ণবস্তু ও মিলে না। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। তিনি পূর্ণ চান। পূর্ণ দিলেই পূর্ণকে পাওয়া যায়। যেমন দেওয়া তেমন পাওয়া।

প্রঃ—কৃষ্ণসেবক জীবের কর্তাভিমান কেন হয়?

উঃ—জীব কর্ত্তা বা ভোক্তা নয় সত্য, কিন্তু জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কারধর্ম প্রবল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধি হয়।

ভগবৎসেবক জীব যখনই ভগবৎসেবার কথা ভুলে যাবে, তখনই মায়া এসে তা'কে গ্রাস করবে। সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ না দেখলেই কর্তৃত্বাভিমানে জীব বিপথগামী হবে। তখন সে কর্তা সেজে জড়ের সেবা অর্থাৎ মায়ার সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে এবং দুঃখ পাবে। ভক্ত সতত ভগবানের সেবাই করেন, তাঁর সেবক-অভিমান প্রবল, কিন্তু অভক্ত জড়ের সেবা করিয়া প্রভু সেজে উদ্বেগই পায়।

যাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তারাই প্রভু সেজে সেবা গ্রহণ করে। কিন্তু কর্তা বা প্রভু না হ'য়ে যাঁরা ভগদ্ভক্তের সেবা করেন, তাঁরাই ধন্য।

প্রঃ—বেশীদিন বাঁচিয়া থাকা কি ভাল?

উঃ—হরিভজন করিলে বাঁচিয়া থাকা ভাল; কিন্তু যারা হরিভজন করে না, তাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা মরিয়া যাওয়াই ভাল। মানুষ ও দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন, তবে তাঁরা কেবল জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন। দেবতার উপাস্য যে কৃষ্ণ, তিনি মনুষ্যেরও উপাস্য। সুতরাং অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যায়।

প্রঃ—কি ভাবে সংসারে থাকিতে হইবে?

উঃ—একটি লোককে বাঁধিয়া মারিলে যেমন বাধ্য হইয়া মার খাইতে হয়, অথচ মার খাওয়াটা যেমন তার ইচ্ছা নয়, সংসারটাকে সেইরূপ গর্হণমুখে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বিপদ্ ও দুঃখ অনিবার্য্য।

প্রঃ—আমরা কর্তা হই কেন?

উঃ—এটা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। জীব ত' আর ঈশ্বর নয় যে সে কর্ত্তা হবে? কর্তা হলেন—একমাত্র কৃষ্ণ। আমরা সকলে সেই কৃষ্ণের নিত্য সেবক। কিন্তু আমরা এই কথাটা ভুলে গিয়ে গৃহের কর্তা—পাড়ার মালিক, গ্রামের মোড়ল, দেশের প্রভু বা জগতের ঈশ্বর হ'তে চাচ্ছি। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব!

প্রঃ—মন্ত্র কাহাকে বলে?

উঃ—যে বস্তু বিষয় হ'তে—ভোগ্যদর্শন হ'তে আমাদিগকে উদ্ধার করতে পারে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ হয়। দম্ভ পরিত্যাগ না করলে গুরুসেবা, কৃষ্ণসেবা কিছুই হ'বে না। স্বতন্ত্রতাই দত্ত।

প্রঃ—অধঃপতন কেন হয়?

উঃ—যদি কোন প্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ পালন বা মনোহভীষ্টসেবা ত' করতে পারবই না বরং অধঃপতন উপস্থিত হবে। মানুষের অধঃপতনের পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা জিনিষ আসে। যদি

সাধুগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হয় তবেই মঙ্গল; নতুবা সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে—সংস্পৃহা বেড়ে যাবে।

আমি ভগবানকে দেখে নেবো—এটা দুর্ব্বদ্ধি, দম্ভ, মাপাবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি। শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখছেন—ইহাই হ'লো শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। এজন্য কাণ দিয়ে ঠাকুর দর্শন করতে হয়। ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য—ঠাকুরের সুখের জন্য ঠাকুরের কাছে যেতে হয়, দৈন্যার্ত্তি নিয়ে। তবেই মঙ্গল হয়।

ভোগে ও ত্যাগে শ্রদ্ধা না থাকার মানে—ভগবানে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যদি বিশ্বের উপর বা বিশ্ববাসীর উপর হয়, তা' হ'লে সেটা হলো-ভোগ। বিষয় আমার ভোগ্য হবে—এই বুদ্ধিই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের অভাব।

কে আমি—এই বিচার যদি হৃদয়ে না আসলো, আমার নিত্য আরাধ্যের সঙ্গে যদি সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হলো, তা' হ'লে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি কি ক'রে আসবে?

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তা' হ'লে সাধুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা, হিংসা বা সমালোচনাপ্রবৃত্তি এসে যায়।

প্রঃ—আমরা আজ পর্য্যন্ত যা' শিক্ষা ক'রেছি, তা' কি ক'রে কাটবে?

উঃ—আমরা বাল্যকাল থেকে যা শিক্ষা ক'রেছি, সে সবই জাগতিক শিক্ষা—সাময়িক শিক্ষা—সংসারে থাকার শিক্ষা। পরমার্থ-শিক্ষা হৃদয়ে স্থান লাভ করলেই এ সব শিক্ষার তুচ্ছত্ব সহজেই অনুভব হবে।

আমি ভগবৎসেবক, আমি সেব্য নহি, সেবক আমি সেবাই করবো, সেবা ছাড়া আমি আর কিছু করবো না—এই সুবুদ্ধি যদি আসে, তা হ'লে যে-সকল দুর্ব্বদ্ধি বা মেটে বুদ্ধি বা শিক্ষা মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে

পেয়েছি বা শিখেছি, সেগুলি কেটে যেতে পারে। তা না হ'লে ঐ দুর্ব্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থাকবে।

ভগবানই একমাত্র ভোক্তা বা কর্ত্তা, এই কথাটা ভুলে গেলেই সংসার হ'য়ে যাবে। ভগবৎ-সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণেরই সংসার ক্ষয় হয়.

আর ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের সংসার বৃদ্ধি হয়। যাদের সংসার বেড়ে যাচ্ছে, তাদের ভগবৎসেবা করতে ইচ্ছা হয় না, ভগবৎসেবার কথা শুনতে ভাল লাগে না, ভগবৎকথা শুনবার সময় হয় না। যদিও তারা কখনও কখনও শুনবার অভিনয় করে, সেটাও নিজেদের মত ক'রে। তাদের মনের মত কথা না হ'লে সেগুলিকে তারা বাতিল ক'রে দেয়। হরিসেবার কথাকে তারা প্রাধান্য দেয় না, তাদের বিচার হচ্ছে Present-day-need ই বেশী দরকারী।

ভগবান্ কি জিনিষ যদি জানতে হয়, তবে ভগবানের ভক্তের কাছে যেতে হবে। এতদ্ব্যতীত ভগবানকে জাব্বার অন্য কোন উপায় নাই।

প্র—প্রতিমাদর্শনই ত' ভগবদ্দর্শন?

উঃ—ভগবানের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। আমার হৃদয়দেবতা আমাকে কৃপা করবার জন্য আমাকে সেবাসুযোগ প্রদানের জন্য বিশ্বে অবতীর্ণ। পরতত্ত্বে অর্চ্চাবুদ্ধি, প্রতিমাবুদ্ধি বা শিলাবুদ্ধি থাকলে পরতত্ত্ববুদ্ধি, ইষ্টদেববুদ্ধি বা ঠাকুরদর্শন হলো না! অর্চ্চাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ না দেখে যদি অর্চ্চাই দেখতে থাকি, তবে মঙ্গল হলো না। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন ক'রেছেন—তিনি অর্চ্চা বা প্রতিমা দর্শন করেন নাই, পরন্তু সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব দর্শন ক'রেছেন, মহাপ্রভুর বিচার—প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

প্রঃ—বাজে কথা বা গ্রাম্যকথা বলা কি অমঙ্গলজনক?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভোগ্যপ্রসঙ্গ বা গ্রাম্যপ্রসঙ্গে সংসার, আর সেব্য প্রসঙ্গে—ভগবৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা ভক্তি হয়। হরিপ্রসঙ্গ না হলেই ভোগ্যপ্রসঙ্গ হ'য়ে যাবে।

জগতের লোক সব সময় বাজে কথা—গ্রাম্যকথা বলছে ও বলবে। সে সব কথায় উদাসীন থেকে হরিনাম করতে হবে। নতুবা তাদের মধ্যে একজন হ'য়ে যেতে হবে। এইজন্যই মহাপ্রভু ব'লেছেন-গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।

প্রঃ—সকলকেই কি কীর্ত্তন করতে হবে?

উঃ—কীর্ত্তন সকলকেই করতে হ'বে। হরিনামকীর্তন ও হরিকথা-কীর্ত্তনই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন ক'রে প্রথমে নিজেকে সেই সকল কথা শুনতে হবে। তাহা অপরে শুনেন শুনুন, তাতে আপত্তি নাই কিন্তু নিজে আচরণ করাটা বিশেষ দরকার।

প্রঃ—সব ভক্তই কি শ্রীমন্দিরে গিয়া ভোগ দেন?

উঃ—সদ্গুরুচরণাশ্রিত কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীবিগ্রহের কাছে নৈবেদ্য নিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দেন। মুক্তপুরুষগণও মন্দিরে প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ দিয়া থাকেন। মধ্যমভক্ত সব সময় অর্চ্চার কাছে নৈবেদ্য না নিয়ে কখন কখন পৃথকভাবেও নিজে নিজে ভোগ দেন নিজের হৃদয়দেবতাকে এবং পরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। আর মহাভাগবতের বিচার —তাঁর নিকট যে কিছু জিনিষ এসে পৌঁছছে সমস্তই ভগবান্ গ্রহণ ক'রে উচ্ছিষ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তিনি ভগবদ্ভাব দর্শন করেন। এই কথা শুনিয়া যেন কেহ মনে না

করেন যে, মহাভাগবত শ্রীমন্দিরে আদৌ ভোগ দেন না। শ্রীরাঘবপণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ সকলেই ঠাকুরকে শ্রীমন্দিরে প্রীতির সহিত ভোগ দিয়া খাওয়াইয়াছেন।

অর্চা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না কিন্তু ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর সামনে খান।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

উঃ—জগন্নাথ ও জগৎ এক নহে দিব্যজ্ঞান বা দিব্যচক্ষু লাভ না হ'লে জগন্নাথ দর্শন হয় না। আমি এখন চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু চশমা নিয়ে বেশ দেখি। তদ্রূপ এই চক্ষে জগন্নাথদর্শন হবে না। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানচক্ষে বা ভক্তিচক্ষেই—গুরুকৃপা-সাহায্যেই জগন্নাথদর্শন হ'য়ে থাকে। কাণ দিয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে জগন্নাথদর্শন করতে হবে।

প্রঃ—সেবা কি স্বহস্তে করা উচিত?

উঃ—পুরোহিত বা প্রতিনিধি দ্বারা ভগবৎসেবাকার্য্য হয় না। এজন্য সকলেরই প্রীতির সহিত স্বহস্তে ভগবৎসেবা করা কর্তব্য।

প্রঃ—আসক্তি কোন বস্তুতে হওয়া মঙ্গল?

উঃ—জগতের প্রতি, জগদ্বাসীর প্রতি আসক্তিটা বন্ধন বা দুঃখের কারণ। এজন্য আসক্তির Direction (মোড়) ফিরাইয়া দেওয়া দরকার। The Great Attractor এর সঙ্গে বন্ধন হওয়া প্রয়োজন। তবেই মঙ্গল।

প্রঃ—গুরুকৃপা ব্যতীত কি কিছুই হবে না?

উঃ—না। অজ্ঞানান্ধ আমি, আমাকে গুরু ব্যতীত পথ দেখাবেন কে? আমাকে জ্ঞান দিবেন কে? গুরুকৃপা হতেই সব লাভ হয়। আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। সেই গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি হচ্ছে কই যে আমাদের মঙ্গল হবে?

প্রঃ—স্ত্রীসঙ্গ করা কি অনুচিত?

উঃ—নিশ্চয়ই। স্ত্রীসম্বন্ধী পাপ আচরণ করতে নাই। বৈরাগীগণ তা স্ত্রীসঙ্গ করবেনই না, আবার গৃহস্থ হ'য়েও অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি চালনা করতে হবে না। যে কৃষ্ণকে ভুলে সংসার করবে ও ছাগধর্ম্ম গ্রহণ করবে, সে গৃহব্রত। গৃহস্থ-অভিমান ক'রে অন্য বিচার এলে অধর্ম্ম হবে। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

প্রঃ—আমাদের ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না কেন?

উঃ—ভাগ্য বা সুসংস্কার না থাকলে ভগবানে মতি কি ক'রে হবে? সকলের কি ব্যবসা, চাকুরী বা অঙ্ক ভাল লাগে? যার কর্ম্মসংস্কার, তার কর্ম্মে রুচি, যার ভক্তিসংস্কার আছে তার ভক্তিতে রুচি হয়। ভক্তিতে রুচি না হওয়াটা দুভাগের পরিচয়।

ভগবান্ সেব্য বস্তু—অতীন্দ্রিয় বস্তু। তিনি জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই প্রকাশিত হন। আরোহপন্থায় কেহই তাঁর কৃপা লাভ করতে পারে না।

প্রঃ—আমাদের উন্মুখতা আসে না কেন?

উঃ—একে ত' সংস্কার নাই, আবার তজ্জন্য যত্নও নাই।

এইজন্য সদবৈদ্যের আবশ্যক। সৎসঙ্গ করলে উন্মুখতা আসবে। Veterinary Surgeon (পশুচিকিৎসক) যেমন পশুর মুখকে কৌশলে ফাঁক করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা সাধুবৈদ্যও ঐভাবে আমাদিগকে কৃপা করেন। তিনি আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের মুখে জোর করিয়া ভক্তিরস ঢালিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের এই কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানই শ্রীগুরুদেবের দয়া।

আমরা মঙ্গল চাইব না, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের কথা শুনাইতেছেন। মানবজাতির উপর শ্রীচৈতন্যদেব কি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া অচেতন বিশ্বকে কি প্রকার চেতন করিয়া দিয়াছেন, তাহা একবার বিশ্ববাসীর চিন্তার বিষয় হইক, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে।

প্রঃ—আমাদের ভগবানকে ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? সংসারকূপের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন?

উঃ—মানুষ চেতন। গ্রহণ করা, না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ করার চিত্তবৃত্তি না হ'লে অরণ্যে রোদন হইবে। হৃদয়ের সহিত ভগবানকে ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁর করুণা হইবে। চেতন initiative লইতে পারেন। অচেতনের স্বতন্ত্রতা নাই। চেতন ও অচেতনের মালিক-ঈশ্বর। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি রত্ন আছে। তবে ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছাপরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারও করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন। ঈশ্বর যদি চেতনকে বাধ্য করিতে যান, তবে চেতনকে নষ্ট করা হয়। তাই চেতনের স্বতন্ত্রতার উপর তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়া চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তিটী উন্মেষিত করিতে চাহেন।

জীবাত্মা সৃষ্টবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সনাতন বস্তু। ভগবান্ সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শুদ্ধ চেতনধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার যত্ন করেন। এজগৎ আমাদের নিত্যবাসস্থান নহে।

শাস্ত্র বলেন—

সাধুশাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণমোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদিদুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল ।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—আমরা কেন এখানে আসিলাম?

উঃ—কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা এখানে এসে পড়েছি। এই Planet টা suited for our purpose. সূর্য্যের সঙ্গে proper

adjustment না হ'লে তাঁর নিকট গেলে পুড়ে মরতে হ'ত। অণুচিৎ জীবাত্মা আমি, আমাকে ধরা দিবার জন্য যে বিভুচিৎ ভগবান্ কৃপা ক'রে সার্দ্ধত্রিহস্ত -পরিমিত অবয়ব ধারণ করেন, তাঁহার সহিত adjusted হইবার বিচার হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি Initiative লইতে গিয়া যে ব্রহ্ম হইবার বিচার গ্রহণ করি, তাহাতে কখনই মঙ্গল হইবে না। ভগবানকে disturb না করিয়া যদি properly adjusted হইতে পারি—অনুকূল অনুশীলন করিতে পারি, তবে তাঁহার কৃপালাভ সম্ভব হইবে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির intellectualism প্রবল। আমাদের প্রাধান্যে কর্ম্ম-জ্ঞানবাদ আর ভগবৎপ্রাধান্যেই ভক্তি শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভুলি’সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥

(চৈঃ চঃ**)**

প্রঃ—ভক্তির কথা সকলে বুঝতে পারে না কেন?

উঃ—Extra ordinary merit না হ'লে ভক্তির কথা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? Ordinary merit ভুক্তি-মুক্তির কথা লইয়াই ব্যস্ত। আচারবান হওয়া আবশ্যক। নিজে আচরণ করলেই অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

প্রঃ—প্রত্যক্ষ**,** পরোক্ষ**,** অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ কাহাকে বলে**?**

উঃ—প্রত্যক্ষ—মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে। পরোক্ষ-অপরে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাতে প্রত্যয়-স্থাপন অপরোক্ষ—প্রত্যক্ষও নহে, পরোক্ষও নহে যাহা, তাহা Tabula rasa, Absolute, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদই অপরোক্ষ বিচারের শেষ কথা।

অপরোক্ষবাদীরা যাহাকে Absolute বলিতেছেন, আমাদের Absolute কিন্তু সেরূপ নহেন। আমাদের Absolute—বংশীবদন শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ শব্দ দ্বারা সেই Absolute-কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজভূমিকায় অধোক্ষজের সেবা করিতে হইবে, তিনি সেব্যবস্তু। অধোক্ষজ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। অধোক্ষজ Initiative লইতে পারেন। অধোক্ষজের সঙ্গে বেনেগিরি চলিবে না, ফাঁকি চলিবে না। কারণ তিনি অন্তর্যামী—সর্ব্বজ্ঞ। তিনি মানুষের range of vision এ আসেন না।

প্রঃ—কর্ম্ম ও জ্ঞান কি আত্মধর্ম্ম?

উঃ—না। জ্ঞান ও কর্ম্ম—অনাত্ম-ধর্ম্ম। কর্ম্মে নশ্বর ফলভোগবাদ। আর জ্ঞানে ত্যাগের বাহাদুরী লইয়া কেবলাদ্বৈতবাদাশ্রয়ে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানচেষ্টায় আত্মবিনাশবরণ।

ভোগী ও ত্যাগী both are mistaken and misguided. কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই দুইটাই ঠগ। তাদের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। Too much affinity হ'লে বেশী depression, সেজন্য অনাসক্তভাবে সংসার করা দরকার। বিচারসঙ্গত process neglect করলে মরতে হ'বে।

প্রঃ—পরাশান্তিলাভের উপায় কি?

উঃ—জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া জড়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেহ বলেন—মনই সুখ-দুঃখের ভোক্তা, সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে না।

আবার কেহ বলেন যে—আমি ব্রহ্ম, বর্তমানে মায়ার সহিত বিজড়িত হইয়া আমার এই দুঃখকষ্ট ভোগ হইতেছে, পুনরায় মায়া হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানুভূতি হইলেই আমার জ্ঞানলাভ হইবে, তখন আর দুঃখকষ্ট কিছুই থাকিবে না। ইঁহাদের কেহই পরাশান্তির সন্ধান দিতে পারিলেন না। কারণ, প্রথম মতে যে পথ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হইল মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন বোধ রহিল না-চেতনের কোন কথা রহিল না। দ্বিতীয় মতে—যদিও চেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে, তথাপি তাহাতে পরিণামে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায় জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। জড়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু পূর্ণচেতন ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে অণুচেতন জীবের পরাশান্তি লাভ হয় না।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া তৎকৃপায় দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। আমরা ভগবানের সেবক। তৎসেবাই আমাদের কৃত্য। এজন্য আমাদিগকে ভগবানের সেবার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে-ভগবৎসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে– তবেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যাইবে, নতুবা নহে।

প্রঃ—কি করিলে মঙ্গল হইবে?

উঃ—পরমশ্রদ্ধাসহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল হইবেই হইবে। দুঃখময় জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবাবিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁরা জগৎসৌখ্যে ব্যস্ত হন, তাঁরা অমঙ্গল বরণ করেন। সেবাবিমুখতাক্রমে মানুষের এই বিচার আসে। নিজ সুখের জন্য যত্ন করাটাই যে দুঃখের কারণ, এই কথাটা সে বুঝিতে

পারে না। ১৪ ভুবন অমঙ্গলের ভূমিকা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আমি কর্ত্তা—আমাদের এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবা করিতে হইবে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্মসেবা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না হইলে বুভুক্ষা দ্বারা অমঙ্গলই বরণ হইবে। যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, সেরূপ বিচার ভোগীর নাই। বিশ্বদর্শনকারী ভোগী নিজের সুখভোগ ও আত্মীয়স্বজনের সন্তোষবিধান লইয়াই ব্যস্ত। ভোগী সমদর্শী নহে, সে বিষমদর্শী, বিশ্বদর্শী বা ভোগ্যদর্শনে ব্যস্ত। আমরা বর্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি। সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক্—এই বিচার আমাদের প্রবল। কেহ আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত করিলে সে খারাপ লোক। এই দুর্গতির হাত হতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়।

প্রঃ—অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—অর্চনের দ্বারা নিজের মঙ্গল হয়, আর কীর্তনে নিজের ও অপরের মঙ্গল হইয়া থাকে। অর্চ্চন নিজে নিজে করা যায়, অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কর্ণে নিনাদিত হয়। সেই সব কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা ভক্তগণ আমাদের ক্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। তাতে কীর্ত্তনকারীর শীঘ্রই মঙ্গল হয়। তৎফলে কীর্ত্তন প্রাণময়, আচারময় ও শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রঃ—শুদ্ধনাম কখন হয়?

উঃ—জড়ের চিন্তা থাকিলে শুদ্ধনাম হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে কৃষ্ণমুখী না হইলে কৃষ্ণনাম কি করিয়া

হইবে? যিনি ভোগী, যিনি কপটতা করেন, যিনি শঠতা করেন, তাঁর মুখে হরিনাম হয় না। নাম ও নামী অভিন্ন—এবিচার যাদের নাই, তাদের নামে বাধা হইবে। সেবোন্মুখ হইলে নাম আরম্ভ হয়। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্—ইহা স্মৃতি-পথে না থাকিলে নাম কি করিয়া হইবে? বহির্জগতের চিন্তাস্রোত প্রবল থাকলে বৈকুণ্ঠনাম হয় না। মন চিন্ময় বা শুদ্ধ না হইলে হরিনাম হইবে না। যাঁর বিশ্বদর্শন—ভোগ্যদর্শন ধ্বংস হইয়াছে, তাঁরই নিরন্তর হরিনাম হয়।

বাসনার দাস হওয়ার জন্যই আমাদের এত দুঃখ। অনিত্য প্রার্থনা বা কামনা প্রবল হইলে কামনার দাস হইয়া ভূত-প্রেত হইতে হইবে।

গুরুকৃষ্ণের সেবা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলেই সেই শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধনাম উদিত হইবেন, নতুবা নামাপরাধ হইবে।

প্রঃ—ভগবান্ আমাদের কাছে কি চান?

উঃ—ভগবান আর কিছু চান না, Submission চান মাত্র। ভগবদনুশীলন করা দরকার। সামর্থ্য না থাকিলে যিনি তাঁর অনুশীলন করেন, আমাদের তাঁর সাহায্য দরকার, নচেৎ বিপরীত দিকে গতি হইবে। জড় জগতের সেবা করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না—এই কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। জীবস্মৃত বা বর্হিম্মুখ ব্যক্তি ভগবানের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। যাঁহার প্রাণ আছে, তাঁহারই সেবা করার সৌভাগ্য হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই জীবন্ত।

শোক, মোহ, ভয় পদে-পদে আছে। এই দস্যুত্রয়ের হাত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—অধোক্ষজ ভক্তি। শ্রীমূর্ত্তি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি কাঠ, মাটি, পাথর নহেন।

প্রঃ—অনর্থ কি?

উঃ—অর্থ হলো বাস্তববস্তু ভগবান্ শ্রীহরি। তার বিপরীত হলো অনর্থ। মায়াই অনর্থ। উহা বস্তুপ্রতিম হ'লেও বস্তু নহে। অনর্থ অর্থলাভের বাধা, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি ব্রহ্মবস্তু বা বৃহদ্বস্তু?

উঃ—আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৃহতের সেবা করেন, বৃহৎ-বস্তু তাঁর প্রেমে বশীভূত।

যাঁরা মধুররভিতে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে অভিন্নবার্যভানবী ব'লেই জানেন। যাঁরা বাৎসল্যরসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দযশোদার প্রকাশবিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁরা গুরুকে শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁদের প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশবিশেষ বলেই জানেন। যাঁরা দাস্যরসের সেবক, তাঁরা গুরুদেবকে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি নন্দের ভৃত্যবর্গের প্রকাশবিশেষ ব'লেই মনে করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু—আশ্রয়বিগ্রহ। কেহ মনে না করেন—তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় গুরুদেবে দর্শনভেদ আছে।

শ্রীগুরুদেব যেভাবে সেবা করেন, তদাশ্রিত আমাদিগকেও সেইভাবে সেবা করতে হবে। আমি একদিকে চললাম আর গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তা'হলে অভক্তি হ'য়ে গেল।

বিশ্বদর্শনই সংসার। সমদর্শী শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই কুদর্শন ঘুচবে। ভক্তগণ জগৎকে কৃষ্ণভোগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার উপকরণ ব'লে জানেন। হৃদয় যখন বিষয়বাসনারহিত হয়,

তখন পরম অসুবিধাগুলিকে সুবিধা ব'লে মনে হয়—সবই কৃষ্ণকৃপা ব'লে অনুভব হয়। শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায়ই নানা অসম্পূর্ণতাদোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ মর্ত্তজীব অথবা আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ এই বিচার আসলে বিশ্বের প্রভু হয়ে গেলাম—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। গুরু ত' জীবনস্বরূপ। সদগুরুপদাশ্রয় না হলে অধোক্ষজ বিচার আসবে না; প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ পর্যন্ত গতি হবে।

যাহা বদ্ধ আমাদের ভোগ্য, দৃশ্য, চিন্তনীয়, আঘ্রাণীয়, তাহাই মায়া। আমাদিগকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবক হইতে হইবে। পুরোহিত বা প্রতিনিধি দ্বারা সেবাকার্য্য হয় না।

প্রঃ—ভক্তি ও অভক্তি কি?

উঃ—ভক্তি বলিতে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। অভক্তি বলিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং উহাদের মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার হরিবিমুখতা।

প্রঃ—ব্রজবাসী কে**?**

উঃ—ব্রজ্ ধাতুর অর্থ—চলা। যিনি সর্ব্বদা চলিতেছেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে, তিনিই ব্রজবাসী।

ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া শ্রীনামের ভজন করিতে হইবে। নতুবা মায়ার সংসার হইয়া যাইবে। ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণসংসার লাভ হইবে। যদি সব সময়েই কৃষ্ণের ভজনা না হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসীর আনুগত্য হইতে খারিজ হইয়া যাইতে হইবে। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীরাধারাণী, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি সকলেই ব্রজবাসী।

প্রঃ—ভক্তসেবা বাদ দিয়া কি প্রকৃত মঙ্গল হয় না?

উঃ—যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনিই ভক্ত। আর যিনি সেব্যসূত্রে সেবকের সেবা গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের একমাত্র সেব্য—ভগবান্। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেব্য ভগবানের পূজা ও সেবক-ভগবানের পূজা। উভয়েই ঈশ্বরবস্তু। ভগবান্ সূর্য্যসদৃশ, আর ভক্ত বা গুরু আলোস্বরূপ। সেব্য ও সেবক—ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট। ভক্ত ভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নন। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু—ভক্তগণ তাঁ ছাড়া নন। যাঁর ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। ভক্ত বল্লে ভজনীয়-বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন পুত্র বলিলে পিতা নিশ্চয় থাকিবেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটি অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র। তাঁরা পরস্পর অভিন্ন—অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত; এজন্য একজনকে আর একজন হ'তে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তববস্তু থাকেন না—ভক্তপূজা বাদ দিলে ভগবানের পূজা ব'লে কোন ব্যাপারই হ'তে পারে না। ভক্ত বা সেবককে বাদ দিয়ে সেব্যের বিচার আংশিক বিচার মাত্র। ভক্ত বা সেবককে ভগবান্ বা সেব্য হ'তে পৃথক্ করলে ভক্তের ভজনবৃত্তি রহিত ক'রে তাঁকে অসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র ক'রে ফেলা হলো। অভক্তগণেরই এরূপ কুবিচার দৃষ্ট হয়।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন যাঁরা ভগবানের নিত্যসেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁদেরও সেবা করেন। ভগবৎ-শব্দে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তসেবা বাদ দিয়ে ভগবানের সেবা হয় না। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট নাও পৌঁছিতে পারে; কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাকতে

পারে না। কারণ সেখানে সমস্ত ভার ভক্ত গ্রহণ করেন—তাঁর নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছে দেন।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ কি?

উঃ—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরি। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি। নহেন। শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ,—ভগবান ষ্ণ ভোক্তা-ভগবান্ বা বিষয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ। চিবিলাসের বিষয় হলেন ভগবান, আর চিবিলাসের আশ্রয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এ জগতে ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই—একমাত্র মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত। গুরু—একজন, গুরু দশটি পাঁচটি নন। গুরু হলেন কৃষ্ণপরিকর, কৃষ্ণপার্ষদ বা কৃষ্ণসঙ্গী। পরিকর বাদ দিয়ে ভগবানের ভগবত্তা স্বীকৃত হয় না। পরিকর-বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে ভগবদ্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবদ্ধস্তু হ'তে পৃথক্ বস্তু নন। গুরুপাদপদ্ম এবং গুরুরবন্দ্য ভগবৎ-পাদপদ্ম জিনিষটি এক হ'লেও বৈশিষ্ট্য আছে। বন্দ্য বন্দনাকারী হ'তে বাদ পড়ে যাবেন না—eliminated হবেন না। গুরুর গুরুত্ব নশ্বর কিম্বা গুরুপাদপদ্ম উপায় মাত্র, উপেয় নহেন—নিত্য সেব্য নহেন, ইহা অভক্তের বিচার ভগবদ্বস্তু শ্রীগুরুদেবে এইরূপ মাটিয়া-বুদ্ধি বা অনিত্য বুদ্ধি আসিলে নরক হইবে। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। গুরুদেবই কৃষ্ণকে দেন। কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুপাদপদ্ম গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। তিনি কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থাকিবেন। যিনি নিত্যকাল গুরুপাদপদ্মসেবা না করেন, তিনি গুরুদেব নহেন। গুরুদেব নিজে আচরণ ক'রে গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দেন। যিনি জীবনে মরণে অনন্তকালের জন্য কৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই গুরুদেব। গুরুর প্রত্যেক কার্য্য ভগবানের পূর্ণসেবাময়। ভগবান্ হ'য়ে যাওয়া গুরুর কার্য্য নয়

—ভগবদ্বিদ্রোহী হওয়া নিতান্ত লঘুর কার্য্য। শ্রীগুরুদেব কখনও অবৈষ্ণব হ'তে পারেন না। তিনি ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট এবং সেবার তারতম্যনির্দেশে পরমবুদ্ধিমান্ এরূপ মহাপুরুষকে ভাগ্যক্রমে যদি গুরুরূপে পাই তবেই আমাদের মঙ্গল হয়। যে গুরুদেব আমাদের ভোগের জিনিষ অনুমোদন করেন, তিনি গুরু নন—মোসাহেব। যে গুরু শিষ্যের মঙ্গল চান না, তিনি শিষ্যের সব কথায় সায় দেন। তুমি যা' করছ তাই ঠিক ইত্যাদি কথা বলা প্রকৃত গুরুর কার্য্য নয়, ইহা মোসাহেবের কার্য্য। গুরু শিষ্যের শিষ্য বা জীবের মোসাহেব নন—তিনি ভগবানের মোসাহেব হ'তে পারেন। কারণ ভগবান্ পূর্ণবস্তু—সচ্চিদানন্দ বস্তু, তাঁতে কোনপ্রকার হেয়তা নাই। শ্রীগুরুদেব নিত্য অনর্থমুক্ত—পূর্ণ অর্থ তিনি। ভগবানের শক্তিবিষয়ে বা স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞান দেওয়াই গুরুর কার্য্য। আমাদের মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ প্রপঞ্চে অবতীর্ন হন। আমাদের গুরুবর্গ নিত্যসিদ্ধ; তাঁরা সাধনসিদ্ধ মাত্র নন। গুরুসেবা না করলে আমরা দাম্ভিক হয়ে যাব, তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পারব না—কৃষ্ণদাস-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারব না। সদ্গুরু লাভ করেও গুরুদক্ষিণার অভাবে আমাদের মঙ্গল হচ্ছে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে গুরুদক্ষিণা না দেওয়াটা বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য। আমরা গুরুর হচ্ছি কই? গুরুর না হ'লে গুরুসেবা কি ক'রে হবে? গুরুর হ'য়ে গুরুর বিশ্রম্ভসেবাফলে সকল কুসংস্কার বা অনর্থ যাবে। একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই মঙ্গল লাভ হবে। গুরুসেবায় উদাসীন হ'লে কোনদিন মঙ্গল হবে না।

শ্রীগুরুদেব নিত্যপূজ্য বা নিত্যসেব্য বস্তু হইয়াও ভগবৎসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব সেবাবিগ্রহ, ভক্তিবিগ্রহ বা মূর্ত্তিমান ভক্তি। গুরু কৃষ্ণময়—সতত কৃষ্ণসেবাচিন্তায় বিভোর। শ্রীগুরুদেবের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবই সেবাময়। সেব্য

ভগবানের সেবাই তাঁহার সত্তা, সেবাই তাঁহার স্বরুপ, সেবাই তাঁহার গুণ, সেবাই তাঁহার লীলা। তিনি প্রেমসেবায় সুদক্ষ এবং প্রেমভক্তি শিক্ষক। শ্রীগুরুদেব ভবপারের কর্ণধার বা নাবিক, নামপ্রেম-প্রদাতা ও ভক্তিপথপ্রদর্শক। তিনি নামাচার্য্য ও সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য।

প্রঃ—আমাদের কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে না কেন?

উঃ—গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণদর্শন কি করে হবে? গুরুদর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না, আবার কৃষ্ণসেবা না হ'লে কৃষ্ণদর্শনও অসম্ভব। গুরুপাদপদ্মদর্শনের পরেও যদি আবার জগৎ-দর্শন বা যোষিৎ-দর্শন হয়, তা' হলে আর মঙ্গল হলো না, কৃষ্ণসেবা হলো না—কৃষ্ণানুভূতি পাওয়া গেল না। যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিষ্কপটে গুরুকৃষ্ণসেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণদর্শন লাভ হবে—কৃষ্ণসেবা পাওয়া যাবে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ দীক্ষালাভ হবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করা দরকার। শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল হ'লে আর ভোগ্যদর্শন প্রবল হবে না। তখন কৃষ্ণভোগ্যা যোষিদ্‌গণকে পরমপূজ্য গুরুজ্ঞান করা যাইতে পারিবে। গুরুকৃষ্ণের সেবাফলে ভোক্তা-অভিমান বিদূরিত হ'লে ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হবে। তখনই কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হবে—আমি যোষিৎপতি বা ভোক্তা, এই কুবিচার তখন আর থাকবে না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি বা একমাত্র ভোক্তা আর আমরা সকলেই কৃষ্ণের যোষিৎ বা সেবক—এই জ্ঞান সুষ্ঠু না হ'লে কি ক'রে আমাদের মঙ্গল হবে।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হওয়ার জন্যই আমাদের কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে না। প্রথমে আশ্রয় নিয়ে পরে শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে হয়। আশ্রয় ত' করব আমি। আমি আশ্রয় না করলে আর কি হবে?

জগতের কথায় বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়লে শ্রবণ হবে না। শ্রবণ না করলে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে?

প্রঃ—ভগবানের দয়া কি পাওয়া যাবেই?

উঃ—যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্দ্রি থাকে, যদি ভগবানকে সত্য সত্য চাই, তা হলে ভগবানের দয়া নিশ্চয়ই লাভ হবে। কিন্তু অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলে জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হবে।

ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হবে। তাঁর দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টা দ্বারাও কিছু হবে না। তাঁর দয়াই মূল জিনিষ। অন্য কিছু না চেয়ে অকপটে তাঁর দয়া চাইতে হবে। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী কৃপা পাবেই। 'করুণালয়স্য করুণা মহতী। দয়াময় দয়া না ক'রে থাকতে পারেন না। আমরা প্রাণখুলে দয়া চাইতে পারি না ব'লেই দয়া পাই না। সর্ব্বতোভাবে যিনি ভগবানে প্রপন্ন হন, তাঁকেই মায়াধীশ ভগবান্ স্বয়ং সাহায্য করেন।

ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রদান করেন; ভগবৎসেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হ'তে পারে না। কৃষ্ণ আমাদের একমাত্র আরাধ্য। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। ভগবৎসেবা আত্মসুখেচ্ছা নয় আত্মসুখানুসন্ধান নয়। আত্মসুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটি অপস্বার্থপরতা মাত্র।

প্রঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের কথাই কি সবচেয়ে বড় কথা?

উঃ—হাঁ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রচারিত কথার ন্যায় এত বড় উচ্চ কথা আর নাই। সেই সর্ব্বোচ্চ ভজনরাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনামসেবা দ্বারা লভ্য হয়।

প্রঃ—ভক্তি কি

উঃ—কৃষ্ণকার্য্য করার নামই ভক্তি। নিজ কার্য্য করার নাম ভক্তি নহে। বিষয়ী হ'য়ে বিষয়ের সেবা বা মায়ার সেবা ভক্তি নহে। মায়ার সেবা বা বিষয়ের সেবাকে অর্থাৎ প্রভুত্ব করাকে ভক্তি ব'লে ভ্রম হ'লে হিতে বিপরীত হবে। পাপী, পুণ্যবান, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, এরা অভক্তি নিয়ে কাল কাটাচ্ছে। ভক্তি না হ'লে এগুলিকেই বড় ব'লে মনে হয়।

প্রঃ—গুরুর আদেশ যথাযথ পালন না করলে কি অমঙ্গল হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। মঙ্গলমূর্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ পালন না করলে অমঙ্গল হবে—জীবের সংসারবাসনা বেড়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর নরক হবে। যে গুরুর আদেশ পালন করে না, সে ত' নারকী, সে ত' বিষয়ী বা পাকা সংসারী। গুরুর আদেশলঙ্ঘনকারীর শূকরযোনি লাভ হ'য়ে থাকে। যাদের সংসারবাসনা বিষয়বাসনা প্রবল থাকে, তারা ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু পাইলেও প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারে না ব'লে তাদের বিশেষ মঙ্গল হয় না। তারা এই অমূল্যবস্তুর মূল্য বুঝতে পারে না ব'লে অসার সংসারকে সার মনে করে জন্ম জন্ম কষ্ট পায়।

উপদেশ-রত্নমালা

মঙ্গলাচরণ

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥

উপদেশ-রত্নমালা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু
প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যস্য প্রসাদাদ্-ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ন্ স্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বৈরাগ্যযুভক্তিরসং প্রযত্নের পায়য়্যামনভীমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সত্ত্ব বলম্বনম্॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপদেশ-রত্নমালা

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশরত্ন-শতক)

১। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রুতিসার ও একমাত্র অমল প্রমাণ।

২। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিব।

৩। শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরদুঃখদুঃখী জগৎ-ত্রাতাই শ্রীগুরুদেব।

৪। শ্রীগুরুদেব কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ মন্ত্র-বিক্রয়ী বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী নহেন।

৫। তোষামোদকারী—গুরু বা প্রচারক নহেন।

৬। মহাভাগবত জানেন—সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র “জগদ্গুরু"।

৭। গুরু যদি মনে করেন—'আমি গুরু' তবে গুরুর প্রথম বর্ণের 'উ'-কারটা লোপ হয়। প্রকৃত গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করিয়া
থাকেন।

৮। হরিকথা প্রচারই ‘জীবে দয়া'র পরম আদর্শ।

৯। আচার-রহিত কেবল-প্রচার কম্পাঙ্গের অন্তর্গত।

১০। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পদধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

১১। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।

১২। মহামায়ার দুর্গের মধ্যে থেকে একটা লোককেও যদি বাঁচাতে পার, তা' হ'লে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা অনন্ত গুণে পরোপকারের কাজ হবে।

১৩। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

১৪। মৃত্যুর শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত হরিসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

১৫। অপরের সুখভোগের ব্যাঘাত হইলে তাহা পরিপূরণের চেষ্টাকেই মূর্খলোকেরা 'জীবে দয়া' বা পরোপকার বলে; কিন্তু পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার উহা নহে। জীবের বহির্মুখ ভোগ-প্রবৃত্তি পরিবর্তন করাইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করাইতে পারিলেই প্রকৃত পরোপকার হয়।

১৬। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না। হরিকীর্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ-ধারণের সার্থকতা।

১৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। কারণ ইহাই সর্ব্ব-জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম। জগতে প্রচারিত ধর্মসমূহ বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

১৮। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। ভগবত্তার অন্তর্গত ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব। বৈষ্ণবতায় ব্রহ্মত্ব ও যোগিত্ব অনুস্যূত।

১৯। অসৎসঙ্গ ত্যাগই—বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তই অসৎ।

২০। যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম্মযাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

২১। ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন।

২২। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই—কাম। কৃষ্ণপ্রীতিই—প্রেম, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

২৩। মনঃকল্পিত উপাসনাই পৌত্তলিকতা, অধোক্ষজ-ভক্ত পৌত্তলিক নহেন।

২৪। ভক্তগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ভক্তপূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণ-পূজার ছলনা দাম্ভিকতা।

২৫। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রত-ধর্ম্ম কম পড়ে।

২৬। কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

২৭। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্তা।

২৮। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, এতদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

২৯। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার-দুই একই বস্তু।

৩০। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

৩১। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক-তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করা কর্ত্তব্য।

৩২। শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।

৩৩।পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মশোধন করিবেন—ইহাই আমার উপদেশ।

৩৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটী প্রধান কার্য্য।

৩৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৩৬। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী নহি; আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।

৩৭। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে দাম্ভিক হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়, অনন্তকাল নরকে যেতে হয়– আমি অনন্ত কালের জন্য contract ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করব—আমি এতদূর দাম্ভিক।

৩৮। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

৩৯। "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ" (ভাঃ ১১। ২৮।১) –

এই উপদেশটী অগ্রাহ্য ক'রে যাঁরা দিবানিশি পরচর্চায় আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁ'রা কখনই আত্মঙ্গল লাভ করতে পারেন না। আমাদের দেশের একটি চলিত কথায় বলে—'চাচা আপন বাঁচা'; তাই আমরা বলি, প্রত্যেকদিন সকাল-বেলা উঠে সর্ব্বাগ্রে নিজের
মনকে দু'শ ঘা জুতা, আর পাঁচশ ঘা ঝাঁটা মেরে শিখাতে হ'বে —"মন, তোমার পরচর্চ্চা ক'রে কি লাভ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?" "পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে।" "পরচর্চ্চা"—শব্দের 'পর' বলতে পরমেশ্বর-বিমুখজনের চর্চ্চা। উহা দ্বারা আত্মার অমঙ্গল হয়। কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হ'য়ে থাকে।

৪০। যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। ঘর

হউক, দোর হউক, পান্ডিত্য হউক এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে প্রয়োজন মনে করছে, তা'কে প্রয়োজন মনে করো না।

৪১। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।"—ইহাই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

৪২। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন।

৪৩। হরিনাম গ্রহণ ছাড়া অন্য Alternative আছে—ইহা তর্ক-পন্থা।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হ'তে থাকে এবং কর্ম্মফল ভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হ'তে থাকে, জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং-কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য অন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত।

৪৫। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বাদ দিয়ে মথুরা-বাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা'হলে তদ্দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তি-শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই হয়। নাম-ভজনেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

৪৬। সর্ব্বদাই সেবা করবেন, আর মুখে হরিনাম করবেন।

৪৭। শ্রীনামগ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলে শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফলস্বরূপ ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হ'বে। তজ্জন্য ব্যস্ত হবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হলে জড়চিন্তা কিরূপে যাবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করলেই শ্রীনামী পরমমঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

৪৮। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকে ভক্তি ব'লে জানবেন। শ্রীনাম গ্রহণ করতে করতে অনর্থ অপসারিত হ'লে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলার আপনা হ'তে স্ফূর্ত্তি হ'বে। চেষ্টা ক'রে কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করতে হ'বে না।

৪৯। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়।

সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন।

৫০। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবানন্দ নাই, সে কার্য্য জাগতিক বিচারে পরমশ্লাঘ্য হ'লেও অত্যন্ত ঘৃণ্য।

৫১। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময়, পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

৫২। ভগবান্ যা করেন, তা' আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন—এই সত্য ভুলে গিয়ে, এই বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আমরা বিপদে পতিত হই।

৫৩। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরি-বিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না।

৫৪। গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধা-বিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না।

৫৫। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

৫৬। শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

৫৭। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্যবস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী।

৫৮। সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব-জীবনে উহাই একটি সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। “শ্রেয়াংসি বহুবিয়ানি” বিচার করিয়া লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবাস্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥” (ভাঃ ১১।৯।২৯) শ্লোকটী বিশেষভাবে বিচার করিবেন।

৫৯। যিনি এই জাগতিক ভোগের নাগপাশে বন্ধ, তাঁহার সহিত পারলৌকিক আলোচনা বা অনুশীলন করিলে বিষয় স্পর্শ করে।

৬০। দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ-লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ-বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে—একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

৬১। প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত এই শ্লোকটী যেন সর্ব্বদা মনে করেন, ---

“নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনাং অর্থ যোষিতাং চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥”

৬২। দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, জানিবেন।

৬৩। মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন।

৬৪। যাহাদের আত্মবিৎ-এর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা -প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হইক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

৬৫। ‘ভজন’ বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—আলস্যজ্ঞাপক।

৬৬। অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না। ভোগ্য অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোনদিন না ঘটে। কেবল ভগবৎ-সেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে।

৬৭। ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকারভেদ মাত্র। ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নারকী।

বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ।

৬৮। ইন্দ্রিয়তর্পণময় কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন নহে। কেবল সুর, মান, তাল, লয়–এসকল কীর্ত্তন নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হ'তে বলেন নি—কেবল রকমারী বোল উঠাতে পারলেই, লোক ভুলাতে পারলেই কীর্ত্তনকারী হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা ‘হরিকীর্ত্তন' নয়—যা’-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, সেটিই হরিকীর্ত্তন।

৬৯। নামকীর্ত্তনকারীর অন্যাভিলাষ বর্জ্জন করতে হবে। মহাপ্রভু নামসাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তনকারীর অন্যাভিলাষ বর্জ্জনের কথা জানালেন।

৭০। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে—অমানী, মানদ হ'তে হবে।

৭১। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্গুণ।

৭২। কৃষ্ণসেবা, কাসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। নাম-সংকীর্তন দ্বারা কৃষ্ণ ও কাঞ্চসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও তাহাই লভ্য হয়। অর্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নাম-ভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

৭৩ পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা
প্রসব করে।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না৷ আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন।

৭৪। অভক্তের বিধান—তাঁর নিজ মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান—কৃষ্ণসেবার জন্য!

৭৫। নিরন্তর হরিভজন করুন, সর্ব্বজীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন, সকল জীবের চেতনবৃত্তির নিকট হরিভজন করবার কথা কীর্ত্তন করুন।

৭৬। সকল জীবের, সকল অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র পরিপূর্ণ সার্থকতা। সমস্ত ইতর চেষ্টা পরিহার ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে চেতনের বৃত্তিসমূহ নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

৭৭। প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন। ক্রমশঃ কৃষ্ণেচ্ছায় যাবতীয় তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বল লাভ হইবে এবং নিরন্তর হরিভজন-প্রবৃত্তি উদিত হইবে।

৭৮। নিজ নিজ ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে করতে হ'বে না—নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও 'চাকর' করবো না—খাটাবো না। যাঁরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ইচ্ছা করেন, তাঁরা কর্ম্মকাণ্ডী, আর যাঁরা কর্ম্মফল ত্যাগের বিচার করেন, তাঁ'রা জ্ঞানকাণ্ডী। তাঁরা উভয়েই স্বার্থপর-ভগবানকে 'চাকর' করার জন্য ব্যস্ত।

৭৯। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ – এক নহে। যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয়মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

৮০। সকলেরই একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থ থাকিলে কোনও প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে

আপাত বিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ সাধনেই পর্যবসিত হয়।

আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপদেশ-রত্নমালা উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দে’খে নিরুৎসাহিত হ'বেন না। নিজ-ভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্তন করবেন।

৮১। সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হবার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব, আমাদের নিত্য জীবন কি হবে, এখানে থাকাকালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক।

কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়।

৮২। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন— ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বললে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝতে পারেন, যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

৮৩। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হ'তে দাসরূপে ভিন্ন হ'লেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। ভগবান্

নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হ'তে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান করলে তাঁর খর্ব্বতা করা হয়।

অনেকে নিজের কর্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান। এ-সকল কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না, সদগুরুর পাদপদ্ম স্বপ্রকাশ-বস্তু।

৮৪। হরিকীর্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।

৮৫। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন পূর্ব্বক "ষড্রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী” ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু।

৮৬। শরীরের অধিক সৌখ্য বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক অরোপিত হয়।

৮৭। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

৮৮। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্জানলাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন।

৮৯। অকিঞ্চন হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে। ‘আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি প্রভু’—এই দুর্ব্বদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই দূর হ'বে। ‘আমি ভগবৎসেবক, আমি গুরুর কিঙ্কর' – এই অভিমান গুরুর কৃপাতেই জাগবে। অহঙ্কার, অভিমান, ভোগবুদ্ধি, স্বসুখবাঞ্ছা প্রভৃতি গুরুর কৃপাতেই—গুরুসেবা—প্রভাবেই অপসারিত হ'বে। গুরুসেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য, ইহা গুরুকৃপাতেই জানতে পারা যাবে। গুরুই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয় ও একমাত্র রক্ষক, ইহা গুরুকৃপাতেই বুঝতে পারবো। গুরুকৃপাতেই সংসার হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবা লাভ হ'বে। এত গুরুর দয়া!

গুরু ছাড়া এ জগতে আমার আপন বলতে আর কেহ নাই, এরূপ সুবুদ্ধি হ'লে গুরুকৃপা হবেই এবং তখন আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারবো। এজন্য আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত হ'তেই হ'বে, নতুবা ঠকে যাব।

৯০। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ cent percent (শতকরা শতভাগ) হরিসেবা করতে হ'বে। গৃহস্থগণও ভগবৎ সেবা করবেন। গৃহস্থের বাড়ীর যাবতীয় লোক শ্রীভগবানের সেবা করবেন। মন্ত্র নেওয়া ও ঠাকুরসেবা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। ঠাকুরসেবার ফল – ভগবন্নামে রুচি ভগবন্নামে রুচি। ভক্তের কাছে যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁদের মঙ্গল হয়ই।

৯১। লোকপ্রিয়তা অনুসন্ধান করার নাম ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তা অনুসন্ধানের নাম—ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম; আর তাহা অকপটে সকলকে জানিয়ে দেওয়ার নাম-জীবে দয়া বা মানুষের উপকার করা। বিমুখ বিশ্ব আমাকে আক্রমণ করবে ব'লে শ্রীচৈতন্যদেবের নিখুঁত সত্য কথা বলতে

আমি পশ্চাৎপদ হ'ব না; তা'তে আমার লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন হ'বে না সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুখী হবেন। লোকপ্রিয়তাটা ত' আমার ভোগ, তাহা কৃষ্ণের ভোগ নহে। কৃষ্ণের ভোগ 'বাস্তব-সত্যের' কথা কীর্ত্তন। আমরা কারো মনযোগান কথা বলতে পারবো না। আমার পূর্ণমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে যিনি দিবেন, তাঁকেই আমি সর্ব্বস্ব দিব।

৯২। নির্ম্মল চিত্তই ভগবানের বসতিস্থল। হৃদয়মন্দির মার্জ্জন না হ'লে পুরুষ-অভিমান প্রবল হ'বে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়: আমরা insincere লোকের সঙ্গ না ক'রে সাধুগুরুর সঙ্গই করবো। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই আমাদের নিত্যগৃহ। কৃষ্ণপাদপদ্মেই Eternal Health of the soul অবস্থিত।

৯৩। বৈষ্ণব হ'লেন জগতের একমাত্র গুরু, তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু হ'তে পারেন না। Personality of Godhead-এর উপাসকই গুরু হ'তে পারেন। পুরুষোত্তমের সেবক-অভিমানীও আবার গুরু হ'তে পারেন না – যদি তিনি শিষ্যের শিষ্য-অভিমান না করেন। বৈষ্ণব-অভিমানে গুরু হ'তে পারা যায় না। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বলতেন না। যে নিজেকে বৈষ্ণব বলে, সে branded অবৈষ্ণব।

৯৪। ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই—বিষ্ণুসেবা ব্যতীত। অন্য দেবতার পূজা করলে ব্রাহ্মণ ছোট হ'য়ে যান। সাধারণের ধারণা – ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজা করতে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন-ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই সেবা-পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণের আচমনীয় মন্ত্র—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।'

৯৫। রাস্তায়, ঘাটে বৈষ্ণব পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব অত সোজা নয়। পৃথিবী উজাড় হ'য়ে যাবে, বৈষ্ণব পাওয়া যাবে না। কম্বলের লোম বাছার ন্যায় বৈষ্ণব পাওয়া সুকঠিন।

৯৬। যে ব্যক্তি 'আমি কর্তা' মনে করে, তাঁ'র কখনও মঙ্গল হয় না।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সকলই অসুবিধা। ধর্ম্মকামনা, অর্থ-কামনা, কাম-কামনা ও মোক্ষকামনা—এইগুলি ভক্তি বা সেবা নয়। 'আমি সেব্য, তোমরা সকলে আমার সেবা কর'—ইহা অবৈষ্ণবের বিচার। এইরূপ অবৈষ্ণব কখনও গুরু হ'তে পারে না। যে সব গুরু শিষ্যের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁরা বাস্তবিক গুরুপদবাচ্য ন'ন তাঁরা শিষ্যও হ'তে পারেন নাই।

৯৭। পরম-শ্রদ্ধা সহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল হইবেই। গুরুকৃষ্ণ আমাদের কাছে আর কিছু চান না, কেবল submission চান মাত্র। যে মুহূর্তে আমরা গুরুপাদপদ্মে শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত।

৯৮। বিশ্বদর্শন বা ভোগ্যদর্শন যাঁহার আছে, তিনি ভোগী। এই ভোগ্যদর্শন হইতে উদ্ধারের উপায় – শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা : বাসনার দাস হওয়ার জন্যই আমাদের এত দুঃখ, এত বাধা। আমরা রিপুর দাস হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি। এইজন্যই আমাদের মুখে শুদ্ধনাম হইতেছে না। মন চিন্ময় বা শুদ্ধ না হইলে হরিনাম হয় না। নাম ও নামী অভিন্ন–এই বিচার ও বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে নামে বাধা হয়। হৃদয়ের সহিত ভগবানকে ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা হইবে এবং করুণাময় গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যাবতীয় বাধা অনায়াসে দূর হইবে।

৯৯। জীবমাত্রেরই স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটা রত্ন আছে। জীব অণুচৈতন্য বলিয়া জীবের স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহারও করিতে পারেন, আবার

অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন! ভগবান্ চেতনের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না।

ভগবান্ শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে জীবকে শুদ্ধ চেতনধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে যত্ন করেন। যাঁহারা সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ হন, তাঁহারাই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন—

“শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

১০০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একবস্তু হইয়াও ছয়টা ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, (৪) স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দ -তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান্-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয়-তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইলে ছয়-তত্ত্বই ভগবান্ কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার অদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ নিত্যানন্দ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাসতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়-বস্তু। শ্রীগুরুদেব ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। গুরুকে কৃষ্ণের সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

সমাপ্ত